মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] শ্রাবণ ১৩১৮। আগষ্ট, ১৯১১। [১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পূর্ণব্রহ্ম, হে আনন্দময় শ্রীহরি, হে মঙ্গলময়ি জননি, তুমি নরনারীকে ধূলির ন্যায় ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার ইচ্ছা এই যে, ইহারা এই হীন অবস্থা হইতে ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবে এবং এই উন্নতি লাভের প্রতিপদে ইহারা সুখ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবে। আমরা পৃথিবীতে নরজাতির ইতিহাসের যে অল্প অংশ অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতেই দেখিতে পাইতেছি যে নানারূপ অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া তোমার মনুষ্য সন্তান উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আরও উন্নততর অবস্থা লাভের জন্য সকল জ্ঞানী পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, কর্ম্মী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এই উন্নততর অবস্থা লাভের জন্য মহা ব্যাকুলতার প্রকাশ তোমারই মঙ্গললীলা। তোমার কৃপাতে আমাদিগের দেশের নারীগণমধ্যেও উন্নতির চেষ্টা অল্প অল্প প্রবেশ করিতেছে। এদেশের নারীগণও আপনাদিগের অবস্থাকে সংশোধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তুমি কৃপা করিয়া এই দুর্ব্বল দেশের অবলাদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আশীর্ব্বাদ কর। আশীর্ব্বাদ কর যে, তোমার ইঙ্গিতানুসারে ইঁহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও পবিত্রতা লাভ করিতে করিতে তোমার ঐ সুখধামের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন।

হে স্নেহময়ি জননি, "মহিলার" নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা তোমারই চরণে শরণাপন্ন হইয়া প্রণিপাত করি। যে ষোড়শবর্ষ এই ক্ষুদ্র পত্রিকা বঙ্গনারীর সেবাতে নিযুক্ত আছে ও তাঁহাদের অনুগ্রহে জীবনধারণ করিয়াছে তাহার ভিতরে তোমারই কৃপা ইহাকে চিরদিন রক্ষা করিয়াছ। ইহা দ্বারা যে কিছু মঙ্গল

সাধন হইয়াছে, সেজন্য সকল গৌরব তোমার। তোমার যে সন্তানকে এই মহিলার ভারপ্রাপ্ত সেবক তুমি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলে, তিনি আপনার দেহ মন প্রাণ দিয়া ইহার দ্বারা তোমার কন্যাগণের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা যত্ন করিয়া এখন তোমার মঙ্গল ধামে তোমার আশীর্ব্বাদ সম্ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে তুমি স্বর্গে নিত্য শান্তি ও আনন্দ বিধান কর। এখন এই কার্য্যভার যাঁহাদের উপর তুমি ন্যস্ত করিয়াছ তাঁহাদিগের তোমার কৃপালোক ভিন্ন আর কোন জ্ঞান বা সম্বল নাই। এজন্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করি যে, তোমার কার্য্য তুমি নির্ব্বাহ করিতে থাক, আমরা যেন সর্ব্বদা তোমারই ইঙ্গিতে ও তোমারই আদেশে নারীজাতির উন্নতির জন্য আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তি ও জ্ঞান ব্যয় করিয়া কৃতার্থতা অনুভব করিতে পারি। এই হীন জনকে তুমি স্বর্গীয় শক্তির আশায় পূর্ণ কর, এই মোহান্ধ হৃদয়কে নারীজাতির প্রেমে কোমল ও উদার কর, এই জড় লেখনীকে তুমি তোমার কৃপার বলে জীবন্ত ও জাগ্রত কর। যাঁহারা এ বৎসর "মহিলার" জন্য প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিবেন, যাঁহারা মহিলার কলেবরকে পুষ্ট করিবেন, তাঁহাদের সকলকে তুমি আপনার গৌরব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করিও। পরম সম্পাদক তুমি, আমরা সকল শুভকার্য্যে তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া, তোমার রাজ্যের গৌরব বর্ণন করিতে করিতে যেন নব স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। হে দেব, তোমারই চরণে বার বার প্রণাম করিয়া ও তোমারই হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া এই নববর্ষের পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তোমার ইচ্ছা "মহিলার" জীবনে পূর্ণ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।

উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিবার উচ্চ অধিকার কেবল মানুষের আছে। মানুষ যেমন স্বাভাবিকভাবে উচ্চ দিকে দৃষ্টি করে অন্য কোন জন্তু তাহা করে না, ইহার গভীর অর্থ আছে। মনুষ্য সন্তান যতই কেন হীন অবস্থায় পতিত হউক না ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিবার, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিবার এবং চেষ্টা যত্ন করিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা লাভ করিবার মহান অধিকার মনুষ্যের চিরদিনই থাকে। যখন কোন পুরুষ বা নারী এত হীন অবস্থায় পতিত হন যে আর কোন উন্নতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে না তখন প্রকৃতই তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হয়।

সচরাচর আমরা যত নরনারীকে দেখিতে পাই সকলেরই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। প্রত্যেকেই আপন আপন শিক্ষা, অবস্থা, সঙ্গ, অভ্যাস, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদি অনুসারে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন এবং অল্পাধিক যত্ন করেন। সাধারণ নরনারীর অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে যদিও তাঁহারা আপন

ভাব ও স্বভাব অন[illegible]র্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যত্ন করেন, কিন্তু অতি অল্প লোকই আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া ও একটি উন্নত অবস্থাকে সন্মুখে আদর্শরূপে রাখিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা ও উদ্যম করিয়া থাকেন। প্রকৃত কথা এই যে আমাদিগের দেশের লোকের উন্নতি লাভের বৃত্তিটি কতকটা সচেতন ও কতকটা অচেতন ভাবে কার্য্য করে। প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে যত্ন করিতেছেন কিন্তু জানেন না যে উন্নতি লাভ তাঁহাদের লক্ষ্য। এরূপ চিন্তা বিহীন হইয়া কেবল স্বভাবের নিয়মে উন্নতির চেষ্টা করিয়া গেলে প্রকৃত উন্নতি লাভ কখনও হইতে পারে না। মানব স্বভাবের সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রতিবাসী আত্মীয় বন্ধুগণের গুণ বা শ্রেষ্ঠতা অথবা জনশ্রুতি গত মহৎ লোক সকলের গুণ ইত্যাদি দর্শন বা শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে যত্ন হয়! প্রতিবেশীর গৃহ সজ্জিত ও পরিস্কৃত দেখিয়া আপনার গৃহ সেইরূপ করিতে যত্ন হয়, প্রতিবেশীর সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার দর্শন করিয়া সেইরূপ বস্ত্রালঙ্কার করিতে চেষ্টা হয়। প্রতিবেশীর সুন্দর ও সুখপ্রদ গৃহ দেখিয়া সেইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা হয়। গ্রামের এক ব্যক্তির কোন কঠিন পীড়া যে বৈদ্যের চিকিৎসাতে আরোগ্য হয় অন্য লোকেও পীড়ার সময় সেই বৈদ্যের চিকিৎসাধীন হয়। এইরূপ ব্যবহার চিরদিন হইয়া আসিতেছে এবং ইহারই ক্রিয়াতে মনুষ্যগণ বিশেষ চিন্তা না করিয়াও অল্প অল্প উন্নতি লাভ করিয়া থাকে।

আমরা যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিতে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি তাহা অন্যপ্রকারের অবস্থা। যখন কোন নর বা নারী আপনার বর্ত্তমান অবস্থা সকল উত্তমরূপে অবধারণ করিয়াও ইহার হীনতা অনুভব করিয়া আপনার চেষ্টাও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া কোন স্বর্গীয় উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে ব্যাকুল হন তখন তাঁহার অন্তরে এক দৈব শক্তি অনুভূত হয়। ইহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। যাহারা বর্ত্তমান হীন অবস্থার মোহে মুগ্ধ, যাহারা অন্নপান দর্শন স্পর্শন প্রভৃতির রাজ্যের বিষয় উন্নতির চেষ্টাতে আপনাদিগের মনকে ব্যস্ত করিয়া রাখে তাহারা আপনাদের অবস্থাকে হীন জানিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা কথায় বলে বটে সংসারের সুখ সামান্য ও ক্ষণিক, এবং ভগবানের সেবাতে ও পূজাতে উচ্চ সুখ ও নিত্য উন্নতি হয়, কিন্তু সেবিষয় লইয়া তাহাদিগের বিশেষ কিছু ভাবিবার বা করিবার থাকে না। প্রকৃতপক্ষে আমরা সংসারের সামান্য মানুষ আমরা নিত্যশুদ্ধ পরমেশ্বরের কথা কি ভাবিতে পারি অথবা তাঁহার স্বর্গের সৌন্দর্য্যই বা কি বুঝিতে পারি। আমাদিগের পক্ষে সময় ও সুবিধামত তাঁহার চরণে প্রণাম করাও তাঁহার নাম ভক্তির সহিত গ্রহণ করাই যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা কি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করিতে পারি? মনে মনে এইরূপ একটি যুক্তি করিয়া মানুষ আপনাকে

পৃথিবীর ক্ষুদ্র অবস্থাতেই মগ্ন করিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু আমাদিগের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় ঈশ্বরের অশেষ ব্যবস্থা। মানুষ অসভ্য বর্ব্বর হইয়া থাকিবে, অথবা কেবল আপনার সুখ সম্পদ লইয়া থাকিবে, কিম্বা কেবল ইহলোকের সুখ লইয়া থাকিবে ইহা তিনি কিছুতেই হইতে দিবেন না। মানুষ যে দেশে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সময় সময় তাহার নিকট উচ্চতর সুখের সমাচার উপস্থিত হয়। কোন লোক হয়ত জ্ঞানানুশীলন করিয়া নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার বাক্য জ্ঞানতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। কোন লোক দানপুণ্য সাধন করিয়া লোকের শ্রদ্ধা-ভাজন হইতেছে এবং আপনি বিমলানন্দ লাভ করিতেছে, অপর কোন লোক ভগবানের পূজা বন্দনা ধ্যান ধারণাতে জীবন যাপন করিয়া অমৃত লাভ করিতেছে এবং অমৃতের সংবাদ সকলকে দিতেছে। এইরূপ নানা প্রকারের উচ্চ জীবনের সংবাদ মনুষ্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আপনার অবস্থায় হীনতা সর্ব্বদাই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এ সকল দৃষ্টান্ত সময় সময় মানুষকে এত ব্যাকুল করিয়া তুলে যে অনেকে পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসারে জীবন উচ্চ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অপরদিকে আমরা যে সংসারের সামান্য ধন জন লইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি সেই সংসার কত ভয়ানক পাপ, দুরাচার, রোগ, দুঃখ ও মৃত্যুদ্বারা পরিবৃত তাহাও আমরা যখন তখন দেখিতে পাই। অন্য লোকের শোকদুঃখ আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে সময়ে আমাদিগকেও সেইরূপ দুঃখ পাইতে হইবে। এ সকল চিন্তা অনেক লোককে পৃথিবী অপেক্ষা উচ্চ লোকের অন্বেষণে নিযুক্ত করে।

জগতের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সাধু মহাজনগণ আপনারা পৃথিবীর অতীত রাজ্যে বাস করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের সম্পর্কে মৃত্যু ও দুঃখের মৃত্যু হইয়াছে এ কথা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে ও সাধুজীবন পাঠ করিলে জানিতে পারাযায়। তাঁহারা সকলে মিলিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন যে, আমরাও যদি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করি, যদি আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া সুখশান্তিপূর্ণ স্বর্গরাজ্যের প্রজা হইতে তীব্র সম্বেগের সহিত ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদিগের মত পৃথিবীর অতীত রাজ্যে বাস করিতে পারি। কোন্ নর নারী এ সংবাদ না শ্রবণ করিয়াছেন যে মনুষ্য দেবতা হইতে পারে? যুগে যুগে মানুষ দেবত্ব লাভ করিয়াছে, ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সকল যুগের সকল লোকই দেবত্ব লাভ করিবার অধিকারী। কিন্তু আমরা সামান্য নরনারী এত বড় উচ্চ কথা মনে ধারণ করিতেও সাহস পাই না। কিন্তু আমাদিগের এক প্রকারের বিনয় আছে, যাহার তিন ভাগ আলস্য ও এক ভাগ ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে অবিশ্বাস, এই বিনয়ের দ্বারা প্রতারিত হইয়া নারীগণ মনে করেন নারীজাতি চিরদিন সংসার লইয়া কাটাইয়াছে, নারী কি তেমন উচ্চ জীবন পাইতে পারে? যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মকন্যা বলিয়া বিশ্বাস

করেন তাঁহারা এরূপ ভাব মনে কেমন করিয়া স্থান দিবেন? আপনাকে এরূপ হীন মনে করা কখনও বিশ্বাসের কথা নহে। এখন সকলেই শুনিতে পাইয়াছেন যে মানুষের স্বর্গলাভের অধিকার আছে। এখন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেরই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিবারও উচ্চ হইতে উদ্যম উৎসাহ করিবার অধিকার আছে। বর্ত্তমান যুগে সকল জাতিই যেমন বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছে, সুসভ্য হইতেছে, ধন সংগ্রহ করিতেছে, উচ্চপদ লাভ করিতেছে, তেমনই এখন স্ত্রীজাতিও পৃথিবীর বিদ্যা ধন, পদ, মান্যসকল লাভ করিতেছেন। পুরুষ জাতি অনুগ্রহ করিয়া এ সকল অধিকার দিতেছেন তাহা নহে। যে সকল শক্তি থাকিলে এই সকল উচ্চতা লাভ হইতে পারে তাহা সকল নারীর অন্তরে আছে, এই জন্যই তাঁহারা উচ্চতা লাভ করিতেছেন। ভগবানের রাজ্যে স্ত্রী পুরুষ, কিম্বা জাতি বর্ণ বিচার নাই। সকল মনুষ্য আত্মাই তাঁহার প্রিয় সন্তান, সকলকেই তিনি প্রেমক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া স্বর্গের অধিকার দান করেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন মহিলা যদি আপনাকে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে তিনি কেবল আপনার ও বর্ত্তমান সময়ের উচ্চ সভ্যতার অপমান করেন তাহা নয়, তিনি তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরেরও অপমান করেন। যাঁহারা আপনাদিগের উচ্চ অধিকারের বিষয় চিন্তা করিবেন না, উচ্চতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন না অথচ একরূপ নিরাশভাবে আপনাকে সামান্য নারী মনে করিয়া সংসারের ধন জন লইয়া জড়ীভূত হইয়া থাকিবেন তাঁহারা কেবল আপনার অনিষ্ট করিবেন তাহা নয় তাঁহারা আপনার গৃহের ও তাহার চারিদিকের আলো বাতাস পর্য্যন্ত নারীগণের পক্ষে অপকারী করিয়া তুলিবেন। যাঁহারা আপনাদিগকে সামান্য নীচ মনে করেন, যাঁহারা উন্নতিলাভের জন্য ব্যাকুল হইবেন না, তাঁহারা কখনও উন্নতি লাভ করিবেন না এবং তাঁহাদিগের জন্য যে সুখ শান্তির অবস্থা আছে তাহাও লাভ করিবেন না। এখন কেবল এক শ্রেণীর মহিলাগণ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন তাহাই নহে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অনেক মহিলা ব্রহ্মবাদিনী হইতেছেন, তাঁহারা আপনারা ব্রহ্মোপাসনা করেন এবং ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন। কেবল তাহাই নয়, তাঁহারা অপর সকল মহিলাগণকেও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লাভ করিতে উৎসাহিত করেন এবং স্বর্গরাজ্য যে পুরুষ নারী নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্য সন্তানের জন্য আসিতেছে তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মহিলাগণের আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে, অর্থাৎ যাঁহারা উচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার সংসারের সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতেছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষায় পূজা উপাসনা করিতেছেন তাঁহাদিগকে আর একটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে দেহে থাকিতে থাকিতেই স্বর্গ-

রাজ্য বাস করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। পৃথিবীতে স্বর্গ অবতীর্ণ হইবে, নরনারী স্বর্গে বাস করিবে এই যে চির-দিনের আশার সংবাদ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, একথা কেবল স্তোভ বাক্য মাত্র নয়, ইহা অত্যন্ত সত্য কথা, কিন্তু মানুষ ইহাকে একটা অসাধ্য ব্যাপার মনে করিয়া কথায় মাত্র রাখিয়া দিয়াছে। বর্ত্ত-মান সময়ে যে সকল মহিলা সংসার সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে সকল প্রকার অভাব অসুবিধা দূর করিয়া উচ্চ আদর্শ অনুসারে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন এবং সচ্চিদানন্দঘন পরম দেবতার পূজা বন্দনা করিয়া স্বর্গের পূর্ব্বাস্বাদ লাভ করিতেছেন এখন তাঁহারা যদি সরলতা ও দৃঢ়তার সহিত এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে জীবন্মুক্ত সাধু সাধ্বীগণ যেমন আপনা-দিগের শরীর মন আত্মা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ে একমাত্র পরম দেবতার আদেশ ও ইঙ্গিত অনুসারে কার্য্য করেন এবং তাঁহার পুণ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন চিন্তা বাক্য অথবা কার্য্যকে স্থান দান করেন না সেই নিয়মে যদি জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে পৃথিবীর শুভ দিন আরম্ভ হয়। মহিলাগণ নানাবিষয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছেন, এখন সর্ব্বোপরি উচ্চবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রকৃত উন্নতির নিয়মই এই যে, ক্রমে ক্রমে উচ্চ দিকে উঠিবে, এ আকাঙ্ক্ষার শেষ কোথায় কেহ জানে না। ফলে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার শেষ হইতে পারে না। অতএব যাঁহারা অন্য সকল বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাঁহারা এই স্বর্গরাজ্যের আকাঙ্ক্ষা অবশ্য পোষণ করিবেন। স্বর্গ রাজ্যের সুখের ও শান্তির সংবাদ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই তাহার জন্য ব্যাকুল হইবেন এবং স্বর্গের আকাঙ্ক্ষাতে সংসার ধর্ম্ম সাধন করিবেন।

আমার মা।

জীবন পথে চলিতে চলিতে স্বীয় জনক জননীর কথা অনেকের অন্তঃকরণে অনেক সময়ে উদয় হইয়া থাকে। আমার জনক আমার অল্প বয়সেই পরলোক গত হইয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহার ধীর গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি মাত্র আমার স্মৃতিপটে সন্দর্শন করি। কিন্তু জননী আমাকে প্রৌঢ়াবস্থায় উত্তীর্ণ করিয়া একাত্তর বৎসর বয়সে হিন্দুজাতির পরম স্পৃহনীয় কাশী-ধামে তনুত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের পবিত্র আশ্রয়ে দিব্যধামবাসিনী হইয়াছেন। আমার মাংস রক্ত হৃদয় মনে তাঁহার জীবন প্রতিফলিত আছে। ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় অনেক সময়ে জননীর অনেক ব্যবহার, ভাব এবং শিক্ষা আমার মনে পড়ে। "মহিলা"র গ্রাহিকাবর্গ তাহা জানিলে এক-টুকু আনন্দ এবং সুখলাভ করিলেও করিতে পারেন। এজন্য আমি আমার জননীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মৃতিগ্রন্থ হইতে সংকলন করিতেছি।

কিঞ্চিদধিক চতুর্দ্দশ বৎসর হইল গর্ত্ত-

ধারিণী জননী ইহলোকে নাই। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি আমাকে স্নেহাঞ্চলে জড়িত করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বোধ হয় অনেকেরই স্বীয় জননী সম্বন্ধে এ ভাব হইয়া থাকে। জননীর নিকটে কেহই আপনাকে প্রাচীন মনে করিতে পারে না। জননীর নিকট চিরদিনই আমি বালক ভিন্ন কিছুই নই।

আমার জননী বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। তিনি শৈশবেই মাতৃহীনা হইয়াছিলেন। মাতৃহীন শিশুগণ প্রায়শঃ অভিমানী হইয়া থাকে। আমার মাও সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে অতি অভিমানিনী ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক সম্পন্ন কুলীন পরিবারে বিবাহ দেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে বিবাহের অল্পকাল পরেই সেই পরিবারের কয়েকজন উপার্জ্জনশীল প্রৌঢ় পুরুষ কাল কবলে পতিত হওয়াতে তিনি পতি কুলে আসিয়া অচিরাৎ দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। অথচ তখনও তাঁহার পিতা বর্ত্তমান। তিনি একজন ভূসম্পত্তিশালী ব্যক্তি। জননীকে স্বালয়ে জামাতা সহ রাখিয়া প্রতিপালন করিতে কিম্বা স্বগ্রামে এক খানা বাড়ী করিয়া দিতে আমার মাতামহ আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু আমার জননীর পতিকুলাভিমান ইহার প্রতিকূল হইল। পতিগৃহ ত্যাগ করিলে শ্বশুর কুলের গৌরব হানি হইবে এজন্য অতি কষ্টে পতিগৃহে শ্বশ্রূঠাকুরাণী সহ আমাকে লইয়া বাস করিতেন, তথাপি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার লালসায় পিতৃগৃহে থাকিতেন না। দীর্ঘকাল দারিদ্র দুঃখে জীবন যাপন করিয়াও পতিগৃহ ত্যাগের বাসনাও কখন তিনি মনে স্থান দিতেন না। এরূপ অভিমান প্রশংসা কিম্বা নিন্দার্হ তাহা পাঠিকাগণের বিচার সাপেক্ষ। এ দুঃখের মধ্যেও জননীকে প্রফুল্ল দেখিয়াছি, পূজা অর্চ্চনায়, ভবানী বিষয়ক সংগীতে এবং পর সেবায়, প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিব শক্তি পূজা করা তাঁহার ব্রত ছিল। হিন্দু সমাজে অনেক মহিলাই দীক্ষাগ্রহণের পরে এরূপ পূজাপরায়ণা হন। ঘরে হয়তো তণ্ডু-লাদির অভাব। এরূপ অবস্থাতেও কোন রূপে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া মা পূজায় বসিতেন। ভক্তিভরে একাগ্র অন্তরে পূজা করিয়া দুঃখের মধ্যেও প্রফুল্লবদন হইতেন। পূজান্তে জননীর প্রফুল্ল মুখশ্রী দেখিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইত। কোন কোন দিন আমার ঠাকুরমা পূজার পরে মাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, এখন কি পাক করিবে? পূজা তো শেষ হইল। জননী বলিতেন, একরকম কিছু হবেই। ঠাকুরমা বলিতেন, যা এখন হবে, তা পূজার আগে করিলে হইত না? মা উত্তর করিতেন আচ্ছা, হউক কি না হউক পূজা তো করিলাম। পূজান্তে যেন তেন প্রকারে শ্বশ্রূদেবীর জন্য পাক করিতেন। সেই সঙ্গে তাঁহার নিজেরও কোনরূপে উদরজ্বালা নিবৃত্তি হইত। রজনীতে অনেক দিন প্রায় তাঁহার আহার জুটিত না। আমাকে বুকে লইয়া শয়ন করিতেন এবং শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত করিতে করিতে

নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। সে গান শুনিতে শুনিতে আমারও নিদ্রাগম হইত।

আমার মা একজন সুপাচিকা ছিলেন। আমাদের পাড়াতে যত নিমন্ত্রণ হইত তাহার অধিকাংশে তিনি পাককার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পাকের জন্য আহূত হইলে তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইতেন। তিনি কুলীনকুলবধূ ছিলেন বলিয়া পাকান্তে পরিবেশনকার্য্যও অনেক সময়ে তাঁহাকেই করিতে হইত। তাহাতেও তাঁহার আলস্য দেখি নাই। বরং অতি উৎসাহের সহিত প্রসন্নবদনে শতাধিক লোকের পরিবেশন-কার্য্য অকাতরে নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল। সকল কার্য্যেই বিলক্ষণ দক্ষতাও ছিল। প্রাচীন বয়সে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তিনি কখন কখন ব্রহ্মোৎসবাদিতেও যোগ দিতেন। তখন যুবতীদিগকে পাকাদিতে আলস্য করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ নিজে উৎবাগতদিগের জন্য পাক ও তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতেন। কিন্তু শক্তিহীন হওয়াতে একটুকু কষ্ট প্রকাশ করিতেন।

আমার মা দুঃখে পড়িলে উপবাসও যেমন করিতেন, আহার পাইলে বিলক্ষণ আহারও করিতে পারিতেন। কিন্তু গৃহের সকলের আহার হওয়ার পূর্ব্বে নিজে কখন আহার করিতেন না। অন্যকে খাওয়াইতে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ পাইত। যাহাকে তিনি খাওয়াইতেন তাহার পেটের আটকোণ ভরিয়া যাইত। আমাদের বংশের পুরোহিতদিগের মধ্যে একজন অতি অপরিমিতাহারী ব্রাহ্মণ অদ্যাবধি জীবিত আছেন। ঐ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক খাওয়াইতে মা যথেষ্ট আয়োজন করিয়া অতি সুখী হইতেন। আমাকে সময়ে সময়ে বলিতেন অমুক ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যেমন সুখ হয় এমন সুখ তোমাদের মত অল্পাহারীকে খাওয়াইয়া হয় না। তাঁহার জন্য আহারের আয়োজন সার্থক বোধ হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করার পরে আমাদের দেশীয় রীত্যনুসারে আমি পুনর্ব্বিবাহ করি নাই, এই মাত্র অপরাধে হিন্দুসমাজ আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। সামাজিকগণ যখন আমার সম্বন্ধে বলিতেন যে অমুকের সঙ্গে আমরা একত্র আহার করিব না; তখন মা অত্যন্ত অভিমানাহত ও ক্রুদ্ধ হইতেন। কারণ যাহাদের করস্পৃষ্ট অন্ন আমরা কৌলিন্যহেতু গ্রহণ করি না, তাহারা তুচ্ছ কারণে আমাকে লইয়া খাইবে না বলা জননীর পক্ষে অতি অসহনীয় বোধ হইত।

আমার মা কখনও আমাকে ব্রহ্মোপাসনার জন্য কটুকথা বলেন নাই। আমি বাড়ীতে যখনই উপাসনা করিতাম, তখনই তিনি কাণ পাতিয়া আমার সঙ্গীতাদি শুনিতেন। অনেক সময়ে গ্রামে আমাকে অন্যের সহিত উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। মা ইহা জানিলেই শতকর্ম্ম ত্যাগে স্বীয় জপমালা হস্তে উপাসনা স্থানে উপস্থিত হইতেন এবং উপাসনা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মনোযোগসহকারে শুনিতেন। আমার ধর্ম্মবন্ধুদের মধ্যে

কাহার কাহার জননী নিজ পুত্রকে উপাসনা করিতে দেখিলেই গালি দিতেন, কখন বা পুত্রকে উপাসনা স্থান হইতে টানিয়া লইয়া যাইতেন। তখন আমার মা তাঁহাকে বলিতেন যে, উপাসনা করিতে কেন এত বাধা দেও? উপাসনাতো চমৎকার ব্যাপার। এতে ত জাতি দেওয়ার কোন কথা নাই। তাহাতে উক্ত মহিলা উত্তর দিতেন যে, তুমি অতি বোকা। এই উপাসনাই সব রকম অনর্থের মূল। এই বালক দিগকে উপাসনা করিতে দিলে সবই করিতে দিতে হইবে। ইহারা দেব দেবীও মানিবে না। সমাজেও থাকিবে না। ইহা শুনিয়া আমার মা চুপ করিয়া থাকিতেন।

আমার মা যেমন অভিমানিনী তেমনি ক্রোধন স্বভাব ছিলেন। উপাসনার সময় ভিন্ন প্রায় সর্ব্বদা আমাকে সমাজচ্যুত হওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কারণে গালি দিতেন ও উৎপীড়ণ করিতেন। কেবল নিজের ভক্তিভাবের জন্য ব্রহ্মোপাসনার ব্যাঘাত করিতে পারিতেন না।

আমার অনেক ধর্ম্মবন্ধু আমার জননীকে দেখিয়াছেন, এবং আমাদের গ্রামের বাড়ী দেখিয়াছেন। আমার মা বাড়ীতে প্রায়শঃ শেষ কালে একাই থাকিতেন। সর্ব্বদা বাড়ীখানা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। ব্যবহার্য্য বাসনগুলিও ময়লা রাখিতেন না। আমার কোন কোন ধর্ম্মবন্ধু আমাদের ঘর বাড়ী ও জননীর রান্নাদি দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ বাড়ী খানা যেন কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বাড়ী এরূপ বোধ হয়। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক ভ্রাতৃগণসহ যখন আমি জননীর জীবদ্দশায় বাড়ীতে যাইতাম, মা আমাদিগকে উপস্থিত দেখিলেই সমাজচ্যুতি নিবন্ধন প্রথমে অতি ক্রোধের সহিত কিছুকাল খুব গালি দিতেন। তৎপর এত আদর যত্ন ও আয়োজনের সহিত আহার দিতেন এবং সেবা করিতেন যে তজ্জন্য বন্ধুদিগের সকলেই বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। শেষকালে জননী ব্রহ্মোপাসনাতে যোগ দিয়া নিতান্তই আনন্দানুভব করিতেন। ব্রহ্মোৎসবের সময় অনেক সময়ে ঢাকাতে আগমন করিয়া উৎসবে ও উপাসনা সংকীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিতেন। কিন্তু মা কখন হিন্দুত্ব বা দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি বা পুত্তল পূজা পরিহার করেন নাই। তিনি শিবশক্তি পূজাও করিতেন, ব্রহ্মোপাসনায়ও যোগ দিতেন। সংস্কার যে মনুষ্য জীবনে অতিশয় বলবতী শক্তি, তাহা আমি আমার জননীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। জীবন্ত বিশ্বাস কিংবা বিজ্ঞান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির আতিশয্যে কিম্বা ধর্ম্মভাবের প্রভাবে ও প্রবল কুসংস্কার অতিক্রম করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য।

আমাকে যাহারা গ্রামেতে এক ঘরে করে, মা তাহাদের হাতে খাইতেন না। শেষ বয়সে পীড়াতে কাতর হইয়া যদি তিন চারি দিন অনাহারে থাকিতেন, তথাপি ঐ সকল বাড়ীর কোন মহিলার পাক খাইতেন না। ইহা শুনিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল। মাকে আমি এক

দিন বলিয়াছিলাম, গ্রামের লোকের সঙ্গে আপনার যেরূপ জেদের ভাব বা অসদ্ভাব, ইহাতে এমন ঘটিবে যে আপনি একা ঘরে মরিয়া থাকিবেন, কেহ আপনার দেহ ঘরের বাহির ও করিবে না। তিনি একথা শুনিবা মাত্র অতি দৃঢ়তা সহকারে আমাকে বলিলেন, তুমি এ কথা মনেও করিও না যে আমি এই গ্রামে এই ঘরে পড়িয়া মরিব; মরিবার কাল আসিলে আমি এখানে থাকিব না। আমি বুঝিলাম যে তিনি নিজের কাশী প্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় শূন্য। সত্য সত্যই তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিবামাত্র আমাকে হুকুম করিলেন, শীঘ্র টাকার যোগাড় করিয়া দাও, শীঘ্র আমাকে কাশীতে পাঠাও। আমার আর কাল নাই। বাস্তবিকই তাঁহার দৃঢ়তর অনুজ্ঞাতে আমাকে টাকার যোগাড় করিয়া দিতে হইল। তিনি চৈত্রমাসে কাশীতে পৌছিয়াই কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন এবং আমাকে কাশী যাওয়ার জন্য তারে সংবাদ দিলেন। গুরুতর বাধা হওয়াতে আমি কাশীতে যাইতে পারি নাই। তিনিও সে সময়ে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী আষাঢ় মাসের ২০এ তারিখে কাশী প্রবাসিনী আমার এক ভগিনীর প্রদত্ত তারের খবরে জানিলাম, মা হঠাৎ ১৮ই আষাঢ় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সংকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার দেহ মনিকর্ণিকার ঘাটে ভস্মসাৎ করা হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মে আস্থা যে অতিশয় বলবতীছিল তাহা বলা বাহুল্য।

বহুকষ্টে ভারতের অনেক হিন্দুতীর্থ তিনি পর্য্যটন করিয়াছেন। কামাখ্যা দর্শনার্থ যাইবার সময় ৫ দিন, ও তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ৪ দিন তিনি উপবাস করিয়াছিলেম। রেলপথ না হওয়াতে জগন্নাথ যাইতেও মা নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মা এ সকল ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণনা করিতেন না। কখন কাহারও নিকট গল্পস্থলেও ঐ সকল ক্লেশের কথা বলিতেন না।

আমার মা "ক" অক্ষর জ্ঞান শূন্য ছিলেন। নিজে কখন লেখা পড়া করেন নাই। অন্য কোন রমণীকে লেখা পড়া করিতে দেখিতেও পারিতেন না। আমার পিতৃব্য মহাশয় আমাদের গ্রামের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাদের গ্রামে অনেকরূপ নূতন সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নাতিশয্যে আমাদের বাড়ীতেই একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পাড়ার কতিপয় বালিকা সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীও সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিল। মা সর্ব্বদা তদ্বিরুদ্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করিতেন। ভগিনীকে ৭।৮ বৎসরের সময় বিবাহ দিয়া শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভগিনী এক জন গ্রাজুয়েটের করে অর্পিত হওয়াতে লেখা পড়া বিষয়ে উৎসাহ পায় এবং লেখা পড়া বিবাহের পরেও ত্যাগ করে নাই। সর্ব্বদা অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থাদি পড়িত ও নিজে আত্মীয় স্বজনের নিকট পত্র লিখিতে ক্ষান্ত হইত না। এখন আমার সে ভগিনী প্রাচীনা, তথাপি

তাঁহার বিদ্যানুরাগ আছে। আমি বিবাহ করিয়া আমার পত্নীকে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করি। মা ইহার প্রতিকূলে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। বই কাগজ কলম কত যে বাড়ীর আস্তাকুঁড়ে মা ফেলিয়া দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এজন্য কত যে তীব্র ভর্ৎসনা করিতেন এবং পাড়ার প্রাচীনাদের নিকট নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন তাহা মনে হইলে এখনও সেকালের মত আমোদ বোধ হয় এবং হাসি পায়। কিন্তু জননীর বাধাতে কিছুই আসে যায় নাই। আমার স্ত্রী লেখা পড়া শিখিয়াছেন।

জননীর আশা ছিল আমি লেখা পড়া শিখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে তাঁহার সাংসারিক দুঃখ দূর হইবে। তিনি মনের সাধে আমাদিগকে লইয়া সংসার করিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু আমার ধর্ম্মভাব ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন-সহ মনের কেমন এক রকম পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, অর্থোপার্জ্জনে আর স্পৃহা রহিল না। কি যেন অজানিত কিছু পাইবার জন্য মন সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিত। এদিকে আমি সংসারের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মা আমাকে নিকটে পাইলেই টাকা উপায়ের পথ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। আমি তাহা করিব না একথা বলিতে পারিতাম না। অথচ মনের ঐ নিগূঢ় অভাবটি পূর্ণ হইলে অর্থাগমের উপায় চিন্তায় রত হইব এইরূপ কল্পনা করিতাম। মাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতাম। মা এ বিষয়ে নানারূপ উপরোধ অনুরোধ এবং উপদেশ প্রদান করিতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন "পরের অন্তঃকরণ ঘোরান্ধকার, তোমার মনে যে কি আছে তাত কিছুই বুঝি না। তুমি কি সংশয় করিবে না? যদি তাই মনে ঠিক করিয়া থাক, তবে তোমাকে বলি, সংসার না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মও বুঝিবে না। ঠিকরূপে সংসার করিলে ধর্ম্মও লাভ করিবে। সংসার ছাড়া ধর্ম্ম নাই। জননীর এ কথা আমি অনেক সময়ে গুরুতররূপে চিন্তা করিয়াছি। প্রভুর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমি যৌবনাবধি সাংসারিক বিষয়ে অন্যান্য লোকের ন্যায় ব্যাপৃত হইতে পারি নাই। কিন্তু সংসার ছাড়া যে ধর্ম্ম নাই, খাটি রূপে সংসার করিলে যে ধর্ম্ম লাভ হয়, জননীর এ উপদেশের সত্যতা দীর্ঘ জীবনে সুন্দররূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি আমার জননীর সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই। অথচ আমার জননীর শেষ জীবনে কোন অভাব ছিল না। দয়াময় প্রভু জননীকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা ও তাঁহার প্রাণের গভীর সাধ মিটাইয়া তাঁহার প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। শেষ জীবনে মা আমাকে কদাপি অর্থের জন্য অনুযোগ করিতেন না। আমার প্রতি নিয়ত শ্রদ্ধাযুক্ত স্নেহ প্রকাশ করিতেন।

মা মাত্রই সন্তান স্নেহে পাগলিনী। আমার মা তাঁহার সেই পাগলামি শেষবার কাশীযাত্রাকালে অপূর্ব্বরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যখন মা কাশী যাত্রা করেন, আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম না। আমার জননীর এক দোষ বা গুণ এই ছিল যে

সুখকর কোন ঘটনা উপস্থিত হইলেও তিনি, সুর করিয়া আমাদের দেশীয় ধরণে উচ্চরবে ক্রন্দন করিয়া সে সুখের কথা বলিতেন, দুঃখ বা শোকজনক ঘটনায় ত ঐরূপ ক্রন্দনের রোল অনেক দিনই উঠাইতেন। প্রতিবেশিনী রমণীগণ কখন দূর হইতে কাণপাতিয়া, কখন বা রুরোদ্যমানা জননীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব শ্রবণ করিত। কাশীযাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বাবধি নানা ছন্দোবন্দে আমারই কথা, আমারই দুঃখ, আমার কোন দ্রব্যে রুচি, কোন্ বস্তু খাইয়া সুখী হই, তাহারই বর্ণনা করিয়া উচ্চরবে মা ক্রন্দন করিয়া গিয়াছেন। তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন আমি চলিয়া গেলে অমুককে এ সকল বস্তু দিয়া কে তুষ্ট করিবে? জননীর লোকান্তর গমনের পরে যখন আমি গ্রামে গেলাম, গৃহ শূন্য দেখিলাম, সেখানে সে স্নেহমূর্ত্তি নাই, সে ভর্ৎসনা নাই, সে আদরও নাই। সবই শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবেশিনী শ্রদ্ধেয়া মহিলাগণ আমাকে এক এক বেলা আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আমার প্রিয় সামগ্রী সম্মুখে দিয়া জননীর শেষ আর্ত্তনাদের বৃত্তান্ত আমাকে বলিতে লাগিলেন। আমি এই অদ্ভুত স্নেহের শেষাঙ্কের অভিনয় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম।

আমার জননীর লেখা পড়া জ্ঞান ছিল না। অথচ তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং লোকচরিত্র জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি নানাবংশের কুলজি এবং কোন বংশে কিরূপ সম্মানাদি পাইবার যোগ্য তাহা বেশ জানিতেন। কেহ কোন বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। আমার জননীর মত শ্রম সহিষ্ণু নারী একালে জন্মে না।

অতি সাবধানে দীর্ঘকাল ভক্তির সাধনা করিতে ভক্তিবিষয়ে জননী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। পবিত্র স্থান, দেবমূর্ত্তি দ্বিজব্রাহ্মণ, সাধু সন্ন্যাসী বা চরিত্র ও ভক্তিমান ব্যক্তির দর্শনমাত্র তাঁহার অন্তরে ভক্তিভাব উথলিয়া উঠিত। তাহা বাহিরেও সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইত। ব্রহ্মোপাসনাতে যোগ দিয়াও তাঁহার অন্তরে ভক্তি উচ্ছ্বাসিত হইত বলিয়াই উপাসনাস্থলে আগ্রহ সহকারে উপস্থিত হইতেন। আজ কালের জ্ঞান প্রাপ্ত মহিলারা ভক্তির অভাব নিবন্ধন পূজার্চ্চনা, সংকীর্ত্তন, প্রার্থনা বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগের প্রতিও অন্তরে প্রায়শঃ কোন উচ্চভাব অনুভব করেন না।

উপাসনাদি বিষয়ে কখন কখন অতি উচ্চভাব কথাপ্রসঙ্গে মা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ইহাই যে ঐহিক পারত্রিক একমাত্র মুক্তি জনক তাহা মনে করিতেন না। তাহা হইলে কাশীতে তনুত্যাগার্থ কি তিনি এত দৃঢ়তা রক্ষা করিতেন? যাহা-হউক সে কালের আদর্শে তিনি শৈশবাবধি গঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সে কালের ভাবগতিই জীবনে গ্রহণ ও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। একালের সুবাতাসও তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরকৃপাগুণে লাগিয়াছিল। লোকান্তরে উহা অবশ্য ফলপ্রদ হইতেছে আমার এইরূপ বিশ্বাস। জননীর দেহান্তরের পরে আমি তাঁহাকে কখন স্বপ্নে

দেখি নাই। স্বপ্নযোগে তাঁহার সঙ্গে কোন কথা বলিনাই। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাযোগে ব্রহ্মকৃপাগুণে তাঁহার দিব্য-দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি দিব্যধামে আরামে স্থিতি করিতেছেন ইহা অনুভব করিয়া ধন্য মানিয়াছি, এবং দয়াল বিধাতাপুরুষকে এ জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি, মা আমার আত্মাতে অবলম্বিত ব্রত পালনে দৃঢ় থাকিবার জন্য সময়ে সময়ে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালের যুবতী ও প্রৌঢ়বস্থা মহিলাগণ অতীত কালের উল্লিখিত নমুনার মহিলা জীবন হইতে কি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা তাঁহারাই পরিগ্রহ করুন।

জনৈক বিধানাশ্রিত দীন।

ভারতের শিক্ষিতা মহিলা।

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রীকৃত "ভারতের শিক্ষিত মহিলা" পুস্তকখানি নিকটে উপস্থিত হওয়াতে ইহার নামের আকর্ষণেই আমরা অতি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলাম। পুস্তকখানি ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে, তাহাও ইহার প্রতি আদর হইবার কারণ। শাস্ত্রী মহাশয় বহুবৎসর হইতে প্রাচীন ভারতের নারীরত্ন সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং তাঁহার বিবিধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে বহু উৎকৃষ্ট নারীজীবনের অল্পাধিক ইতিহাস সংকলন করিতে সুক্ষম হইয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে এ দেশের প্রাচীন আর্য্য মহাপুরুষ ও মহানারীগণের কোন সম্পূর্ণ জীবন পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে কোন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে অথবা কোন বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে কোন কোন জীবনের বিশেষ বিশেষ অংশ বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। বর্ত্তমান সময়ের লেখককে ঐসকল মহাজীবনের অন্য সকল অংশ অনুমান করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। কেবল শাস্ত্র-বর্ণিত দুই একটী বিশেষ ঘটনা ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতার সময়ের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত পূর্ণাকারে পাওয়া যায় কিন্তু সে সকলও অনেক স্থানে অলৌকিক ঘটনা পূর্ণ। বর্ত্তমান সময়ের পাঠক পাঠিকা তাহা ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিতে স্বভাবতই সমর্থ হইবেন না। এরূপ অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ বর্ণনা সকল দেশের প্রাচীন শাস্ত্রেই যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে গেলে সকল প্রাচীন শাস্ত্রই ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা সত্যানুরাগী ও প্রাচীনদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান তাঁহারা সকল সদসৎমিশ্রিত বস্তু হইতে অসৎ ত্যাগ করিয়া সত্যকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানির দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে শাস্ত্রীয় প্রমান ও যুক্তিদ্বারা ভারত-মহিলার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা ও অধিকারের ভূমি নিরূপণ করা হইয়াছে। এ অংশের বিষয় কিছু না বলিয়া আমরা থাকিতে পারি না। নারীকে চিরদিনের জন্য স্বামী গৃহের প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী

করিয়া রাখা কখনও আদর্শ হইতে পারে না এবং কেবল গৃহকার্য্য ও কুটুম্ব সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আদর্শ হইতে পারে না। যাঁহারা সংস্কৃত পদ্যে লিখিত সকল কথাই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা বেদবাক্যের নিকট আপনার অন্তরে প্রকাশিত ব্রহ্মবাণীকেও স্থান দান করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহারা অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তকে সংকলিত শাস্ত্রীয় শাসন ও অনুশাসন সকল মান্য করিয়া জীবনকে মৃত শাস্ত্রের বাক্যে বধ করিতে প্রস্তুত হইবেন কিন্তু যাঁহাদিগের একবিন্দুও প্রকৃত শিক্ষালাভ হইয়াছে, যাঁহারা পরব্রহ্মকে অন্তর্যামী গুরুরূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন তঁহারা কখনও বৃথা-নিন্দা-ও-ভয়প্রদর্শন-পূর্ণ পক্ষপাতী শাস্ত্রবাক্য মান্য করিতে যাইয়া পরম গুরু ও মহাপ্রভু পরম দেবতার অবমাননা করিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ অত্যন্ত উপাদেয়। যে সকল পূজনীয়া ভারত মহিলার জীবন চরিত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সকল ভারত মহিলার পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। অতীত কালের আর্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ের উচ্চ মহিলা-চরিত্রের সহিত বর্ত্তমান কালের কয়েকটি পূজনীয়া মহিলার জীবন চরিত বর্ণন করা অত্যন্ত উপকারী হইয়াছে। মৈত্রেয়ী গার্গী হইতে আরম্ভ করিয়া অহল্যাবাই রাণী রাসমণী পর্য্যন্ত নারী রত্নগণের জীবন চরিত একত্র সন্নিবেশিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় মহিলাগণের বিশেষ কৃতজ্ঞা ভাজন হইয়াছেন। আমরা অদ্য মহিলার পাঠিকাগণকে এই পুস্তক হইতে একটী বৌদ্ধ মহিলার জীবন চরিত উপহার প্রদান করিতেছি। এই গ্রন্থ হইতে অন্যান্য উচ্চ জীবনও সময় সময় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বৌদ্ধ যুগে উৎপলাবতী নগরীতে রুক্মাবতী নাম্নী একটি দয়াবতী ধনবতী ও জ্ঞানবতী মহিলা বাস করিতেন। তিনি যে পল্লীতে বাস করিতেন, সেই পল্লীর প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে যদি কখনও কেহ অন্নবস্ত্রাভাবজনিত ক্লেশ ভোগ করিত, তাহা হইলে রুক্মাবতী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতেন। পল্লীমধ্যে কোন ব্যক্তি কষ্টে পতিত হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য গোপনে সদা অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার অসীম অলৌকিক দয়ার কথা শুনিলে গাত্র শিহরিয়া উঠে, বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। স্নেহ, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি শব্দ গুলি যেন তাঁহাকেই সমলঙ্কৃত করিবার জন্য অভিধানে স্থান পাইয়াছে। এক-সময়ে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়াতে নগর ও উপনগরের তরুলতা পত্র পুষ্প ও তৃণাঙ্কুর প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ সকল, ক্ষুধার্ত্ত নরনারীগণের উদরসাৎ হইয়া গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট নরনারীগণের মৃত দেহ সমূহ ইতঃস্তত বিকীর্ণ হওয়াতে এবং নগরটি ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীগণের আর্ত্তনাদে পূরিত হওয়াতে বিরাট শ্মশানরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। দয়াবতী রুক্মাবতী এক দিন রাজ পথে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে একটী ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসারা

নারী খাদ্যাভাবে অনন্যোপায় হইয়া তাহার সদ্যোজাত শিশুর সজীব দেহ ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। রুক্মাবতী এই ভয়ঙ্কর অমানুষিক বিভৎস ব্যাপার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া ঐ নর পিশাচীকে বলিলেন, "অয়ি ক্ষুধার্ত্তে, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও" তখন সেই ক্ষুধার্ত্ত নারী বলিল, "তবে কি খাব। দেশে স্বচ্ছন্দ বনজাত শাক ঘাসাদি পর্য্যন্ত পদার্থও লোকের উদারসাৎ হইয়াছে। তবে এক্ষণে কি খাই?" রুক্মাবতী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ক্ষান্ত হও, আমি গৃহ হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিতেছি, তুমি তোমার সদ্যোজাত শিশুটিকে ভক্ষণ করিও না, ক্ষান্ত হও। বুদ্ধিমতী রুক্মাবতী তাহাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য উক্ত অস্বাভাবিক ভীষণ কাণ্ড হইতে নিবৃত্তি করিলেন। সেও কিঞ্চিৎ খাদ্য পাইবে এই কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই রুক্মাবতীর মনে এই বিবেচনা উদিত হইল যে, যদি তিনি খাদ্য আনয়নের জন্য গৃহে গমন করেন, তাহা হইলে সেই অবসরে এই ক্ষুধার্ত্ত নারী, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যদি শিশুটিকে খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তো শিশুটির প্রাণ রক্ষা করা হইল না, শিশুটির প্রাণ রক্ষার্থ তিনি যে উপায় উদ্ভাবন করিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর শিশুটির প্রাণ রক্ষার্থ যদি তিনি শিশুটিকে মাতার ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লন ও গৃহে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে ঐ ক্ষুধার্ত্ত নারী, খাদ্য বিয়োজন জনিত শোকে তাপে ও ক্ষুধানল জ্বালায় অস্থির হইয়া মরিয়া যাইবে, সুতরাং, এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোন প্রকারেই সঙ্গত নয়। শিশুটিকে লইয়া গেলে প্রসূতির প্রাণরক্ষা করা হয় না, আর প্রসূতির প্রাণ রক্ষার্থ গৃহে খাদ্য আনয়ন করিতে গেলে, সেই অবসরে শিশুটি ভক্ষিত হইয়া যাইবে, সুতরাং শিশুটির প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, এই প্রকার "নযযৌনতস্থৌ" অবস্থায় রুক্মাবতী মহা সঙ্কটেই পড়িলেন। এইরূপ উভয় সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ তাঁহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হয় নাই। তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া জননী সন্তানের রুধির মাংস দ্বারা জঠরানল নির্ব্বাপিত করিলে এ জগতে স্বাভাবিক নিয়মোল্লঙ্ঘনের একটা নূতন দৃষ্টান্ত কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রুক্মাবতী অটল স্থৈর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সহকারে একখানি শাণিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা স্বকীয় মাংসল স্তনদ্বয় কর্ত্তন করিয়া ঐ দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্টা সন্তান-রুধির-মাস লোলুপ ক্ষুধার্ত্তা নারীকে প্রদান করিলেন। ঐ ক্ষুৎক্ষামা নরপিশাচীও বিকট ভৈরব নৃত্যে হাত বাড়াইয়া ঐ কর্ত্তিত মাংসল স্তনদ্বয় ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সুযোগে মহীয়সী রুক্মাবতী শিশুটিকে লইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে প্রবাহিত রুধির দ্বারা উৎপলবতী নগরীর রাজমার্গ রঞ্জিত করিয়া ফেলিল।

(ইংরেজী হইতে অনুবাদিত)

চট্টগ্রাম ভগ্নী সমাজে পঠিত।

কর্ত্তব্য।

মনুষ্য কেবলমাত্র আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবার জন্য জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই। আপনার এবং অপরের মঙ্গলার্থ তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হয়। লক্ষপতি হইতে দরিদ্রতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। কাহারও নিকট জীবন সুখশয্যা, এবং কাহারও নিকট বা ইহা দারুণ ক্লেশদায়ক প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আত্ম সুখ ভোগ অথবা যশোলাভই মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনের চরমোদ্দেশ্য নহে। মানব জতির কল্যান জনক প্রত্যেক সদনুষ্ঠান তাঁহাদিগের জীবন পথে পরিচালনি শক্তি সদৃশ। মহাত্মা হায়ারোক্লেশ বলিয়া গিয়াছেন যে আমরা প্রত্যেকে এক একটি কেন্দ্র। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বহু সমকেন্দ্রী-ভূত বৃত্ত অঙ্কন করা হইয়াছে। পিতা মাতা পুত্র কলত্রাদি লইয়া প্রথম বৃত্তটি অঙ্কিত হইয়াছে, ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়া যে সমুদয় এক কেন্দ্র বৃত্ত অঙ্কন করা হইয়াছে বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনগণ তাহাদিগের অন্তর্গত। পরবর্ত্তী বৃত্তটি স্বদেশবাসিগণ এবং সর্ব্বশেষটি সমগ্র মানব জাতিকে লইয়া গঠন করা হইয়াছে।

এ জগতে মানব জাতির প্রতি এবং ভগবানের প্রতি আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে অন্তর্ণিহিত ভগবদ্দত্ত শক্তিনিচয়ের উন্মেষ সাধন আবশ্যক। বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমুদয় শক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের ক্ষুদ্র ইচ্ছা সেই মহতী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়। আমাদিগের ন্যায়ান্যায় বিবেচনা শক্তি এবং সদসৎ জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা ইহলোকে মনুষ্যের নিকট এবং পরলোকে ভগবানের নিকট আপনাকে দায়ী মনে করিয়া থাকি।

কর্ত্তব্য ক্ষেত্র অসীম। মানব জীবনের কোন অবস্থাতেই কর্ত্তব্য সম্পাদনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে ধনী কিংম্বা দরিদ্র, সুখী কিংবা অসুখী, হইতে পারি না। কিন্তু কর্ত্তব্য পালন সম্পূর্ণরূপে আত্ম ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুশিক্ষিত ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার দুঃখ বিপদ অগ্রহ্য করিয়া কর্ত্তব্য পালন দ্বারা স্বীয় মহত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতীতের ন্যায় বর্ত্তমান শতাব্দীতেও মহান্ কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদিত করিতে হইবে এবং ইহার নিমিত্ত আত্ম বিসর্জ্জন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে আমাদিগের পম্পেনগরীর রক্ষা সাধনের ভার প্রাপ্ত একটি সৈনিক পুরুষের বিষয় স্মরণ হয়। প্রায় অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে ভেসুভিয়াস নামক আগ্নেয় গিরি হইতে উত্থিত ভস্ম রাশির তলে পম্পেনগরী প্রোথিত হইবার কালে তথায় অবস্থিত নিহত পৌত্তলিক সৈনিক পুরুষটির বিষয় আমাদিগের মনে হয়। এ ব্যক্তি প্রকৃত

পক্ষে সৈনিক নামের উপযুক্ত। অন্যান্য ব্যক্তিগণ পলায়ন পূর্ব্বক নগর পরিত্যাগ করিল কিন্তু এ ব্যক্তি স্বস্থানে নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল। কারণ সে বুঝিয়াছিল যে ইহা তাহার "কর্ত্তব্য।" তাহাকে নগর রক্ষা করিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছিল সুতরাং সে পলায়ন করিল না। পতিত ভস্ম রাশি হইতে নির্গত গন্ধক পূর্ণ বাষ্প দ্বারা তাহার নিশ্বাস বায়ু রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার নশ্বরদেহ ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার অমর স্মৃতি এখনও মানবের হৃদয় পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহার শিরস্ত্রাণ, বর্ষা এবং কবচ এখনও নেপলস্ নগরীর Musico Borvonicoতে রক্ষা করা হইয়াছে। এই সৈনিক পুরুষ যথার্থরূপে আজ্ঞাধীন ছিলেন এবং তাঁহার চরিত্র সর্ব্বপ্রকারে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার প্রতি অর্পিত কর্ত্তব্য যথা নিয়মে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সৎকার্য্য সম্পাদন প্রয়াসী ব্যক্তিগণের পিতা মাতার, শিক্ষকের এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রতি বাধ্যতা শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শৈশব জীবনেই বাধ্যতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা প্রয়োজন। কিন্তু বার্দ্ধক্যও আমাদিগকে বাধ্যতার হস্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে আজ্ঞাধীন থাকিতে হইবে। প্রকৃত নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত করিয়া দেয়। ইহারই নাম "কর্ত্তব্য।" কর্ত্তব্য পালন সময়ে আত্ম বিসর্জ্জন চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিবে না।

কর্ত্তব্য পালন কালে আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। কেবল মাত্র নির্ভীকতা কর্ত্তব্য পালন নহে। মল্লযোদ্ধাগণ দর্শক বর্গের অনুরাগ হেতু সিংহ পরাক্রমে সিংহের সহিতও যুদ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা পুরস্কারের লোভ এবং নিজের জীবনের বিষয় বিস্মৃত হয় না। পিজেরো অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু স্বর্ণ মুদ্রা লোভ তাঁহাকে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে প্ররোচিত করিত।

সেণ্ট আগষ্টাইন, বলিয়া গিয়াছেন "তুমি কি জগতে মহৎ নামে পরিচিত হইতে চাও? তাহা হইলে জীবনের প্রথমাবস্থায় ক্ষুদ্র হও। তুমি কি একটী বিশাল অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে চাও? তাহা হইলে দীনতার উপর উহার ভিত্তি স্থাপন কর। যে পরিমাণে তোমার অট্টালিকা উচ্চ হইবে সেই পরিমাণে উহার ভিত্তি ভূমি গভীর করিতে হইবে। ফলতঃ বিনয়ই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য।

প্রকৃত কর্ত্তব্য গোপনে সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সমুদয় জীবন মন অর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জগতের বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা লিপিবদ্ধ নৈতিক নিয়মাবলী অনুসরণ করেন না কিংবা আপনাদিগের কথা আপনারা প্রচার করিয়া বেড়ান না। তাঁহারা যে উচ্চতর ধর্ম্মমত এবং উন্নততর নিয়মাবলী প্রতিপালন করেন তাহাদের

অধীন হইতে গিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন এবং প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্যের বিষয় বিবেচনা করিতে হয় কারণ তাঁহারা সমগ্র মানবজাতির নিকট অনন্ত-কালের নিমিত্তও ঋণী।

আমাদিগের দুষ্কার্য্য অথবা অমনোযোগ জনিত কার্য্য প্রতিদিন যে ঋণ করে সমগ্র মানবজাতিকে আজই হউক কিংবা কালই হউক তাহা পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে কিরূপে কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা করিতে হইবে? কিন্তু কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা কি কষ্ট সাধ্য ব্যাপার? সর্ব্ব প্রথম ভগবানের প্রতি আমাদিগের প্রত্যে-কের এবং চিরদিনের নিমিত্ত কর্ত্তব্য রহি-য়াছে, তার পর অন্যান্য কর্ত্তব্য, পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, প্রভুর ভৃত্যের প্রতি, ভৃত্যের প্রভুর প্রতি ইত্যাদি। এই সমুদয় কর্ত্তব্যের অধিকাংশই গোপনে সম্পাদিত হইয়া থাকে, আমাদিগের বাহ্য জীবনের বিষয় সর্ব্বত্রই বিদিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মার আভ্যন্তরীণ জীবন চিরদিনই গোপনে থাকে। কার্য্যোপযোগী অথবা অকর্ম্মা হওয়া আমাদিগের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমাদিগের আত্মা আত্মহত্যা না করিলে অন্য কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না। আমরা আপনা-দিগকে এবং পরস্পরকে কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত-তর পবিত্রতর এবং সদাশয় করিয়া তুলিতে পারি তাহা হলেই সম্ভবতঃ আমরা যাহা করিতে পারি তাহার অধিকাংশই করা হইয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক কর্ত্তব্যের ভিত্তি ভূমি কি? জুলান সিমল নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য স্বাধীনতা সাপেক্ষ। নিজ চরিত্র গঠন এবং সাধারণ কর্ত্তব্য সমুহ সম্পাদনার্থ সর্ব্বোতোভাবে স্বাধীনতা অব-লম্বন করিতে হইবে। মনুষ্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা বিবেকানুমোদিত না হইলে তদ্বারা সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিবেক মনুষ্যের স্বাধীন কার্য্য সমূহকে সংযত করিয়া দেয়। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে হইলে মানব মনকে জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত করিয়া তোলা একান্ত আবশ্যক। মন জ্ঞানালোকে আলোকিত হইলে এবং বিবেক আপন ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে মনুষ্যের দায়িত্ব জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মনুষ্য সেই অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সেই মহান্ ইচ্ছা'র প্রভাবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে এবং বিবেক বিহীন মনুষ্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ। তাহার নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার নিকট আত্ম সমর্পন করে। ক্রমে বিনাশের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সর্ব্বশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সমূহ বিশ্বস্তভাবে সম্পাদন দ্বারাই মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশ্বস্ত সে মহৎ বিষয়েও বিশ্বস্ত হইতে পারে।

কর্ত্তব্য, কঠোর নিয়ন্তা তুমি বিধাতার অতি সুন্দর করুণায় বিভূষিত। তোমার মুখের মধু হাসির ন্যায় সৌন্দর্য্যছটা আমরা

আর কোথাও দেখি না। তোমারই প্রভাবে মৃত্তিকায় ফুল বিকশিত হয় এবং তোমার পদতলে সমুদয় সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। তুমি আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্র রাশীকে রক্ষা করিতেছ এবং তোমারি প্রভাবে অনন্ত আকাশ চির সঞ্জীবিত ও স্থির।

শ্রীমতী সুশীলা সেন।

দাদামহাশয় ও নাতিনী।

সরলা। দাদামশাই আমি আজ আপনার নিকট একটি গুরুতর বিষয় জানিতে এসেছি।

দাদামঃ। বিষয়টি কি! তোমার তাঁর-কাছে জিজ্ঞাসা করিলেই হইত, ঘরের গুরু ছেড়ে এতদূর আসা কেন?

সরলা। আপনি যে গুরুর গুরু তাই আপনার কাছে এলাম। অপনার মত না জানিলে আমার মনের তৃপ্তি হয় না বিষয়টি woman's position নারীদিগের স্থান। আপনি জানেন যে বর্ত্তমান সভ্য সমাজে নারীদিগের স্থান লইয়া ভারি আন্দোলন হইতেছে সে আন্দোলনের চাপ একটু একটু এখানকার শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সমাজের মহিলাদের প্রাণে লেগেছে। এখনকার মেয়েরা কেবল গৃহ কার্য্য লইয়া গৃহে বসে কাল কাটাতে চান না, তাঁহারাও স্বাধীনতা চান, তাঁহারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও জন সাধারণের সেবা করিতে চান,তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে জগতে তাঁহাদের অনেক কাজ আছে, বিশেষত ভারতের দুঃখ মোচনে অনেক বিভাগে তাঁহাদের হাতের প্রয়োজন কিন্তু সমাজ পদে পদে তাঁহাদেরে বাধা দেন এরূপ বাধা দেবার কাহারও অধিকার নাই। আপনার কাছে শিখেছি নরনারীর সমান অধিকার।

দাদামঃ। তোমাদের মনে এ আকাঙ্খা যদি জাগিয়া থাকে তবে তো বড় সুখের কথা। তোমাদের উন্নতি সাধনের জন্য যে সমস্ত উচ্চ প্রকৃতি স্বার্থত্যাগী সুবিজ্ঞ স্বদেশীয় পুরুষগণ এবং সহৃদয় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ রাজ এ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা তো তোমা-দের জাগরণই চান। তোমাদের বহু কাল ব্যাপী গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরণ চান কিন্তু বিকারের জাগরণ চান না।

সরলা। বিকারের জাগরণের অর্থ কি?

দাদানঃ। দেখ সুনিদ্রার পর জাগিয়া লোকে সুখ শান্তি ভোগ করে এবং চারি দিকের অবস্থা দেখে বিচার বুদ্ধি করে কাজ করে, আর বিকারের রোগী বিকারের খেয়ালে ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে কিন্তু সে উঠা জাগরণ নয় কিম্বা বলের পরিচায়ক নয় সে তার দৌর্ব্বল্য এবং রোগের প্রভাব, সে জাগরণে তার বিচার বুদ্ধি ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। সে জাগরণের গতি তার মরণের দিকে জীবনের দিকে নয়। বর্ত্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকায় স্ত্রী জাগরণের মধ্যে কতকগুলি লোকের বিকারেব জাগরণ হইয়াছে তাহারা তাহাদের বিকৃত খেয়ালের দিগে এমনই দৌড়িতেছে যে তাহাদের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই, বিচার বুদ্ধি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি আমেরিকা এবং ইউরোপে একদল অদ্ভুত স্ত্রীলোকের

আবির্ভাব হইয়াছে তাহারা বলে স্ত্রীলোক চিরদিন এক স্বামীর অধীনে থাকিবে কেন! তাহারা তাহাদের সন্তানের ভার বহন করিবে কেন! দশবৎসর অন্তর বিবাহের পরিবর্ত্তন করা যাইবে, স্ত্রী নূতন স্বামী এবং পুরুষ নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিবে। আর সন্তান পালনের ভার গবর্ণমেণ্ট লইবেন। এ কথা বল্লেও পাপ, শুনিলেও পাপ। এইরূপ নানা প্রকার বিকার উপস্থিত হইয়াছে সে সমস্ত কথা তোমাকে বলিতে আমার লজ্জা হয়।

সরলা। সে সমস্ত বিকারের রোগীদের কথা ছেড়ে দিন কিন্তু যাহারা প্রকৃতিস্থ তাহাদের বিষয় আপনার কি বলিবার আছে?

দাদামঃ। অনেক বলিবার আছে, তবে মোটামোটি এখন এইমাত্র বলি পুরুষ সমাজ অর্থ সামর্থ বিদ্যা বুদ্ধি ও সৎপরামর্শ দ্বারা তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন কিন্তু কতক কতক বিষয়ে তাহাদের নেতৃত্বের ভার নিজ হস্তে রাখিবেন। বিধাতার বিধান এই যে স্বভাবতঃ কতক বিষয়ে স্ত্রীলোক পরিচালক, কতক বিষয়ে পুরুষ পরিচালক হইবেন। এই বিধি অতিক্রম করিলেই সর্ব্বনাশ। যে সমাজে যে পরিমাণে এই বিধি চলে যে সমাজ সেই পরিমাণে সুস্থ ও সুখী। "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে" ভগবান চান যে তাঁহার পুত্র কন্যা পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া এবং পরস্পরের ভার বহন করিয়া দিন দিন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবেন। অনেক দিনের কথা তো নয় যে ভুলে যাবে এই সেদিন যে তোমাদের দুজনের হাত একত্র করিয়া ফুলের মালা দিয়া বাধিয়া দেওয়া হল সেকি তোমাদের হাত বন্দ রাখিবার জন্য না দুখানি হাত একত্রে কাজ করিবার জন্য! আর ফুলের মালার বাঁধন বলে সামান্য বাঁধন মনে করিও না সে যে প্রেমের দড়ি, বড় সুকোমল, লোহার শিকল ছেঁড়া যায় কিন্তু এই যে ফুলের মালার প্রেমের বাঁধন সে ছেঁড়া যায় না। বিধাতা যে নিজে ফুলের মালার মধ্য দিয়া তাঁর পবিত্র প্রেম ঢেলে দেন তাই সে এত দৃঢ়। কোন স্থানে নারী নেতা কোন স্থানে পুরুষ নেতা এইটি স্থির করিতে পারিলে সমস্ত বিবাদ মিটে যাবে। এই সমন্ধে স্থির কি মীমাংশায় আসিতে মানব সমাজকে অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে, অনেক প্রার্থনা এবং ব্রহ্মপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে। কেবল পুরুষ্কার দ্বারা হবে না ব্রহ্ম কৃপা তার সঙ্গে সঙ্গে চাই। শ্রীহরিকে অতিক্রম করে সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা যে কেবল বিফল যত্ন হয় তাহা নয়, ঘোর অনিষ্টকর হয়। যাহারা "মেয়াদি বিবাহ চান তাঁদের ভুল কোথায়? ব্রহ্মকে অতিক্রম করা। স্বয়ং বিধাতা নর নারীকে প্রেমে ও পুণ্যে বাঁধিয়া দম্পতী করেন। যে তাঁহারা প্রেম এবং পুণ্য সাধন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে সংসারকে স্বর্গতুল্য করিবেন, তাঁদের সম্বন্ধ কেবল আজীবন নয় পরকালব্যাপী। কিন্তু যাহারা Expediency (সুবিধা) কে ব্রহ্মের স্থানে বসাইবেন তাঁহাদের পদে পদে বিপদ। তাঁহাদের ভ্রমের দ্বারা যে

সমস্ত মানব সমাজই বিপথে যাইবে তাহা নয়, স্বয়ং ঈশ্বর জন সমাজকে রক্ষা করেন এবং বিপন্ন ও বিপথগামীদের যথা সময়ে উদ্ধার করেন। অনেক সময়ে অনেক স্থানে বিধাতার বিরুদ্ধবাদী অতিবুদ্ধি পণ্ডিত উঠেছেন এবং তাঁদের মত প্রচার করিয়া কতকগুলির সর্ব্বনাশ করিয়াছেন কিন্তু সমগ্র মানব সমাজের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারেন নাই।

সরলা। আপনি অনেক ভাল ভাল কথা বলিলেন কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না? নরনারীর সমান অধিকার এ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

দাদামঃ। নরনারীর সমান অধিকার কিন্তু সমান কাজ নয়. কেবল যে সমস্ত নরনারীর সমান কাজ নয় তা নয়, সকল মানুষও সকল স্ত্রীলোকেরও সমান কাজ নয়। এসংসারে নানাপ্রকার কাজের প্রয়োজন এবং কার্য্যক্ষেত্র বিশাল। সেজন্য বিধাতা ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দিয়াছেন সকলকেই একপ্রকার উপযুক্ততা দেন নাই। Division of labor is the Law of God পরিশ্রমের বিভাগ করিয়া কাজ করা বিধাতার বিধি। এই Division of labor দ্বারা সভ্য সমাজ কতই উন্নতি সাধন করেছেন। স্ত্রী ও পুরুষের শরীর ও মনের গঠন সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় নিতান্ত ভিন্নতা দেখা যায়। এ ভিন্নতা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। অস্বাভাবিক হইলে নানা অনিষ্ট উপস্থিত হবে। কতক কতক কাজ করা একেবারেই সম্ভব হইবে না। দিদিমণি তোমরা দুজনে ঘর কন্না করিতেছ, এ অল্প সময় মধ্যেই কি বুঝিতে পার নাই যে গৃহের কতক স্থান তোমার ও কতক কতক স্থান তোমার—তাঁর। আবার এমন কাজ আছে যে একজনের কাজ আর একজনের দ্বারা হয় না। আবার কতকগুলি কাজ দুজনে মিলে করিতে হইবে। তুমি ঘরের কাজ করিবে তিনি বাহিরের কাজ করিবেন, তিনি উপার্জ্জন করিবেন তুমি যথা নিয়মে ব্যয় করিয়া সংসারকে সুখী করিবে। যেমন ক্ষুদ্র বিষয়ে তেমনি বৃহৎ বিষয়ে এইরূপে চলিতে হইবে।

সরলা। নরনারীর কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন তা এখন অনেকটা বুঝিলাম। কিন্তু অধিকারে কোথায় সমানত্ব তা বুঝাইয়া দিন।

দাদাম। মানুষের প্রকৃত ব্রহ্মদত্ত অধিকার সম্বন্ধে সমানত্ব। সেই অধিকার কি। প্রতিজনকে বিধাতা একটি দেব প্রকৃতি দিয়াছেন এবং সেই প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য কতকগুলি শক্তি সামর্থ ও উপযুক্ততা দিয়াছেন, এই উৎকর্ষ সাধনে নরনারীর সমান অধিকার; এই অধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। করিবার চেষ্টা করিলে জনসমাজ নানাপ্রকার দুঃখের স্থান হইবে। মানব সমাজে যত প্রকার কষ্ট ক্লেশ বিবাদ বিরোধ এবং চিত্তবিকার ও মনোমালিন্য দেখা যায় তার অধিকাংশের মূলে এই অধিকার অতিক্রম করিবার চেষ্টা। জ্ঞান উপার্জ্জন, ধর্ম্ম

সাধন ও নিজ নিজ বিবেকের অধীন হইয়া চলাতে নরনারীর সমান অধিকার কিন্তু দেখ আমাদের ভারতে বহুকাল অবধি স্ত্রীলোকের জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন সম্বন্ধে পুরুষগণ উদাসীন ও বিরোধী। শূদ্র স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই, সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ পড়িবার অধিকার নাই। দেখ এই সব কারণে ভারত-রমণীগণের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি অত্যাচার-রূপ পাপের ফলে ভারত আজ কত দুঃখ কত অন্ধকার ভ্রমে পূর্ণ। ব্রিটিশ রাজ্যের আগমনে শুভদিনের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এ সুদিন পূর্ণ হইতে আর কত কাল যাইবে কে জানে? এখন কয়জন মহিলা শিক্ষিতা হইয়াছেন! নারী কুল প্রকৃতিস্থ না হইয়া সুমাতা না হইলে ভারতের দুঃখ ঘুচিবে না। জাতীয় জীবন হইবে না। আর্য্যদের সাধনের ধন ব্রহ্মবাদ পুনর্জীবিত হইবে না। নরনারী এক হৃদয় একপ্রাণ হইয়া একদেবতার পূজা করিয়া এক হইবে না। আর এই সমস্ত না হইলে ভারতের সৌভাগ্য হইবে না। এই দুঃখ দূর করিবার জন্য ইংরাজ রাজ উদ্যোগী ব্রাহ্মসমাজ আর যে সমস্ত লোক উদ্যোগী তাহাদের চরণে শতসহস্র বার নমস্কার করি। এইজন্য কেশবচন্দ্র ইংরাজ আগমন বিধাতার বিধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং রাজভক্তিকে তাঁহার ধর্ম্ম মতের মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

সরলা। দাদামশাই আজ তবে আমি আসি।

দাদা ম। আচ্ছা এস কিন্তু আবার এস, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলিতে হইবে।

মহিলার রচনা।

হেরিব তোমার হাত
হে মোর জীবন নাথ॥

প্রতি কর্ম্মের প্রতি ঘটনায়
প্রতি মর্ম্মের প্রতি বেদনায়
প্রতি প্রলোভনে, প্রতি সংযমে
প্রতি বিষবাণে, প্রতি দংশনে
হেরিব তোমার হাত
হে মোর জীবন নাথ।
প্রতি মুক্তিতে, প্রতি বন্ধনে
প্রতি শান্তিতে, প্রতি ক্রন্দনে
প্রতি বিপদের প্রতি তাড়নায়
প্রতি বিষাদের প্রতি যাতনায়
হেরিব তোমার হাত
হে মোর জীবন নাথ।
প্রতি সুযশেতে, প্রতি দুর্নামে
প্রতি নিন্দায়, প্রতি অপমানে
প্রতি সুকাজের সার্থকতায়
প্রতি দুঃখের সমবেদনায়
হেরিব তোমার হাত
হে মোর জীবন নাথ।
প্রতি সাধনার সিদ্ধি পূরণে
প্রতি গর্ব্বের দর্প চূরণে
জীবনের প্রতি স্বার্থ তেয়াগে
শোকের আঘাতে স্বজন বিয়োগে
হেরিব তোমার হাত
হে মোর জীবন নাথ।
প্রতি নির্দ্দোষ আমোদের মাঝে
ছোট খাট প্রতি সংসার কাজে
সুখে দুখে শোকে আলোকে আঁধারে
ঘেরে বিভীষিকা বিপদ মাঝারে
হেরিব তোমার হাত
হে মোর জীবন নাথ।
প্রতি বিরহের অশ্রু পতনে
প্রতি মিলনের শান্তি স্মরণে
প্রিয় বদনের মধুর হাসিতে
প্রিয় স্বজনের অশ্রুরাশিতে
হেরিব তোমার হাত
হে মোর জীবন নাথ।
প্রতি সঙ্গীতে প্রতি রচনায়
প্রতি ইঙ্গিতে প্রতি কবিতায়
প্রতি চিন্তায় প্রতি আলাপনে
প্রতি ব্যবহারে মানবের সনে
হেরিব তোমার হাত
হে মোর জীবন নাথ।

শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়।

মহিলার পাঠিকাগণের একথা অবিদিত নাই, যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ভগবানের কৃপালোকে যেমন সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় দর্শন করিয়া তাহা সাধন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন তেমনিই এদেশের নারীজাতির উন্নতি কল্পে বহু উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং নারীশিক্ষা বিষয়ে একটি বিশেষ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। নর ও নারী উভয়ের পক্ষে শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে উচ্চ শিক্ষা

দেওয়া প্রয়োজন একথা বর্ত্তমান সময়ের সকল সারবান লোকই এক বাক্যে বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ জাতির যে ঠিক এক প্রকারের শিক্ষা উপযোগী নয়, একথা অনেকে অনুধাবন করিয়া দেখেন না। ব্রহ্মানন্দ তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষগণকে আপনার আদর্শ নারী শিক্ষার বিষয় জ্ঞাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সে কথার উপযুক্ত আদর হয় নাই। এদিকে পৃথিবীর অনেক গণ্য মান্য পণ্ডিত এক বাক্যে বলিতেছেন যে কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া বালিকাগণের শিক্ষা পৃথকরূপ হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মানন্দ যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন সেই অনুসারে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ মধ্যে কেহ কয়েকটি কুমারীকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণী নিজ ব্যয়ে কয়েক বৎসর ভিক্টোরিয়া কলেজ চালাইয়াছিলেন। গত দশ বৎসর ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনে সেই আদর্শ অনুসারে কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু এদেশে সরকারী অনুমোদন ও সাহার্য্য না পাইলে কোন বিদ্যালয় শীঘ্র সাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে না। বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বহুদিন চেষ্টা করিয়া বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মাননীয় কুকলার সাহেবকে এই বিদ্যালয়ের উচ্চ উদ্দেশ্যর বিষয় দেখাইয়া তাঁহার সহানুভূতিও সাহায্য লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই

রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে শিক্ষয়িত্রীগণের বেতন, বাটীভাড়া বালিকা ও মহিলাগণের স্কুলে গমনাগমনের জন্য গাড়ীর খরচ ইত্যাদি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে মাসিক ৮৫০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৪২৫৲ টাকা সরকার হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে এবং ছাত্রী বেতন, এবং মাসিক দান ইত্যাদিতে ৪২৫৲ টাকা তুলিতে হইবে। গত মার্চ মাস হইতে এই হিসাবে সাহায্য পাওয়া যাইবে। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং অর্থের স্বচ্ছলতা হইলে আরও সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীগণকে নিযুক্ত করা হইবে। এতদিনে আশা হইতেছে যে এই বিদ্যালয়ে বালিকাগণকে অধিক ভারাক্রান্ত না করিয়া উচ্চ শিক্ষা দান করা হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাধারণভাবে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বালিকাগণকে যে কঠিন পরিশ্রম করিয়া অনেক সময় রোগগ্রস্থ হইতে হয় সেরূপ পাঠের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। যে সকল বালিকা সকল বিষয় সহজে শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিবার যোগ্য হইবে তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার সুযোগও করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সাধারণভাবে বাঙ্গলা ও ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গৃহকার্য্য, রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকলকেই উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে ছাত্রী সংখ্যা একশত হইয়াছে ছাত্রীদিগের ব্যবহারের জন্য ওমনিবাস গাড়ী আরও বাড়াইয়া অধিকতর ছাত্রী ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা হইবে। স্কুল গৃহে স্থানেরও অভাব হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে স্কুলের কার্য্যাধ্যক্ষ স্কুল বাড়ীর এক অংশে বাস করিতেন সম্প্রতি এই গৃহের সকল অংশই স্কুলের জন্য ব্যবহার হইতেছে। তাহাতে ক্লাস গুলির অতি উত্তম ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু এই বাটীতে বোর্ডিং স্থাপনের স্থান নাই, এজন্য অপর একটি বাটী ভাড়া করা হইবে। বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার সেন ব্যারিষ্টার মহোদয় ইহার সম্পাদকের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা অত্যন্ত আশা করিতেছি যে এখন এই বিদ্যালয় সকল বিদ্যোৎসাহী মহাশয়ও মহিলাগণের সাহায্য লাভ করিতে পারিবে এবং মহিলাগণের উচ্চ শিক্ষার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইবে। বর্ত্তমানে যে শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে সাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে দুই এক বৎসরের মধ্যে উচ্চতর নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান তাঁহারা আপনাদিগের কন্যা প্রভৃতির শিক্ষা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের আদর্শ অনুসারে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু সেরূপ কোন বিদ্যালয় নাই। এজন্য তাঁহাদিগের যে উচ্চ নারী শিক্ষায় প্রয়োজন-বোধ আছে তাহাও সাধারণের বিশ্বাস হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে নারীদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পুরুষদিগের জন্য যে শিক্ষা প্রণালী অবধারণ করা হইয়াছিল অন্য কোন উপযুক্ত প্রণালীর অভাবে সাধারণ সকল লোকই অনন্য উপায় হইয়া স্ত্রী শিক্ষার জন্য তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন এখন উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। এখন যেমন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এখন নারীগণের জন্য বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক অথবা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হউক।

—•—

ঘোষ এণ্ড সন্স্।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৬১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১৷৷০, ১৸০, ২৲, রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০৲, "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অন্য রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮৷৷০, ১ ৷৷০, ১৩৷৷০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৲১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভাইজার ক্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হাণ্টিং "আর্মি" ১৫৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯৷৷০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস হণ্টিং ঘড়ি ৫৷৷০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২৷৷০, ২৷৷০, ৩৲, ৩৷৷০ টাকা।

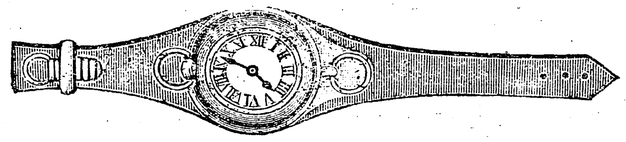

লেদারষ্ট্যাম্পসহ রূপার রিষ্ট ওচাচ ৫৷৷০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ২৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩২৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে ঊর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে ঊর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১৷৷০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি, ক্লক্, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।৵০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।

৫০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আর্য্য ঔষধালয়।

৫০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ।

শ্বাস-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর যদি জরাগ্রস্ত হয়, দেহ কাশ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগপ্রবণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ ও শরীর বলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ-রসায়ণ সেবন করাই প্রশস্তকল্প।

সামান্য সর্দ্দি কাশি হইতে দুঃসাধ্য হাঁপানি, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মহৌষধ সুদুর্লভ!

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কড্‌লিভারঅয়েল গ্লিমল্টসিরাপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়েন বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ ফললাভ করেন, সেই সেই উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ সেবনে আশাতীত ফল লাভ করা যায়।

অধুনা প্রায় সকলেই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্তুত করেন না, সেই জন্য চ্যবনপ্রাশের সুফল সর্ব্বত্র ফলে না। আমি সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া থাকি, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত আছে। মফঃস্বল হইতে চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধআনার টিকিট সহ রোগের অবস্থা জানাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র ও ক্যাটালগ পাঠান হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ।

কবিরাজ।

স্থাপিত সন ১২৮২সাল।

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

সুগন্ধে স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। ইহা মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য "লক্ষ্মীবিলাস" কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, বোতল ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী এসেন্সের চূড়ান্ত! **গোলাপ সার** ঘরে ঘরে বাদসাই আমোদ!!

অত্যুৎকৃষ্ট সৌগন্ধযুক্ত গোলাপফুল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, এইরূপ মনোহর নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। "গোলাপ-সারের" সৌরভে ও স্নিগ্ধতায় সকলেই বিমোহিত হইবেন। ইহার কয়েক ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিলে উত্তম গোলাপ জলে পরিণত হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত "তথা কথিত স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করিতে চান নাই, তাঁহারা অবাধে "গোলাপ-সার" ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

ম্যানিফ্যাক্‌চারীং পারফিউমারস্।

কলিকাতা ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার।

আপাদ-প্রসারিত কৃষ্ণ-কেশরাশিই রমণীর সার সৌন্দর্য্য।

কথাটা খুব সোজাভাবে বুঝিতে চান কি? রোগ প্রভাবেই হউক, আর কেশমূল শিথিল হওয়াতেই হউক, যে স্ত্রীলোকের মাথার চুল উঠিয়া গিয়াছে—সৌন্দর্য্যের আবিলতা ঘটিয়াছে—তাঁহাকে অসংখ্য স্বর্ণালঙ্কার ও কৌষেয় বসনে ভূষিত করিয়া রমণীসমাজে উপস্থিত করুন দেখি। দেখিবেন—মহিলাসমাজে মুখটেপাটেপি করিয়া আভাসে ইঙ্গিতে গুপ্ত-বিদ্রূপের স্রোত চলিয়াছে। কই স্বর্ণালঙ্কারের জ্যোতি ও পট্টবস্ত্রের সৌন্দর্য্যও তাঁহাকে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না! এই জন্যই বলিতেছি—যদি আপনার গৃহে কোন কেশহীনা রমণী থাকেন, কিম্বা যদি কাহারও চুল উঠিয়া গিয়া টাক পড়িবার সম্ভাবনা দেখেন তবে তাঁহাদিগকে আমাদের মহাসুগন্ধি কেশরঞ্জন ব্যবহার করিতে দিন। কেশরঞ্জন মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা সাধন করে ও কেশমূল রক্ষণে ও বর্দ্ধনে ইহা অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন। সুগন্ধে ইহা তুলনাহীন। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মশুলাদি ।/০পাঁচ আনা।

যদি মনের সুখে সংসার করিতে চান—

তাহা হইলে সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগে—আমাদের ভারতপ্রসিদ্ধ মহৌষধ "অশোকারিষ্ট" ব্যবহার করিতে দেন। ছাই দিয়া যেমন প্রবল অগ্নি চাপিয়া রাখা অসম্ভব, সেইরূপ সামান্য টোটকা চিকিৎসায়, জটিল স্ত্রীরোগ সমূহের প্রতিকার চেষ্টাও বিপজ্জনক। যখন সহজ প্রতিকারের পথ রহিয়াছে তখন বাঁকা পথে যান কেন? আমাদের অশোকারিষ্ট নূতন ঔষধ নহে। বিশ বৎসরকাল ধরিয়া ইহা অব্যাহতভাবে পরীক্ষিত। ফলও সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত। প্রদর, বাধক, অনিময়মিত ঋতু, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিরাকরণে ইহা অদ্বিতীয়। জরায়ুর বিকার, রক্তগুল্ম প্রভৃতিতে ইহা সুফলপ্রদ। রোগ নির্ম্মূল করিয়া শরীরে কান্তি পুষ্টি লাবণ্যদানে ইহা সিদ্ধহস্ত। ভারতের কুললক্ষ্মীদের সাংঘাতিক রোগগুলিকে অবজ্ঞা করিয়া, সোণার সংসারে আগুন জ্বালাইবেন না। সময় থাকিতে আমাদের অশোকারিষ্ট ব্যবহার করিতে দিন। প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। ঋষিপ্রণোদিত ঔষধ কখনও বিফল হইবে না।

এক শিশি অশোকারিষ্ট ও এক কৌটা বটিকাসহ এক সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা; ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা।

গভর্ণমেণ্টমেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মাথাগরমের জন্য দুর্ভাবনা কেন?

আরোগ্যের উপায় না থাকিলেই রোগের জন্য দুর্ভাবনা হয়। আপনার ত তাহা নহে! আপনি মাথাটা যে একটু গরম বোধ করেন, অল্প গোলযোগেই মাথাটা গুলিয়া যায়, একটু চিন্তাতেই মাথা ধরিয়া উঠে, সামান্য কারণেই মন অস্থির হয়, বৈকালে মাথা ঘোরে, রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, মাথায় হাত দিলেই চুল ঝরিয়া পড়ে, ইহা কি কোন তৈল ব্যবহার করিয়া নিবারণ করিতে পারেন নাই? রোগের উপযুক্ত ঔষধ না হইলে, রোগ নিবারণ হয় না। জানিয়া রাখুন,

—আমাদের "সুরমা" তৈল আপনার ঐ সমস্ত উপদ্রবের আশু উপশম করিবে। বায়ু-পিত্তজনিত সমস্ত রোগেই সুরমা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সুরমার স্বর্গীয় সৌরভেও আপনার প্রাণ বিভোর হইয়া উঠিবে। এত সহজ উপায় থাকিতে, আপনার চিন্তার কারণ নাই।

একশিশি সুরমার মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। ইহার একশিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকমাশুলাদি ৶০ সাত আনা। ৩ তিন শিশির মূল্য ।২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸০ তের আনা।

সোমবল্লীকষায়।

শরীরের রক্ত পরিষ্কার জন্য সোমবল্লীকষায়ই উপযুক্ত ঔষধ। উপদংশবিষ, পারদ-বিকৃতি, বাতরক্ত প্রভৃতি যেসকল কারণে দেহে ক্ষত, চাকা চাকা দাগ, চুলকানি প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, তাহাতে আমাদের সোমবল্লীকষায়, বিদেশী সালসা অপেক্ষা অনেক অধিক উপকার করে। ইহা যেমন রক্তপরিষ্কারক, তেমনি ইহাদ্বারা নূতন রক্তকণিকা উৎপন্ন হইয়া, দেহে বল কান্তি পুষ্টি প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা অন্যান্য সালসা খাইয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই সোমবল্লীকষায় সেবন করিলে, নিশ্চিতই ইহার পক্ষপাতী হইবেন। ইহার ফল অব্যর্থ এবং চিরস্থায়ী। সকল সময়েই ইহা অবাধে সেবন করা যায় এবং সেবনকালে কোন বাঁধাবাধি নিয়ম পালন করিতে হয় না। একশিশির মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। মাশুলাদি ৷৷৶০ এগারআনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

REG No. C. 32

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] আশ্বিন ১৩১৮। অক্টোবর, ১৯১১। [৩য় সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা	৪৯
মাতৃশিক্ষা	৫০
দাদামহাশয় ও নাতিনী	৫২
দুর্গোৎসব না দুর্গাবিপত্তি	৫৬
পাঠিকাদের প্রতি নিবেদন	৫৯
ম্যাডাম কুরী	৬০
কোচবিহারের মহারাজা	৬৫
উৎসব	৬৯
মহিলার রচনা—একটী শিশুর জন্মোপলক্ষে	৭১
ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়	৭২

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ISSUE(S) MISSING

প্রয়োজন তাহা তাঁহাদিগকে বিধানকর। আমরা যে সকল স্থলে তাঁহাদের প্রেমকে বিফল হইতে দেখিতেছি তাহাও সম্পূর্ণ বিফল হইতেছে না, তাহা সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের প্রেম যদি উপযুক্তরূপ শিক্ষা ও সামর্থ্য লাভ করে তাহা হইলে যে দেশের মহোপকার হইবে তাহার তো কোন সন্দেহ নাই। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গলরূপের আদর্শে গঠিত তোমার কন্যাদিগের মঙ্গলেচ্ছায় উপযুক্ত সহায় ও শিক্ষা দান করিয়া তোমার শিবস্বরূপকে এই পৃথিবীতেই জয়যুক্ত কর।

মাতৃশিক্ষা।

মাতার স্থান সংসারে অতি উচ্চ। মাতাই মানুষের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী এবং গুরু। পুত্রগণকে লালন-পালন করিয়া ও শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তোলা মাতার মহা গৌরবের কার্য্য। বালক বালিকাগণকে মাতা যেমন প্রস্তুত করিয়া দিবেন অধিকাংশ স্থলে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত তাহাই থাকিবে। এজন্য কিরূপে শিশুর শরীর নীরোগ রাখিতে হয় শিশুকে সবল করিতে হয় তাহা জানা ও যেমন মাতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেই রূপ শিশুর প্রথম শিক্ষা ও চরিত্র গঠন বিষয়ে মাতার দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য আছে। শিশুসন্তান-গণকে কিরূপে শিক্ষা দান করা উচিত এই বিষয়ে 'মহিলাতে' আলোচনা করা অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। শিশু শিক্ষা শির্ষক প্রবন্ধ লেখাই প্রথমে অভি-প্রায় ছিল, কিন্তু লিখিতে বসিয়া দেখিতে পাইলাম যে শিশুশিক্ষা নাম না হইয়া এ প্রবন্ধের নাম মাতৃ শিক্ষা হওয়াই শ্রেয়স্কর। মাতা স্বভাবের নিয়মে সন্তানের শিক্ষয়িত্রী। যেমন মাতার স্তনে স্বভাবের নিয়মে দুগ্ধ আসে, সেই রূপ মঙ্গলময় স্বভাবের দেবতার নিয়মে মাতা সন্তানের শিক্ষা কার্য্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া করেন। যে মাতা আপনি একান্ত অশিক্ষিতা তিনিও তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুর পরমগুরু, স্বর্গীয়া শিক্ষয়িত্রী। বিধাতার নিয়মে মানুষকে প্রায় সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বিশেষভাবে শিক্ষা করিতে হয়। ভাষা ব্যবহার করা, বস্ত্র পরিধান করা, রন্ধনাদি করা, প্রভৃতি কার্য্য পরে অত্যন্ত সহজ হইলেও এক সময়ে তাহা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। ক্রোড়স্থ ক্ষুদ্র শিশুকে শিক্ষা দেওয়া আপাততঃ দেখিতে অতি সামান্য বিষয় মনে হইলেও একটু চিন্তা করিয়া দেখি-লেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। যদি মাতার শিক্ষা যথেষ্ট না হয়, মাতা যদি সন্তান প্রসব করিবার পূর্ব্বে সন্তানের শিক্ষার বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত না থাকেন তাহাহইলে শিশুকে কখন আশা-নুরূপ শিক্ষা দান হইবেনা। শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই গৃহে সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা ও স্বাভাবিক শান্তি থাকা প্রয়োজন। এক দিন ব্যায়াম করিয়া যেমন পালোয়ান হইতে পারে না, একদিন সাধুসঙ্গ করিয়া

সৎকার্য্য করিয়া ও ভগবানের পূজা বন্দনা করিয়া মানুষ সাধুহয় না, এক দিন পড়িয়া পণ্ডিত হয় না, তেমনই গৃহ সংসারের সুশৃঙ্খলাও এক দিনে হইতে পারে না। বহদিনে শিখিতে হয়। সন্তান যদি শান্তিপূর্ণ সুব্যবস্থিত গৃহে প্রসূত হইয়া দিন দিন তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহা হইলে সুব্যবস্থা সৌন্দর্য্য ও শান্তি তাহার স্বভাবের পক্ষে অর্জ্জিত ধন হইয়া চির দিন থাকিবে; অন্য লোকের পক্ষে সুব্যবস্থিত ও শান্ত হওয়া যেমন কঠিন ঐ শিশুর পক্ষে অব্যবস্থিত ও অশান্ত হওয়া তেমনই কঠিন ও কষ্টকর হইবে। ভাষা বিষয়ে মাতাই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রায় একমাত্র শিক্ষয়িত্রী। মাতার নিকট হইতে শিশু যে ভাষা শ্রবণ করে ও অস্পষ্ট শত প্রকার উচ্চারণের পর মাতার ন্যায় উচ্চারণ করিয়া কৃতার্থতালাভ করে।

ভাষার সেই শিক্ষাই মূল। ইহার পর স্বদেশী বা বিদেশী বর্ত্তমান কালের বা প্রাচীন কালের যত রূপ ভাষা শিক্ষা করা হয় সে সমস্তই এই মূলের অবলম্বনে, গৃহীত ও স্থাপিত হয়। এজন্য মাতা নিজ সন্তানের ভাষা যেরূপ হওয়া ইচ্ছাকরেন নিজে পূর্ব্ব হইতে সেইরূপ ভাষাতে অভ্যস্ত হইয়া থাকা প্রয়োজন। এ কথা উল্লেখ করিবার, ইহা অভিপ্রায় নয় যে মাতা কোন বিশেষ প্রদেশের চলিত ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহা ক্রমে সন্তানকে শিক্ষা দিবেন। এবিষয় উপস্থিত করিবার কারণ এই যে অধিকাংশ নারীগণ ভাষা ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত সংযত। অতিরঞ্জিত করিয়া কথা বলা, অভদ্র বাক্য ব্যবহার করা, রূঢ় ভাবে কথা বলা, কপট বিনয়ের ভাবে কথা বলা এবং নিষ্প্রয়োজনে পর-নিন্দা পরচর্চ্চা করা ইত্যাদি বহুপ্রকারের ভাষার দোষ গৃহস্থের গৃহে থাকে। সেই সকল দোষ ক্ষুদ্র শিশুর অস্ফুট ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িলে পিতা মাতার শিক্ষার ও সাধনের অভাব সন্তানের জীবনে ধরাপড়ে এবং হয়ত সেই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে পরিবার রচনা করিবে তাহাতেই সেই সকল দোষ ক্রমে সংক্রামিত হইবে। এরূপও দেখা যায় যে পিতা মাতার ভাষা, ব্যবহার, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত শিক্ষা করে এবং তাহার অনুকরণ করিয়া অজ্ঞাতসারে লোকের নিকট হাস্যা-স্পদ হয়। গৃহস্থের গৃহে শিশুই সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার, যে বাড়ীতে ২।৪টি সুস্থ, সবল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বালকবালিকাকে দেখিতে পাওয়া যায় সে গৃহের অপরূপ শোভা হইয়াছে, মনে ধারণা হয়। যে গৃহের শিশুগুলি গুরুজনকে মান্য করে না, পরস্পর ঝগড়া করে, মারামারি করে, আগন্তুকের সহিত মন্দ ব্যবহার করে, পথের লোকের সহিত কলহ করে, প্রতিবেশীর প্রতি অত্যাচার করে, সেরূপ গৃহে যাইয়া লোকে যে কি অসুখ অশান্তি অনুভব করে তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহাদের গৃহে বালক বালিকার ব্যবহার অত্যন্ত অভদ্র তাঁহারা অনেক সময়ে তাহা দিগের ব্যবহারের প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখেন না এবং তাহাদিগের অত্যাচার সহ্য

করিয়া অভ্যস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নূতন লোক তাঁহাদিগের গৃহে দুঁদিন বাস করিতে গিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে। মাতা গৃহের রাণী, মাতা সন্তানগণের শাসনকর্ত্রী, শিশুগণ মাতার হৃদয় উদ্যানের বর্দ্ধণশীল বালতরু। যদি মাতার মনে শিশুগণ-বিষয়ে উচ্চ আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শ অনুসারে শিশু-চরিত্র গঠনের কিছু চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে মাতৃগণ সমস্ত গৃহসামগ্রী সুন্দর-ভাবে সজ্জিত করিয়া গৃহকে নন্দন কাননের ন্যায় মনোরম করিয়া তুলিতে পারেন। আজকাল শিশুশিক্ষার যে সকল নবীন ও উন্নত উপায় সকল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক মাতার জানা প্রয়োজন। শিশুকে মিথ্যা ভয় দেখাইয়া প্রহার করিয়া অথবা আবদ্ধ রাখিয়া দণ্ড দেওয়া পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল, শিশুর শতসহস্র প্রশ্নের কোন উত্তর না দেওয়া শিশুর সর্ব্বকালব্যাপী চঞ্চলতাকে বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করা যে ভয়ানক ভ্রম, এবং শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অপকারী তাহা এখন সকলেই জ্ঞাত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশের জননীগণ অধিকাংশ স্থলে নবীন শিশু-পালন বিধি সকলকে অত্যন্ত ক্লেশকর ও অনিষ্টকারী মনে করিয়া গ্রহণ করিতেছেন না। জাগ্রত শিশুকে না মারিলে ধরিলে সে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধের ন্যায় স্থির ধীর হইবে না, শিশুকে গো-শিশু না করিলে সে কখনও আপনার মনের স্বাভাবিক বিকারের জন্য শত শত প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিবে না, জননী যদি এ সকলের জন্য প্রস্তুত না থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক শিক্ষা করিতে হইবে, অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া উদ্ভাবনা করিতে হইবে এবং যেখানে আপনার শিক্ষা, ধৈর্য্য, শক্তি সকল বিফল হইল সেখানে আপনার অসহায় অবস্থাতে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ইঙ্গিত কার্য্য করিতে হইবে।

দাদামহাশয় ও নাতিনী।

সরলা। দাদামহাশয়; আমি আজ আবার এসেছি। তিনি তো প্রতিদিন এক সঙ্গে উপাসনা করিতে সময় পান না।

দাদামঃ। ও সকল কাজের কথা নয়। "Where there is will, there is way" ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়। সাধু যাঁর সংকল্প ভগবান তাঁর সহায়। ঘোড়াটা একটু এড়িয়াল হইলে চাবুক মারিতে হয়। পুরুষকে বশ করিবার জন্য বিধাতা মেয়েদের হাতে শক্ত চাবুক দিয়াছেন। পুরুষ যতই বীর হন না কেন স্ত্রীর অভিমানের চক্ষুর জল, মলিনমুখ ও নির্ব্বাকের কাছে অবনত মস্তক হন। "বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও" বলিতে বলিতে গলা ভাঙ্গিয়া যায়। পবিত্র মাধুর্য্যময়ী প্রকৃতির মহাপ্রভাব জানি বলেই আমি তোমার দিদিমাকে কবুল (Decree) দিয়ে রেখেছি। তাঁকে আর চাবুক হাতে করিতে হয় না। নারীর প্রভাব দুর্দ্দমনীয় কিন্তু

সেই নারীই (দেবী) ধন্য যিনি তাঁহার প্রভাব দ্বারা পুরুষকে উন্নত করেন এবং সেই নারী উপদেবতা যিনি ইহার বিপরীত করেন।

পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে নরনারী উভয়েরই ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রকৃতি আছে। পবিত্র দাম্পত্য প্রেম দ্বারা এই দুইটিকে এক করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রী এবং পুরুষ এখন এইভাবে চলিবেন যে তাহাদের কার্য্য দ্বারা পরস্পরের প্রকৃতির স্ফুরণের ব্যাঘাত যেন না হয়। স্ত্রী স্বামীকে নারী এবং স্বামী নারীকে পুরুষ করিতে চেষ্টা করিবেন না। এইরূপ করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইবে। জ্ঞান না থাকিলে পরস্পরের প্রকৃতি কি তাহা কিরূপে জানা যাইবে এবং প্রকৃতি কেবল জানিলেই কি হয়? ব্রত নিয়ম নিষ্ঠার দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। প্রকৃতভাবে শিক্ষিত হইতে গেলে বিদ্যালয় চাই, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী চাই এবং পাঠ্য পুস্তক চাই। কেবল বালকবালিকা নয় কিন্তু যুবক যুবতীগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী হইয়া যথা সম্ভব বিদ্যালাভ করিবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা, প্রার্থনা, সংযম, নীতি সহৃদয়তা এবং নানাপ্রকার সদাচার শিক্ষা ও সাধন করিতে হইবে। যখন গুরুজনেরা তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া মনে করিবেন তখন তাহাদিগকে বিবাহের অনুমতি দিবেন এবং তাহারা নিজ নিজ সামর্থ্য বুঝিয়া ও গুরুজনের সহায়তা লইয়া নিজ নিজ পতি ও পত্নী মনোনীত করিয়া লইবেন। অসংযম ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের পবিত্র বিবাহ ব্রতগ্রহণে অধিকার নাই। বিবাহের পর নানাপ্রকার সাধন দ্বারা সংসার ধর্ম্ম পালন করিবেন। সন্তান লাভের পর জীবনের অন্য একটি বিভাগ খুলিয়া যাইবে। সন্তান পালন করিতে হইলে নানাপ্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন। যথা শরীর-তত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও নানাপ্রকার তত্ত্ব জানিতে হইবে। প্রেম, স্নেহ, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ এবং সুবিবেচনা দ্বারা সন্তানকে পালন, শাসন, ও শিক্ষিত করিয়া ঈশ্বরের দাস দাসী করিতে হইবে।

সরলা। —এ যে বিরাট ব্যাপার। কোন্ পিতামাতা এতোটা কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারেন? আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ত একপ্রকার অসম্ভব মনে হয়।

দাদামঃ —হাঁ এতোটাই করিতে হইবে। যদি প্রকৃত পিতামাতা হইতে হয়, যদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন ও উন্নত জনসমাজ গঠন করিতে হয়, তবে এরূপ করিতেই হইবে। কিন্তু কিরূপে করিতে হইবে তাই কিছু বলি! দেখ, দাম্পত্য ধর্ম্ম এবং সন্তান পালন করিতে কত উপকরণ, কত উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন। কোনও একটি দম্পতীর পক্ষে এতোটা করা একেবারেই অসম্ভব। এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে বহুলোকের ও জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু সকলেই একসঙ্গে এত প্রকার কাজ

করিতে পারেন না সেইজন্য Division of labour চাই। প্রতিজনের সামর্থ্য সুযোগ ও প্রবণতা অনুসারে তাহাদিগের নিজ নিজ কাজ বাছিয়া লইতে হইবে। কতকগুলি লোক শিক্ষকতার জন্য আপনাদিগকে উপযুক্ত করিবেন। কতকগুলি লোক জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান বা দেহতত্ত্ব ইত্যাদি উৎকর্ষ সাধনে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং পরার্থসাধক সেবকদের প্রতিপালনের জন্য সহৃদয় ধনীগণ আপনাদিগের ধন ব্যয় করিবেন। দেখ, বিবাহিত ব্যক্তিদের, কত রক্ষক ও সেবকের প্রয়োজন। করুণাময় বিধাতা এর সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

সরলা। আপনি যা বলিতেছেন সে তো বড় উচ্চ কথা, শুনিতে ভাল কিন্তু কাজে কিরূপ হইবে, এবং এই সকল সাধকগণের সাধনার ফল সামান্য গৃহস্থের ঘরে কিরূপে পৌঁছিবে এবং এতো ত্যাগ স্বীকার তাঁরা কেন করিবেন? পরিশ্রম করিয়া নিজ নিজ পরিবারের অবস্থা উন্নত করিতেই তো লোকের ইচ্ছা হয়। আপনার এসকল কথা heory [অনুমান]বলে আমার মনে হয়।

দাদামঃ। বড় বড় পণ্ডিতদের লিখিত পুস্তক-শিক্ষিত লোক, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, গ্রন্থকার ও সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ, পাঠ করিয়া তাহার সারতত্ত্ব সংক্ষেপে সহজ ভাষায় জনসাধারণকে জ্ঞাত করিবেন। এই কাজে কত লোক লেগে থাকিবেন এবং এই কাজ দ্বারাই তাঁহাদের নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ বিলক্ষণ চলে যাবে। এতে তাঁদের "রথ দেখা ও কলা বেঁচা" দুইই হবে। অর্থাৎ জনসমাজের সেবা ও নিজেদের ভরণপোষণ করা হবে। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে যে, বড় বড় "পণ্ডিত ও মহাত্মাগণ কেন অনন্যমনা ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া নিজ নিজ মনোনীত তত্ত্বে জীবন উৎসর্গ করিবেন"? এর উত্তর—এই যে বিধাতার চাপে পড়ে করবেন। বল দেখি আমি কেন এই বৃদ্ধ বয়সে সমস্ত দিন কিছু না কিছু কাজ করি? তাতে আমার সংসারের আয় তো বাড়ে না বরং কিছু খরচ হয়?

সরলা। আপনি যে না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রতিদিন লেখাপড়া না করিলে যেন আপনার ভাত হজম হয় না। আপনার মন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। আপনার জীবনের আদর্শ যে উচ্চ, তা বলে কি সকলেরই এইরূপ হবে?

দাদামঃ। দিদিমণি আসল কথাটা বলিতে পারিলে না। এযে আমার ইষ্টদেবতার লীলা। "নববিধানের হরি আহা মরি কি সুন্দর! জাগ্রত জীবন্ত প্রেমে মত্ত নব রসে গর গর। নহে ধাতু কাষ্ঠ নির্ম্মিত, নহে অনুমান সিদ্ধ কবির কল্পিত; ঠাকুর চলে বলে খেলা করে ভক্ত সঙ্গে নিরন্তর। নাহি নিদ্রা আরাম বিশ্রাম নানা কাজে ব্যস্ত নিরলস অবিরাম, নবলীলা বিলাসবিহারী রসরাজ নটবর। এক দণ্ড দেয় না বসিতে, নাকে দড়ি দিয়া টানে মারে পিঠেতে; ঠাকুর আপনি নেচে নাচায় যত সঙ্গোপাঙ্গ সহচর।"

আমি ক্ষুদ্র আমার উপর আকর্ষণ

ও সামান্য, মহাত্মাগণ বৃহৎ তাঁহাদের উপর আকর্ষণ অসামান্য। সেই আকর্ষণ প্রভাবে তাঁহারা আত্মহারা হইয়া শ্রীহরির নিয়োজিত কাজে নিমগ্ন হন। মানব প্রকৃতির মূলে এই আকর্ষণ নিহিত আছে। এই আকর্ষণের প্রভাব সকলেই কিছু না কিছু অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু এই আকর্ষণের ক্রম বিকাশ আছে, এইজন্য সকলে সমানভাবে অনুভব করিতে পারেন না। মহাজনদের প্রাণে এই আকর্ষণ বিশেষভাবে বিকসিত সেইজন্য ইহা অত্যন্ত প্রভাবশালী। শ্রীহরি মানুষকে এমন করে সৃষ্টি করেছেন; সে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জনসমাজের সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। নিজের সুখ ছাড়া অন্যের সুখ অন্বেষণ না করিলে সে সুখী হইতে পারে না। Live for others "অন্যের জন্য প্রাণ ধারণ কর' এই আদেশ দিয়া বিধাতা তাকে পাঠাইয়াছেন। এ আদেশ সে কি লঙ্ঘন করিতে পারে? আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে দেখাইব যে জনসমাজের সমস্ত ব্যাপার পিতামাতাকে সুগঠিত ও সুরক্ষিত করিবার জন্য। প্রথম রাজার কথা বলি। বিধাতা প্রতি পরিবার রক্ষা করিবার জন্য যেমন পিতামাতা বা গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্তী নিয়োজিত করিয়াছেন সেইরূপ রাজ্য রক্ষা পালন ও শাসন জন্য রাজাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বহু বহু পরিবারের সমষ্টি রাজ্য। এই রাজ্যের পিতামাতা রাজা, তিনি জগৎপিতার প্রতিনিধি, সন্তান বাৎসল্যে তিনি প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁহার কাজ, নিজ সুখসম্ভোগের জন্য তাঁহাকে রাজসিংহাসন দেওয়া হয় না। কিন্তু পরসেবার জন্য রাজা এক দিকে প্রজাপুঞ্জের পিতা অপর দিকে তাহাদের সেবক। রাজার এত উচ্চস্থান দেখিয়াই আচার্য্য কেশবচন্দ্র রাজভক্তিকে, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের মতসারে (creed) স্থান দিয়াছেন এবং স্বয়ং অত্যন্ত রাজভক্ত ছিলেন। প্রাচীন ভারতে রাজভক্তি ও প্রজাবাৎসল্য স্বাভাবিক ছিল। প্রজা রাজার জন্য প্রাণ দিতে এবং রাজা প্রজার জন্য প্রাণ দিতে ও নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীরাম চন্দ্রের জীবনে প্রজাবাৎসল্যের একশেষ দেখা যায়। জনসমাজে দুষ্ট দুরন্ত লোক থাকিবেই থাকিবে। এই দুরন্ত লোকদের অত্যাচার হইতে জন সমাজকে রক্ষা না করিলে দাম্পত্যধর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞানচর্চ্চা এবং ধর্ম্মসাধন কিরূপে হইবে? একজন রাজাকে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং সেজন্য বহুসংখ্যক রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। জীবন ধারণের জন্য গ্রাসাচ্ছাদন ইত্যাদির প্রয়োজন, সেজন্য রাজাকে কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্য ইত্যাদি নানাকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করাইতে হয়। পণ্য দ্রব্য সকল একদেশ হইতে অন্যদেশে বা একদেশের এক-বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে লইয়া যাইবার প্রয়োজন, সেজন্য রাস্তা ঘাট, নানাপ্রকার যান ও অন্যান্য বহু ব্যবস্থা করিতে হয়। দেশীয় দুষ্ট দুরন্ত লোকদের দম-

নের জন্য পুলিশ ও জেল ইত্যাদি রাখিবার যেমন প্রয়োজন, তেমনি শত্রুদিগের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য সামন্ত, অস্ত্র শস্ত্র রাখিবার প্রয়োজন হয়।

রাজা নিজেই এত কাজ তো করিতে পারেন না, সেজন্য তাঁহার রাজসভা এবং নানাপ্রকার সহকারী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। এই সমস্ত লোকদের শিক্ষিত এবং উপযুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। দেশের দারিদ্র্য, শারিরীক ও সামাজিক রোগ নিবারণের নানা ব্যবস্থার প্রয়োজন। দেখ, রাজা কতভাবে কতপ্রকারে আমাদের রক্ষা ও সেবা করেন। এমন কোন্ পাষণ্ড আছে যে রাজাকে শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে?

সরলা। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি কত কথা বলিলেন। এতে আমার আনন্দ ও শিক্ষা বেশ হইল, কিন্তু এখনও আমি আমার প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে বুঝতে পারিলাম না।

দাদামঃ। দিদিমণি আমার এখন সকল কথা বলা হয় নাই, বলা হইলে তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিবে। দেশের রাজার কথা বলা হইয়াছে কিন্তু সমাজের কথা বলিতে হইবে।

সরলা। আচ্ছা, অনেক দেশে তো রাজা নাই প্রজা তন্ত্রে রাজ্য চলে।

দাদামঃ। রাজা নাই সেটা কেবল কথার কথা। প্রজাতন্ত্রে (President) সভাপতি রাজার স্থানীয় এবং সভা রাজসভা স্থানীয়। এখন আর কোন দেশেই একাধিপতি Despotic রাজা নাই। রাজা এবং প্রজার প্রতিনিধি রাজসভা দ্বারা রাজ্য চালিত হয়। England বিলাতের শাসনপ্রণালী এ বিষয়ের চুরান্ত দৃষ্টান্ত। এ বিষয়টী জটিল এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলিব না। জনসমাজের বিষয় বারান্তরে বলিব।

দুর্গোৎসব, না, দুর্গাবিপত্তি।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের আনন্দের ছড়াছড়ি। নানালোকে নানাভাবে আনন্দিত। বিদেশস্থ কর্ম্মচারীগণ, গৃহের কুলবধূগণ, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, ঘরের ছেলেমেয়েরা, দোকানী, পসারী, ব্যবসায়ী শিল্পী আর অনেকেই আনন্দিত। নিষ্ঠাবান সাধকসাধিকা দশকর্ম্মান্বিত পুরোহিত ও উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণদের আনন্দ কম নয়, কিন্তু রোগী দরিদ্র উচ্চ জাতীয় বিধবাদের সুখ নাই। হরিদাস বাবুর বাড়ীর দুর্গোৎসবের কথা আজ পাঠিকাদের বলিতেছি। হরিদাস বসুর বয়স ৪৫ বৎসর, কলিকাতা নিবাসী, গবর্ণমেণ্ট আফিসে কাজ করেন, তিনি বংশজ কুলীন, কেরাণী। কথাটা একটু ভেঙ্গে বলিতে হয়। কেরাণী পাঁচভাগে বিভক্ত। মুখ্য কুলীন মধ্যম কুলীন, বংশ কুলীন, মৌলিক, আর পচা মৌলিক। প্রথম শ্রেণীর বেতন ৪০০ হইতে ৭০০, দ্বিতীয় ২০০ হইতে ৪০০, তৃতীয় ১০০ হইতে ২০০, চতুর্থ ৫০ হইতে ১০০ পঞ্চম ১০ হইতে ৫০ টাকা কেরাণী মাত্রেই ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত, যাহার যাহা আয় হউক না কেন সকলকেই ভদ্রলোকের চালচলনে চলিতে হয়, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে হয়, পীড়ার সময় ডাক্তার দেখাতে হয়, এবং নানাপ্রকার আহার ব্যবহার লোক লৌকিকতা করিতে হয়। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীস্থ কেরাণীদের বড়ই কষ্টে কাল কাটাতে হয়। এইতো গেল তাঁদের দৈনিক জীবনের অবস্থা তার উপরে যখন কন্যার বিবাহ উপস্থিত হয় তার তো আর কথাই নাই। কেরাণীর ঘরে কন্যার বিবাহ উৎসব নয় সত্য সত্যই "কন্যাদায়"। ছোট কেরাণীরা ঋণ দেবীর অধীন এবং মা লক্ষ্মী মাসে একবার উঁকি মারেন কিন্তু গৃহ প্রবেশ করেন না। মা লক্ষ্মীর এইরূপ নির্দয় ব্যবহার দেখে মা ষষ্ঠী তাঁহাদের ঘরে ডাল ভেঙ্গে এসে পড়েন, তাঁহারা সমাজের (Consumer) ভক্ষক, উৎপন্নকারী (Producer) নন সুতরাং সকল ব্যবসায়ী শিল্পী কৃষি ইত্যাদি লোকের ক্ষতি পুরণ তাহাদেরই করিতে হয়। অর্থ বিজ্ঞানের নিয়মে (Law of Political Economy) নানাপ্রকার দূষিত দেশাচার কুসংস্কার নিজেদের দৌর্ব্বল্য এবং নানা কারণে তাঁহারা এরূপ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যে তাঁহাদের উদ্ধার হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিতে পারা যায়, উপদেষ্টাগণ তাঁহাদিগকে ঋণ করিতে নিষেধ করেন (Patriot) দেশ হিতৈষীগণ তাঁহাদিগকে ব্যবসায় করিতে উপদেশ দেন এবং স্বদেশীয়গণ (strike) ধর্ম্মঘট করিতেও কখন কখন পরামর্শ দেন। কিন্তু তাল, মান, বজায় রেখে কি কেহ উপদেশ দিতে পারেন? কেরাণীর দুই সীমা মিলাইতে পারেন এমন কোন (Financier) অর্থসচীব কি কেহ আছেন? তাঁহাদের জন্য ভাবিবার কি কেহ আছেন? তাহাদের রক্ষা এবং উদ্ধারের জন্য কি কোন সভা সমিতি আছে? তাঁহারাই ভদ্রসমাজের Backbone মেরুদণ্ড অথচ তাঁহাদের প্রতি এত উদাসীনতা! "এ সকল কথা এখন থাক।"

হরিদাস বাবু নিতান্ত নিসম্বল ছিলেন না তাঁহার পিতা কিছু টাকা এবং কলিকাতায় একখানি বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন এবং তাঁহার বিবাহের সময় তাঁহার শ্বশুরের বুকে বাঁশ দিয়ে দুই হাজার টাকা এবং বধুমাতার জন্য কতকগুলি গহণা আদায় করেছিলেন। কিন্তু হরি বাবুর তিনটি মেয়ের বিবাহে টাকাগুলি গেছে বসত বাড়িখানি বাঁধা পড়েছে।

এই বৎসর হরি বাবুর পূজার Budgetর কথা বলি।

তাঁহার তৃতীয়া কন্যার সম্প্রতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তার শ্বশুরবাড়ী পূজার প্রথম তত্ত্ব করিতে হইবে। টাকার সুদ দিতে হবে, বাজার দেনা কিছু কিছু শোধ করিতে হবে, আর পূজার কাপড় কিনিতে হবে। প্রায় ৪০০ টাকার প্রয়োজন। এদিকে জমায় তাঁহার বেতন ১০০ টাকা। অনেক চেষ্টা করিলেন টাকা যোগাড় হইল না। পঞ্চমীর দিন বৈকালে হরিদাস ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন,

চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, মাথা ঘুরিতে লাগিল, ছাতে গিয়া মাথায় জল দিতে লাগিলেন। এমন সময় প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী তাপিণী সাপিণীর মত ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে উপস্থিত; তাঁহার উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখে কে! চক্ষুদ্বয়ে অগ্নি শিখা, মুখ বিকট, মুখবিবর হইতে আগ্নেয় গিরির উদ্গীরণ। শক্তির দশ মহাবিদ্যারূপ দর্শনে মহাদেব যেমন ভীত হইয়াছিলেন হরিদাস তাঁহার শক্তিদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক ভীত হইয়া পড়িলেন সহধর্ম্মিণীদেবী বলিলেন পোড়ার মুখো লক্ষীছাড়া, হতভাগা তোর মা তোকে নুন গিলিয়ে মেরে ফেলেনি কেন? আমার সর্ব্বনাশ করিতে কি তোকে রেখেছিল? বে করিলে কড়ি, আর ঘর বাঁধিলে দড়ি চাই তা কি মনে ছিল না? গরিবের আবার বে করিবার সাধ কেন? কি বলে হাতে সুতা বেঁধে শাঁখ বাজিয়ে বাজনা বাদ্দিকরে বর সেজে গিছ্‌লি! এইরূপ কত মিষ্টালাপ করিলেন আমরা তা সকল বলিতে পারি না। প্রকৃতি কেবল মাধুর্য্য রসের আধার নন, তাহাতে বহু রসের সমবায় আছে যখন ক্রোধ রসের উচ্ছ্বাস কবিতা আকারে উচ্ছ্বাসিত হয় তখন স্বয়ং গণেশ কলম না ধরিলে আর চলে না।

অনেক ক্ষণ পরে স্নেহলতার (হরিবাবুর গৃহিণী) ক্রোধ রস নিঃশেষ হইল। তাঁহার সুর ফিরিয়া গেল, তিনি তখন করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন (প্রকৃতি দেবী কত রূপই ধরিতে পারেন) তোমার উপর রাগ করা বৃথা রাগের ভরে তোমায় কত কথাই বলিলাম। আমার মুখে আগুণ। তোমার দোষ কি? তুমি B A পাস করা, লিখিতে পড়িতে বেশ জন, তোমার কথা মিষ্ট, ব্যবহার মিষ্ট, তুমি সজ্জন, সচ্চরিত্র তোমার একটি পয়সা বাজে খরচ নাই। কতই আমাদের ভাল বাস, তুমি আমার পুরাতন ছেঁড়া কাপড় পরে আমাদের আস্ত নূতন কাপড় পরাও, কখন একটি পয়সা ট্রাম ভাড়া দেওনা, তোমার কত গুণ। বলিতে বলিতে স্নেহলতার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, স্বর কম্পিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন দেখ এ বিপদ হইতে উদ্ধারের আমি উপায় করেছি (বলে যাক প্রাণ থাক মান) মিত্রগিন্নীর কাছ থেকে আমার গহনা বাঁধা দিয়া টাকায় আদ আনা হিসাবে সুদে চারিশত টাকা ধার করিছি ধার সোধের উপায়ও ভেঁনে রেখেছি আমার গোপাল (এখন বয়স দশ বৎসর) বেঁচে থাক, তার বিবাহের সময় সকল দেনা শোধ হইয়া যাইবে। আহা! আমাদের স্নেহলতা বুদ্ধিতে স্বরস্বতী। করুণায় পতিত পাবনী, আহা! সতী বিপন্ন স্বামীকে কেমন উদ্ধার করিলেন, ধন্য বুদ্ধি, ধন্য করুণা। বিপদ তো কাটিল মান তো থাকিল কিন্তু বিধাতার দোষে হরিবাবু অকালে পরলোকে গমন করিয়া সকল ভাবনা যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন! আর স্নেহলতা এবং তাঁর ছেলে মেয়েদের কি হইল ভাবিয়া দেখুন। হরিদাস বাবুর পরলোক গমনের পর দুই তিন বৎসরের মধ্যে গহনাগুলি ও বাড়িখানি সুদে আসলে বিক্রি হয়ে গেল।

এখন পাঠিকাগণকে দুই একটা কথা বলি দেখুন কাল্পনিক মান রাখিতে গিয়া স্নেহলতার কি দুর্গতি হইল। বিষম জীবন সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে Economy নিয়মে জীবন ধারনের দ্রব্য ক্রমেই মহার্ঘ হইতেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে কাল্পনিক অভাব দিন দিন বাড়িতেছে তার উপরে আবার কাল্পনিক মান সম্ভ্রমের মাত্রা বাড়িতেছে এ সময় উচ্চ ভূমিতে না দাঁড়াইলে ভাসিয়া যাইতে হইবে। সে উচ্চভূমি কি?

"Plain living, high thinking" সাদা সিদে চাল চলন এবং উচ্চচিন্তা। আপনারাই আপনাদের স্বামীদের গৃহলক্ষ্মী নেতা (Commanding officer) রক্ষাকর্ত্রী সুখ শান্তি প্রদায়িণী আপনারা যেন রক্ষক হয়ে ভক্ষক না হন, লক্ষ্মী হয়ে অলক্ষ্মী না হন আপনাদের মিতব্যয়িতা সদ্বিবেচনা স্নেহ এবং ঈশ্বর পরায়ণতা দ্বারা নিজ গৃহে অনেকটা শান্তি ও সচ্ছন্দতা রাখিতে পারেন। আপনারা প্রতিজনে সাবিত্রী হইয়া আপনাদের সত্যবানদের ঋণ যমের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন করুণাময়ী বিশ্বজননী আপনাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

——

পাঠিকাদের প্রতি নিবেদন।

এত বড় দুর্গোৎসব গেল আপনারা কে কি করিয়া সময় কাটাইলেন। অবশ্য আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন আমোদ এবং হাসি শ্রীহরির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন পরীক্ষা [illegible] এ সংসার অরণ্য, মন বিষন্ন, শরীর রুগ্ন হইত যদি যথা পরিমাণে মানুষ হাস্য কৌতুক করিবার সাবকাশ না পাইত, কিন্তু এই দুর্গোৎসব একটি মহা ব্যাপার। এখন লোকের নিকট ধর্ম্মসাধনের সুযোগ আসিরা উপস্থিত হয়। আপনারা কে কি ভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন? আপনাদের মধ্যে যাঁহারা মৃন্ময়ী ও ভাবময়ী দেবীর পুজা ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করেছেন তাঁহারা এক একদিন চিন্ময়ী বিশ্ব জননীর পুজা কত সম্ভোগ করিলেন, তাঁহাকে আপনার বলে ধরিতে পারিলেন। কেশব চন্দ্রের চিন্ময়ী জননীকে কত উপলব্ধি করিলেন।

আমার মাকে কি দেখেছিস
তোরা বল সত্য করে
যাঁর নব নব রূপে নানারূপে মনহরে।
আমার মা নহে কল্পন, ঐ দেখ! চিন্ময়ী
হাস্য বদনা, প্রেম চক্ষে স্নেহ বক্ষে অমিয়
ঝরে। [মায়েরে]
শ্রীমুখে মধুর হাসি. ওগো নাশে পাপ
দুঃখ রাশি অবিশ্বাস নাস্তিকতা খণ্ডন
করে। [হাসি]
রূপে করে জগৎ আলো, মায়ের কোলে
শোভে ভক্তদল, গদ গদ কোমলাঙ্গ আনন্দ-
ভরে। আদ্যাশক্তি ভগবতী, রূপে লক্ষ্মী,
জ্ঞানে সরস্বতী, একাধারে কত কোটি
কোটি রূপ ধরে। [মা]
কিবা শোভা আহা মরি, মায়ের বিচিত্র
রূপ মাধুরী, প্রসারিত প্রেম বাহু পাপীদের
তরে।
আয়রেও জগত বাসী, তোরা দেখা যা এক-

বার আস, জননা...

আননাদের আচার্য্যদেব যে ভাবে চিন্ময়ীকে দেখেছিলেন আপনারে যদি সেইভাবে না দেখেন আপনারা লোকের নিকট আপনাদের মার কথা কেমন ক'রে জোর করে বলিবেন ?

যাঁহারা ভাবময়ী বা মৃন্ময়ীর পূজা এখনও ছাড়েন নাই তাহারাই বা কিভাবে সাধন করিলেন ?

প্রথমে মা, পরে উপমা, শেষে প্রতিমা। চিন্ময়ী ভাবময়ী এবং মৃন্ময়ী প্রথম ছুটি তো এখন প্রায় চলে গেছে, আছে কেবল মৃন্ময়ী ও ধর্ম্মের কঙ্কাল এবং নানাপকার আসুরিক ব্যাপার। মা আপনারা ভারতবাসিনী, বঙ্গবাসিনী, ধর্ম্মপ্রাণা নিষ্ঠাবতী সহস্র সহস্র পুরুষদের মত কি আপনারাও তামসিক ব্যাগারে ডুবে যাবেন ? তা হলে যে দেশ ডুবিবে ? আপনারে যে ধর্ম্মের রক্ষয়ত্রী আপনারা একটু জেগে উঠুন। জাতীয় জীবন জাতীয় জীবন বলে লাফালাফি করিলে জাতীয় জীবন হইবে না। ধর্ম্ম প্রাণ ভারতের জাতীয় জীবন ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই হইবে। এ মহাযজ্ঞের আপনারাই হোতা ; শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মকে ধারণা করিবার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া সাধন করিতে হয় সাধনাবস্থায় ভক্তি প্রেম বিনয় পবিত্রতা লাভ হয় এবং সাধনের পূর্ণাবস্থায় ব্রহ্ম লাভ হয়। এ শাস্ত্র বাক্যের সত্যতা আপনারা আপনাদের জীবনে দেখান। মূর্ত্তি পূজায় সাধন আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সাধনে উঠিতে পারে তার প্রমাণ ভক্ত রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। মূর্ত্তি পূজা ভারতে নিতান্ত আধুনিক সাধন, ভাবময়ীর সাধন পূর্ব্বে চলিত ছিল, ব্রহ্মের কোন ভাবকে আধ্যাত্মিক Subjective মূর্ত্তি দিয়া সাধন করার নাম ভাবময়ীর পূজা। এই ভাবময়ীর পূজা এই ভাবময়ীকে ভক্তিভরে ও সরলচিত্তে সাধন করিলে ব্রহ্মলাভ হইতে পারে কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে হবে না। সরল ব্যাকুল সাধককে ব্রহ্ম পরিত্যাগ করেন না। পূর্ব্বে যাগযজ্ঞ ছিল পরে কোন ভাবময় দেব বা ভাবময়ী দেবীর নাম জপ ছিল। সুপরিচিত লেখক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আশ্বিন মাসের সাহিত্যে "বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব" প্রবন্ধ পাঠ করিলে এ বিষয়ের অনেক তত্ত্ব কথা জানিতে পারিবেন।

ম্যাডাম কুরী।

ম্যাডাম্ কুরীর পিতা ওয়ার্সো য়ুনিবার্সিটির একজন রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। যোগ্যতার হিসাবে তিনি মাহিনা পাইতেন অতি অল্পই। তাহার কারণ এই যে তিনি রুশিয়ার অধিকৃত পোলণ্ডের অধিবাসী ছিলেন ; পরাধীন জাতি বলিয়া পোলাণ্ডবাসীদিগকে তখন নানা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। কুমারী শৈশবেই মাতৃহারা হন। যখন অন্যান্য বালিকারা পুতুল লইয়া খেলা করিয়া থাকে তিনি সেই বয়সে, সহকারীর বেতনের টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতার পরীক্ষাগারে কাজ কাজ করিতেন।

ইহার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা

বিভাগে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কুমারী অবস্থার নাম মারি স্ক্লাডোস্কা (Marie Skladoska)। কুমারী স্ক্লোডোস্কা দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করেন এবং যাহাতে সে কার্য্যের যোগ্য হইতে পারেন সেজন্য দেশ পর্য্যটনে ইচ্ছুক হন। একটী রুশীয় পরিবার তখন দক্ষিণ য়ুরোগ পর্য্যটন করিতেছিলেন তিনি তাহাদের পরিবারে শিক্ষয়িত্রীর পদ পদ গ্রহণ করেন। এবং যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহার অধিকাংশ তিনি ভাল করিয়া রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষার খরচ বহন করিবার জন্য বাঁচাইয়া রাখিতেন। পিতার পরীক্ষাগারে যতটুকু শিখিবার বন্দোবস্ত ছিল তাহা তিনি সমস্ত আয়ত্ত করিয়াছিলেন—এখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল।

দুই বৎসর পরে তিনি প্যারিসের ল্যাটিন্ কোয়াটারে একটি বাড়িতে থাকিয়া মিউনিসিপ্যাল্ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। আহারে পর্য্যন্ত মহা কষ্ঠ স্বীকার করিয়াও য়ুনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করিবার খরচ জোগাইবার শক্তি তাঁহার ছিলনা। আহার হোক আর নাই হোক পুস্তক ক্রয় করিতেই হইবে, সেই জন্য তিনি আহারে পর্য্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হইতেন না। শিক্ষার প্রতি এই প্রবল আন্তরিক অনুরাগ বেশিদিন চাপা থাকিবার নহে। তাঁহার শিক্ষক ইহা লক্ষ করিয়া এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলির মৌলিকতা দেখিয়া ও রশায়ন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ দখলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন পরীক্ষাগারে সহকারীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহারা কিছুকাল একত্র কাজ করিয়া পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দাস্পন্ন হন। অবশেষে নবীন অধ্যাপক কুরী এই প্রতিভাশালিনী মহিলাকে তাঁহার পত্নী হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

তিনি এই প্রস্তাপে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহারো বিশেষত্ব আছে। একথা শুনিয়াই তিনি ওয়ার্সোতে প্রস্থান করেন। স্ত্রীসুলভ লজ্জাশীলতার নিকট তাঁহার বৈজ্ঞানিকের তেজ হার মানিয়াছিল। দেশকে একবারে ত্যাগ করিতে হইবে এই চিন্তায় মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার অনুরাগ নূতন ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাতে পোলাণ্ড দেশীয়া বলিকার রূপ কিংবা আকর্ষণী শক্তি, কিছুই ছিল না, পরীক্ষাগারের বাষ্পের মধ্যে কালযাপন করিয়া তাঁহার গাত্রবর্ণ পাণ্ডুর এবং মস্তকের কেশ শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সেই শাদাসিধা পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে যে হৃদয়টি স্পন্দিত হইত তাহা জ্বলন্ত দেশেরপ্রেমে পরিপূর্ণ।

কাজেই তিনি অধ্যাপক কুরীকে লিখিলেন, বহুদিন হইতে তিনি মনস্থ করিয়াছেন যে স্বদেশ ও বিজ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন ; তাঁহার এই ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় এই পত্রের উত্তরে তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা উল্লেখ ও মিলিত জীবনে তাঁহারা যে কাজ করিতে পারিবেন

তাহার এরূপ একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কন করিয়া জানাইয়া ছিলেন যে শেষে কুমারী স্কুাডোস্কার বিবাহে মত হইল এবং তাহার দুই সপ্তাহ পরেই তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

অনেক প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন দম্পতি এইরূপ ভাবে মিলিতভাবে কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন কিন্তু অতি অল্পকেই কুরী-দম্পতির ন্যায় ত্যাগশীল হইতে দেখা গিয়াছে। ইঁহারা প্রথমে প্যারিস হইতে নয় মাইল দূরে সিয়োঁ নামক স্থানে একটি কুটীর গ্রহণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু যাতায়াতে অত্যন্ত সময় নষ্ট হইত বলিয়া পরে প্যারিসের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিদ্যালয় ও পরীক্ষাগারের নিকটে রু-দ্য-লা গ্লাসিয়ার নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহাদের কার্য্যের খুব সুবিধা হইয়াছিল। তখন ম্যাডাম্ কুরীর শক্তিমত্তার পরিচয় বহুজনবিদিত হওয়ায় তিনি পরীক্ষাগারে কাজ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও নারী এ অধিকার পান নাই।

দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাঁহারা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজ করার পর একদিন ম্যাডাম্ কুরী তাঁহার স্বামীকে একটী নূতন পদার্থ দেখাইলেন। এই পদার্থটি তিনি বোহেমিয়ার কোন ও একটি খনি হইতে প্রাপ্ত পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক পদার্থ হইতে পাইয়াছিলেন। ইহা বহুমূল্য। ইহা সংগ্রহ করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে ম্যাডাম্ কুরীর সামান্য পুঁজি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা এতই বিস্ময়োৎপাদক যে অধ্যাপক কুরী পত্নীকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার আপন পরীক্ষাসকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই রেডিয়াম্। তাঁহারা কোনও প্রকারে এক গ্রাম পরিমাণ রেডিয়াম্ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়, শীতল না হইয়া এবং আয়তনে না কমিয়াও উত্তাপ প্রদান করে। এপ্রিল মাসে তাঁহারা এই আবিষ্কারের কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের নিজের দেশ ভিন্ন অন্যান্য নানা দেশ হইতে সম্মান লাভ করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ইংলণ্ডের রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট্ তাঁহাদিগকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে তাঁহারা স্বর্গীয় লর্ড কেল্বিনের উৎসাহে নানা সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। রয়াল্ সোসাইটি ম্যাডাম্ কুরীকে ডেরি স্বর্ণপদক উপহার দেন এবং সুইডেন হইতে তাঁহারা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ফ্রান্স কুরীকে সম্মানিত করিতে চাহিয়াছিল,কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় এ সম্মান তাঁহার কার্য্যের জন্য নহে বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে অধ্যাপক কুরীর আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহার যে পত্নীর কৃতিত্বও স্বীকৃত হয় নাই বলিয়াই তিনি ফ্রান্সের সম্মান গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। ম্যাডাম্ কুরী তাঁহার স্বামীর অনুমতি লইয়া ওসিরিস্ পুরস্কারের

১২,০০০ ডলার (প্রায় ৩৬,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হইয়াছিল।

ইহার পর প্যারিস্ য়ুনিবার্সিটির সোরবনে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহারা আহূত হইয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশ হইতে শিক্ষিত ছাত্রেরা শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য আসিয়া থাকে।

সময়ের অভাব জ্ঞাপন করিয়া কুরী-দম্পতি রাজসন্নিধানে বক্তৃতা করিতে আপত্তি করিতেন, কিন্তু যখন পারস্যের শাহ্ প্যারিসে আসেন তখন তাঁহার সমক্ষে রেডিয়াম্ প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

রেডিয়ম্ খণ্ডটি একটি কাচ পত্রের ভিতরে ছিল। ঘর খানি অন্ধকার করা হইলে ইহা আলোক প্রদান করিতে আরম্ভ করে; তাহা দেখিয়া শাহ্ এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে তিনি অতিব্যস্ততায় টেবিলটি উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। রেডিয়ম্ খণ্ডটি নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া কুরী দম্পতি বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বহু পরিশ্রমের পর ঐটুকু লাভ করিয়াছিলেন, আর, ঐ এক গ্রাম্ রেডিয়ামের মূল্য ও ৩০,০০০ ডলারের (প্রায় ৯০,০০০ টাকা) অধিক। এই কার্য্যে গাহ্ দুঃখিত হইয়া আপন হস্ত হইতে অঙ্গুরীগুলি খুলিয়া উহার মূল্য স্বরূপ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

কিন্তু রেডিয়াম্ খণ্ডটি শেষে আবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। তার পর বক্তৃতা আবার চলিয়াছিল। এই আশ্চর্য্য পদার্থটি দেখিয়া শাহ্ এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি ম্যাডাম্ কুরীর পরিচ্ছদে আপন বহুমূল্য আভরণ সকল সংলগ্ন করিয়া দিবার জন্য জেদ করিয়াছিলেন। ইহাতে ম্যাডাম কুরী বড়ই বিব্রত হইয়াছিলেন, কারণ আভরণে তাঁহার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। যাহাতে শান্তিতে আপন কার্য্য করিতে পারেন সে জন্য তিনি তাঁহাদের গৃহের গোপন ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, কিন্তু সাময়িক পত্রের সংবাদদাতারা তাঁহার পরীক্ষাগার পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের দ্বিতীয়া কন্যা ইভ্ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কন্যা লাভের আনন্দ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ তাঁহার জন্মের কয়েক সপ্তাহ পরেই অধ্যাপক কুরী রাজপথ অতিক্রম করিবার সময় গাড়ী চাপা পড়েন এবং অবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুকালে অধ্যাপক কুরীর বয়স পঞ্চাশ বৎসরও হয় নাই। তিনি হয়তো আরো অনেক আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে ফ্রান্স একজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক হারাইয়াছে; তিনি ফ্রান্সকে কত গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। ম্যাডাম্ কুরীর ক্ষতি আবশ্য সকলের চেয়ে অধিক। কিন্তু তাঁহার সাহস আছে তাই তিনি স্বামীর মৃত্যুর পরেও পরীক্ষাগারের কার্য্য ত্যাগ করেন নাই। এর পর তিনি পলোনিয়ম্ নামক মৌলিক

পদার্থটি অবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে! ইহার গুণ রেডিয়ামের গুণ অপেক্ষা আরো বিস্ময়জনক। ইহা সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। ম্যাডাম্ কুরীর নিকট যেটুকু আছে তাহা ৫ টন (১৪০ মণ) পিচ্ ব্লেণ্ড হইতে পাওয়া গিয়াছে।

দৃঢ়তার সহিত সঙ্কোচ্ দমন করিয়া তিনি সোরবনে তাঁহার স্বামীর পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। অল্প লোকেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিবে এরূপ মনে করিয়া তিনি কলেজের বৃহৎ হল্ ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র ঘরে আশ্রয় লয়েন, তাহাতে ত্রিশজনের অধিক শ্রোতার স্থান সঙ্কুলন হয় না। কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে প্যারিসের বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রলোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। পর্টুগালের রাজা ও রাণীও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালে রেডিয়ামের অসদ্ভাবে ম্যামাম্ কুরীর পরীক্ষায় অত্যন্ত বাধা হইতেছে। চিকিৎসাতেও ইহার ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় ইহার মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এখনই রেডিয়াম নানা কার্য্যে যেরূপ ব্যবহার হইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয়, এক পর রেডিয়াম্ পাওয়া ভার হইবে।

ম্যাডাম্ কুরীর মন পরীক্ষাগারেই থাকে বটে কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণটি পড়িয়া থাকে, সেই তাঁর দ্রাক্ষালতা-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীর খানিতে যেখানে তিনি তাঁহার পিতা ও কন্যা দুইটিকে লইয়া বাস করেন।

তাঁহার যে হস্ত পরীক্ষাগারে অসীম সাহসে সূর্য্যের উপাদান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, গৃহে সেই হস্ত জোড় করিয়া তিনি বালিকা দুটির পোল্যাণ্ডের বীরকাহিনী বলিয়া থাকেন। কন্যা দুটির বাহুবেষ্টনের মধ্যে তিনি তাঁহার আর একটি দিনের কর্ম্মের জন্য সাহস ও শক্তি লাভ করেন।

ম্যাডাম্ কুরীর কথা শেষ হইল। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকদিগের সমিতি তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। ম্যাডাম্ কুরীর প্রতি এইলজ্জাকর ব্যবহার করিয়া সমিতি কেবল তাঁহার প্রতি নহে, সমগ্র নারীসমাজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। যে সমিতিতে বর্ত্তমান কালে তাঁহার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ, সেই সমিতিরই কিনা এতদূর স্পর্দ্ধা হইল যে কেবল মাত্র তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া ম্যাডাম্ কুরীকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিল না! ম্যাডাম্ কুরী ফ্রান্সের গৌরবস্থল, কিন্তু এত বড় একটা সমিতি একথা বুঝিল না! ইংলণ্ড এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দান করিয়াছে, কেবল তাঁহার ঘরের লোকেরা তাঁহার গুণের মর্য্যাদা রাখিল না! ইহাতে তাঁহার কিছুই আসিয়া যায় না,—কর্ম্মে যে সাফল্য লাভ করিতেছেন তাহাই তাঁহার পুরস্কার। কিন্তু সমিতির এই কুকীর্ত্তির জন্য লোকচক্ষে সমগ্র ফ্রান্স লজ্জা পাইতেছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
প্রবাসী।

কোচবিহারের মহারাজা।

কর্ণেল সার্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কোচবিহারের মহারাজা আপনার লক্ষ লক্ষ প্রজা, বহুসংখ্যক বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও সমস্ত অন্যান্য আত্মীয়স্বগণকে শোকার্ত্ত করিয়া গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ১লা আশ্বিন সোমবার প্রাতে ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলস্থ বেক্সহিল নামক স্থানে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কোচবিহারের মহারাজা কেবল কুচবিহারের লোকের প্রিয় ও সম্মানের পাত্র ছিলেন তাহা নয়, প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে তাঁহার নাম সুপরিচিত এবং ব্রিটিশ রাজের সম্মানলাভেও তিনি ভারতের রাজন্যগণের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী বঙ্গদেশের সকল উচ্চ শ্রেণীর মহিলাগণের ভালবাসা ও সম্মানের পাত্রী, আজ তাঁহার বৈধব্য দশা উপস্থিত হওয়াতে শত শত মহিলা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণের এই শোকাবহ ঘটনাতে অন্তরের গভীর সমবেদনা জানাইতেছে।

কোচবিহার রাজ্য অতি প্রাচীন, এই রাজবংশ প্রায় চারিশত বৎসর রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে কোচবিহারের রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল, শুনা যায় সময় সময় বঙ্গের কোন কোন জেলা ও আসামের অনেক ভাগ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে এইরাজ্য ১৩০৭ বর্গমাইল বিস্তৃত, ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ছয় লক্ষের অধিক। ভারত গবর্ণমেণ্টের মিত্র রাজ্যের মধ্যে বঙ্গপ্রদেশে ইহা একটি প্রধান রাজ্য। সার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জন্ম ১৮৬২ সনের ৪ঠা অক্টোবর হয় এবং তাঁহার বয়স যখন মাত্র দশ মাস তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং সেই অতি শিশুকালে তিনি মহারাজা হন। গবর্ণমেণ্টের অভিভাবকতায় ও ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহার শিক্ষা কার্য্য হইতে থাকে। মহারাজার বাল্যকালেই ভুটানের যুদ্ধ হয় ও ভারত গবর্ণমেণ্ট কোচবিহারের নিকট সাহায্য লাভ করেন এবং তাহা স্বীকার করিয়া মহারাজার সম্মানের জন্য ১১ তোপ স্থানে ১৩ তোপের নিয়ম হয়। ইনি প্রথমে বারাণসী কলেজে, পরে পাটনা কলেজে, ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন পরে ইংলণ্ডে যাইয়া শিক্ষা সমাপন করেন। ১৮৭৮ সালে নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। এবং ১৮৭৯ সালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি রাজ্য ভার প্রাপ্ত হন। মহারাজা বাল্যকাল হইতে ইংরেজ শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ইংরেজী চালচলনে অভ্যস্থ ছিলেন। প্রায় ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম বার বিলাত যাত্রা করেন তাহার পর অনেক

বার বিলাত গমন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয়া স্বনামধন্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহারাজা ও মহারাণীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড মহারাজাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্বীয় সম্মানিত এ, ডি, সী, পদ দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক কার্য্যে যোগ দান করা মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের অন্তরের আনন্দের কার্য্য হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ মহাসমারোহের ব্যাপারে উপস্থিত থাকেন এবং তাহার পর আর তাঁহার শরীর ভাল হয় না। মহারাজা বীরপুরুষ ছিলেন। সৈনিকবিভাগে কার্য্য করিতে আনন্দ পাইতেন। তাঁহার শরীর অতি দৃঢ় ও সবল ছিল। ঘোড়দৌড় ও পোলো প্রভৃতি খেলাতে যেমন উৎসাহ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রেও সেইরূপ উৎসাহ দেখা যাইত। সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিলেন এবং সামানা পর্ব্বত ও দরগাই অধিকার কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন, তিরার যুদ্ধেও গমন করিয়াছিলেন। মহারাজার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতেই এবার বিলাতে যাত্রা করা হইয়াছিল। আমরা সময় সময় সংবাদ পাইতাম মহারাজা একটু ভাল আছেন এমন কি এরূপ শুনিয়াছিলাম যে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া হাজারীবাগে স্থিতি করিবেন। কিন্তু হায়! রোগ সারিল না, পুনঃপুনঃ কঠিন হইতে কঠিনতর অবস্থা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার জীবনের বিষয়ে আর কাহারও আশা রহিল না। গত ভাদ্র মাসের প্রথমভাগে একদিন কলিকাতার একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল মহারাজা আর ইহলোকে নাই। এই সংবাদে দেশময় একটা শোকের তরঙ্গ উঠিল কিন্তু দুই একদিন মধ্যে শুনা গেল যে সে সংবাদ সত্য নয় অথচ অবস্থা আর ভাল হইল না। যাঁহারা নিকটে ছিলেন তাঁহার বলেন যে মহারাজার বীরত্বের একটি এই মহৎ চিহ্ন দেখা গিয়াছে যে এই কঠিন রোগের মধ্যে একদিন একবারও আঃ উঃ করেন নাই, কিছুতেই ভীত বা অধীর হন নাই। বীরোচিত ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত শেষ পর্য্যন্ত শান্তিতে জীবিত ছিলেন। গত ১লা আশ্বিন সায়ংকালে প্রাণবায়ু প্রয়াণ করিল। বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হইল, তাঁহার সহধর্ম্মিণী চারি পুত্র, তিন কন্যা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব শত শত বন্ধু ও অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ সকলকে শোকার্ত্ত করিয়া মহারাজা স্বর্গারোহণ করিলেন।

মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে সহানুভূতি সূচক তারের সংবাদ আসিতে লাগিল। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী আলেকজেণ্ড্রা সেক্রেটরী অবষ্টেট, লর্ডকার্জ্জন, ডিউক কনট, বরোদার মহারাজা, পটুকোটার মহারাজা, ভারতের রাজপ্রতিনিধি, বাংলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, কলিকাতা হইতে শ্রীদরবার, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী হিমালয় ব্রাহ্মসমাজ, ইণ্ডিয়া ক্লাব এবং

কোচবিহারের কৌনসিল প্রভৃতি বহু-ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছিল। স্বর্গীয় মহারাজা বৃটিস সৈন্যবিভাগের কর্ণেল ছিলেন। সম্রাট জর্জের আদেশ অনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সামরিক সম্মানের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ সর্ব্বান্তঃকরণে রাজভক্ত ছিলেন এবং সৈনিক বিভাগে উচ্চপদে স্থিত ছিলেন তাঁহাকে এই উচ্চ সম্মান দান করিয়া সম্রাট পঞ্চমজর্জ ভারতের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন এবং এদেশের বিশেষ প্রিয় কার্য্য করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দান করি। রাজপরিবারের প্রতি স্বর্গীয় মহারাজার যেরূপ ব্যক্তিগত ভালবাসা ছিল সম্রাটের এই কার্য্যে তাহা অতি স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ শবাধারটিকে ব্রিটিস রাজপতাকা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং সৈনিকগণ দ্বারা তাহা অবরক্ষিত হয়। শবাধারের উপরে নিম্নলিখিত পরিচয় অতি স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল His Highness Sir Nripendra Narayan Bhup, Maharajah of Cooch Behar, G. C. I. E. C. B., A. D. C. to His Majesty the King Emperor. Died Sept. 18th 1911, Aged 48 years.

৪ঠা আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে গৃহাভ্যন্তরে উপাসনা ও শেষ প্রার্থনার পর বেক্‌স্‌হিল নগরের অধিবাসী ও আগন্তুক বহুলোক, রাজসৈনিক পুরুষগণ ব্যাণ্ড এবং মহারাজার পুত্র কন্যাগণ ও অপর বহুসংখ্যক ভারতবাসী ও ইংরাজ বন্ধুগণ মিছিল করিয়া বেক্‌স্‌হিল ষ্টেশনে শবাধার লইয়া উপস্থিত হন। ষ্টেশনে স্পেসিয়াল ট্রেণ উপস্থিত ছিল, তাহাতে শবাধার রক্ষা করিয়া সকলে আরোহণ করিলে গাড়ী যথাসময়ে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। এই ষ্টেশনে বহুলোক স্বর্গগত মহারাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। যত লোক নিকটে ছিল সকলেই মস্তক অনাবৃত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল। সামরিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়মানুসারে কামানের গাড়ীতে শবাধার স্থাপন করিয়া সৈনিকগণ টানিয়া লইয়া গেল এবং পশ্চাতে স্বর্গীয় মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজা রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর, তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অপর সকল শোককারীসহ গম্ভীর ভাবে চলিতে লাগিলেন। বহুলোকের জনতাতে রাজপথের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল। পথিমধ্যে আরও দুইদল সৈন্য ও ব্যাণ্ড আসিয়া যোগদান করিল। সম্রাট জর্জ ও সেক্রেটরী অবষ্টেটের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শবদাহের স্থানে উপস্থিত হইলে সৈনিক পুরুষগণ শবাধারটি বহন করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। ভাই প্রমথ লাল সেন সময়োচিত ব্রহ্মোপাসনা সম্পাদন করিলে একটি সঙ্গীতের পর যথাক্রমে ইংরাজীতে ও বাংলাতে প্রার্থনা করা হইল। ভাই প্রমথ লাল সেন স্বর্গগত মহারাজার জীবনের বিষয় সংক্ষেপে বলিলেন যে যাঁহারা মহারাজাকে সাহসী সৈনিক পুরুষ বলিয়া প্রশংসা

করেন তাঁহারা ঠিক কার্য্য করেন, যাঁহারা তাঁহাকে অতি উচ্চশ্রেণীর শিকারী বলিয়া প্রশংসা করেন তাঁহারাও ঠিক করেন, যাঁহারা তাঁহাকে উত্তম শাসনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন তাঁহারাও সত্য বলেন, পৃথিবীতে এ সকল বিষয়ে মহারাজার সুখ্যাতি থাকিবে কিন্তু মহারাজাকে যাঁহারা ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন তাঁহারা বলিবেন যে এ সকল গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুণ তাঁর ভালবাসা। যাঁহারা আত্মীয় ও বন্ধুর সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ ছিলেন তাঁহারা বলিবেন এরূপ প্রেম অতি দুর্ল্লভ। মহারাজা সর্ব্বদাই বলিতেন God is love "ঈশ্বর প্রেম-স্বরূপ" তিনি একথা কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না কিন্তু জীবনে সেইরূপ করিতেন। এই প্রেমে আপনার সহধর্ম্মিণী, পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু, দেশের প্রজা, ও বহুসংখ্যক বন্ধুকে তিনি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। ভাই প্রমথ লালের বলা শেষ হইলে মহারাজ রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ উন্নত আসনে দণ্ডায়মান হইয়া শেষ প্রার্থনা করিলেন এবং প্রেমভক্তিভরে পিতার শবাধার হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া সামরিক নিয়মে পুনরায় সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি একটু সরিয়া দাড়াইলেই শ্মশান গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল এবং শবাধার অদৃশ্য হইল। শ্মশানে নশ্বর দেহ ভস্ম হইল, সেই প্রেমিক আত্মা প্রেমময়ের ক্রোড় আশ্রয় করিল। পরে ভস্মাধারে ভস্ম সংগ্রহ করিয়া ভারতে আনয়ন করা হয়। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ প্রথম যৌবনেই আচার্য্য কেশবচন্দ্রের চরিত্রের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং চিরদিন তাঁহার প্রতি ও নববিধান ধর্ম্মের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মত অতি পরিষ্কার ছিল। ব্রাহ্মসমাজের নববিধান ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল বলিয়াই তিনি এই ধর্ম্মকে কুচবিহার রাজ্যের ধর্ম্মরূপে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সময়ে ইহাতে তাঁহার রাজ্যের মহালাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন ও যেরূপ কার্য্যে জীবন ব্যয় করিয়াছেন তাহা ধর্ম্মসাধনের অনুকূল নহে সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তরের গভীর প্রেম, বিনয় ও সহৃদয়তা এক মহা উচ্চ ধর্ম্মজীবনের উপাদান ছিল এবং আমরা বিশ্বাস করি মানব চক্ষুর অগোচরে তাহা বর্দ্ধিত হইতেছিল তজ্জন্যই তিনি শান্ত গম্ভীরভাবে রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন এবং আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কুচবিহার রাজ্যকে অতি হীন অবস্থা হইতে উন্নত করিয়াছেন এবং বিবিধ বিষয়ের উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন নূতন মহারাজা রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ পিতার উদার হৃদয়, অমায়িক ভাব, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের উন্নতির জন্য একান্ত যত্ন করা প্রভৃতি দেবগুণ সকলের অধিকারী হইয়া তাঁহার অন্তররাজ্যেরও উত্তরাধিকারী হইবেন ইহা আমাদিগের আশা ও প্রার্থনা।

আমাদের অতি আদর ও সম্মানের

পাত্রী শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর এই দারুণ শোকের সময় আমরা কি বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিব! কোন কথা নাই যাহা বলিয়া তাঁহার মনের ক্লেশ দূর করিতে চেষ্টা করিতে পারি। কেবল এই কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, যে তাঁহার দুঃখ কেবল তাঁহার দুঃখ নয়, তাঁহার শোক কেবল তাঁহার শোক নয় আমরা এবং আরও সহস্র সহস্র নর নারী তাঁহার সহিত আজ দুঃখ করিতেছেন। যিনি দিয়াছিলেন তিনিই লইয়া গেলেন, এখন আমরা ক্রন্দন করিতে করিতেও বলি প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যদি বিধাতার ইচ্ছা ইহাই হইল যে তাঁহার সংসারের সুখ এই পর্য্যন্ত তাহা হইলে এখন বিধাতা মহারাণীকে ইঙ্গিত করিতেছেন যে পুত্র রাজা হইলেন তিনি রাজ্য করুন, রাজসুখ ভোগ করুন এখন মহারাণী সুনীতি আপনার প্রশস্ত হৃদয় ও লব্ধজ্ঞানধর্ম্ম আলোকে এখন বঙ্গের নারীগণের বিশেষভাবে কুচবিহারের নারীগণের প্রকৃত হিত সাধন করাকে জীবনের আনন্দের কার্য্যরূপে গ্রহণ করুন এবং এত দিন বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও দেশের নারীগণের হিতার্থে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এখন তাহাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হউক। তাঁহার পরম পূজনীয় পিতৃদেব যে স্বর্গের সোপানরূপ মহাসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরত্ন দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আরও আগ্রহের সহিত সাধনা করিয়া স্বর্গগত স্বামীর বিরহ ও প্রাণের সকল অভাব দূর করুন এবং ঈশা শাক্য ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে মিলিত হইয়া এখানেই স্বর্গের বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করুন। পরম মঙ্গলময় ভগবান তাঁহাকে পৃথিবীর রাজ্যে সুখ সমৃদ্ধি দান করিয়া এখন স্বর্গরাজ্যের সুখ শান্তি দান করিবেন তাহাই তিনি তাঁহাকে এই অবস্থা দান করিলেন। ঈশ্বর সত্যই মঙ্গলময় আমাদের নিকট যাহা মহা অমঙ্গল মনে হয় তাহার ভিতরের প্রচ্ছন্ন মঙ্গল আছে। তিনি প্রেমস্বরূপ।

প্রেরিত।

উৎসব।

আজ আমরা উৎসব উপলক্ষে সকলে এখানে সমবেত হয়েছি। উৎসব কাহাকে বলে? যে ঘটনা আমাদিগকে সুখ প্রদান করে, তাহাই উৎসব। আমাদের কোনও বিশেষ আনন্দ উপস্থিত হ'লে, আমরা আমাদের আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সবাইকে ডেকে এনে আনন্দের ভাগ দিতে চাই। নতুবা আমাদের আনন্দের সম্পূর্ণতা হয় না, সার্থকতা হয় না। আজ আমরা এখানে বিশ্বদেবতার পূজা করতে এসেছি। সবাইকে ডেকে এনেছি। আমাদের প্রাণে কি সত্যি সত্যি নূতন সুর বেজে উঠেছে? উৎসব তো এই বিশ্ব প্রকৃতিতে অনবরত চল্‌চে। প্রকৃতি দেবী প্রতিদিন তো নূতন বেশে, নূতন ছন্দে, নূতন সুরে তাঁর দেবতার বন্দনা করে থাকেন। আজ আমাদের প্রাণ কি সেই সুরে যোগ দিতে পারছে? বসন্তের মলয় বায়ু স্পর্শে যেমন সমস্ত প্রকৃতি সজীব

হয়ে উঠে. আজ এই উৎসবের স্বর্গীয় বায়ু স্পর্শে কি আমাদের প্রাণে কিছুমাত্র সজীবতা টের পাচ্ছিনা? যদি না হয়ে থাকে তবে তো আমাদের এ উৎসব বৃথা গেল। কিন্তু তা হলে আমাদের নিরাশ হ'লে চলবে না। আমাদের তাঁকে পেতেই হবে, তাঁকে চাই। তাঁকে পাওয়া হয় নি বলে আজ আমরা বিশেষ ভাবে তাঁর উৎসব করতে এসেছি। আমরা দেখেছি তাঁর ভক্ত যাঁরা তাঁদের জীবনে প্রতিদিনই উৎসব চলচে। কি মহা আনন্দে তাঁরা ডুবে আছেন। আমাদের বৎসর যদি সার্থক করিতে চাই তবে তাঁকে পাওয়ার জন্য সাধন চাই। আজ যদি কিছু সরসতা এসে থাকে, এটা যেন স্থায়ী হয়। যদি আমাদের ভাল না লাগে, তবুও ডাকতে হবে। তবু তাঁর কাছে আসার অভ্যাস করতে হবে। দূরে গেলে চলবে না। আমরা শুনেছি "সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগেনা যখন প্রাণ, তখনও হে নাথ প্রণমি তোমায়, গাহি বসি তব গান। অন্তরযামী ক্ষম আমার শূন্যমনের পূজা উপহার, পুষ্পবিহীন, পূজা আয়োজন, ভক্তি বিহীন তান। ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে আশাকরি প্রাণপণে, নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেবে এসে প্রাণে। সহসা একদা আপনা হইতে, ভরিদিবে তুমি, তোমায় এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান।" ভক্তিবিহীনের পক্ষে একি সুসমাচার। আজ এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিব। গল্পে শুনেছি, এক ব্যাধ মৃগয়া করতে গিয়ে দেখে, তাকে দেখে সব পাখী ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু আর একটি সন্ন্যাসী তখন একটী পুকুর ধারে মুখ হাত ধোবার জন্য এসে উপস্থিত। তাকে দেখে পালান দূরে থাক, আরও কাছে গিয়ে তার উপর চড়ে বসতে লাগ্‌ল। এই দেখে ব্যাধ ভাব্‌ল, আমিও সাধুর বেশে এসে পাখী হত্যা করব। কিন্তু তার পরদিন যখন সে সাধু বেসে এসেছিল, আর পাখীগুলি নির্ভীকচিত্তে এসে তার উপর বসতে লাগ্‌ল, সেদিন আর তার তাদের মারা হল না। কি এক মহাভাব তার জেগে উঠ্‌ল্। ভগবানের করুণার অমৃতে তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সে ভাব্‌ল আমার কপটতার এই মূল্য, আমি সত্য সাধু হয়ে যাবে। আর তার. তার গৃহে ফেরা হল না। ভগবান হাতে ধরে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তাই কবি যথার্থই বলেছেন ভক্তি বিহীন তানহলেও তাঁকে ডাকতে হবে"। মায়া কান্না কাঁদতে কাঁদতে সত্যিকার জন্য একদিন তাঁকে পেতে আমার হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে যাবো। তাঁহার করুণা কোন্ পথে আমাকে মুক্তি দেবে, কে জানে? সাধনা ব্যতীত কেউ সিদ্ধ হয় না। যত্ন ব্যতীত কেহ কিছু পায়না। তাঁকে পেতে হলে অনেক সাধনা চাই অনেক যত্ন চাই।

তিনি অন্তরালে আছেন বলে, আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে বসে আছি। পাঁচ মিনিটও স্থির হয়ে তাঁকে ভাবতেচাই, না অবসর হয় না। তাই আমাদের এত নিরানন্দ। যেন কিছুতেই আশ মেটে

না। ভক্ত কবি গাইয়াছেন "যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, এবার এ জীবনে, তবে তোমায় আমি পাইনে যেন, সে কথা রয় মনে, যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে, স্বপনে।" তাঁকে পাওয়া হয়নি বলে কি আমাদের প্রাণে বেদনার অনুভূতি আসে? 'যতই উঠে হাসি ঘরে যতই বাজে বাঁশী, ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে, যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।" ঠিক কথা। গৃহে যতই উৎসব আনন্দ করি না কেন, তাঁকে ছেড়ে সব মিথ্যা। আসুন আমরা সকলে একমনে সেই উৎসব দেবতার চরণতলে প্রার্থনা করি "হে দেবতা, আজ আমরা তোমার সিংহাসনের তলে, এসে উপস্থিত হয়েছি। তুমি আমাদের সকল ত্রুটি, সকল অপরাধ জান। তোমায় ভুলে আছি বলে তোমার জন্যে প্রাণে বেদনা, বোধ নাই বলে, আমাদের উৎসবও নিরানন্দে পূর্ণ হয়ে উঠচে। হে আনন্দময় উৎসবের দেবতা, তোমার জন্য ব্যাকুলতা দাও। তোমায় একবার জানতে দাও এই কাতর প্রার্থনা। আমাদের মন যখন মোহ মুক্ত হয়ে সংসার চারদিক অন্ধকার দেখে, তখন তোমার ভক্ত কন্যা মৈত্রীয়ীর ন্যায় আমাদের হৃদয় থেকে যেন কাতর প্রার্থনা উঠে "হে সত্য তুমি আমাদের কাছে প্রকাশিত হও।" হে অন্তরযামী তুমি তো সবই জানছ। তোমার ভক্তপুত্র গণের ন্যায় তোমাকে পাবার জন্য এক কণা বেদনার অনুভূতি আমাদের দাও। তোমাকে পেয়ে এবং জেনে ধন্য হই। আমাদের উৎসব জীবনে সার্থক কর, স্থায়ী কর। আমরা সকলে ভক্তিভরে তোমায় প্রণাম করি। তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। তোমার ভক্ত পুত্র কন্যাদের আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—০—

একটি শিশুর জন্মোপলক্ষে।

১

কোথা হতে এলি তুই পারিজাত ফুল
সৌরভেতে চারিদিক করিয়া আকুল;
নন্দনের গন্ধ দিয়ে,
দশ দিক আমোদিয়ে,
কি সংবাদ নিয়ে এলি ওরে শিশু ফুল,

২

নিরাশার অন্ধকারে, ছেয়েছিল সবাকারে
কত ভয় হয়েছিনু, মোরা চারিধারে,
তোর কচি মুখ খানি,
সবাকার দৃষ্টি টানি,
জাগাইল হৃদিমাঝে আনন্দের ধারে

৩

আয় আয় আয় তুই নন্দনের ফুল,
তোর মুখ হেরি মোরা আনন্দে আকুল,
পরিপূর্ণ হৃদি নিয়ে
আসিয়াছি এ আলয়ে
বাজায় বিজয় শঙ্খ দেবতার কুল।

৪

দরশে পরশে তোর আনন্দেতে লীন,
এ আনন্দ দেও শিশু, তুমি চিরদিন;

যে আনন্দ নিয়ে তুমি
আসিয়াছ মর্ত্ত্য ভূমি,
এ আনন্দস্রোত যেন নাহি হয়ে ক্ষীণ,

৫

এ সংসারে থাক তুমি হইয়ে অজয়,
আজি আর কোন কথা মনে নাহি লয়,
সুখ শান্তি বিতরিয়ে,
ভদ্র হয়ে ধন্য হয়ে,
বেঁচে থাকে হেরি, যেন নেত্র তৃপ্ত হয়।

৬

যে বিধাতা দয়া করে, আজি এই মর্ত্ত্য পুরে
দেখালেন তবরূপ আমাদের ঘরে
কৃতজ্ঞতা ভক্তি ভরে
তাঁহার শ্রীপদে পড়ে,
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করি বারে বারে

পীশীমা।

জগজ্জননীসহ সদ্যোজাত শিশু দর্শন।

(সঙ্গীত)

সত্যই মা, এসেছ আজ সূতিকাঘরে।
শিশু কোলে প্রসূতিকে বক্ষেতে ধ'রে॥
তুমি মা বিশ্ব জননী, অমর শিশু প্রসবিনী,
তোমার শ্রীপদে রাখি, ওরূপ হেরে॥
বিপদের মেঘ যত, করিয়ে মা তিরোহিত
বিমলানন্দে প্লাবিত, করছ দয়া করে॥

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি বালিকা নিবাস (বোডিং) না থাকাতে অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল। ভগবানের কৃপায় একখানি মনোমত বাড়ী পাওয়া গিয়াছে এবং অধক্ষ্যগণ এখন বোডিং খুলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম দিবস অর্থাৎ ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার হইতে বোডিং খোলা হইবে। এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত অভিভাবিকার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আশা আছে সকল ব্যবস্থা উপযুক্ত সময়ে হইয়া যাইবে এবং ৭।৮টি বালিকা ও ২টি শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া বোডিং খোলা হইবে। এই বোর্ডিংএ ভর্ত্তি হইতে ৫৲ টাকা দিতে হইবে, মাসিক ব্যয়ের জন্য ১১৷৷০ সাড়ে এগার টাকা দিতে হইবে ধোপার খরচ অথবা স্কুল ফি পৃথক দিতে হইবে না। ভর্ত্তি হইবার ফীস ৫৲ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং ফীস ১১৷৷০ ও অনান্যদেয় মাসের ১৫ই তারি খের মধ্যে দিতে হইবে।

প্রত্যেক বোর্ডারের নিম্নলিখিত বস্ত্রাদি থাকা প্রয়োজন।

সাড়ী	৮
সেমিজ	৬
ব্লৌজ	৬
পেটিকোট	৪
তোয়ালিয়া	৩
বালিশের ওয়াড়	৩
বিছানার চাদর	৩
ময়লা কাপড়ের জন্য ব্যাগ	১
ট্রাঙ্ক	১

লেপ তোষক বালিশ বাঁসার থালা, গ্লাস বাটী। বোডিংএর বিষয় বিস্তারিত জানিতে হইলে স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ৬৪।২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। আমরা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি উপযুক্ত বোডিং না থাকাতে অনেক অভিভাবকগণ আপনাদিগের শিক্ষাধীন বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না। আশা করি তাঁহারা অবিলম্বে বালিকাগণকে এই বোডিং ও স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া তাহাদিগের শিক্ষার পথ খুলিয়া দিবেন।

ঘোষ এণ্ড সন্স্।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১৷৷০, ১৸০, ২৲, রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০৲, "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অন্য রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮৷৷০, ১ ৷৷০, ১৩৷৷০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৲১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভাইজার ফ্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হান্টিং "আর্মি" ১৫৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯৷৷০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস হন্টিং ঘড়ি ৫।০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২।০, ২৷৷০, ৩৲, ৩৷৷০ টাকা।

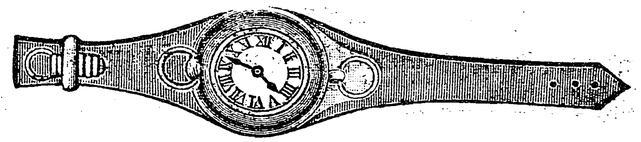

লেদারষ্ট্যাপসহ রূপার রিষ্ট ওচাচ ৫৷৷০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ২৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩১৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে উর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে উর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১।০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি, ক্লক্, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।৵০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।

আর্য্য ঔষধালয়।

৫০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ।

শ্বাস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর যদি জরাগ্রস্ত হয়, দেহ কাশ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগপ্রবণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ ও শরীর বলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ-রসায়ণ সেবন করাই প্রশস্তকল্প।

সামান্য সর্দ্দি কাশি হইতে দুঃসাধ্য হাঁপানি, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মহৌষধ সুদুর্লভ।

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কড্‌লিভারঅয়েল গ্লিসরিনসিরাপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়েন বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ ফললাভ করেন, সেই সেই উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ সেবনে আশাতীত ফল লাভ করা যায়।

অধুনা প্রায় সকলেই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্তুত করেন না, সেই জন্য চ্যবনপ্রাশের সুফল সর্ব্বত্র ফলে না। আমি সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া থাকি, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত আছে। মফঃস্বল হইতে চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধআনার টিকিট সহ রোগের অবস্থা জানাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র ও ক্যাটালগ পাঠান হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ।

কবিরাজ।

স্থাপিত সন ১২৮২সাল।

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

সুগন্ধে স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিস্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। ইহা মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য "লক্ষ্মীবিলাস" কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা, বোতল ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী এসেন্সের চূড়ান্ত! **গোলাপ সার** ঘরে ঘরে বাদসাই আমোদ !!

অত্যুৎকৃষ্ট সৌগন্ধযুক্ত গোলাপফুল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, এইরূপ মনোহর নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। "গোলাপ-সারের" সৌরভে ও স্নিগ্ধতায় সকলেই বিমোহিত হইবেন। ইহার কয়েক ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিলে উত্তম গোলাপ জলে পরিণত হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত "তথা কথিত স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করিতে চান নাই, তাঁহারা অবাধে "গোলাপ-সার" ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

ম্যানিফ্যাকচারীং পারফিউমারস্

কলিকাতা ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার

প্রভাবতীর পত্র।

ছোট মেয়ে টুকটুকে প্রভাবতী। যেমন মুখ, তেমনি চোক, তেমনি কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, তেমনি হাস্যময়ী। বোধ হয় বিধাতা যেন তুলি দিয়া স্বহস্তে চিত্র করিয়া সেই সুকোমল দেহে সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভাবতী বড় আদুরে। বাপমার একমাত্র মেয়ে। পিতার অবস্থাও ভাল, যা বায়না লয়, তাই শুনিতে হয়। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা প্রভা, ইহার উপর লিখিতে পড়িতে জানে। প্রভার পিতা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন। মোটে চারিদিন দেশছাড়া। ইহার মধ্যে প্রভা তাঁহাকে আট খানি চিঠি লিখিয়াছে। বাড়ীতে দুর্গোৎসব। সকলেরই মুখে আনন্দ, প্রাণে উৎসাহ। প্রভা বিমর্ষমুখী বিমলিনা। কেন-তাহা তাহার শেষ পত্র খানিতে প্রমাণ। সে পত্র আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রভা লিখিয়াছে—"বাবা কলকেতায় তোমার এত কি কাজ? শুনিতে পাই, তোমার কলিকাতার বাসার কাছেই "কেশরঞ্জন" বিক্রী হয়। একটু কষ্ট করিয়া তোমার এ ছোট মেয়েটীর জন্য গোটাকতক কিনিয়া পাঠাইতে পার না? আমার জন্য চার শিশি, প্রমীলা দিদির জন্য এক শিশি, সইএর জন্য দুই শিশি, আর চক্রবর্ত্তীদের সেই বাপমা-মরা মেয়ে উষার জন্য, এক শিশি কেশরঞ্জন ডাকে পাঠাইবে। পূজা আসিয়া পড়িল। যদি কাল কি পরশু না পাই তবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিব।" বলা বাহুল্য আদরিণী প্রভার পিতা, এই পত্র পাইয়া তাহার প্রয়োজনীয় আবদারটী তখনই পূর্ণ করিয়াছিলেন। যদি কোন ভদ্রলোক প্রভার পিতার অবস্থা পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও আমাদের কার্য্যালয়ে আসুন। হাজার হাজার কেশরঞ্জন প্রস্তুত। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা; মশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশির মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা; মাশুলাদি ॥/০ এগার আনা।

কোমল মুখখানি।

যে মুখে ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি নাই, যাহার চামড়া ফাটিয়া কর্কশ হয় না, সেই মুখই কোমল মুখখানি। কিশোর কিশোরীর কোমল মুখখানি প্রায়ই ঐ সকল রোগে কু-শ্রী হইয়া যায়। আমাদের "হিমাংশু-দ্রব ব্যবহারে ঐ সকল রোগ শীঘ্র নষ্ট হইয়া, মুখের সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠে। ইহার সুগন্ধে মন বিভোর হয়। ব্যবহারে মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃবিমণ্ডিত হয়। এক শিশি হিমাংশু-দ্রবের মূল্য ॥৴০ দশ আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।/০ পাঁচ আনা।

গভর্ণমেণ্টমেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা ও সুকেশ।

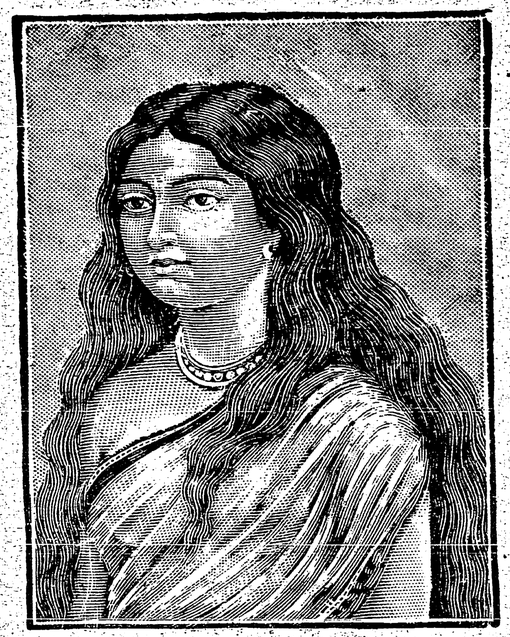

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি? আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা মাথাঘোরা মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৴৹ সাত আনা। একত্র বড় ৩ তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸৵৹ তের আনা। ৵৹ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ, বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন-আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রবসংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ ও সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার একশিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৴৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।
ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

REG No. C. 32

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৭শ ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩১৮। নভেম্বর, ১৯১১। [৪র্থ সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা ...	৭৩
মাতৃশিক্ষা ...	৭৪
সীতা এবং নারীজাতি ...	৭৭
দাদামহাশয় ও নাতিনী ...	৮০
হ্যালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা ...	৮২
ভগিনীর অশ্রুজল ...	৮৬
কুচবিহারের নূতন মহারাজার অভিষেক ...	৮৯
ভারতে রেশম-শিল্প ...	৮৯
মহিলাদিগের রচনা—ভাইফোঁটা ...	৯৫
" " প্রীতিময়ী ...	৯৫
বিবিধ প্রসঙ্গ ...	৯৬

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

রমণীর বিচিত্র কুন্তলের শোভা বর্দ্ধন করিতে হইলে

নিত্য স্নানের সময় কেশপ্রসাধনে আমাদের

মহাসুগন্ধি **"কুন্তলবৃষ্য তৈল"** ব্যবহার করুন।

কারণ—কেশের শোভা বৃদ্ধি করিতে, কেশপাশ কুঞ্চিত, কোমল ও সুকৃষ্ণ করিতে আমাদের মহাসুগন্ধি "কুন্তলবৃষ্য তৈল" অদ্বিতীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন।

কারণ—বাজে খনিজ তৈলে দুই দশ ফোঁটা সুগন্ধিসার মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় নানাবিধ কেশবৃদ্ধিকর ও মস্তিষ্কস্নিগ্ধকর ভেষজ পদার্থ দ্বারা ইহা প্রস্তুত।

কারণ—ইহা মাখিলে হাত পা জ্বালার নিবৃত্তি হয়, শরীর ও মন স্নিগ্ধ থাকে। বর্ণের উজ্জ্বলতা সাধিত হয়, কান্তি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়।

আপনি অদ্য হইতেই কুন্তলবৃষ্য ব্যবহার করুন।

মূল্যাদি প্রতি শিশি এক টাকা।	
মাঃ ডাকব্যয়	।৵ আনা।
তিন শিশি	২।০ আনা।
ডজন	৯৲ টাকা।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা
ভৈষকরাজ।

প্রধান চিকিৎসক
কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন
ও
কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] কার্ত্তিক ১৩১৮। নভেম্বর, ১৯১১। [৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে স্নেহময়ি জননি, তুমি আপনার অপার জ্ঞানের সহিত অসীম স্নেহ লইয়া আপনার প্রেমলীলা করিতেছ। তোমার পূর্ণ মাতৃত্বে প্রেমই অধিক না জ্ঞানই অধিক তাহা কে বলিবে। তোমার প্রতিনিধি করিয়া আমাদিগের দেশে তোমার যে সকল কন্যাকে মাতৃত্ব দান করিয়াছ তাঁহাদিগের প্রেম, স্নেহ, মমতা, কোমলতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি দেখিয়া আমরা তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি, কিন্তু তাঁহাদিগের ভিতরে তোমার দিব্য জ্ঞানের অভাব দেখিয়া বড়ই ক্লেশ পাই। তোমার প্রেম ভাণ্ডার হইতে যাঁহারা এত উজ্জ্বল রত্ন সকল পাইয়া সুশোভিত হইলেন, তাঁহারা তোমার জ্ঞানভাণ্ডারের রত্ন সকল আহরণ করিলেন না কেন? দেখ, তোমার এ দেশের কন্যাগণকে দেখ, তাঁহারা জ্ঞান লাভ করেন নাই, শুধু তাই নয়, তাঁহারা যতটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাও নিজ নিজ জীবনে ব্যবহার করিতেছেন না। কার্য্যকালে অশিক্ষিতের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেছেন এবং অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ হইলেও তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন না। আমাদিগের দেশের বহুবৎসরের দুরবস্থা তোমার কন্যাগণকে বড়ই হীন করিয়া রাখিয়াছে! এখন তোমার কৃপাতে যদি শুভ সময় আসিতেছে তাহা হইলে তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের মাতৃজাতিকে জ্ঞানোন্নতির জন্য ব্যাকুল কর। তোমার কৃপায় পতিত উদ্ধার হয়, অসাধ্য সাধন হয়। তোমার কৃপায় তোমার কন্যাগণ তোমার জ্ঞান-প্রেমপূর্ণ আদর্শ মাতৃত্বের দিকে আমাদিগের মহিলাগণ অগ্রসর হইবেন এই প্রার্থনা করিয়া তব পাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি! তুমি আমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর!

মাতৃ শিক্ষা।

আমাদের দেশে একটা সাধারণ ধারণা হইয়া গিয়াছে যে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বী, এ, পাস করিয়া কোন একটি কার্য্য আরম্ভ করিলেন তিনিই সেই কার্য্যের যোগ্য ও উপযুক্তরূপ শিক্ষিত ; অপর দিকে সংস্কার আছে যে নারী যখন বিয়ে হইয়া কর্ত্রী হইলেন তখন তিনি সকল বিষয় কর্ত্তৃত্ব করিবার যোগ্য ও বহুদর্শী হইলেন। কিন্তু পুরুষ কেবল বি, এ, হইলেই কোন কার্য্যের যোগ্য হইলেন না, এবং নারীও বিবাহিতা হইলেই শিক্ষা ও বহু দর্শিতা লাভ করিলেন না। নারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহিতা হইলেই সংসারের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু কর্ত্তৃত্বের অর্থ দায়িত্ব, সংসারের গুরুভার তাঁহাকে বহন করিতে হয়। যদি তিনি সেই ভার বহনের জন্য শিক্ষা না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি বিবিধ প্রকারের কষ্ট, অসুবিধা ও ক্ষতি ভোগ করেনএবং স্বামী সন্তান ও অপর সকলকে নানারূপে কষ্ট দেন। একথা সত্য যে মানুষ যখন যে অবস্থায় পতিত হয় তখন তাহার উপযোগী বুদ্ধিও শক্তি কতক পরিমাণে তাহার লাভ হয়। মঙ্গলময় ঈশ্বরের এবিষয়ে মঙ্গল ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার বিধি এই যে মনুষ্যগণ আপনাদিগের স্বাভাবিক শক্তিকে শিক্ষা দ্বারা উন্নত ও পরিস্ফুট করিবে। সংসারের সকল প্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন বিষয়ে যেমন শিক্ষার প্রয়োজন মাতার কর্ত্তব্য সম্পাদন বিষয়ে ও তাঁহাকে অনেক শিক্ষা করিতে হয়। নারী যখন মাতা হন তখন প্রেমময়ের বিধানে অপূর্ব্ব স্নেহরস আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে পূর্ণ করে, অপর দিকে সাদ্যোজাত শিশুর অসীম অসহায়তা ও অজ্ঞান অবস্থা সেই স্নেহকে নানা কার্য্যেও চিন্তায় নিযুক্ত করে ; কিন্তু যদি শিশুর শরীরের বিবিধ প্রকারের প্রয়োজন ও তাহা পূর্ণ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় মাতার জানা না থাকে তাহা হইলে স্নেহের ব্যাকুলতায় মাতা যাহা করেন তাহাতে যেমন ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা সেইরূপ অনিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এজন্য প্রত্যেক নারীর পক্ষে শিশুর শুশ্রূষা বিষয়ে উত্তমরূপে শিক্ষিতা হওয়া প্রয়োজন। সময়োপযোগী বস্ত্র ও আহার দান করিতে শিক্ষা না থাকাতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অধিক বস্ত্র বা অল্পবস্ত্র উভয়ই অপকার করে, অথচ যেসময়ে যেরূপ প্রয়োজন তেমনই বস্ত্র ব্যবহার করিলে শরীর নিরোগ থাকে। শিশুকে আহার করাইতেও মাতাকে সাবধান থাকিতে হয় যে অপকারী সামগ্রী না দেওয়া এবং অধিক পরিমান না দেওয়া হয়, ইহা মাতার দেখিবার বিষয়। অনেক ধনীয় গৃহে শিশুগণ সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকে তাহার কারণ হয়ত শিশুর অভাব সকল চাকরাণীর দ্বারা পূর্ণ করা হয়, মাতা আপনার পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য অবহেলা করেন। বায়ু সেবন শিশুর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা অনেক গৃহস্থের গৃহে হইয়া থাকে কিন্তু বাহিরে মুক্ত বায়ুতে যাইতে হইলে যে সময়ে যে প্রকার বস্ত্র প্রয়োজন

তাহা ব্যবহার না করাতে বায়ু সেবনেও অনিষ্ট হয়। স্নান সম্বন্ধেও সেই দোষ ঘটিয়া থাকে। স্নান অত্যন্ত প্রয়োজন এবং উপকারী হইলেও অসাবধানে স্নান করাইলে, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে উষ্ণ জলে স্নান করাইলে শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। বুদ্ধিমতি অল্প বয়স্কা মহিলাগণ পরিবারের প্রবীণাগণের কার্য্য দেখিয়া অনেক শিক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেই সাধারণত আমাদিগের শিশুগণ রক্ষাপায় কিন্তু এ বিষয়ে অল্পবয়স্কাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতে পান না, সুযোগ থাকিতেও শিক্ষা লাভ করেন না; শেষে হয়ত আপনার প্রিয়তম সন্তানের কঠিন রোগ বা অকালমৃত্যুর কারণ আপনি হইয়া অনুতাপের সহিত নিজ কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিলেই এই অবস্থা ঘটে। শিশুর শরীরকে সুস্থ রক্ষা করা ও দিন দিন উন্নতির দিকে যাইতে সাহায্য করা যেমন মাতার একটি গুরুতর কর্ত্তব্য, শিশুর মনকে স্বভাবিক বিকাশের দিকে যাইতে সাহায্য করা মাতার তদপেক্ষা অধিকতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শিশুর দৃষ্টি কোন্ দিকে সহজে যায়, কোন্ দিকে যায় না, কোন্ বর্ণ শিশু ভাল বাসে, কিরূপ স্থানে থাকিলে তাহার মনে আনন্দ হয় এবং তাহার বিপরীত কি ঘটে এ সকল মাতার জানা কর্ত্তব্য। যখন শিশু একটু একটু তুলনা করিতে শিক্ষা করে, অর্থাৎ ছোট বড়, দূর নিকট, গুরু লঘু, উষ্ণ শীতল প্রভৃতি প্রভেদ বুঝিতে আরম্ভ করে তখন সেই জাতীয় প্রভেদ বুঝাইতে পৃথিবীর বহুবিধ সামগ্রীর পরিচয় দেওয়া যায়। আস্বাদন, স্পর্শ, আঘ্রাণ ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা যখন শিশুর মন নানাজাতীয় বস্তুর গুণ জ্ঞাত হইতে থাকে তখন তাহার মন দিন দিন শত শত বস্তু আয়ত্ত করিতে থাকে ও সেই সকল বস্তুর বিষয় শত শত প্রশ্ন তাহার মনে উপস্থিত হইতে থাকে। মাতা যদি এই সময়ে আপনার অভিজ্ঞতার বিষয় সকল তাহাকে ক্রমে ক্রমে জানাইতে থাকেন তাহা হইলে শিশুর মন অত্যন্ত স্ফুর্ত্তি পায় এবং মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও পৃথিবীর বস্তু সকল আরও বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাতা যেমন শিশুর হাত ধরিয়া তাহাকে ভূমির উপর একপদ একপদ করিয়া চলিতে শিক্ষা দেন সেই সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বস্তুর গুণ বিষয়ে তাহার মনকে ক্রমে ক্রম অতি সুন্দর শিক্ষা দান করিতে পারেন। কোন মাতা আপনার শিশুকে অত্যন্ত আদর করিয়া যদি সর্ব্বক্ষণ ক্রোড়ে রাখেন, ভূমিতে পদ চালনা করিতে শিক্ষা না দেন তাহা হইলে যেমন শিশু অত্যন্ত অসহায় হয় এবং পরে চলিতে শিক্ষা করিতে অত্যন্ত কষ্টপায় সেইরূপ মাতা যদি তাহাকে বস্তুর গুণ ও পরিচয় শিক্ষা না দেন তাহা হইলে তাহাকে সামান্য সামান্য বিষয় শিক্ষা করিতেও কষ্ট পাইতে হয় এবং চক্ষু থাকিতেও সে অন্ধের ন্যায় বিচরণ করে। শিশুর মন অল্প বিকশিত হইলেই জীব জন্তুর পরিচয় ও তাহাদিগের বিশেষত্ব ধরিতে পারে, তখন জীব জন্তু বিষয়ক

জ্ঞান তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে মানুষের বাল্যকাল বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দেখাইয়া মানুষের জীবনের সাধারণ ও বিশেষভাবে অনেক শিক্ষা শিশুর মনে স্থান পায়। এই সময়ে সরল ভাষায় সাধু লোক, বীরপুরুষ, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নরনারীর জীবনের বিষয় শিশুকে বলিলে সে আগ্রহ করিয়া শ্রবণ করে এবং চিরদিন তাহার মনে সেই সকল বিশেষত্ব মুদ্রিত থাকে। যাঁহারা শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা কার্য্য করেন তাঁহারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে শিশু কিছুদিন পর্য্যন্ত কথা শুনিয়া বা বস্তু দেখিয়া শিক্ষা করিতে ভালবাসে কিন্তু তাহার পর আর তাহার সেরূপ শিক্ষাতে উৎসাহ থাকে না, তখন সে নিজে কিছু করিতে ইচ্ছা করে ও যাহা শুনে তাহা অপেক্ষা নূতন করিতে বা দেখাইতে চেষ্টা করে। এই অবস্থাতে মনের শক্তির বিকাশের সহিত আপনার চক্ষু হস্ত পদ প্রভৃতির শক্তির বিকাশ তাহার অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের কার্য্য হয়। শিশু কোন কার্য্য নিজে করিতে পারিলে তাহার আনন্দ হয় কিন্তু সে বিষয় বর্ণনা শুনিবার ধৈর্য্য তাহার নাই। যাহা কিছু তাহার ইন্দ্রিয় গোচর ও শক্তির আয়ত্ত তাহা সে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে চেষ্টা করিবে, এই কার্য্যে তাহাকে সাহায্য করিলেই তাহার শিক্ষার ও উন্নতির পথ খুলিয়া গেল।

মাতার রীতিনীতি দৈনিক ও নৈমিত্তিক কার্য্য সমস্তই শিশুর শিক্ষার ও অনুকরণের বিষয়। যদি মাতা মিতভাষিণী শুদ্ধচারিণী, ধর্ম্মভীরু, ক্ষমাশীলা, কোমল প্রকৃতির নারী হন তাহা হইলে শিশু অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরিত্রের গুণগুলি লাভ করে, অন্ততঃ মাতার চরিত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করাকে অন্যায় মনে করে। পক্ষান্তরে মাতার নীতিচরিত্র বিষয়ে কোন ত্রুটি সন্তানের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িলে সেই মুহূর্ত্তে তাহা সন্তানের চরিত্রে প্রবেশ করিবে এবং হয়ত চিরদিন মুদ্রিত থাকিবে। মাতার গুণ শিক্ষা করিতে শিশুর বিলম্ব হইতে পারে কিন্তু দোষ গ্রহণ করিতে বিলম্ব হয় না। মাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সন্তানকে ধর্ম্ম দান করা। আমরা বর্ত্তমান ও অতীতকালের সাধুসজ্জনগণের জীবনের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে অধিকাংশ স্থলেই মাতার ধর্ম্মভাব ও শ্রদ্ধাভক্তি হইতে সন্তান ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়াছিলেন। মাতা যদি ধর্ম্মচর্চ্চায় অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনাতে, দীন দুঃখীর সেবাতে অভ্যস্ত না হন তাহা হইলে সন্তান ধর্ম্মজীবনের সে সকল সার সামগ্রী কোথায় পাইবে? মাতা যদি নিরাকার ঈশ্বরকে জীবন্ত জাগ্রত উপস্থিত মঙ্গলময় ও ন্যায়বান্ প্রভু জানিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও মান্য করিতে থাকেন তাহা হইলে শিশু না বুঝিয়াও শ্রদ্ধাভক্তি ও মান্য শিক্ষা করিবে। মাতা যদি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আপদে বিপদে, দুঃখে মরণে নিরাকার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারেন তাঁহার আশাবাক্য ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন তাহা হইলেই সন্তানের ধর্ম্মজীবনের উপাদান তিনি দান করিলেন। মাতার

সরল শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ণ পূজা উপাসনার জীবনই সন্তানের ধর্ম্ম শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও শিক্ষার সাহায্য করিতে হইলে মাতাকে কত বিষয় শিক্ষা করিতে হয় ও কত উচ্চ ও নীতিপূর্ণ জীবন লাভ করিতে হয় তাহা আমরা অবধারণ করিতে পারি না। কিন্তু কার্য্যত মাতৃশিক্ষা তত কঠিন কার্য্য নহে। ভবিষ্যতের মাতা যদি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল বস্তুনিরীক্ষণশক্তির চর্চ্চা করেন, এবং হস্তপদাদির ব্যবহার শিক্ষা করেন তাহা হইলেই এ কার্য্যের প্রধান উপাদান লাভ হইল। তাহার পর মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষাগুলি লাভ করিলে এবং শিশু শিক্ষার বিষয় কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই শিক্ষার ভূমি প্রস্তুত হইল। এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে যদি ২।১টি শিশুকে পালন করিবার কতকটা ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলেই লব্ধ বিদ্যা কার্য্যকরি হইবে। ইহার পর যখন আপনি মাতা হইবেন তখন পূর্ব্বার্জিত অল্প জ্ঞান লইয়া ও প্রেমময়ের প্রদত্ত মাতৃস্নেহ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপনার শিশুর উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইবেন। ভগবান তখন প্রার্থনাশীলা মাতাকে নব নব জ্ঞান দান করিবেন এবং সন্তানের শিক্ষাকার্য্য অতি শ্রেষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইবে।

—০—

সীতা এবং নারীজাতি।

সীতা ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ। সীতার চরিত্র সুদীর্ঘকাল অস্মদ্দেশীয় নারীজাতির চরিত্রকে পরিপোষণ করিয়াছে। সীতার পতিভক্তি, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিতা সীতার সতীত্ব ও পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা, সীতার সন্তান বাৎসল্য, স্বজন ও সাধুসেবা ভারতবর্ষের সমস্ত নারীসমাজে সঞ্চারিত হইয়াছে। জগৎপূজ্য বাল্মীকির ন্যায় নারীচরিত চিত্রনের সাকল্য কোন দেশে কোন মহাকবি লাভ করেন নাই। অবলা নারী-স্বভাবের যে ত্রুটি তাহাও সীতাচরিত্রে বিদ্যমান ছিল। গুণের সহিত সীতার সে দোষটিও নারীচরিত্রে অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমাদের পাঠিকা ভগিনী ও কন্যাগণ কি সে দোষটি লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন? তাঁহারা ইহা দেখুন আর নাই দেখুন, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে দোষটি আলোচনা করিতে চাই। দোষকীর্ত্তন ইহার উদ্দেশ্য নহে; আশা এই যে, শিক্ষিতা মহিলাগণ এ দোষ পরিত্যাগে যত্ন করিবেন। ইচ্ছা থাকিলে শিক্ষিতাগণের পক্ষে ঐ দোষ বর্জ্জন কোনমতে অসম্ভব নহে, এই বিশ্বাসে আমরা উহার উল্লেখ করিতেছি।

সীতার চরিত্রের যে দুর্ব্বলতা বা ত্রুটীর উল্লেখ আমরা করিতে চাই, তাহা একদিনই অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়। সে দিন সীতার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর পরীক্ষার দিন। মায়াময় স্বর্ণমৃগ সীতার সম্মুখে একটুকু খেলা করিয়া সীতার, অন্তরে সেই মৃগলাভ লালসা উদ্দীপ্ত করিয়া দ্রুত গতিতে ঘোর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। সীতা কাতর বচনে রামের

মুখপানে তাকাইয়া রমণীয় স্বর্ণমৃগ পাইবার জন্য ব্যাগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সীতার সন্তোষ সাধনে ব্যস্ত রামচন্দ্র লক্ষণের প্রতি সীতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে দ্রুতগতিতে স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিলেন। রাক্ষসের মায়া অতি দুর্ল্লক্ষ্য। চারিদিকের কুলক্ষণ দর্শনে রাম ও লক্ষণ প্রমাদ গণিতেছিলেন। তাই লক্ষণকে বিশেষভাবে সাবধানে সীতাদেবীর প্রহরীত্বে নিযুক্ত করিয়া রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগ ধরিবার জন্য কুটীর ত্যাগ করিয়া গেলেন। যখন রাম সুদূরে বনমধ্যে প্রবিষ্ট, তখন মায়ারূপধারী মারীচ ভীষণরবে রামচন্দ্রের স্বরে বিপদকালে "কোথায় ভাই লক্ষণ" বলিয়া চীৎকার করাতে সে স্বর লক্ষণ এবং সীতার কর্ণে প্রবেশ করিল। সীতা নিতান্ত চঞ্চল এবং ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। লক্ষণ রাক্ষসী শক্তি ও মায়া সমস্তই জানিতেন। রামচন্দ্রের পরাক্রম ও তাঁহার অবিদিত ছিল না। সীতা লক্ষণকে রামচন্দ্রের সহায়তা করিবার জন্য যাত্রা করিতে জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লক্ষণ বলিলেন, দেবী, কোন ভয় করিবার হেতু নাই। এ অরণ্যে শ্রীরামচন্দ্রের অনিষ্ট সাধনের শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং স্থির হউন। পতিগতপ্রাণা সীতা এ সময়ে আর লক্ষণের উপরে বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিলেন না। সীতার ইচ্ছা, যে, লক্ষণ সত্বর রামচন্দ্রের সাহায্যার্থ প্রস্থান করেন। অথচ লক্ষণ মহা ভয়ে ভীত। তিনি সীতাকে ছাড়িয়া গেলে সীতার ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা! অতএব লক্ষণ সীতার সান্নিধ্য ত্যাগে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সীতা এ অবস্থায় আত্মহারা হইলেন; লক্ষণকে অনুরোধ উপরোধে বশীভূত করিতে অক্ষম হইয়া সীতা ভয়ানক কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতা বলিলেন, লক্ষণ তুমি মনে করিয়াছ, দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্র রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহিত হইলে আমি তোমাকে ভজনা করিব। তুমি এই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের প্রাণরক্ষায় উদাসীন হইতেছে। তুমি ইহা মনে করিও না। এ আশা ত্যাগ কর।

লক্ষণ একথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বজ্রপাতেও লক্ষণ এত আহত হইতেন না, সীতার অশিষ্টভাষণে যেরূপ আহত হইলেন। সীতাকে বলিলেন দেবী, তোমার ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত। এজন্য তোমার মুখ হইতে এরূপ অভদ্র সংশয় বাক্য নিঃসৃত হইতেছে। তোমাকে সাবধান করিতেছি. তুমি মৎপ্রদত্ত এই গণ্ডী রেখার বাহিরে তাবৎ গমন করিও না, যাবৎ আর্য্য রামচন্দ্র সমভিব্যাহারে আমি কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত না হই। বাণদ্বারা গণ্ডীরেখা আঁকিয়া ক্ষিপ্রগতিতে লক্ষণ রামচন্দ্রের শব্দ অনুসরণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

সীতা যে বাক্যবাণে লক্ষণের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন, ইহার সত্যতায় কি তাঁহার আস্থা ছিল। তিনি কেবল লক্ষণকে এ বাক্য দ্বারা বিশ্বাসঘাতক বলিলেন এমন নহে, নিজেও নিজের প্রতি কি ঘোরতর

অবিশ্বাস প্রকাশ করিলেন না? স্বীয় চরিত্রে ধ্রুববিশ্বাস রাখিয়া কি সীতার পক্ষে বীর লক্ষণকে ওরূপ সংশয়াস্ত্রে ছেদন করা সম্ভব হয়? কখনই নহে। তবে তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের নানা উপায় যখন ব্যর্থ হইল তখন লক্ষণকে যে বাণ নিক্ষেপ করিলে সে কার্য্য সফল হইবে, তাহা প্রত্যুৎপন্ন মতির প্রভাবে সীতার অন্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ উদয় হইল। উদয় হইবামাত্র অন্যদিকে বিচার ও দৃষ্টিশূন্য হইয়া সীতা উহা লক্ষণের প্রতি নিঃসঙ্কোচে প্রয়োগ করিলেন, প্রয়োগপূর্ব্বক সিদ্ধ মনোরথ হইলেন। লক্ষণের ন্যায় বীরের সংকল্পাদি চূর্ণ হইয়া গেল তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় সীতা রক্ষার চিন্তা পরিবর্জ্জন পুরঃসর সীতার কৌশলজালে আত্মসমর্পণ করিলেন। রামভক্ত লক্ষণ রামের আদেশ বিস্মৃত হইলেন, অবিলম্বে অভূতপূর্ব্ব বিপৎপাতের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

প্রত্যুৎপন্ন মতি-সম্পন্ন আইন ব্যবসায়ী উকীল যেমন প্রতিপক্ষকে অসম্ভববাক্যে উত্তেজিত করিয়া স্বীয় পক্ষের জয় সাধনে রত হইয়া থাকে, সীতাও তদনুরূপ কার্য্যোদ্ধারকারিণী বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিলেন। সীতাই এরূপ করিলেন তাহা নহে। প্রায় সমস্ত নারীজাতি এরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন।

আমাদের দেশীয় যোষিৎগণ সীতার সতীত্বাদি স্বীয় চরিত্রে গ্রহণ করেন কেবল তাহা নহে, কার্য্যোদ্ধার বিষয়ে সীতার ন্যায় প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ও অনেক সময়ে প্রকাশ করেন। পতি পুত্র শ্বশুর দেবর প্রভৃতি সকলকে অনেক সময়ে অসম্ভব সংশয়াস্ত্রে আঘাতপূর্ব্বক বুদ্ধিমতী রমণী স্বীয় অভিসন্ধি বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যাহা বিশ্বাস করি না, যাহা অসত্য, তাহাও সত্য বলিয়া বিশ্বাসের ভাণ দেখান একটি সূক্ষ্ম চাতুরী। যে বিষয়ে দুর্ব্বলতা বোধ পরিষ্কার সে বিষয়েই নারীপ্রকৃতি এরূপ চাতুরী অবলম্বন থরিয়া থাকে! রণক্ষেত্রে যোদ্ধারা এরূপ চাতুরীবলে অনেক সময় যুদ্ধে জয় লাভ করে সুতরাং এরূপ দুর্ব্বলতা কেবল নারীজাতিকে প্রকাশ পায় এমন নহে। পুরুষেরা ও কার্য্যোদ্ধারার্থ এরূপ চাতুরীর পথে পদচারণা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয়। কারণ মিথ্যার সহিত ইহার যোগ। সত্য যেমন মনুষ্যের শক্তি অসত্য তেমন কার্য্যোদ্ধারে প্রয়োজন হইলেও অশক্তি ভিন্ন কিছুই নহে। শূন্যে শিলা নিক্ষেপ করিলে অচিরাৎ তাহা ভূতলে পতিত হয়। মিথ্যা ক্ষণকাল শক্তিরূপে দেখাইলেও অবিলম্বে তাহার শূন্যতা প্রমাণিত করে। সুতরাং এরূপ উপায় প্রয়োগ পাপ ভিন্ন পুণ্য নহে। শুদ্ধচারিণী সীতা প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্তরূপ উপায়কে কে পুণ্য বলিবে? বর্ত্তমান সময়ে সত্যের ও জ্ঞানের শুভ্রালোকে এদেশে নারীজাতি আলোকিত হইতেছেন। পূর্ব্বকালের আদর্শে যে দোষ ছিল তাহা বর্ত্তমানে পরিহার পূর্ব্বক পবিত্র আদর্শ উন্নততর আদর্শ সকলের পক্ষে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আশা করি রমণী সমাজ

এবিষয়ে চিন্তা ও বিচার করিবেন। আমরা সেজন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

দাদামহাশয় ও নাতিনী।

সরলা। আজ আমি আবার এলাম, জনসমাজের বিষয় কি বলিবেন বলুন।

দাদামঃ। সন্তান পালন এবং শিক্ষা দান যেমন সুমহৎ সেইরূপ অতি বিস্তীর্ণ কার্য্য এতে অনেক সেবকের প্রয়োজন এবং পরিশ্রমের বিভাগ চাই, এই কার্য্যের দুইটী বিভাগ, একটি পড়িবার বই আর একটি পড়াবার লোক। পাঠ্য পুস্তকের আবার দুইভাগ একটি মাতৃপাঠ্য আর একটি বালক বালিকার পাঠ্য। শিশু পালনের অর্থ তাহাদের শরীর ও মনকে সুস্থ এবং গঠিত করার ব্যবস্থা করা। যাহাতে শরীরে রোগ না জন্মে তার ব্যবস্থা করা এবং রোগ জন্মিলে তার চিকিৎসা করা। এ সম্বন্ধে শরীর তত্ত্ববিৎ এবং চিকিৎসকের উপদেশ ও ব্যবস্থার আবশ্যকতা, শুধু স্বাস্থ্যের নিয়ম জেনে কি হবে কাজে ত করিতে হবে। কাজ করিতে গেলে জ্ঞান বিচক্ষণতা যত্ন সংযম ত্যাগ স্বীকার কত যে চাই তা কে বলিতে পারে? মনে কর অপরিষ্কার জল পান করিলে ছেলেদের রোগ হয়। সকলরই এমন অবস্থা নয় যে বৃহুসংখ্যক কাপড় রাখিতে পারে এবং বেশী মাইনা দিয়া ধোপা রাখিতে পারে ও অনেক দাসদাসী রাখিতে পারে। এ অবস্থায় মাকে বা তাঁর আত্মীয়দিগকে নিজেই যথাসাধ্য এ কাজ করিতে হইবে। রোগের সময় ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা তো পালন করিতে হইবে। চিকিৎসা বিদ্যার ন্যায় সন্তানপালন ও শুশ্রুষা একটি বিদ্যা। এ বিদ্যার কিছু কিছু জ্ঞান এবং শিক্ষা প্রত্যেকের অন্তরে থাকা চাই।

সরলা। দাদামহাশয় এমন গুণবতী মাতৃদেবী আপনি কোথায় দেখিবেন। মা হইতে গেলে এতো করিতে হয় জানিলে লোকে মা হবার পথে যাবেই না।

দাদামঃ। সে ভয় নাই। বিধাতার কৌশলে মা হবার পথে যেতেই হইবে। স্ত্রীলোকের মনে স্বামী এবং সন্তান লাভের স্পৃহা নিতান্ত বলবতী। যেরূপ মার কথা কথা বলিতেছি, সেরূপ বা তার অনুরূপ মা আমি প্রায় দেখি নাই কিন্তু পুস্তকে পড়িয়াছি এবং বিলাতফেরত সাধু লোক-দের মুখে সেখানকার মা-দের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। এখন সে সকল কথা থাক। শিশু শিক্ষার কথা কিছু হইল। শিশুদিগকে শিক্ষা দেবার জন্য পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এই তিনটী উপকরণের প্রয়োজন। বড় বড় পণ্ডিতদের লিখিত পুস্তক সকল পাঠ করিয়া তার কতক কতক অতি সহজ ভাষায় লিখিতে হইবে। সেজন্য কত লোকের কত অধ্যাপন পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হইবে। শিক্ষক ও শিক্ষ-য়িত্রীগণকেও অনেক শিক্ষায় পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হইবে বিশেষত শিক্ষয়িত্রী-গণকে। পুরুষরা শিক্ষকের কাজ করিতে পারেন এবং নিজ পরিবার চালাতে

পারেন কারণ তিনি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই হইল আর সকল সংসারের ব্যবস্থা স্ত্রীর হাতে। দেখা যায় অনেক স্ত্রীলোক দুই দিক বজায় রাখিতে পারেন না। বিবাহিত স্ত্রীলোক প্রায়ই শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন না বিধবা এবং চিরকুমারী দের দ্বারা এ কাজ ভাল হয়।

সরলা। দাদামশাই আপনি সেদিন বলিলেন যে বিবাহ ব্যতীত মানবের পরিত্রাণ নাই তবে চিরকুমারী কোথায় পাবেন? তা ছাড়া তাদের কি পরিত্রাণের প্রয়োজন নাই।

দাদামঃ। এরূপ চিরকুমারী বিবাহিতা, কারণ অধ্যাপনা তাঁহাদের পতি, ও ছাত্র ছাত্রী তাঁহাদের সন্তান। ইহারা সহকারী, পিতা মাতা সন্তান গণের আত্মার ভার ইহাদের হাতে দেন। অনেক লোক জনসমাজের হিত সাধন জন্য অবিবাহিত ও অবিবাহিতা থাকিলে তবে সমাজ রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। তাহাদের পরার্থ পরতা ও জিতেন্দ্রিয়তার চরণে শত সহস্র নমস্কার।

সরলা। দাদামশাই আপনার উত্তরটি আমার বেশ ভাল লাগিল।

দাদামঃ। শিশুগণই জন সমাজের প্রস্রবণ তাদের শুদ্ধ ও প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারিলেই জনসমাজ সুখী হয়। দেখ এ সংসারে সকলেই যে সমান সামর্থ্য এবং সঙ্গতিপন্ন হয় তাহা নয়। অসমর্থ দরিদ্রের শিশুদের ভার ধনীগণকে নিতে হবে।

সরলা। কেন ধনীদের এত মাথা ব্যথা কি যে রাজ্যের ছেলেদের শিক্ষার ভার তারা নেবে?

দাদামঃ। এ ভার তাঁদের নিতেই হবে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক জ্ঞাত-সারে বা অজ্ঞাতসারে হউক এ কাজ তাঁদের করিতে হবে। অনেক সময় (Government Free education) বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কি নিজেদের কিছু আছে প্রজার ধন তার ধন, রাজস্বত প্রজার ধনের রূপান্তর মাত্র। গবর্ণমেণ্ট কেন বিধাতার নিজের কিছু নাই, যত টাকা কড়ি লেনা দেনা সমস্তই মানুষকে দিয়ে করান। মানুষের হাতে সমস্ত অর্থ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তিনি বড় মজার লোক "সর্ব্বস্ব তোমার কেবল চাবি কাঠিটী আমার" তিনি সকলকে সমান পরিমাণে ধন দেন না, কিন্তু যাদের কাছে বেশী ধন রেখেছেন তাদের কাছ থেকে এমন কৌশলে বা বলে আদায় করেন ভাবিলে অবাক হতে হয়। ধনী ব্যক্তি হয়তো ইচ্ছা করে দরিদ্রকে দান দিতে চান না কিন্তু তাঁহার প্রতিদিনের আহার বিহার সুখসম্ভোগ করিতে গিয়া কত শত সহস্র লোককে তাঁহার ধনের ভাগ দিতে বাধ্য হন তাহা তিনি জানিতেও পারেন না। জ্ঞাতসারে দানে তিনি সুখী ও উন্নত হইতে পারিতেন কিন্তু এরূপ অজ্ঞাত সহায়তাতে তাঁর কিছু হয় না কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ গরিব লোকদের প্রতি পালন হয়। আবার দেখ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, গরিব গৃহস্থ এবং শ্রমজিবী গণ আপনাদের পেটের দায়ে বা নিজ নিজ

স্বার্থের জন্য কত প্রকার কাজ ও ব্যবসা শেখে এবং অর্থ উপার্জন করিয়া নিজ নিজ পরিবার পালন করে কিন্তু তাহার দ্বারা সমস্ত জন সমাজ রক্ষিত এবং উপকৃত হয়। তাঁরাও জেনে শুনে কাহারও কিছু করিতে চান না কিন্তু বিধাতা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে দিয়া জনসমাজের কাজ করাইয়া লন বিধাতার বিধি কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। লোকে মনে করে তার যা ইচ্ছা তাই করিবে কিন্তু সেটি হবার যো নাই বিধাতার কলে পড়ে তাঁরই কাজ করিতে হয়।

"এমন মজার লোক দেখি নাই জগতে। সকল কর্ম্ম আপনি করে দেয় না কারেও দেখিতে। মোহ যবনিকার আড়ালে, মায়ের মত বসে আছে একাকী বিরলে, কত অন্ন বস্ত্র সুখ শান্তি দিচ্ছে প্রয়োজন মতে। কোথা হতে আসছে এ সকল, তা না জেনে কয় সবে আমি কর্ত্তা আমি সে কেবল, গোঁসাঞী দেখছেন তামাসা বসে লুকিয়ে মানব দেহেতে। নীরব হয়ে করে দরশন কে কোথা কি ভাবে থাকে কার মন কেমন; সব জেনে শুনেও নহে ক্ষান্ত পাপীকে প্রেম দিতে। ঠাকুর তোমার অপার লীলা, দেখে হাসি পায় ঠিক যেন সব ভোজবাজীর খেলা তোমায় চিনেও চিনিতে নারি; হায় মরি মনের দুঃখেতে।"

সরলা। এত কথা বলিলেন কিন্তু আমি এখনও আমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাইলাম না।

দাদামঃ। কেন দিদিমনি, বুঝিতে পারিলে না? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুরুষ পিতা এবং স্ত্রীলোক মাতা হইবার জন্য সৃষ্ট, সেই জন্য পুরুষের পিতার স্থান ও মাতৃদেবীর স্থান নারীর। এই দুই স্থান কত উচ্চ এবং কত পরীক্ষাপূর্ণ তাহাও বলিয়াছি এবং তাহাদের এই স্থানে রক্ষা করিতে সক্ষম করিবার জন্য জনসমাজ নিয়োজিত। কত শত সহস্র স্বার্থত্যাগী সেবক জনসমাজের সেবায় আত্মসমর্পণ করিলে তবে পিতা মাতা তাঁহাদের স্ব স্ব সন্তানগণকে প্রতিপালন ও প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করিয়া দেবসন্তান করিয়া তুলিতে পারেন এবং সমাজকে স্বর্গতুল্য করিতে পারেন। ঈশ্বর করুন যেন তুমি তোমার স্থান বুঝিয়া লইতে পার এবং তাঁহার দাসী হইয়া কৃতার্থ হইতে পার।

সরলা। আপনার আশীর্ব্বাদে ঈশ্বর করুণায় যেন আমি তাঁর দাসী হতে পারি।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মিঃ হ্যালিবার্টন দেখিতে পাইলেন যে শত চেষ্টা সত্ত্বেও জেন আপনার প্রাণের ব্যাকুলতা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তিনি হাসিয়া জেনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "দেখ জেন, মোটের উপর এটা তেমন ভয়ানক কিছুই নয়।"

জেনের মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার হৃদ্‌পিণ্ড সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "ডাক্তার আরণল্ড কি বল্লেন? তুমি আমার কাছে

সব কথা খুলে বলবে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলে।"

"হাঁ জেন, আমি সব কথাই তোমাকে জানাব। ডাক্তার আরণল্ড আমার ব্যাধিকে উৎকট মনে করেন না। আমার ফুস্ ফুস্ যে অল্প পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই আর তিনি মনে করেন কিছু দিন হতেই এটা আমার হয়ে আসছিল। কিন্তু এতে উপস্থিত জীবনের কোন বিপদ সম্ভাবনা আছে তা তিনি মনে করেন না। তিনি মনে করেন এইটুকু হওয়া সত্ত্বেও এখনও আমি অনেক কাল বাঁচতে পারি।"

জেন কতকটা যেন আশ্বস্ত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় হইতে একটী অকৃত্রিম ধন্যবাদের বানী ভগবানের সিংহাসনের উদ্দেশে উত্থিত হইল।

"পথ্যের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিলে এবং বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক এই দুইটী উপযুক্ত পরিমাণে লাভ করিতে পারিলে আমার বিশেষ ভয় করিবার কিছুই নাই। তিনি আমাকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও আহারাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন। জেন, আমি তো তোমাকে বলেই ছিলাম যে জীবনবীমা অফিসের ডাক্তারেরা অতি সাবধানতা হেতু তিলকে তাল করিয়া বসেন।"

জেন তাঁহার শেষ মন্তব্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তা হলে ডাক্তার আরণল্ডও আমাদের পল্লীগ্রামে যেতে বলেন?"

হাঁ, এবিষয়ে তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন। ঠিক যেমন ক্যারিংটন বলেছিলেন তিনিও সেইরূপ বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন।"

জেন তাহার স্বামীর মুখের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। "তোমার মনে আছে ডাক্তার ক্যারিংটন বলেছিলেন ইহাই তোমার রোগমুক্তির এক মাত্র উপায় অন্য ঔষধ নাই?"

"না জেন, তিনি ঠিক এমন কথা বলেছেন বলে মনে হচ্ছে না।" মিঃ হ্যালিবার্টন বিস্মিত হইলেন জেন কেমন করিয়া একথা জানিতে পারিল? তিনিই কি অসাবধানতা বশতঃ কথায় কথায় এটী প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন?

"জেন, ক্যারিংটন বলেছিলেন যে লণ্ডন বনাম জীবন অর্থাৎ হয় লণ্ডন নয় জীবন।

"সে তো একই কথা! তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য? তুমি কি ভাবছ? অবশ্য এবিষয়ে ভাববার বেশী কিছু নেই যেমন করেই হোক্ লণ্ডন ছেড়ে আমাদের পল্লীগ্রামে যেতেই হবে। এখন কথা হচ্ছে কোথায় যাব?"

"হাঁ সেইতো কথা। শুধু কোথায় যাব তা নয়, কিন্তু কেমন করে চালাব? আমি একটা নূতন জায়গায় গিয়ে পড়লেই যে ছেলেপড়ান কাজ আমার হাতের কাছে আপনি এসে জুটে পড়বে তা তো আর পড়বে না। কিন্তু আর আমার এবিষয় এখন বেশী কথা বার্ত্তা বলবার সময় নেই সাড়ে দশটা বেজে গেছে!"

মিঃ হ্যালিবার্টন চলিয়া গেলেন। জেন যেন চেয়ারে দৃঢ় সংবদ্ধ হইয়া সেইখানেই

বসিয়া থাকিল। তাহার মস্তকের ভিতর ইতিমধ্যেই সহস্র প্রকারের যুক্তি ও মীমাংসা কার্য্য করিতেছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন বহুদিন ধরিয়া জেনের মস্তকে যুক্তি এবং মীমাংসার আন্দোলন চলিতে লাগিল। বহুদিন ধরিয়া তাহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে কত বিষয় কত পরামর্শ করিতে লাগিল? কোথায় যাইবে? কি করিবে? এবিষয় কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। সকল ডাক্তারই এবিষয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত মিঃ হ্যালিবার্টনের স্বাস্থ্যের অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইয়া আসিতেছিল। আর এক মাস যাইতে না যাইতেই তাঁহার শরীর এতদূর ভাঙিয়া পড়িল যে মিঃ হ্যালিবার্টন কিঙ্গ্‌স্ কলেজের চাকরীটীতে জবাব দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু জেনও তিনি উভয়েই মনে করিলেন যে পল্লীগ্রামের মুক্ত ও শুদ্ধ বায়ুতে শীঘ্রই সকল ব্যাধির মোচন হইবে তাহাদের আশাময়ী প্রকৃতিতে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, লণ্ডন পরিত্যাগ করিলেই তিনি রোগমুক্ত হইতে পারিবেন।

হ্যালিবার্টনের মনে অধ্যাপনার কথাই স্বভাবতঃ উদিত হইল, তিনি ভাবিলেন অধ্যাপনা দ্বারাই তিনি জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন। অন্য কোন বৃত্তির বিষয়ে তাঁহার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। সমগ্র ইংল্যাণ্ড তাঁহার মনে স্থির ধারণা ছিল যেখানেই তিনি যান না কেন তিনি শিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার যেরূপ প্রশংসাপত্র ছিল সেরূপ গৌরবজনক প্রশংসপত্র অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তাঁহার ভগ্নী (মাতুল কন্যা) বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর সহিত ইংলণ্ডের মধ্য প্রদেশবর্ত্তী একটী প্রধান সহরে বাস করিতেছে। সে সহরে তাহার স্বামীর বেশ একটু খাতির প্রতিপত্তিও আছে। উপস্থিত দুর্ভাগ্যের দিনে এই চিন্তা একাধিক বার তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইতে লাগিল তাঁহার ভগ্নী যে সহরে থাকে সেই সহরে গিয়া বাস করিলে কেমন হয়?

বালকবালিকাগণ নিদ্রিত হইবার পর একদিন রাত্রিতে তাঁহারা উভয়ে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। হ্যালিবার্টন বলিলেন—"দেখ জেন, সে সহরে যাবার উদ্দেশ্য এ নয় যে আমি জলিয়ার কাছে কোন অনুগ্রহপ্রার্থী হ'তে যাচ্ছি—আমার উদ্দেশ্য এই যে সেখানে গেলে তারা আমাকে লোকের কাছে পরিচিত ক'রে দিতে পারবে—আমার সম্বন্ধে তাঁদের কাছে দু'কথা বল'তে পারবে, তা হ'লে আমার অধ্যাপনা বিষয়ে সুবিধা হতে পারে।"

"কেন, তুমি তাঁদের কাছে কোন অনুগ্রহ চাও না কেন?"

"কারণ—আমার ভগ্নি তেমন সুবিধা রকমের লোক নয়। অনেকদিন হল তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু আমার এই টুকুন মনে আছে তার

মেজাজ তেমন ভাল নয়। সেই সহরে যাবার আর এক কারণ আমি শুনেছি যে সে সহরে অনেক উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পাদ্রি বাস করেন। যে সহরে এরূপ পাদ্রিদের বাস সেখানে নিশ্চয়ই শিক্ষার আদর এবং গৌরব আছে। সুতরাং সেখানে আমার অধ্যাপনা সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হবারই সম্ভাবনা।"

জেন দেখিল এ বিষয়ের মধ্যে প্রকৃতই যুক্তি আছে। হ্যালিবার্টন আরো বলিলেন—তোমার পীচ্‌কে মনে পড়ে?"

"পীচ্? পীচ্?"—জেনের নামটী ঠিক মনে আসিতেছিল না।

"সেই যে সেই যে সেই ছেলেটী যাকে নিয়ে কএক বৎসর আগে আমাকে বড়ই মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল? তার অক্সফোর্ডে পড়বার সময়ে আমি তাকে বাড়ীতে পড়াতাম। প্রথমবার পরীক্ষার সে ফেল হয়ে গিয়েছিল—শেষে পাশ হয়। তোমার তাকে মনে পড়ছে না? সে যে আমাদের বাড়ী কতদিন চা খেয়ে গেছে!

"ওঃ, হাঁ হাঁ, এখন আমার তাকে বেশ মনে পড়ছে—সেই চার্লি পীচ?"

"হাঁ, চার্লি। সে অল্পদিন হল সেই সহরের একটি গির্জ্জায় পাদ্রি নিযুক্ত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পীচ্ আমার উপকারের জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করবে। সেখানে যাবার এও একটা কারণ।"

"সে সহরের স্বাস্থ্য ভাল তো?"

"হাঁ, সেখানকার জলবায়ু বেশ ভাল। আর সহরটী অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত। সেখানে লণ্ডনের এই নিঃশ্বাস-রোধকারী ধূম ও কুজ্ঝটিকার কোন উপদ্রব নাই।

"তবে আমরা সেইখানে যাওয়াই স্থির করে ফেলি।"

"হাঁ, যদি অন্যত্র এর চেয়ে কোন কাজ কর্ম্মের আশা না পাই তবে সেখানে যাওয়াই ঠিক। যদি সমস্ত গুছিয়ে সব বন্দোবস্ত ঠিক করে উঠতে পারি তাহলে গ্রীষ্মের মধ্যেই আমরা এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব। কিন্তু হাঙ্গামা বড় কম হবে না।

"জিনিস পত্র আসবাবআদি সব প্যাক্ করাই এক বিপদ হবে।"

"জেন, আসবাব প্যাকের কথা কি বলছ? আমরা এ সব বিক্রি করে চলে যাব।"

"জিনিষ পত্র সব বিক্রি করবে?"

"জেন, এ সব সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তো বড় সোজা ব্যাপার হবে না। নিয়ে যেতে যে খরচ পড়বে তা প্রায় কেনা দামের সমান দাঁড়াবে। তারপর রাস্তাতে যে সেগুলি কত ভেঙ্গে চুরে যাবে তার কিছুই ঠিকানা নাই। এ সব জিনিষ পত্র নিয়ে যেতে হলে নৌকা করে জলপথে নিয়ে যেতে হবে।"

জেন বলিয়া উঠিল—"জলপথে?"

"আমার ত মনে হয় তাই। রেলে মালগাড়ীতে এ সব নেবে না। আর যদি বা নেয় তার সঙ্গে খুব বেশী ভাড়া দিতে হবে। আমাদের আসবাবগুলিও পুরাণো, রাস্তায় নাড়াচড়াতে ভেঙ্গে যাবার খুবই

সম্ভাবনা। ভেবে দেখ তোমাদের বাড়ী-তেই এ সব কতদিন ধরে ব্যবহার করা হয়েছে ?"

জেন জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে সেখানে গিয়ে আসবাবের আবার আমরা কি বন্দোবস্ত করবো ?"

"কেন এগুলি বিক্রি করে যে টাকা পাব সেই টাকাতে নূতন আসবাব কিনে নেব এখন। দেখ জেন এ সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবেছি আর ভেবে চিন্তে দেখছি যে এই রকম করাই সুবিধা। :তবে যদি তুমি এই গুলিকে নিয়ে যেতে চাও তবে যে কোন গতিকেই হৌক এসব নিয়ে যেতে হবে।"

জেন বিষয়টীকে একবার ভাল করিয়া মনে মনে ভাবিয়া দেখিল। এই আসবাব গুলির উপর তার একটা প্রাণের মমতা ছিল। কিন্তু সে জানিত এগুলি অতিশয় পুরাতন হইয়াছে—সেইজন্য সে যাহাতে সুবিধা হয় সেইরূপ করিতেই স্বীকৃত হইল। সে ভাবিল এগুলিকে প্যাক করিয়া লইয়া যাওয়া হাঙ্গামা বটে।

হ্যালিবার্টন বলিলেন—আর এতগুলি আসবাব আমাদের দরকারও নাই। যেখা-নেই যাই না কেন আমাদের একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করতে হবে—অন্ততঃ প্রথম প্রথম তো তাই করতেই হবে। থাক্, এ সব বিষয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে এর পর বিচার করা যাবে। আগে আমাদের কোথায় যাওয়া হবে সেইটেই স্থির হোক্।"

জেন বলিল—"কিঙ্গ্‌স্ কলেজ হ'তে ছেলেদের নাম কাটিয়ে নিয়ে যেতে হবে এর জন্যে আমার মনে বড় কষ্ট হ'চ্ছে।"

মিঃ হ্যালিবার্টন ব্যথিত হৃদয়ে উত্তর করিলেন—"জেন, আমার লণ্ডন ব্যাপা-রের সঙ্গে এত দুঃখের স্মৃতি জড়িত রয়েছে যে এ বিষয়ে কোন চিন্তাকে মনে স্থান না দেওয়াই ভাল। এ ভাবতে গেলে আমার প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাই—আমার অনুশোচনা উপস্থিত হয় আমি হৃদয়ের বিশ্বাস ও বল হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয় আমাদের উপরেই এ দুঃখের বোঝা কেন ? জেন ইহা ভগবানের বিধান, আমার কর্ত্তব্য অবনত মস্তকে ধৈর্য্যের সহিত তাঁর বিধানকে মেনে চলা।"

জেনেরও কর্ত্তব্য প্রশান্তচিত্তে এই বিধানকে মাথায় তুলিয়া লওয়া। জেন হৃদয়ে ইহা অনুভব করিল—সে তাহার শ্রান্ত ললাটে তাহার হস্ত স্থাপন করিল। হায়! এই সময় হইতে তাহার সেই শ্রান্ত ললাটে ভবিতব্য অসংখ্য দুঃখ ও বিপদ-রাশির গাঢ় অন্ধকার দিন দিন ঘনাইয়া তুলিতে লাগিল !!

ক্রমশঃ

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

শোকসন্তপ্তা মাননীয়া মহারাণী
কুচবিহারাধীশ্বরীর চরণে

ভগিনীর অশ্রুজল।

কি শুনিনু আজ সিন্ধু পার হ'তে
নৃপেন্দ্র "নৃপেন্দ্র" নাই ?
আজি কি শুনিতে পাই

শোক সমাচার আজ গৃহেতে গৃহেতে
কাঁদে নরনারী সবে দরিদ্র ভারতে !

বৃটীশ বেলায় আজ বৃটীশ ভবন
সে পবিত্র দেহ তাঁর
প্রশান্ত মূরতি আর
দেখিবেনা দেখিবেনা আর যে এখন,
বৃটনে, ভারতে আজ মরু দরশন !

সুরম্য প্রাসাদ তাঁর শূন্য মূর্ত্তি ধরি
কহে সবে শোকে আজ—
"নাহি আর মহারাজ"
কহে তরু গিরিরাজি সেই মূর্ত্তি স্মরি
আঁধার আঁধার আজ "বিহার" নগরী !

অদূরে হিমাদ্রি অই শিরোন্নত করি
কাঁদিছে বিরলে বসি
অশ্রু—হিমানীতে ভাসি
কহে ভগ্ন প্রাণে আজ ভগ্ন সুর ধরি
"নাই মহারাজ নাই"—শূন্য গৃহ পুরী

ভারত-সম্রাট 'জর্জ্জ' সম্রাজ্ঞী 'মেরী'
মর্ম্মাহত সবে দুখে,
বিষাদের রেখা মুখে,
'বেক্সহিল' হ'তে এই বিষাদের ভেরী
কাঁদায় 'তোরসা' তীরে যত নর নারী !

অশ্রুমাখা চখে আজ কি দেখিব আর !
দেখিবার কিছু নাই,
শ্মশান যেদিকে চাই,
বজ্রাহত আজ এই দুঃখী পরিবার,
শ্মশান সকলি—কিছু নাহি দেখিবার !

জাগিছে কেবল মনে—তাঁর অশ্রুজল
আমাদের ভগ্নী যিনি
ভক্তিমতী মহারাণী,
তাঁর অশ্রু জলে আজ কোটী অশ্রুজল,
ভারত ভবন আজ শ্মশান কেবল !

অশ্রুতে মিশায় অশ্রু—কথা নাহি সরে
আজি এ দুর্দ্দিনে কত
পুরাতন স্মৃতি যত
শৈশবের ইতিহাস জাগিছে অন্তরে,
শৈশবের স্মৃতি যত সব মনে পড়ে !

তাই এ দুর্দ্দিনে আজ পারিনা থাকিতে
তাই আজ ডাকি হায়
প্রিয় ভগিনী তোমায়,
তাই আজ ভাঙ্গা প্রাণে এহেন দিনেতে
শৈশবের ইতিহাস এসেছি বলিতে।

মিলেছিনু যবে মোরা দীন নিকেতনে
প্রত্যাদিষ্ট ভক্ত সনে
এক ধর্ম্ম এক প্রাণে
মিলেছিনু যবে সেই মধুর জীবনে
মনে পড়ে সেই স্মৃতি আজি এ দুর্দ্দিনে !

মনে পড়ে সেই শিক্ষা সেই দীক্ষা তাঁর,
মনে পড়ে কত আশা
হৃদয়ের ভালবাসা,
মনে পড়ে নানা স্মৃতি —দেবমূর্ত্তি তাঁর,
মনে পড়ে কত কথা সেই দিনকার !

তাঁহারি দীক্ষায় তুমি তাঁহারি শিক্ষায়
তাঁহারি আদর্শ মতে
ধর্ম্ম জীবনের পথে
জান তুমি—কোন্ লক্ষ্যে চলেছ কোথায়,
চল নাই কোন দিন—অসার আশায়।

আজও চলিবে তুমি সেই লক্ষ্য ধ'রে,
বিধাতার বিধানেতে
তাঁহারি আদেশ মতে

পাঠালেন ভক্ত তোমা স্বাধীন 'বিহারে'
তাই ভগ্নি চল তুমি তাঁহারেই স্মরে।

তাঁর কন্যা তমি যিনি তোমার তরেতে
ক্লেশভার স্কন্ধে লয়ে
বিধাতার মুখ চেয়ে
সঁপিলেন তাঁর কাজে সুদূর রাজ্যেতে,
চল ভগ্নি চল তুমি তাঁহার মন্ত্রেতে।

ঋষি পত্নি মত তুমি রাজর্ষির সনে
করিয়াছ কত কাজ,
কিন্তু ভগ্নি জেনো আজ
আছে আরো করিবার তোমার জীবনে,
লক্ষ্য তব চিরদিন—আদেশ পালনে।

ভক্ত নৃপতির কাজ হয় নাই শেষ,
তাঁহার ইচ্ছার কাজ
কর তুমি ভগ্নি আজ,
তিনিও বুঝিয়া শুধু বিধাতা আদেশ
করিলেন "বিহারের" মঙ্গল অশেষ!

উচ্চ লক্ষ্য কত আছে সম্মুখে তোমার,
কুমার কুমারী তব
বিধাতার দান সব,
এঁদের লইয়া কাজ আছে করিবার,
এ সব ব্যবস্থা ভগ্নি! সকলি তাঁহার।

'রাজেন্দ্র' 'জিতেন্দ্র' তব 'হিতেন্দ্র' 'ভিক্টর'
'সুকৃতি' 'প্রতিভা' দেবী
তব জীবনের ছবি
শেষ জীবনের চিত্র 'সুধীরা' তোমার
উজলিবে তব নাম গৌরব অপার।

কি বলিব আর আমি—কথা নাহি সরে
কত আশা ক'রে জানি
'বিহারে' মোদের আনি
আমাদের লয়ে তুমি স্ত্রীশিক্ষার তরে
উৎসাহ উদ্যম কত দেখালে সবারে।

ছাত্রীদের পুরস্কারে তুমিই তাঁহারে
এনেছিলে উৎসাহে
ভুলিতে কি পারি তাহে,
হাসি মুখে পুরস্কার বিতরি সবারে
কত না উৎসাহ কথা কহেন সেবারে।

এবারেও ছিল ভগ্নি, বড় আশা মনে,
সিন্ধু পার হ'তে এসে
সেইরূপ হেসে হেসে
নিজ হাতে ছাত্রীদের পুরস্কার দানে
দিবেন আনন্দ কত আমাদের প্রাণে।

বিধাতার ব্যবস্থায় সে কাজ তাঁহার
পড়িল তোমার হাতে,
তাই তুমি নারী হিতে
নিয়োজিত কর শক্তি ভগিনি তোমার,
চেয়ে আছে তব পানে তোমার 'বিহার'।

তোমারেও ক্রুশবাহী হাতে ক্রুশ দিয়া
ঈশা মুশা যেই স্থানে
গিয়াছেন সেই খানে,
যে মন্ত্র তোমারে দিয়া গেছেন চলিয়া
সে মন্ত্র লয়েছ তুমি মাথায় করিয়া।

তোমরা দু বোন এই সুদূর 'বিহারে'
আচার্য্যের মন্ত্র ল'য়ে
দুই জনে এক হ'য়ে
একমন্ত্রে দুই জনে নারীর উদ্ধারে
করিয়াছ কত কাজ স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে।

আজো আছে করিবার ভগিনি 'সুনীতি'
উচ্চ লক্ষ্য উচ্চ আশা
হৃদয়ের ভালবাসা

উচ্চ ধর্ম্মে রাখ চির হৃদয়ের গতি
দীনা 'সুমতি'র এই সুদীন মিনতি।

শেষের প্রার্থনা আজ তব 'সুমতির'
ঋষি-সম মহারাজ
আচার্য্যের সনে আজ
আনন্দে বসিয়া ক্রোড়ে আনন্দময়ীর
করুন আনন্দে পান চিদানন্দ নীর।

কুচবিহারের নূতন মহারাজার অভিষেক।

বিষাদের অশ্রুহ'তে একি দৃশ্য আজ
"বিহারের' মরুভূমে শতদল প্রায়
ফুটিল একটী ফুল ধরি রাজ সাজ—
আনন্দের ধারা ছুটে বিষাদের গায়।
"নৃপেন্দ্র" কুমার আজি "নৃপেন্দ্র" আসনে
নিরাশা সলিলে দেখি আশাশত দল,
ভাঙ্গা প্রাণ "বিহারের" এ দৃশ্য দর্শনে
আসিল নবীন প্রাণ নব শক্তি বল।
বিধান বিশ্বাসী মোরা মানিব বিধান
এ সবে তাঁহার হাত দেখিব কেবল
সুখে দুঃখে তাঁর ইচ্ছা মানি তার দান
এসেছি মানিতে তাই মানিব সকল।
নবীন নৃপতি তোমা এসেছি বলিতে
আদর্শ পিতার তুমি আদর্শ সন্তান,
চল তুমি তাঁর পথে এসেছ চলিতে
জীবনেতে কর পূর্ণ নবীন বিধান।
ক্রুশের শোণিত বহে তোমার দেহেতে
ভক্ত মাতামহ তব ক্রুশ ভার লয়ে
কতদিন পূর্ব্বে এসে "বিহার" ভূমিতে
তোমাদের হাতে ক্রুশ গিয়াছেন দিয়ে।
আদর্শ পিতাও তব ক্রুশ হাতে লয়ে
প্রজাহিতে দেশহিতে দিয়াছেন প্রাণ,
তুমিও পিতার পথে তাঁর মুখ চেয়ে
জীবনের ব্রত তব কর অনুষ্ঠান।
কোটী প্রাণ কোটী চক্ষু চেয়ে আছে আজ,
কোটী কণ্ঠ করে আজ মঙ্গল ঘোষণা,
কোটী হৃদয়ের স্রোত হৃদয়ের মাঝে
মঙ্গল বারতা গায় মঙ্গল প্রার্থনা।
কোটী সুরে এক সুর আজি শুভদিনে,
কোটী প্রাণ এক প্রাণ এক ভাব হয়,
একের মঙ্গলে মিলে হিন্দু মুসলমানে
একভাবে বলি সবে "হোক তাঁর জয়।"

কুচবিহার শ্রীগৌরিপ্রসাদ মজুমদার
৮।১২।১১

ভারতে রেশম-শিল্প।

রেশম-শিল্প ভারতের অতি প্রাচীন ও অর্থকর শিল্প। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে আমরা রেশম অথবা ঊর্ণবস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বস্ত্র অতিশয় শুদ্ধ ও পবিত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং প্রাচীন ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ কোন পবিত্র অনুষ্ঠানাদির সময় এই রেশমবস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহা পূর্ব্বে বহুমূল্য বস্ত্রের মধ্যে গণনীয় হইত এবং রাজা, জমিদার প্রভৃতি সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণই এই বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণগণও যজমানদিগের নিকট পাইয়া এই সকল বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকম্পায় রেশমবস্ত্র বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন

নীচ ও উচ্চ সকলেরই রেশমের একখানি চাদর না হইলে চলে না। আজকাল অবস্থানুসারে ধনী ও দরিদ্র উভয়েই রেশমের চাদর ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বস্তুগত অনেক পার্থক্য আছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে রেশমের বস্ত্রের নিশ্চয়ই এরূপ কোন গুণ আছে, যাহার জন্য ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে তাহার সমাদর করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা কার্পাসবস্ত্র অপেক্ষা প্রায় ৮।১০ আট দশ গুণ অধিক স্থায়ী হয়। যেখানে কার্পাসবস্ত্র একবৎসর যায়, রেশমের বস্ত্র সেখানে ৮ বৎসর যাইবে। কার্পাসবস্ত্রের ন্যায় ইহা শীঘ্র অপরিষ্কার হয় না এবং মলিন হইলেও কার্পাস বস্ত্রাপেক্ষা অনায়াসেই তাহা স্বহস্তেই পরিষ্কার করা যায়। অধিকন্তু ইহা ব্যবহারে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয়। এই শিল্প কতকাল হইতে যে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কেহ ঠিক নির্ণয় করিতে পারেন না। প্রবাদ আছে যে, এই শিল্প পূর্ব্বকালে ভারতের উত্তরপূর্ব্বস্থিত চিন দেশেই কেবলমাত্র প্রচলিত ছিল। চীনদেশের কোন রাজ্ঞী এক দিন নিজ উদ্যানে ভ্রমন করিতে করিতে দেখিতে পান যে, একটী গাছে একটী কীট নিজ মুখ হইতে সূত্র নিঃসৃত করিয়া তাহার দ্বারা তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া উক্ত সূত্র নিষ্ক্রামণ করিয়া দেখিলেন যে তাহা অতি শক্ত এবং ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট এবং তাহা হইতে বেশ সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ তিনি অনেক অনুসন্ধানপূর্ব্বক সেইরূপ সূত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। যে কীটের মুখ হইতে সূত্র নিঃসৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে রীতিমত আহারাদি দানে গৃহে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে, তাঁহার দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য কেহ এই রেশমসূত্রের বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং এই কীটের বীজ তাঁহার রাজ্য হইতে যে কেহ অন্য কোন রাজ্যে লইয়া যাইবে, তাহার প্রাণ-দণ্ড হইবে। কিছুকাল পরে ভারতের হিমালয়প্রান্তবর্ত্তী কোন প্রদেশের নৃপতির সহিত উক্ত রাজ্ঞীর একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর প্রদেশেই উক্ত রাজকুমারীর বিবাহ হয়, কেননা এক্ষণে ভারতের মধ্যে কাশ্মীরই রেশমশিল্পে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। উক্ত রাজকুমারী যখন বিবাহের পর স্বামিগৃহে আগমন করেন, তখন তিনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে ঐ রেশমকীটের কিছু বীজ সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে তাহা শ্বশুর-গৃহে লইয়া আসেন এবং সেখানে গোপনে রেশমসূত্র দ্বারা নিজ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদি বয়ন করান। কিন্তু এ সংবাদ চীনসাম্রাজ্ঞীর নিকট অধিক দিন লুক্কায়িত রহিল না। একদিন ঘটনাক্রমে একখণ্ড রেশমের বস্ত্রে কোন দ্রব্য বাঁধিয়া রাজকুমারী তাঁহার মাতার নিকট পাঠান। রাজ্ঞী তাহা হইতে বুঝিলেন যে, রাজ-

কুমারী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া রেশমকীটের বীজ অন্যত্র লইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার কন্যা ও জামাতার শিরচ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করিয়া একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজ-কুমারী এই সংবাদ পাইবামাত্রই এক ভৃত্য সমভিব্যাহারে রেশমকীটের সঞ্চিত বীজ সঙ্গে লইয়া নিজ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গভীর অরণ্যে প্রস্থান করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধান্বিতা চীন রাজ্ঞীর আদেশে চীনসৈন্য কর্ত্তৃক কাশ্মীররাজ্য সমতলীভূত হইয়াছিল এবং রাজকুমারী ও সেই ভৃত্য ব্যতীত আর সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সঙ্গে যে অলঙ্কারাদি ছিল, তদ্দ্বারা রাজকুমারী ভৃত্যের সাহায্যে কিছুদিন চালাইলেন। পরে গ্রাসাচ্ছাদনের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার সেই রেশমকীট পালন করিয়া তাহা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে ও উক্ত ভৃত্যের সাহায্যে তাহা বড় বড় রাজপরিবারের মধ্যে প্রেরণ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। কথিত আছে যে, এই প্রকারে ভারতবর্ষে রেশম-শিল্পের প্রচার হয়, কিন্তু ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা অনেকটা ঠাকুরমার গল্পের ন্যায় বোধ হয়। ইউরোপে এবং অন্যান্য দেশে এই শিল্পের প্রচার সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায়। কয়েক-জন ইউরোপের খৃষ্টান পাদ্রী চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। তথায় এই নূতন শিল্পের প্রচার দেখিয়া স্বদেশে এই শিল্প প্রচার করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে, এই বিবেচনায় তাঁহারা সেই কীট নিজদেশে লইয়া যাইবার নানা-প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তাঁহারা তিন জনে তিনটী ফাঁপা যষ্টি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গুপ্তভাবে উক্ত কীটের ডিম্ব লুকাইয়া লইয়া অতি কষ্টে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা এই-রূপে নিজ দেশে উক্ত শিল্প সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে ইউ-রোপ রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য জগ-দ্বিখ্যাত হইয়াছে।

অন্যান্য সকল প্রকার বিবরণী হইতেও জানা যায় যে, রেশমশিল্পের উৎপত্তি-স্থান চীনদেশ। তথা হইতে জাপান, ভারত, তুরস্ক, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা দেশে এই শিল্প বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতে এ শিল্পের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে রেশমবস্ত্রের উল্লেখই যথেষ্ট প্রমাণ।

এই রেশম শিল্প এক্ষণে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশদেশা-ন্তরে অল্প বিস্তর ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উত্তরে কাশ্মীর, উত্তর পশ্চিমে বেরানস, বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, বীরভূম, বাঁকুড়া, আসামে গৌহাটী, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সকল স্থানেই এই শিল্পের বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। রেশম ও পশমের মধ্যে প্রভেদ অনেক। পশম চতুষ্পদ জন্তু বিশে-

যের লোম হইতে উৎপন্ন, রেশম কীটের লালা হইতে প্রস্তুত। রেশমের কীট হইতে রেশমের চাষ ও কিরূপে রেশম উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রেশমব্যবসায়ীরা রেশমের রীতিমত চাষ করিয়া থাকে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, রেশমের আবার চাষ কিরূপে হয়। রেশম ব্যবসায় প্রধানতঃ তিন বিভাগে বিভক্ত (১) রেশমের কোয়া উৎপন্ন করা; (২) কোয়া হইতে রেশম-সূত্র প্রস্তুত করা; এবং (৩) সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়নাদি। এই ত্রিবিধ কার্য্য সচরাচর তিন শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এক শ্রেণীর লোক কেবল কোয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কেবল রেশমের সূতা, তৃতীয় শ্রেণীর লোক কেবল সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করে। কোন কোন স্থলে একাধিক কার্য্য একই ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(১) রেশমের কোয়া উৎপন্ন করা—রেশম-কীট নানাজাতীয়, কিন্তু তাহাদের পালনপ্রণালী সকল স্থানেই প্রায় একই-রূপ। রেশমকীটের মধ্যে কতকগুলি বাৎসরিক অর্থাৎ বৎসরে একবার, কতক-গুলি ষাণ্মাষিক অর্থাৎ বৎসরে দুইবার, এবং কতকগুলি ত্রৈমাসিক অর্থাৎ বৎসরে তিন বার ডিম্ব প্রসব করে। আবার কতকগুলি বৎসরের মধ্যে বহুবারও ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

রেশমকীট ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়, এই ডিম্ব আবার রেশমের কোয়া হইতে প্রজাপতিরূপে যে কীট বাহির হয়, তাহা হইতে পাওয়া যায়। কোয়া-ব্যবসায়ীরা অনেক সময় কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে তাহার ডিম্ব সংগ্রহ করে এবং কখন কখন কোয়া না লইয়া কেবল ডিম্বই সংগ্রহ করে। ডিম্ব সংগ্রহের পূর্ব্বে তুঁত গাছের আবাদ করিতে হয়। ইহা প্রায় ছোট ছোট গাছ আনিয়া চাষ করা হয়। বড় বড় তুঁতের গাছও অনেক দেখা যায়।

ভারতে যে কয় জাতীয় রেশম-কীট দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বিলাতী পসু (B. Mori), বড় পসু (B. Textor), নিস্তারী বা মান্দ্রাজী পসু (B. Crœsi), দেশী বা ছোট পসু (B. Fortunatus), চীনা পসু (B. Senisis) ই প্রধান। এই কয় জাতীয় পসুর চাষই ভারতে হইয়া থাকে। এই সকল পসু তুঁত গাছের পাতা খাইয়া কোয়া প্রস্তুত করে, এই কোয়ার রেশম হইতে গরদ প্রস্তুত হয়।

এতদ্ভিন্ন তসর, এণ্ডি, ও মুগা জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রেশমের পোকা আছে। তাহাদের কোয়া হইতে তসর, এণ্ডি ও মুগার কাপড় প্রস্তুত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইহাদের অল্প বিস্তর চাষ হয়। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার রেশমের কীট পালন করা হয়। নিস্তারী ও ছোট পসু এই দুই জাতীয় কীট পালনে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না এবং অতি অল্প যত্নেই ইহারা কোয়া প্রস্তুত করে।

উক্ত জাতীয় কীটের ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া চাষীরা বংসনির্ম্মিত ডালায় বিস্তৃত

করিয়া রাখিয়া দেয়। ডিম পাড়িবার ৮।১০ দিন পরে উক্ত ডিম হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকারের ছোট ছোট পোকা বাহির হইয়া ডিম্বের খোলার উপর বসিয়া থাকে। ইহাকে ডিম মুখান বলে। এই ডিম সকল প্রায়ই সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৯।১০টা পর্য্যন্ত মুখায়, গরমে ও শীতে এই সময়ের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। শীতকালে সচরাচর কিছু অধিক সময় পর্য্যন্ত ডিম মুখায়। সকালে ডিম মুখাই-বার সময় উত্তীর্ণ হইলে নরম তুঁতের পাতা খুব মিহি করিয়া কুচাইয়া সেই মুখান পোকার উপর অল্প অল্প করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত মুখান পোকা ঐ পাতের উপর উঠিয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় খুব নরম বুরুষ কিংবা পালক দ্বারা সেই পাতাসমেত পোকাগুলিকে ঝাড়িয়া একটী কাগজের উপর সংগ্রহ করিতে হয় এবং বেশ সমান করিয়া একটী গোলাকার চাক বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

এই ভাবে রাখিয়া দিনের মধ্যে ৫।৬ বার পাতা কুচাইয়া ইহাদিগকে খাওয়াইতে হয়। এইরূপ ৪।৫ দিন খাওয়াইবার পর ইহাদের প্রথম খোসা ছাড়িবার সময় উপস্থিত হয়। তখন তাহারা খাওয়া বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকে। এক দিন এইরূপ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া পর দিন তাহারা খোলস পরিত্যাগ করিয়া নব কলের ধারণ করে। তখন তাহাদের শরীর অত্যন্ত খস্‌খসে ও পূর্ব্বকার শরীর অপেক্ষা তিন গুণ বড় হয়। খোলস পরিত্যাগের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তাহারা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ থাকে! পরে তাহাযের উপবাসের আহার পূরণ করিবার জন্য আগ্রহের সহিত খাইতে থাকে। ৩।৪ দিন এইরূপ খাইবার পর তাহাদের দ্বিতীয়বার খোলস পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হয়। তখন প্রথম বারের ন্যায় খাওয়া বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধভাবে একদিন থাকিবার পর দ্বিতীয় দিনে আবার খোলস পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ করে। এইরূপে তাহার চারি বার খোলস পরিত্যাগ করে এবং প্রত্যেক বার খোলস পরিত্যাগের পর তাহাদের আকার তিন গুণ বৃদ্ধি হয়। চারি বার খোলস-ত্যাগের পর তাহারা কীটজীবনেব শেষ অধ্যায়ে উপনীত হয়। এই সময় তাহারা ক্রমাগত খাইতে থাকে। ৮।১০ দিন খাইবার পর তাহাদের শরীরের রং লাল্‌চে হয়। তখন বুঝা যায় যে, ইহাদের অন্ত্রে রেশমের সঞ্চার হইয়াছে এবং ইহারা কোয়া নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এইসময় উহাদিগকে এক একটী করিয়া পৃথক করিয়া লইয়া বাসা নির্ম্মাণোপযোগী সরু সরু থাকযুক্ত ডালাতে ছাড়িয়া দিলে ইহারা মুখ হইতে রেশম বাহির করিয়া তাহাতে কোয়া নির্ম্মাণ করিতে থাকে। তিন দিনের মধ্যে এক একটী সোণালী রংয়ের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া নিজেরা তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবদ্ধ হইলেও তাহাদের জীবন শেষ হয় না। তাহাদের শরীর হইতে রেশম বাহির করিতে করিতে যখন সমস্ত রেশম শেষ

হইয়া যায়, তখন তাহাদের দেহের আয়তন সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কুচিত দেহের উপর পাখা নির্গমন ও নানা পরিবর্ত্তন হয়। ঐ কোয়ার মধ্যে আট দশ দিন থাকিবার পর সেই কীটগুলি এক একটী সুন্দর প্রজাপতির আকারে কোয়ার মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির হয়। এই প্রজাপতিদিগের মধ্যে দুই জাতি আছে, একটী পুরুষ জাতি, অপরটি স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতীয় প্রজাপতি স্বভাবতঃই দুর্ব্বল এবং একস্থানে স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে, কিন্তু পুংজাতীয় প্রজাপতি স্বভাবতঃই চঞ্চল। যদিও কোন জাতিরই উড়িবার ক্ষমতা থাকে না, তথাপি পুংজাতীয় প্রজাপতি ডানা ঘন ঘন নাড়িয়া ফর ফর শব্দ করিতে করিতে স্ত্রী প্রজাপতির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। কোয়া কাটিয়া তাহা হইতে বাহির হইবার পর ইহারা ৫।৬ ঘণ্টা এক সঙ্গে থাকে, পরে তাহারা পৃথক হইয়া যায়। অনেক সময় তাহাদিগকে পৃথক করিয়া লইয়া পুং প্রজাপতিটী ফেলিয়া দিয়া স্ত্রী প্রজাপতিদিগকে একটী স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিলে তাহারা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এই ডিম হইতে পুনরায় কীট বাহির হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ডিম হইতে কীট, কীট হইতে কোয়া, কোয়া হইতে প্রজাপতি, এবং প্রজাপতি হইতে আবার ডিম্ব পাওয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহাদের কার্য্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কীট অবস্থায় ইহাদের কার্য্য কেবল আহার ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই অবস্থায় ইহারা ক্রমাগত আহার করিতে থাকে। কোয়া অবস্থায় ইহাদের কোন কার্য্যই থাকে না, কেবল নঃশব্দে তাহার মধ্যে তাহাদের আকার পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রজাপতি অবস্থায় তাহাদের ডিম প্রসব ভিন্ন আহারাদি কিম্বা অন্য কোন কার্য্যই থাকে না। ডিম্ব প্রসবের ৮।১০ দিন পরেই প্রজাপতিরা আপনারাই মরিয়া যায়। এই ডিম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া চাষারা তাহা হইতে পুনরায় কোয়া উৎপন্ন করে। তসর, এণ্ডি, ও অন্যান্য রেশমের কীটের কোয়া প্রস্তুত প্রণালীও একই প্রকার।

(২) কোয়া হইতে সূতা প্রস্তুত করা—রেশমের কোয়া প্রস্তুতকরা শেষ হইলে তিন চারি দিন পরে সেই সমস্ত কোয়া রৌদ্রেদিয়া পোকা মারিয়া ফেলা হয়। কখন কখন আগুনের তাপেও তাহাদিগকে মার হয়। কোয়ার মধ্যস্থ পোকা মরিয়া গেলে কোয়াগুলি একবার আগুনে ভাপাইয়া লইয়া পুনরায় রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া গরম জলে ফেলিতে হয়। গরম জলে ৪০ মিনিট থাকিবার পরই কোয়ার সূতা শিথিল হইয়া যায়। সেই সময় সূতার মুখ ধরিয়া লাটায়ে জড়াইলে প্রত্যেক কোয়া হইতে একটী অবিচ্ছিন্ন সূত্র বাহির হইয়া আইসে, কেবল পোকাটী জলে পড়িয়া থাকে। দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা এই সূতা সংগ্রহের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু সকলকার কার্য্য-প্রণালী ঐ একই ভাবে পরিচালিত। সমস্ত কোয়াটী একটী অবিচ্ছিন্ন-সূতা-নির্ম্মিত বলিয়া, ইহা দ্বারা নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

এণ্ডি প্রভৃতির কোয়া হইতে এরূপভাবে সূতা প্রস্তুত করা যায় না। ইহা কোন ক্ষার-বিশিষ্ট পদার্থের সহিত প্রথমে সিদ্ধ করিয়া পরে চরকা দ্বারা, কিম্বা পিঁজিয়া সূতা সংগ্রহ করিতে হয়। যে সকল কোয়া হইতে প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অবিচ্ছিন্ন সূতা পাওয়া যায় না। তথাপি সেগুলি হইতে সূতা বাহির করিতে হইলে এণ্ডির কোয়ার ন্যায় সূতা বাহির করিতে হয়। এই সূতা হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মট্‌কা বলে।

(৩) রেশমবস্ত্র বয়ন ও রসান—রেশম-বস্ত্রবয়নের জন্য তাঁতের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত রেশমবস্ত্রের জন্য তাঁতের তারতম্য আছে। মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি রেশম প্রধান স্থাতে অনেক প্রসিদ্ধ তাঁতি আছে। তাহা-দের হস্তনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত রেশম-বস্ত্র অতি সুন্দর বিলাতী বস্ত্রকেও পরাজিত করে। ইহাদের নিজেদের উদ্ভাবিত তাঁতে এই সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রেশমের সূতার রং করিবার জন্য তাঁতি বিবিধ প্রকার দেশী মশলা ব্যবহার করে। এই রং বিলাতি রং অপেক্ষা বেশী দিন স্থায়ী হয়।

রেশম-শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(বামাবোধিনী পত্রিকা)

—০—

মহিলাদিগের রচনা।

ভাইফোঁটা।

ফুটেছিল কত সুরভি কুসুম
উজলিয়া বন নন্দন
তার মাঝ হতে তুলিয়া এনেছি
শুধু একফোঁটা চন্দন।
দীনা ভগিনীর স্নেহ-উপহার
অযোগ্য হবেনা পায়
ভক্তির দান হেলায় যাবেনা
যতনে রাখিবে তায়।
মরতের যাহা মুছিয়া যাইবে
ঝরিয়া পড়িবে টীকা
অমর ভাষায় "দীর্ঘায়ু" তব
কপালে রহিবে লিখা।
বিধাতা মোদের মঙ্গল দিনে
আশীষ করুন সবে
ভাই ভগিনীর এ প্রেমের ব্রত
অটুট রহুক ভবে॥

ইন্দুপ্রভা দেবী।

———

প্রীতিময়ী।

দেখিতে দেখিতে হায় হ'ল কতদিন
সুখের সে দিন কোথা গিয়াছে চলিয়া—
যৌবনেতে কাছে তপু ছিলে নিশিদিন,
সেই সুখ দিন হায় গিয়াছে চলিয়া!
এখনো হয়না মনে মোর তপুরাণী
তেয়াগিয়া আমাদের চিরদিন তরে
এখনো স্বপনে হেরি সেই মুখখানি
সত্যই কি চলে গেছে ভুলিয়া সবারে?

তুমিত নিঠুর তপু ছিলেনা এমন
ছিল ও হৃদয় খানি প্রীতি পারাবার
কি লাগি ভুলিয়া তবে রয়েছ এখন
তোমা লাগি শোন বাছা কত হাহাকার
আভাগিনী জননীর একমাত্র বালা
ছিলি মাগো প্রীতিময়ী তাপিত প্রাণের
কেমনে গো শান্তি হবে এই শোক জ্বালা
কে বুঝিবে কি যে জ্বালা ভগ্ন হৃদয়ের
বড় আদরের তপু আছিলে আমার
তোমার অভাব বুকে শেলসম বাজে।
নিশি দিন হেরি তোমা অন্তর মাঝারে,
নিশি দিন ও মূরতি হৃদয়েতে রাজে।
এখনো শ্রবণে শুনি সেই কণ্ঠ স্বর,
সেই সুধা মাখা স্বরে ডাকিছে যেন মা
এখনো ধ্বনিত কানে সুধার নির্ঝর!
চারি দিকে শুনি যেন মাসিমা মাসিমা।
যতীশ বলিয়া তুমি হইতে আকুল,
সে ভাই আসিল কাছে দেখিলেনা তবু
শিয়রে জননী বসি হৃদি শোকাকুল
হেন অভিমানী মেয়ে দেখিনিত কভু?
যাবার সময়ে যদি বারেক দেখিতে
চাহিয়া জননী পানে; একটিও কথা
কহিতে মায়ের কাছে; তবু দগ্ধ চিতে
হইত সান্ত্বনা। কিছু ভুলিতেন বাথা!
জানিনা কি শেষ দুঃখ রয়ে গেল মনে
প্রকাশিয়া বলিলে না কোন অভিপ্রায়
যদি পূর্ণ হ'ত হায় জানালে বচনে
চলে গেলে সুনীরবে লইয়া বিদায়
বিধবা জননী আহা সদাশোক নীরে
মগ্ন। হয় মর্ম্মভেদী শোক শক্তিশেল
বিদীর্ণ হৃদয় তাঁর; ভগন অন্তরে
যাপিছেন নিশি দিন তিনি অশ্রুজলে
নব জাত শিশুটীরে দিয়ে গেলে কারে
জানিতে কি পূর্ব্ব হ'তে সকলি অসার
নেহারিতে একবারো চাহিলেনা তারে
ভাবিলেনা কোন কথা শিশু তনয়ার
মাতৃহীন আভাগিনী শুভ্র ক্ষুদ্র দেহ
ঊষা কালে জন্ম তাই শুক তারা নাম
মামা তার রাখিয়াছে কত করে স্নেহ
দিবা নিশি তারি কথা বলে অবিরাম
জ্ঞান হ'লে যবে সেগো শুধাইবে হাসি
"মা মোর কোথায়? হায় কি দিব উত্তর?
বক্ষ ভেদি উছলিবে শুধু অশ্রুরাশি
শিশুর সে প্রশ্ন শুধু ব্যথিবে অন্তর
জানিবেনা আভাগিনী মা বলে যে কারে
মাতৃ স্নেহ সুধা হ'তে আজন্ম বঞ্চিত
তাই সদা মনে হয় বাঁচিবে কি করে
তবু পিসিমার বুকে যে সুধা সঞ্চিত
সেই সুধা পান করি হওমা বর্দ্ধিত
তুই তার স্মৃতি চিহ্ন ক্ষুদ্র একটুকু
তবু তোরে কোলে নিলে শান্ত হবে চিত
জুড়াইবে দিদিমার তবু তপ্তবুক।

কাসৌলি। শ্রীমতী সা

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ।

উন্নতিশীল সমাজে নিত্য নব ঘটনা চারিদিকে ঘটিতেছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি সকল বিভাগেই বিবিধ বিচিত্র শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দবর্দ্ধক সত্য সকল প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের মহিলাগণের সমস্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে বা অসাক্ষাৎভাবে যোগ রহিয়াছে। এজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে 'মহিলাকে' সাময়িক প্রসঙ্গ দ্বারা যথাসম্ভব সজ্জিত করিব। সাধারণ সাহিত্যের আলোচনা এবং নারীজাতির বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রসঙ্গের সহিত এই ক্ষুদ্র আয়তনের ভিতরে যত অন্যান্য শিক্ষাপ্রদ বিষয় থাকে ততই 'মহিলা' পাঠিকাগণের তৃপ্তিকর হইবে। কিন্তু মহিলাগণের রচনা লিখিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতে আমরা চিরদিনই প্রস্তুত আছি, আশা করি পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগের লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ঘোষ এণ্ড সন্‌স্‌।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১॥০, ১৸০, ২৲, রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০৲, "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অন্য রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮॥০, ১০॥০, ১৩॥০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভাইজার ক্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হাণ্টিং "আর্মি" ১৫৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯॥০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস হণ্টিং ঘড়ি ৫।০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২।০, ২॥০, ৩৲, ৩॥০ টাকা।

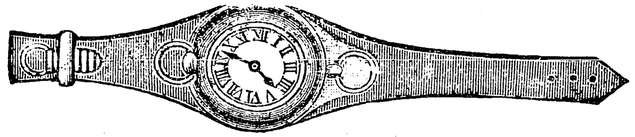

লেদারষ্ট্র্যাপসহ রূপার রিষ্ট ওচাচ ৫॥০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ২৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩২৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে উর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে উর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১।০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি, ক্লক, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।৵০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।

৫০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্য্য ঔষধালয়।

৫০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ।

শ্বাস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর যদি জরাগ্রস্ত হয়, দেহ কাশ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগপ্রবণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ ও শরীর বলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ-রসায়ণ সেবন করাই প্রশস্তকল্প।

সামান্য সর্দ্দি কাশি হইতে দুঃসাধ্য হাঁপানি, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মহৌষধ সুদুর্লভ।

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কড্‌লিভারঅয়েল গ্লিসল্টসিরাপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়েন বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ ফললাভ করেন, সেই সেই উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ সেবনে আশাতীত ফল লাভ করা যায়।

অধুনা প্রায় সকলেই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্তুত করেন না, সেই জন্য চ্যবনপ্রাশের সুফল সর্ব্বত্র ফলে না। আমি সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া থাকি, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত আছে। মফঃস্বল হইতে চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধআনার টিকিট সহ রোগের অবস্থা জানাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র ও ক্যাটালগ পাঠান হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ।

কবিরাজ।

স্থাপিত সন ১২৮২সাল।

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

সুগন্ধে স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। ইহা মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য "লক্ষ্মীবিলাস" কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, বোতল ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী এসেন্সের চূড়ান্ত! **গোলাপ সার** ঘরে ঘরে বাদসাই আমোদ !!

অত্যুৎকৃষ্ট সৌগন্ধযুক্ত গোলাপফুল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, এইরূপ মনোহর নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। "গোলাপ-সারের" সৌরভে ও স্নিগ্ধতায় সকলেই বিমোহিত হইবেন। ইহার কয়েক ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিলে উত্তম গোলাপ জলে পরিণত হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত "তথা কথিত স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করিতে চান নাই, তাঁহারা অবাধে "গোলাপ-সার" ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

ম্যানিফ্যাক্‌চারীং পারফিউমারস্‌

কলিকাতা ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার

প্রভাবতীর পত্র।

ছোট মেয়ে টুকটুকে প্রভাবতী। যেমন মুখ, তেমনি চোক, তেমনি কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, তেমনি হাস্যময়ী। বোধ হয় বিধাতা যেন তুলি দিয়া স্বহস্তে চিত্র করিয়া সেই সুকোমল দেহে সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভাবতী বড় আদুরে। বাপমার একমাত্র মেয়ে। পিতার অবস্থাও ভাল, যা বায়না লয়, তাই শুনিতে হয়। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা প্রভা, ইহার উপর লিখিতে পড়িতে জানে। প্রভার পিতা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন। মোটে চারিদিন দেশছাড়া। ইহার মধ্যে প্রভা তাঁহাকে আট খানি চিঠি লিখিয়াছে। বাড়ীতে দুর্গোৎসব। সকলেরই মুখে আনন্দ, প্রাণে উৎসাহ। প্রভা বিমর্ষমুখী বিমলিনা। কেন-তাহা তাহার শেষ পত্র খানিতে প্রমাণ। সে পত্র আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রভা লিখিয়াছে—"বাবা কলকেতায় তোমার এত কি কাজ? শুনিতে পাই, তোমার কলিকাতার বাসার কাছেই "কেশরঞ্জন" বিক্রী হয়। একটু কষ্ট করিয়া তোমার এ ছোট মেয়েটীর জন্য গোটাকতক কিনিয়া পাঠাইতে পার না? আমার জন্য চার শিশি, প্রমীলা দি'দর জন্য এক শিশি, সইএর জন্য দুই শিশি, আর চক্রবর্ত্তীদের সেই বাপমা-মরা মেয়ে উষার জন্য, এক শিশি কেশরঞ্জন ডাকে পাঠাইবে। পূজা আসিয়া পড়িল। যদি কা'ল কি পরশু না পাই তবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিব।" বলা বাহুল্য আদরিণী প্রভার পিতা, এই পত্র পাইয়া তাহার প্রয়োজনীয় আবদারটী তখনই পূর্ণ করিয়াছিলেন। যদি কোন ভদ্রলোক প্রভার পিতার অবস্থা পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও আমাদের কার্য্যালয়ে আসুন। হাজার হাজার কেশরঞ্জন প্রস্তুত। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা; মশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশির মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা, মাশুলাদি ৷৷৵০ এগার আনা।

কোমল মুখখানি।

যে মুখে ব্রণ, মেচেতা, ছুলি ঘামাচি নাই, যাহার চামড়া ফাটিয়া কর্কশ হয় না, সেই মুখই কোমল মুখখানি। কিশোর কিশোরীর কোমল মুখখানি প্রায়ই ঐ সকল রোগে কু-শ্রী হইয়া যায়। আমাদের "হিমাংশু-দ্রব ব্যবহারে ঐ সকল রোগ শীঘ্র নষ্ট হইয়া, মুখের সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠে। ইহার সুগন্ধে মন বিভোর হয়। ব্যবহারে মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃবিমণ্ডিত হয়। এক শিপি হিমাংশু-দ্রবের মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৵০ পাঁচ আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্‌ কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্‌ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব্‌ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং নোয়াপাড়া চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হ'তে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি? আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা মাথাঘোরা মাথাজালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় একাশিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা। একত্র বড় ৩ তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা। ৵৹ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ, বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন-আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রবসংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ ও সবল করিয়া দিবে। পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার একশিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

REG No. C. 32.

মহিলা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

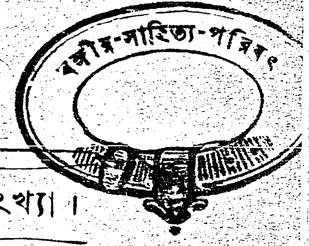

১৭শ ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। ডিসেম্বর, ১৯১১। [৫ম সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা ...	৯৭
আমাদের প্রস্তাব ...	৯৭
সভ্যাবস্থাতে নারীজাতির গৌরব ...	৯৯
হ্যালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা ...	১০১
কার্য্যকরী শিক্ষা ...	১০৫
পঙ্গু বালকের প্রতি মহারাণী মেরীর কৃপাদৃষ্টি ...	১০৮
ভগিনী নিবেদিতা ...	১০৯
রাজা ও রাণীর শুভাগমন ...	১১৫
মহিলার রচনা—প্রিয়তমা কন্যার বিয়োগে ...	১১৯

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

রমণীর বিচিত্র কুন্তলের শোভা বর্দ্ধন করিতে হইলে

নিত্য স্নানের সময় কেশপ্রসাধনে আমাদের

মহাসুগন্ধি **"কুন্তলবৃষ্য তৈল"** ব্যবহার করুন।

কারণ—কেশের শোভা বৃদ্ধি করিতে, কেশপাশ কুঞ্চিত, কোমল ও সুকৃষ্ণ করিতে আমাদের মহাসুগন্ধি "কুন্তলবৃষ্য তৈল" অদ্বিতীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন।

কারণ—বাজে খনিজ তৈলে দুই দশ ফোঁটা সুগন্ধিসার মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় নানাবিধ কেশবৃদ্ধিকর ও মস্তিষ্কস্নিগ্ধকর ভেষজ পদার্থ দ্বারা ইহা প্রস্তুত।

কারণ—ইহা মাখিলে হাত পা জ্বালার নিবৃত্তি হয়, শরীর ও মন স্নিগ্ধ থাকে। বর্ণের উজ্জ্বলতা সাধিত হয়, কান্তি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়।

আপনি অদ্য হইতেই কুন্তলবৃষ্য ব্যবহার করুন।

মূল্যাদি প্রতি শিশি এক টাকা।	
মায় ডাকব্যয়	১।৵ আনা।
তিন শিশি	২।০ আনা।
ডজন	৯৲ টাকা।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা
ঔষকরাজ।

প্রধান চিকিৎসক
কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন
ও
কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

অন্তঃপুর

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] অগ্রহায়ণ ১৩১৮। ডিসেম্বর, ১৯১১। [৮ম সংখ্যা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রার্থনা।

হে সচ্চিদানন্দঘন দেবতা, তুমি আপনার স্বরূপে ও সত্তাতে নরনারীকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আপনি কৃপা করিয়া আপনার সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের পরিচয় দিয়া তাহাদিগের মনকে প্রশস্ত ও উন্নত করিতেছ, ইহাই তোমার সৃষ্টিলীলা। যদি আমরা পৃথিবীতে দীর্ঘকাল জীবিত থাকি, অথচ তোমার পরিচয় না পাই তাহা হইলে তোমার স্বর্গীয় অভিপ্রায় আমাদিগের জীবনে পূর্ণ হয় না। আমাদিগের দেশের নারীজাতি তোমার কৃপায় ধন জন জীবন সকল সম্ভোগ করিতেছেন, কিন্তু এই সকলের ভিতরে যে তোমার স্বর্গীয় সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য রহিয়াছে তাহা বিশ্বাস চক্ষে দর্শন করিয়া তোমাকে লাভ করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইতেছেন না। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি তুমি তাঁহাদিগের চক্ষু খুলিয়া দেও, তাঁহাদিগের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর, যে তাঁহারা এখানেই তোমাকে জানিতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত উন্নতি, উদারতা, সুখ ও শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার ২ প্রণাম করি।

—০—

আমাদের প্রস্তাব।

ভারতে সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জ একেবারে মেতে গেছেন। তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য কত স্থানে কত প্রকার উদ্যোগ হইতেছে, কত প্রকার সদনুষ্ঠান হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এসময়ে আমাদের ব্রাহ্মিকাগণের কি কিছু করিবার নাই? তাঁহারা অনেকেই বিদ্যালাভ করিয়াছেন, জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, সামাজিক নানা প্রকার দুর্দ্দশা এবং উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এবং অবগুণ্ঠন প্রথার অন্ধকার এবং বদ্ধবায়ু হইতে বাহির হইয়া আলোক এবং

মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছেন। উপাসনালয়ে এবং নানা প্রকার সভা সমিতিতে যাইয়া কত প্রকার জ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতেছেন। এ সমস্তই তাঁহাদের প্রতি শ্রীহরির বিশেষ করুণা এবং বৃটিস রাজের প্রসাদ। প্রাচীন ভারতে কি ছিল, না ছিল, তাহা জানা তত সহজ নয়, কিন্তু ভারতে ইংরাজের আগমনের অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে রমণীগণের দুর্দ্দশা শেষ সীমায় আসিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনের সময়ের অত্যাচারী রাজা এবং রাজপুরুষদের ভয়ে তাঁহাদিগকে গৃহে বদ্ধ থাকিতে হইত এবং এই জনানা ব্যবস্থায় তাঁহাদের সকল প্রকার উন্নতির পথে কণ্টক বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে প্রায় নিকৃষ্ট পশুদলভুক্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই সময় পুরুষগণ সাধারণত অজ্ঞান এবং কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন; এবং অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্ত্রীগণকে নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা পুরুষদের সেবা এবং আমোদ আহ্লাদের জন্য সৃষ্ট। শাশুড়ী এবং ননদ বৌদিদের প্রতি যে কি অত্যাচার করিতেন তার গল্প আমাদের মা খুড়ীর মুখে শুনিয়াছি; এবং নিজেরাও কিছু কিছু দেখিয়াছি। কম্বক্তার ঘোড়া মরে, আর ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে" "স্ত্রী মরে যাওয়া আর পায়ের জুতা ছিড়ে যাওয়া"। এরূপ প্রবাদ বাক্য তখন চলন ছিল। পাশ্চাত্য আলোক ও শিক্ষার প্রভাবে পুরুষগণ উন্নত হইয়া নারীজাতির উন্নতি সাধনে চেষ্টান্বিত হইলেন। যে ইংরাজ শাসনে এবং ইংরেজ জাতির জ্ঞান প্রভাবে ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইয়া ক্রমে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে এবং ভারতে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে সেই ইংরাজ রাজ এবং ইংরাজ জাতির প্রতি কোন্ পাষাণ হৃদয় কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে? ব্রাহ্মিকাগণ ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এবং মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করুন, কিন্তু কেবল শূন্যগর্ভ ধন্যবাদে হবে না। "To whom much is given from him much is expected" যাহাকে যত দেওয়া হয়, তাহার নিকট তত প্রত্যাশা করা হয়। বিধাতা চান যে, তাঁহার শিক্ষিতা কন্যাগণ তাঁহার অশিক্ষিত দুঃখিনী কন্যাগণের সেবা করেন এবং তাঁহাদেরে জ্ঞানালোক দিয়া উন্নত করেন। বিধাতার বিধি অনুসারে তাঁহার দানের আদান প্রদান ক্রমাগত চলিতেছে। সমুদ্র আকাশকে জল দেয়, আকাশ সেই জল বর্ষারূপে পৃথিবীকে দেয়; পৃথিবী সেই জলকে রসরূপে উদ্ভিদকে দেয় এবং উদ্ভিদ শস্য ফল, মূল পুষ্প দিয়া প্রাণীগণের সেবা করে, এবং প্রাণীগণ জীবন ও মরণে উদ্ভিদের সেবা করে। পৃথিবী প্রতিবৎসর কি পরিমাণে সাগর হইতে জল পাইবে; এবং তাহার কত অংশ লইয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিবে এবং কত অংশই বা সাগরেতে ফেরত দেবে তাহা বিধাতার অঙ্কশাস্ত্রানুসারে (Mathmetically) নির্দ্দারিত করা আছে। তাহার একটু এদিক ওদিক হইবার যো

নাই। আমাদের ধন, মান, বিষয়, বিভব, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ সকলই আদান প্রদানের জন্য। ইহাই ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, ইহার অতিক্রম করিবার চেষ্টায় আমাদেরই অনিষ্ট হয়। তাঁহার দান কোন না কোন ক্রমে প্রত্যাহৃত হয়। মানব জীবনের নিয়তি স্মরণ করিয়া শিক্ষিতাগণ অশিক্ষতাগণের জন্য কিছু কাজ করুন, কতপ্রকার উপায় হইতে পারে তার মধ্যে একটি উপায়ের প্রস্তাব আমরা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। সেটি এই, সমস্ত ব্রাহ্মিকাগণকে লইয়া একটি সমিতি হউক ইহার নাম "জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা" বলা যাইতে পারে। এই সভার উদ্দেশ্য অল্প শিক্ষিতাদেরে জ্ঞান প্রদান করা; সমস্ত ব্রাহ্মিকাগণ এই সভার সভ্য হইবেন এবং সকলেই ইহাতে কিছু কিছু অর্থ দান করিবেন, এবং অন্যের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করিবেন। এই অর্থ দ্বারা ছোট পুস্তিকা Tract প্রকাশিত এবং বিতরিত হইবে। শিক্ষিতা সভ্যাগণ পুস্তিকা লিখিবেন। নীতি, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা, গৃহরক্ষা, সন্তানপালন, ইতিহাস জীবনী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, এবং অন্যান্য বিষয়ের সার কথা অতি সহজ ভাষায় ইহাতে লিখিত থাকিবে। একখানি মাসিক পত্রিকাও বাহির করা যাইতে পারে। এই উপায়ে পল্লীগ্রামবাসিনী অল্প শিক্ষিতাগণকে নানা বিষয়ক জ্ঞান ও তত্ত্ব শিখান যাইতে পারিবে। এই প্রস্তাব পড়িবামাত্র দুই চারি জন ব্রাহ্মিকা পাঠিকা এই কার্য্য সাধনের জন্য যদি ব্রতী হন, তাহলেই কাজটা আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। কোন প্রকার সদনুষ্ঠান করিতে প্রথমে অনেক লোকের প্রয়োজন হয় না; দু'-চারি জন কোমর বেঁধে "জয় হরি" বলিয়া কাজে লাগিলে শ্রীহরি তাঁহাদের সহায় হন ইহা ধ্রুব সত্য।

ব্রাহ্মিকাদেরে কাজ আরম্ভ করিতে বলিতেছি এই জন্য যে তাঁহাদের অনেক প্রকার সুবিধা আছে। তাঁহারা বাহিরে বাহির হইয়া সুবিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের পড়াশুনার অভ্যাস আছে এবং তাঁহারা অনেক প্রকার দূষিত সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত। কিন্তু শিক্ষিতা মাত্রেই এ সভার সভ্য হইতে পারেন এবং নানারূপে ইহার সহায়তা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

—০—

সভ্যাবস্থাতে নারীজাতির গৌরব।

সভ্যতার উন্নতিতে জগতে মহিলাকুলের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। ধর্ম্মনীতি এবং সভ্যতার যত শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ততই রমণী মনুষ্য সমাজের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিবে। ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে "Woman is the fulfilment of man"। ইহার বঙ্গানুবাদ শ্রুতি সুখকর হইবে কিনা জানি না। "নারী নরের পূর্ণতা"। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে নারীত্বই মানবের প্রকৃত

অবস্থা। নর জন্মাবধি যদি নরত্বেতেই স্থিতি করে, তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। নারীর অপর অভিধান প্রকৃতি। সমস্ত বাহ্য জগতের সাধারণ নাম প্রকৃতি। নারীজাতিও প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি হওয়াই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। নারী স্বভাবতঃই সেই প্রকৃতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নরও প্রকৃতিরই অন্তর্গত। তাহারও উদ্দেশ্য প্রকৃতিত্ব লাভ করা। একারণেই ইংরেজ কবি বলিতেছেন "নারীই নরের পূর্ণতা। যদি নর প্রকৃতিত্ব প্রাপ্ত না হইয়া অভিমানের সিংহাসনে আমরণ অধিরূঢ় থাকেন, তবে জন্মের সাফল্য লাভে তিনি বঞ্চিত রহিলেন।

যে দেশে মানবজাতি অসভ্যাবস্থা অতিক্রম না করে, সে দেশেই নরের তুলনায় নারীর পদবী সমাজ মধ্যে হীন। অসভ্যাবস্থাতে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব। পুরুষ বাহুবলে তখন সমস্ত সমাজকে রক্ষা করে। সুতরাং নারীর হৃদয়ের শক্তিও বাহুবলের আশ্রিত। এ অবস্থায় পুরুষেরই আধিপত্য। অসভ্যাবস্থাতে জনসমাজে সাহিত্য, শিল্প, কলাবিদ্যারও উন্নতি দেখা যায় না। মনুষ্যের দৈহিক জীবন রক্ষার ব্যাপারই বৃহৎ ব্যাপার। পুরুষগণ সেই ব্যাপারে এবং অরাতিনাশের কার্য্যে সতত ব্যাপৃত থাকে। রমণী সেকালে নানা ভয়ে ভীত, গৃহে আবদ্ধ দাসীর ন্যায় গৃহকর্ম্মে এবং পুরুষদিগের মনস্তুষ্টিসাধনে নিয়ত ব্যস্ত সমস্ত। অসভ্যাবস্থাতে পুরুষগণ রমণীকুলের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। পুরুষের সেবাদাসী হইয়া নারীগণ পুরুষের প্রশংসাকর্ষণপূর্ব্বক কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করেন।

জ্ঞান-রবির অভ্যুদয় মাত্র জনসমাজের অবস্থা স্বতন্ত্র হইয়া উঠে। মনুষ্য শিশু জন্ম গ্রহণমাত্র মাতৃকোলে আশ্রয় লাভ করে, মাতৃস্তন্যে শরীরের পোষণীশক্তি প্রাপ্ত হয়। সমস্ত মানবজাতি ঠিক একটি শিশুসদৃশ, বাস্তবিক নারীজাতির প্রেমক্রোড়ে নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এজন্য নারীজাতি জননী এবং জীবনদায়িনী; তাঁহারা চিররুতজ্ঞতার পাত্রী এবং শ্রদ্ধাস্পদা। তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা ও নিরাপদ করা নরজাতির কৃতজ্ঞতা পূর্ণ কর্ত্তব্য মাত্র। সভ্যতার আবির্ভাবে এইরূপ কৃতজ্ঞতা জনসমাজে আবির্ভূত দেখা যায়। সভ্যতার অবতরণে শিল্প ও কলাবিদ্যা, সাহিত্য ও নীতি ক্রমে বিকশিত এবং সমুন্নত হইতে থাকে। ধর্ম্ম এরূপ সভ্যতার শির্সদেশে স্বীয় গৌরবের সিংহাসন সংস্থাপনপূর্ব্বক জনসমাজকে আপনার কৃপা প্রদর্শন করেন।

জনসমাজ যখন ঐরূপ সভ্যতার প্রভাব লাভ করে, তখনই রমণীকুলে রমণীরত্ন সকল জন্ম পরিগ্রহ করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূভাগের পুরাতন ইতিহাস বা নবীন কাহিনী অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে আমরা যাহা বলিলাম, তাহারই অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অরুন্ধতী, বাক্, দেবহুতি, বিশ্ববারা খনা, লীলাবতী প্রভৃতি পূজ্যা মহিলা

বৃন্দ কি প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার গৌরব প্রকাশ করেন না? গোপা প্রভৃতিও বৌদ্ধযুগের প্রভাব প্রকাশিকা মহিলা। নাইটিঙ্গেল ও কার্পেণ্টারদুহিতা, কব্‌কন্যা এবং মেরী করেলী প্রভৃতি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার পরমকীর্ত্তিরূপিনী নারীগণ সভ্যতার অভ্যুদয়ে জন্মিয়া সমস্ত জনসমাজের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন।

সভ্যতার সূর্য্য যখন ভারতবর্ষে অসভ্যতার পশ্চিমগগনে অস্তগত হয়, নারীজাতির অবস্থাও লজ্জাবতী লতাসদৃশ একেবারে সঙ্কুচিত এবং মৃতপ্রায় হইয়া উঠে। যে ভারতে পূর্ব্বোল্লেখিত মহিলাকুলের আবির্ভাব, সেই ভারত আবার ঘোর কুসংস্কারান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভারত মহিলাগণ পুনরায় হীনপ্রভ ও জ্ঞানহীন হইয়া পুরুষজাতির পদানত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবাসী পুরুষগণ পুনরায় অসভ্যতার আধিপত্য স্বীকার করাতে নারীজাতিকে অত্যন্ত হেয় ও শোচনীয় অবস্থাতে অবনমিত করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের সেই দুঃখের তামসী নিশার আবার অবসান হইয়াছে। আবার ভারতাকাশে জ্ঞান ও সভ্যতার, ধর্ম্ম ও নীতির অরুণোদয় হইয়াছে। ভারত মহিলাবৃন্দ তাই ধর্ম্ম এবং জ্ঞানচর্চ্চায় পুনরায় আপনাদিগের জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। কাজে কাজেই ভারতীয় জনসমাজে বর্ত্তমান যুগে মহিলাকুলের প্রতি পবিত্র শ্রদ্ধা উদ্দিপিত হইতেছে। সুপ্তোত্থিত ভারতবর্ষে জ্ঞান ধর্ম্ম নবভাবে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতেছে। নারীজাতিকে ভারতে শিক্ষালোকপ্রাপ্ত পুরুষগণ নবভাবে শ্রদ্ধা এবং গৌরবদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

নারীগণ আপন পদবীর মর্য্যাদা রক্ষা এবং নরকুলের কল্যাণব্রত পালন করুন ইহাই প্রার্থনীয়। পরপদদলিত নর নারী পৃথিবীতে আপন কর্ত্তব্য সুন্দররূপে অনুভব বা সাধন করিতে পারেন না। মুক্ত আকাশেই উদ্ভিদ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে ও ফল ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তেমনই নির্ম্মুক্ত অবস্থাতেই নরনারীগণের পুণ্য, প্রেম ও প্রতিভা প্রকাশ পায়। এইক্ষণ ভারতীয় নারীগণ যেমন স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতেছেন, তেমনই পবিত্রতা প্রীতি ও নানাবিষয়িনী প্রতিভা প্রকাশপূর্ব্বক ভারতীয় জনসমাজের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারে কৃতকার্য্য হউন ইহাও প্রার্থণীয়। ভারতসিমন্তিনীগণ লুপ্ত গৌরবের উজ্জ্বল মুকুট শিরে পরিধানপূর্ব্বক ভারতীয় জনসমাজের শ্রদ্ধা ও আদর পৃথিবীতে যেন প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্যা হইতে পারেন।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দশম পরিচ্ছেদ।

একটী মৃত্যুশয্যা।

বার্মিঙহ্যাম্ সহরে একটী সুদৃশ্য অট্টালিকার একটী সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠে একটী বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বাণিজ্যের

দ্বারা তিনি খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থ উভয়ই উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।: কিন্তু ধন অথবা পদমর্য্যাদা মৃত্যুশয্যায় শান্তি আনয়ন করিতে পারেনা—আজ এই বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় অতীত জীবনের অতীত ঘটনাবলির কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন।

তখন শীত কাল। মিঃ হ্যালিবার্টন যে গ্রীষ্মে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন ব'লিয়া স্থির করিয়াছিলেন ইহা তাহারই পূর্ব্ববর্ত্তী শীত কাল। সে দিন শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; রোগীর গৃহে অগ্নিকুণ্ড সজ্জিত। বাহিরের শীত প্রভঞ্জন মানুষের শরীরে সূচিকা বিদ্ধ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল এবং তুষার রাশি স্তূপাকারে গবাক্ষের পার্শ্বে সঞ্চিত হইতেছিল ও স্ফাটিক কপাটে প্রবলবেগে আঘাত করিতেছিল।

রোগীর গৃহটী নানারূপ আরামপ্রদ দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ। এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে রোগীর কোনরূপ অসুবিধা না হইতে পারে। কিন্তু তথাপি এই সকল আরামের পুঞ্জীভূত আয়োজন মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগীর চিত্তে শান্তি বা সুখ আনয়ন করিতে পারে নাই। তাঁহার হস্তদ্বয় অসহ্য যন্ত্রনায় ক্ষণে ক্ষণে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইতেছিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা বাহিরের তুষার পাত দর্শনে নিযুক্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা উহার কিছুই দেখিতেছিল না। তাঁহার চক্ষুদ্বয়ও তাঁহার চিত্তের সহিত সেই অতীতেই দৃঢ় নিবদ্ধ ছিল।

কি আজ তাঁহার চিত্তকে এরূপে ব্যথিত করিতেছিল? দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ যে নষ্ট হইয়াছিল সেই চিন্তাই কি আজ তাঁহার হৃদয়কে মথিত করিতেছিল? না, তাহা নহে। যে মানুষ মৃত্যুর তরণীতে এক পা তুলিয়া দিয়াছে সেই রহস্যময় অজ্ঞাত লোকের যাত্রীর আর সাংসারিক লাভ ক্ষতিতে কোন কষ্ট হইবার কথা নহে। এখনও তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, এবং উহা ভোগ করিবার জন্য তাঁহার পুত্র কিংবা কন্যা কেহই উত্তরাধিকারী ছিল না। একবার স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর তাঁহার সেই রোগশুষ্ক ওষ্ঠাধরের ভিতর হইতে দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির সহিত কি কথা উচ্চারিত হইতেছে—

"এখন আমি সব বুঝেছি, জীবন মৃত্যুর এই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আমি সব বুঝেছি! যতদিন স্বাস্থ্য থাকে, যতদিন মাটীর শরীরে তেজ বীর্য্য বর্ত্তমান থাকে ততদিন আমরা বৃথা গর্ব্বে কিছুই দেখতে পাই না, ততদিন আমাদের প্রাণ কঠোর স্বার্থপর। প্রবৃত্তি মদগর্ব্বে পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু যখন মৃত্যু এসে আপনার শীতল কর স্পর্শে আমাদের চঞ্চল উত্তপ্ত শোনিতকে শান্ত করে আনে, তখন আমরা আমাদের ভ্রম বুঝতে পারি। আজ মৃত্যু আমার শিয়রে উপস্থিত, আজ আমি জীবনের মহা ভ্রম বুঝেছি। কেন আমি তাকে কুক্কুরের মত গৃহতাড়িত করে দিলাম! তার আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না, আমি তাকে নিষ্ঠুর ভাবে ভীষণ সংসার সমুদ্রে তৃণখণ্ডের মত

ভাসিয়ে দিলাম! সে আমার ভগ্নীর একমাত্র পুত্র, সে ভগ্নী আমার পূর্ব্বেই পরলোকে চলে গিয়েছিল। আমরা দুজনে সহোদর ভাই বোন, সুকুমার শৈশবে একত্র আহার একত্র শয়ন করে ছিলাম, একই শান্তিময় গৃহে, একই পিতা মাতার স্নেহকোলে লালিত পালিত হয়ে ছিলাম। দুজনে এক সঙ্গে খেলা করেছি—দুজনে একই সুখ দুঃখের অংশভাগী ছিলাম। আমি যেমন এখন মৃত্যুশয্যায় পতিত তেমনি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে আমাকে লিখেছিল "রিচার্ড, যদি আমার ভাগ্যহীন পুত্র শৈশবে আবার পিতৃহীনও হয়ে পড়ে তা হলে তোমার প্রিয় ভগ্নি হেলেনের মুখ চেয়ে তুমিই তার সুহৃদ ও রক্ষক হয়ো। ভগবান তোমাকে এর জন্য আশীর্ব্বাদ করবেন।"—কিন্তু সেই বালক আমার অসন্তোষ উৎপন্ন করলে, আমি ভগ্নী হেলেনের মৃত্যুকালীন অনুরোধ তুচ্ছ করে তাকে গৃহ হ'তে বহিস্কৃত করে দিয়েছি! এর জন্য কি আমাকে দায়ী হতে হবে?

শেষোক্ত বাক্যাংশ অপর কথাগুলি অপেক্ষা সুস্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল। তিনি মর্ম্মবেদনায় ব্যাকুল হইয়া এই কথাগুলি যেন কিছু অতিরিক্ত জোরের সহিত উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন। অগ্নির নিকটে বসিয়া একটী স্ত্রীলোক নিদ্রাবেশে ঢুলিতেছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"আমাকে কি ডাকছিলেন?"

"না, তুমি ঘর হতে বের হয়ে যাও—আমাকে একলা থাকতে দাও।"

"কিন্তু—"

তিনি সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—"ব'লছি, বের হ'য়ে যাও—আমাকে একলা থাকতে দাও। শুনতে পাচ্ছনা?"

স্ত্রীলোকটী গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় রোগী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তারা কি এখনও আসেনি?"

"না, এখনও আসেন নি। কিন্তু বাইরে যে রকম বরফ বৃষ্টি হচ্ছে তাতে না এলেও কোনরূপ আশ্চর্য্য হবার কথা নেই। এমন বৃষ্টিতে পথে বার হওয়া দুষ্কর।"

স্ত্রীলোকটী বাহির হইয়া গেল। রোগী পুনরায় উপাধানে মস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন—তাঁহার চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ বিস্ফারিত, কিন্তু সেই পূর্ব্ববৎ শূন্যদৃষ্টি! এই মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি কে, বোধ হয় এবিষয় জানিতে পাঠকের কৌতূহল হইতেছে। হয়তো পাঠক অনুমান করিয়া লইয়াছেন কারণ ইহাঁর নাম তাঁহারা পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। ইনি হ্যালিবার্টনের সেই মাতুল মিঃ কুপার, যিনি তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

এখানে পূর্ব্ব কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। রিচার্ড কুপার তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অন্য দুই জনের মধ্যে একটী ভাই এবং অপরটী ভগ্নী। ইহাদের তিন জনের নাম রিচার্ড, অ্যালফ্রেড ও হেলেন। অ্যালফ্রেড ও হেলেন উভয়েই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু রিচার্ড বিবাহ করেন নাই। ইহা কতকটা বিস্ময়ের ব্যাপার বলিতে হইবে যে

ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়েই একটী শিশু সন্তান রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং উভয় শিশুই আসিয়া রিচার্ডের গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। প্রথমেই ভ্রাতৃকন্যা জুলিয়া রিচার্ডের গৃহে আসিল। এ ঘটনা এড্‌গার হ্যালিবার্টনের সে গৃহে আসিবার বহুপূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। হেলেন পাদ্রি উইলিয়াম হ্যালিবার্টনের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। হেলেন ডিভন শায়ারে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যু-শয্যায় আপন ভ্রাতা রিচার্ডকে পুত্রের ভার গ্রহনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া যান। সে কথা রিচার্ডের মুখ দিয়াই ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে হেলেনের স্বামীও পরলোক-গত হন, তখন এডগার বাধ্য হইয়া আপন মাতুলগৃহে আশ্রয় লয়। এই দুই শিশু বালক বালিকার সৌভাগ্যক্রমে রিচার্ড বিবাহ করেন নাই, তিনি সস্নেহে উভয়কে আপন গৃহে নিজ পুত্র কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন।

তিনি তাহাদিগকে পরম সুখেই রাখিয়াছিলেন। তাহার পর ব্যবহারজীবি অ্যাল্‌টনী ভেয়ারের সহিত জুলিয়ার বিবাহ হইল, তখন সে রিচার্ডের গৃহ হইতে স্বামীগৃহে চলিয়া গেল। তাহার স্বামী একটী দূরবর্ত্তী সহরে আইনব্যবসায়ী ছিলেন এবং সে ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। এড্‌ গারের মাতুল গৃহে আসিবার কিছু দিন পরেই জুলিয়ার বিবাহ হয় এবং জুলিয়ার বিবাহ হইবার পর রিচার্ড এডগারকে নিজগৃহ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। সে আজ বহুদিনের কথা। তাহার পর কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ রিচার্ড কুপার মৃত্যুশয্যায় শায়িত, আজ তিনি তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার ও নির্দ্দয়তার জন্য অনুতাপ ভোগ করিতেছেন। এত দিন সে জন্য তাঁহার কোনরূপ দুঃখ বা অনু-শোচনা উপস্থিত হয় নাই। আজ মৃত্যুর দ্বারে গতজীবনের অপরাধের জন্য তাঁহার ভীষণ পশ্চাত্তাপ উপস্থিত। বন্ধুগণ, আমাদের জীবিতকালে কর্ম্মময় জীবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য ও কোলাহলের মধ্যে আমরা ক্ষুদ্র বিবেকবাণীকে যতই অগ্রাহ্য করিয়া আসি না কেন, ভাই, ইহা নিশ্চয় জানিও আমাদের মৃত্যু শয্যায়—জীবন মরণের সেই অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে যখন পশ্চাতে সংসার চিত্র মৃত্যুর আসন্ন সন্ধ্যায় ক্রমশঃ মসী মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—সেই সংসার হইতে চিরবিদায়ের গম্ভীর মুহূর্ত্তে, বিবেক আপনার পূর্ব্ব প্রাপ্য পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিতে কখনই ছাড়িবে না।

রিচার্ড পুনরায় উপাধানের উপর মস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্রের পুন্য দৃষ্টিতে আন্তরিক বেদনা সূচিত। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন—"কে জানে? এখনও সময় থাকিতে পারে।" এই চিন্তাতে তাঁহার চিত্ত যেন সজাগ হইয়া উঠিল, তাঁহার গণ্ডস্থল অরক্তিম হইল—তিনি আপনার ক্ষীণ হস্ত উঠাইয়া ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া এমন সজোরে উহা টানিলেন যে দুই জন ভৃত্য তৎক্ষণাৎ সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"তোমাদের মধ্যে একজন এখনই উকিল ওয়েষ্টনের বাড়ী যাও। তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। তাঁকে ব'লো যে আমি আমার উইলের পরিবর্ত্তন কর'তে চাই — এখনও সময় আছে। অন্য কোন লোককে পাঠিও না — তোমাদের মধ্যে একজন যাও। তাঁকে নিয়ে এস — তাঁকে সঙ্গে ক'রে এখনই নিয়ে এস"।

তাঁহার এই কথা গুলি শেষ হইতে না হইতেই রাস্তার দিকের দরজায় সজোরে আঘাত শুনা গেল, যেন কাহারা সত্বর আসিয়া পৌঁছিল। একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল — "তাঁরা এইবার এসে পৌঁছেছেন। আমি শুনতে পেলাম এক-খানি গাড়ী সদর দরজায় এসে দাঁড়াল"।

রিচার্ড ব্যাকুল চিত্তে ব্যতিব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে এলেন? ওয়েষ্টন্" পরিচারিকা বলিল— "না তিনি ন'ন; মিষ্টার হেয়ার ও তাঁর পত্নী এসেছেন।" ইহা বলিয়া সে সত্বর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয় ভূষণ সরকার।

—০—

কার্য্যকরী শিক্ষা।

শিক্ষা বিস্তারের প্রতি আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কোন পুরুষ বা নারী একান্ত নিরক্ষর থাকিবে ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় গোখলে মহোদয় যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজবিধি প্রবর্ত্তিত করিতে যত্ন করিতেছেন তাহার সহিত অবশ্য সমস্ত স্বদেশ হিতৈষীর সহানু-ভূতি আছে। কিন্তু আমাদিগের যে শ্রেণীর লোকের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক তাঁহারা কেবল মাত্র বর্ণ পরিচয়, বা অতি অল্প শিক্ষাতে তৃপ্ত হইতে পারেন না। নিম্ন প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠ করিলে অল্প কিছু শিক্ষা হয় বটে কিন্তু যে শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান রাজ্যে বিচরণের একটা ভূমি না দিতে পারে সে শিক্ষাকে কার্য্যকরী শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। যাহাকে সাধারণ ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা বলে তাহা লাভ না করিয়াও অনেক লোকে তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে প্রায় সকল ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে এবং কার্য্যকুশলতা লাভ করিতে পারে সত্য কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে জ্ঞানী ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণ, চিন্তাশীল ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ যে সকল সত্যলাভ করিয়াছেন তাহার সহিত পরিচয় আরম্ভ না হইলে বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত ভিত্তিস্থাপন হয় না। আমাদিগের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর পুরুষগণ এই উচ্চ ভাবের শিক্ষা লাভ করিতেছেন একথা সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে সেই শিক্ষকে স্বীয় জীবনে পরিপাক করিয়া তাহা হইতে উচ্চ আদর্শ উদ্‌ভাবন করিয়া উন্নতির পথে সকলে অগ্রসর হইতেছেন একথা অবশ্য আমরা বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদিগের এই চিন্তাহীনতা ও আদর্শের অভাবের জন্য শিক্ষা অধিক দায়ী নহে, তাঁহারা নিজেরাই

দায়ী। পক্ষান্তরে আমাদিগের মহিলাগণ যদিও অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন এবং কেহ কেহ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিও প্রাপ্ত হইতেছেন তথাপি বিবিধ প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষার অপূর্ণতার জন্য তাঁহাদিগের শিক্ষা তেমন কার্য্যকরী হইতেছে না। শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করা সম্ভব হইতেছে না। আমাদিগের যুবকগণ বিশ্ব বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হন, যদি সেই শিক্ষাই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হইত অর্থাৎ যদি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি পাঠ করা ও তদ্-বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করা মাত্র তাঁহাদিগের সম্বল হইত তাহা হইলে তাঁহারা যে অতি অল্প বিষয়ে সামান্য পুথিগত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা কোন কার্য্যেরই উপযোগী নহে তাহা সহজেই প্রমাণিত হইত। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে একটা উন্নত সমাজে শিক্ষিত মণ্ডলীর নিকট বিবিধ বিষয়ে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শিক্ষা লাভ করেন সেই জন্যই তাঁহাদিগকে পণ্ডিতমূর্খ বলিয়া হাস্যাস্পদ হইতে হয় না। যে সকল স্থানে যুবকগণ এরূপ শিক্ষিত মণ্ডলীতে অপ্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা লাভ না করেন সেখানে তাঁহাদিগের শিক্ষার অপূর্ণতাতে তাঁহাদিগকে সত্য সত্যই কৃপাপাত্র হইতে হয়। আমাদিগের দেশে শতকরা নিরানব্বই জনের শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা এবং সেই উপার্জন যে প্রকৃত বিদ্যারবলে করা হয় তাহা সব সময় নয় অধিকাংশস্থলে পরীক্ষা বিশেষে উত্তীর্ণ হইলে রাজবিধি অনুসারে অধিকার লাভ হয় তাহারই জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা হয়। যাঁহারা এই অধিকার লাভ অভিপ্রায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন তাঁহারা অধীকৃত বিদ্যার নিকট অধিক কিছু আশা রাখেন না এবং সে বিদ্যাও তাঁহা-দিগের নিকট স্বকীয় সৌন্দর্য্য ও শক্তি প্রকাশ করেন না। এই শ্রেণীর বিদ্যা-লাভ করিলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত কার্য্যকরী বিদ্যা বলা যায় না।

উপরোক্ত বিদ্যা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমাদিগের শিক্ষিতগণ উকিল ডাক্তর, শিক্ষক প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী হন এবং যাঁহারা কোন বিশেষ কার্য্যে দক্ষতা লাভ না করিতে পারেন তাঁহারা কেরানীগিরি কার্য্য গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সংসারের কার্য্য প্রবাহের অন্তর্গত করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশের লোকের পক্ষে অনেক প্রকারের কার্য্যের দ্বার রুদ্ধ, হয়ত সে সকল বিষয়ে উপযুক্ততাও অধিক নাই। কিন্তু যে সকল দ্বার উন্মুক্ত আছে তাহাতেও আপনাকে কোন বিশেষ কার্য্যের প্রকৃতরূপে উপযুক্ত করিয়া তাহার পর আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সম্মুখে উন্নত আদর্শের দিকে গতি অত্যন্ত বিরল। প্রকৃতপক্ষে অপর মানুষের প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়াই মানুষের জীবনের উপযুক্ত ব্যব-হার। এইকার্য্যে যে যত উচ্চ বিষয়ে ব্যব-

হৃত হইতে পারে ততই তাহার উচ্চতা প্রমাণ হয়, এস্থলে সামাজিক নিয়ম বা রাজ-বিধি মানুষকে উচ্চস্থানে তুলিয়া ধরিতে পারে কিন্তু প্রকৃত কার্য্যের বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে না। আমাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি স্বীয় উচ্চ শিক্ষা ও স্বাভাবিক প্রতিভার বলে সম্মুখে উচ্চ আদর্শ দর্শন করিয়া সেই অনুসারে আপনার শক্তি জন-সেবায় ব্যয় করিতেছেন ও আপনি উন্নতি লাভ করিতেছেন তাঁহারাই কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলা যায়। অপর সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরও সেইরূপ জীবন লাভ করিতে যত্ন করা সমুচিত।

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে কার্য্যকরী শিক্ষার বিষয় বলিলাম তাহার মধ্যে মহিলাগণের স্থান নাই বলিলেই হয়। আমাদিগের মহিলাগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক উচ্চশিক্ষালাভ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অনেক সময়ে উচ্চ-শিক্ষিত সমাজের প্রভাব প্রাপ্ত হওয়া সহজ হয় না, এবং আপনার জন্য বিশেষ আদর্শ স্থির করিতে যেরূপ বহুদর্শন স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও সাহসের প্রয়োজন তাহা আমাদিগের দেশে সম্ভব নয়। এজন্য উচ্চ শিক্ষায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ফল পাইতে আমরা আশা করিতে পারি না। অথচ শিক্ষা একটি শক্তি, এই শক্তি লাভ করিলে মহিলাগণ অবশ্যই বাধা অতিক্রম করিতে সুক্ষম হইবেন এবং শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অনুসারে স্বীয় আদর্শ নির্ণয় করিতেও তদনুযায়ী জীবন লাভ করিতে অবশ্যই তাঁহাদে যত্ন চেষ্টা হইবে। শিক্ষাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে মহিলাগণ যে শিক্ষালাভ করেন তাহা মূলত পুরুষগণের শিক্ষা হইতে ভিন্ন কারণ আমাদিগের যুবক গণ জীবিকা উপার্জ্জনের সহায় হইবে বলিয়াই অধিকাংশ স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভের জন্য প্রবিষ্ট হন কিন্তু মহিলা-গণের বিষয়ে অর্থোপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য না হওয়াই ভাল, তাঁহারা বিদ্যার জন্য বিদ্যার অন্বেষণ করিবেন ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। এই-ভাবে দর্শন করিলে বিদ্যার ব্যবহারোপ-যোগীতা অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হয়। কারণ তখন আমরা বুঝিতে পারি যে বিদ্যালাভ করা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নহে, মনের বিস্তৃতি, শক্তিও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য। কতকগুলি বিদ্যা কেবল মনকে বিকশিত ও জাগ্রত করিবার জন্য, তাহাদ্বারা সাক্ষাৎভাবে সংসারের কার্য্যের সাহার্য্য হয় না কিন্তু মনের ভিতরে যে মহা মহা ধন রত্নের আধার রাজ্য সকল রহিয়াছে তাহা দর্শন করিয়া সে সকল অধিকার ও সম্ভোগ করিবার শক্তি-বৃদ্ধি হয়। যদি আমাদিগের মহিলাগণ বিদ্যাকে এইভাবে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন লব্ধ বিদ্যা তাঁহার প্রচুর সুখ শান্তির প্রস্রবণ হইয়া চিরদিন সঙ্গে থাকিয়া এবং যত চর্চ্চা করি-বেন ততই বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিবে। এইভাবে বিদ্যাকে কার্য্যকরী করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। মানসিক উন্নতিও মানসিক সুখ অত্যন্ত উচ্চ হইলেও শরীর মন, সংসার ও সমাজ

হইতে পৃথক থাকিতে পারেনা। যদি গৃহে ও সমাজে উচ্চভাব উচ্চ আশা উচ্চ কার্য্য না থাকে তাহা হইলে উচ্চ দার্শনিক জ্ঞান বা কবিত্বের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া সুখী হওয়া কল্পনা মাত্র হইয়া যায়। মহিলাগণের শিক্ষা কার্য্যকরী করিতে হইলে আমাদিগের দৈনিক জীবনের, গার্হস্থ্য ব্যবস্থার, সামাজিক ব্যবহারে নীতি ও ধর্ম্ম জীবনের শত শত অভাব ও অব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে। অব্যবহার্য্য বিদ্যা মূকের ন্যায়। আমাদিগের যুবকগণ বিধি অনুসারে অধিকার লাভ করিতে অনেক সময়ও শক্তি ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের কন্যাগণ যাহাতে কার্য্যকরী বিদ্যা লাভ করেন এবং তাহাদ্বারা সমাজের প্রকৃত উন্নতি আনয়ন করিতে পারেন তাহার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি রাখিবার বিষয়। অবস্থার তাড়নাতে পুরুষগণকে অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেও অর্থোপার্জ্জন করিতে একরূপ সমস্ত জীবন ব্যয় করিতে হইতেছে, এই শোচনীয় অবস্থাতে মহিলাগণের উপর আমাদিগের আশার দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে, যদি তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া মানব জীবন বিষয়ে উচ্চ আদর্শ অবলম্বনে সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে সমাজের অবস্থা অবশ্যই দিন দিন উন্নত হইবে। মহিলাদিগের শিক্ষা এই উচ্চ অভিপ্রায় সাধনের উপযোগী হইবে এবং সমাজের ও পরিবারের মঙ্গল সাধন বিষয় তাঁহাদিগকে অধিকার দান করিলে আমাদিলের প্রভুত মঙ্গল হইবে।

পঙ্গু বালকের প্রতি মহারাণী মেরীর কৃপাদৃষ্টি।

ডাউনহাম মারকেট নামক স্থানের দরিদ্রদিগের শ্রমাগারে সিড্‌নি স্মিথ নামে একটি পঙ্গু বালক ছিল। মহারাণী মেরী তাহার প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি রাখিতেন। তাহার মৃত্যু হওয়াতে ঐ শ্রমাগারের অধ্যক্ষ মহারাণীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে মহারাণী দুঃখ প্রকাশ করিয়া অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখেন যে যদি তাহার কোন আত্মীয় থাকে তাহা হইলে মহারাণীর সহানুভূতি তাহাকে জানান হয়।

সিডনি ডাউনহামের শ্রমাগারে জন্মে, এবং ১৪ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে ইহার অভিভাবকেরা ইহাকে চিকিৎসার জন্য ওয়েষ্ট নরফোক ও কিংলীন হাঁসপাতালে পাঠায়। হাঁসপাতালেই সিড্‌নীর প্রতি মহারাণী মেরীর দৃষ্টি পড়ে। গত বৎসর বড় দিনের সময় সিড্‌নি মহারাণীকে হাঁসপাতাল দেখিতে অনুরোধ করে, সে পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিল—"আসুন, আমার এই বিভাগে ছোট ছেলে মেয়েদিগকে দেখিয়া যান।"

৩রা জানুয়ারী মহারাণী প্রিন্‌সঅবওয়েলস্, রাজপুত্র এলবার্ট ও রাজকন্যা মেরীকে লইয়া অপ্রত্যাশিতরূপে হাঁসপাতালের ফটকের সম্মুখে গাড়ী করিয়া উপস্থিত হন। হাঁসপাতালের প্রধানা অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার সহকারিণী ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও ভাবেন নাই যে মহারাণী হাঁসপাতাল দেখিতে আসিবেন! একটি ভৃত্য দরজা খুলিয়া দিলে মহারাণী সিডনী বেকারকে দেখিতে চাহিলেন; তাহার শয্যার পার্শ্বে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইলে বলিলেন, তোমার পত্র পাইয়া আমি আসিয়াছি, মহারাণী তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং রাজপুত্রদ্বয় ও রাজকন্যা তাহার সহিত আলাপ করিলেন। সিডনি এত অবাক হইয়া পড়িয়াছিল যে সেকথা কহিতে পারিল না, একটু হাসিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

মহারাণী সর্ব্বদাই এই বালকের সংবাদ লইতেছিলেন। ইহাকে হাসপাতালে আর রাখা হইল না কারণ ইহার আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কাজেকাজেই পুনরায় ইহার জন্মস্থান শ্রমাগারেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যখন রাজ্যাভিষেকের দিন নিকটবর্ত্তী হইল তখন সিডনি লোককে বলিতে লাগিল এসময়ে মহারাণী কখনও তাহাকে ভুলিবেন না। ফলে বালকের কথা সত্য হইল। রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বদিন সায়ংকালে তাহার জন্য একটি অভিষেক পদক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার ঠিক পূর্ব্বেই সে মহারাণীকে লিখিয়াছিল যে "আমি রাজ্যাভিষেকের দিন পর্য্যন্ত বাঁচিব আশা করি, এবং রোগ শয্যায় মহারাণীর বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি।" সিড্‌নি রোগশয্যায় শয়ন করিয়া সার্টের উপরে পদকখানি রাখিত এবং মহারাণীর এক খানি ছবি বিছানায় রাখিত। মহারাণীকে ধন্যবাদ দিয়া এই পত্রখানি লিখিয়াছিল, আমার প্রিয় ও ভালবাসার রাণী, আপনি আমাকে যে সুন্দর পদকখানি পাঠাইয়াছেন তাহার জন্য কিরূপ ধন্যবাদ দিতে হয় তাহা আমি জানি না। আপনি এত ভাল ও এত দয়াবতী রাণী আপনি আমাকে ভুলেন নাই, একথা মনে আসিয়া রোগের বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে সাহায্য করে। আপনি যখন আমাকে লিন্ হাঁসপাতালে দেখিয়াছিলেন আমার মনের ভাব সেইরূপই আছে। আমি প্রার্থনা করি অভিষেকের সময়ে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন ও আশীর্ব্বাদ করুন।

যদিও শয্যায় শুইয়া থাকিব আমি মনে মনে অভিষেকের বিষয় চিন্তা করিব এবং ইহা কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার ধারণা করিতে চেষ্টা করিব। আমি পদক পাইয়া আপনাকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছি এবং আমার প্রিয় রাণীকে তার জন্য ধন্যবাদ দান করি। আপনার প্রতি প্রেমিক ক্ষুদ্র প্রজা সিড্‌নি স্মিথ।

ভগিনী নিবেদিতা।

(প্রবাসী হইতে)

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণতঃ ইংরেজ মিশনরি মহি-

লারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্ম্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম ইংরেজী, এবং সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিষটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার এই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্ব্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় ত জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা ত সাধারণ শিক্ষকের কর্ম্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটারকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয় তাহাতে অনেক ঢেলার অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মত চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতর পাইকারীভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্ব্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কিনা তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ আপনার নিজের প্রণালীমতই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাস করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মত মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষকে তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক্ দিয়া তাঁহার পরিচয় লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিষ ছিল, সেই তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্ততঃ আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্ব্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্ব্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিষটা যে কত বড় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা যে আমাদিগকে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন;—তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই;—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে

তাহার সঙ্গে একটুকুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড় আত্মবিসর্জ্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জ্জনকে অত্যন্ত অসঙ্কোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড় একটা ইহার সঙ্গে কি বুদ্ধি, কি হৃদয়, কি ত্যাগ, প্রতিভার কি জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনো আমরা গর্ব্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সেদিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা সে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, যে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড় কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড় করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব্ব করিতেছি।

বস্তুতঃ তিনি কি পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রে ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীর অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্ত্তমানকালে যাহাকে সর্ব্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড় করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্ব্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনি হৌক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেইদিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন

গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্ম্মী ছিলেন। কর্ম্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই কেন না তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিষটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্ম্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজোলোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্ম্মের কাছ হইতে খুব বড় জিনিষ দাবী করে না বলিয়া কর্ম্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, যেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনমাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড় হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্য্যের বর্ণচ্ছটার মত কিরূপ সৌন্দর্য্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যেসকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকলগুলির আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যেসকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এইজন্যই এই একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার এমন অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে যে কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন তাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারো নিকট হইতে কোন দিন ইহার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারে উদারান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

একথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো

স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃকপাতও করেন নাই।

তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কে দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহার নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্ব্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্যস্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোন অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল;—তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারী করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিষ তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত, এসম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্ত্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই "পীপল্" কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্ত্তি ত ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। এসম্বন্ধে পুরুষের যে কর্ত্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি ত লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয় ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকট করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ঐরূপ কোনো একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরনিবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

রাজা ও রাণীর শুভাগমন।

আজ ভারতের শুভদিন। আজ ভারতসম্রাট ভারতে উপস্থিত। আজ বহু-

শতাব্দীর পরে বঙ্গদেশ বঙ্গেশ্বরের মুখ দর্শন করিতেছে। বিধাতার বিধানে নিকটও দূর হইতে কত জাতি ভারতের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভারতে আসিলেন, আপনাদিগের হিত ও ভারতের মঙ্গল সাধন করিলেন। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দি ভারত আপনার রাজার মুখ দেখিতে পায় নাই। আজ দেড় শত বৎসরের অধিক হইল ইংরাজ জাতি ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু আপনাদিগের রাজাকে ভারতের রাজারূপে উপস্থিত হইতে দেন নাই। যে ইংরাজ জাতি আমাদিগকে সুবিচার দিতেছেন ধর্ম্ম বিষয়ে, মত বিষয়ে, স্বাধীনতা দিয়াছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন, সে জাতি এতদিন ভারতকে রাজ দর্শন করিতে দেন নাই। বহু তপস্যায় রাজ-দর্শন ঘটে! বিধাতা তাই আমাদিগের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে এদেশে আনিয়াছেন।

প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতকে কত ভালবাসিতেন, কতরূপে ভারতের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন এবং ভারতও তাঁহাকে না দেখিয়াও তাঁহাকে কত ভাল বাসিয়াছে ও ভক্তি দান করিয়াছে। শুনিতে পাইতাম তিনি ভারতকে স্বচক্ষে দেখিতেও ইচ্ছা করিতেন কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীগণ তাঁহার ইচ্ছায় সায় দিতে পারেন নাই সেইজন্য তাঁহার সেই পবিত্র প্রেমমুখ ভারত দর্শন করিতে পারে নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের প্রতি ভালবাসাবশত এদেশের প্রধান চলিত ভাষা উর্দ্দু শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন এবং শেষ জীবনে উর্দ্দু ভাষায় আপনার দৈনিক পুস্তক (ডায়েরী) লিখিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমাদের সম্রাজ্ঞী মেরীও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, এখন উর্দ্দুতে আলাপ করিতে পারেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতকে এত ভাল বাসিতেন ভারতের মঙ্গলের জন্য এত করিয়াও ভারতে শুভাগমন করিতে পারেন নাই। আজ শুভক্ষণে ভারত-মহিলা সম্রাজ্ঞী মেরীকে আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া মান্য সম্মান দান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

আমরা জানি সৈন্যগণ আমাদিগকে বিদেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে, পুলিশ আমাদের ভিতরকার দুষ্টগণ হইতে রক্ষা করিতেছে, বিচারকগণ বিচার করিয়া দুষ্টের দমন করিতেছেন, শাসনকর্ত্তাগণ সুশাসন করিতেছেন, শিক্ষাশিল্প প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উত্তম কার্য্য হইতেছে। আমাদের দেশের শাসন কার্য্য একটি প্রকাণ্ড এবং জটিলতা ও নিপুণতাপূর্ণ কার্য্যশালা; ইহার কত সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা দেখিয়া আমরা ইহার প্রশংসা করি, এবং ইহার অভাব ও অপূর্ণতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হই, কিন্তু সকল সৈন্যশক্তি, পার্লিয়ামেণ্টের বিধি ব্যবস্থার অন্তরালে যে একটি নারী হৃদয় ভারতের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, একথা

কি আমরা এতদিন ধারণ করিতে পারিতাম? আজ সম্রাজ্ঞী মেরী ভারত মহিলাগণের সভাতে উপস্থিত হইয়া আপনার শুভাকাঙ্ক্ষা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া গেলেন যে ইংরাজ শাসন কেবল হৃদয় শূন্য বিধি ব্যবস্থা নহে, ইহার অভ্যন্তরে একটি কোমল হৃদয়ের ভালবাসা রহিয়াছে। আজ ভারত মহিলা ইংলণ্ডের মহারাণীকে দেখিলেন চক্ষুতে চক্ষুতে মিলন হইল, আজ মহারাণী মেরী সত্য সত্যই ভারত মহিলার রাজ্ঞী হইলেন।

আমরা বহুদিন হইতে পরাধীন, দেশের রাজা ও রাণীকে দূরস্থ বিদেশের লোক মনে করিয়া তাঁহাদের কথা আর ভাবি না, আমরা জানি যাঁহারা ভারতে চাকরী করিতে আসেন তাঁহারা বিধি অনুসারে ও আপনাদের ব্যক্তিগত ভাব অনুসারে আপনাপন কার্য্য করিয়া আপনাদের দেশে ফিরিয়া যাইবেন; তাঁহারাও আর আমাদের বিষয় ভাবিবেন না আমাদেরও তাঁহাদের নিকট কিছু আশা করিবার নাই। বংশ পরম্পরায় এইরূপ জীবনযাপন করিয়া আমাদের অন্তরের রাজভক্তি রূপ উচ্চবৃত্তি মৃতপ্রায় হইয়াছিল। আমরা একরূপ ব্যক্তিত্ব হীন শাসনপ্রণালীর অধীন থাকিয়া আপনাদিগের প্রাণের রাজভক্তি ও ভালবাসা দিতে পারিতেছিলাম না। আজ বহুদিনের নিদ্রিত রাজভক্তি জাগিয়া উঠিয়া প্রাণে অভিনব আশা ও আনন্দ দান করিতেছে।

আমরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে প্রজাবৎসল ও ধার্ম্মিক রাজা রামচন্দ্রের কথা শুনিয়াছি এবং রাজার সুশাসনে প্রজা কেমন সুখে থাকে, প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য রাজা কত কষ্ট স্বীকার করেন, প্রজাগণ কেমন রাজাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে, এবং রাণীকে মান্য করে ইহা আমরা পাঠ করিয়া কত প্রীত হই। কোন কোন বিষয়ে রাজার সহিত প্রজাগণের সম্বন্ধ সেইরূপই আছে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের প্রতি ব্যক্তির যেরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার সুখের ও উন্নতির জন্য মুক্তভাবে যে সকল কার্য্য করিতেছে এবং রাজাশাসন ও দেশের মঙ্গলের জন্য সকল বিষয় যেরূপ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার ও কার্য্য করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহা তখন হয় নাই। তখন সম্বন্ধ অন্যরূপ ছিল। এখনকার রাজা ও রাণী স্বাধীন চিন্তাশীল, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ও ভাবাক্রান্ত প্রজাপুঞ্জের উপরে রাজত্ব করেন, এখনকার রাজ্যের ব্যবস্থা এক প্রকার সাধারণ তন্ত্র। এরূপ রাজ্যে রাজত্ব করিতে রাজাকে দেশের সকল বিধি ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলিতে হয় অথচ তাঁহাদের প্রজার হিতসাধন বিষয়ে এবং জ্ঞানী পণ্ডিত সাধু ও সজ্জনদিগকে উন্নতি ও উৎসাহ দান করা বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা অশেষ বলিলেও বলা যায়। আজ রাজা রাণীর আগমনে আমাদের সকলের বিমল আনন্দ, কারণ আমরা জানি তাঁহারা কোন অনিষ্ট করিবেন না, সকল কার্য্য ঠিক তাঁহাদের মনোমত না হইলেই অসন্তুষ্ট হইবেন না অথচ সকল সৎবিষয়েই

তাঁহার শুভদৃষ্টি ও সম্মতি অনুমোদন লাভ করিয়া আমরা সুখী হইব।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দোষও জনসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। কতকগুলি লোক আপনাদিগের দোষে সমাজে হীন অবস্থা ও দারিদ্র্যে পতিত হইয়া এরূপ বিকৃত স্বভাবগ্রস্ত হইয়াছে যে তাহারা কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। তাহাদিগের অত্যাচারে সকল উচ্চ পদস্থ লোকের জীবন চিরদিন সঙ্কটাপন্ন থাকে। রাজা রাণী, প্রধান শাসন কর্ত্তা, সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, এমন কি পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতির জীবন নাশ করিতেও এ সকল বিকৃত মস্তিষ্কের লোক সর্ব্বদা যত্নবান থাকে। আমাদের এই বিস্তৃত দেশে কোথায় কাহার মনে কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি আছে, কখন কি বিপদ ঘটিতে পারে তাহা কেহ জানে না। আমাদের প্রিয় রাজা ও রাণী এদেশে আসিতে যখন সংকল্প করিলেন তখন তাঁহারা এ সকল বিপদের কথা অবশ্যই ভুলেন নাই, কিন্তু তাঁহারা ভারতের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে এত দূর দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন যে আপনাদিগের বিপদ সম্ভাবনা জানিয়াও এই দূরদেশে আসিয়া আমাদিগের সহিত ব্যক্তিগত রাজা প্রজা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র লোক তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করিবে তাহা কখনও সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র হইলেও আমাদের হৃদয় আছে, আমাদের মন আছে, আজ তাই আমরা আনন্দ করি যে আমাদের রাজা ও রাণী এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনাদের বিপদ হইতে পারে জানিয়াও আজ আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা ছোট হইয়াও আদর সম্মান ও গভীর রাজভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করি।

যাঁহারা স্বাধীনভাবে আপনাদিগের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান ও বিশ্বাসালোকে নবধর্ম্মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সম্রাট দম্পতীর শুভাগমন বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমরা যে মহাপ্রতাপশালী ন্যায়বান রাজার রাজ্যে বাস করিয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও পূজোপাসনা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি এ মহা সৌভাগ্য কি আমরা এদেশের প্রাচীন শাসন সময়ে কখনও পাইতে পারিতাম? বৃটিশ রাজ্যে আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে যে স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতেছি স্বয়ং রাজারও সে স্বাধীনতা নাই। পৃথিবীর দিক হইতে দেখিলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে সর্ব্ব সময়ের মহারত্ন লাভ করিয়া আমরা যে সৌভাগ্যবান্ হইয়াছি তাহা ইঁহাদিগেরই উদারতা ও সুবিচারের ফলে। অপরদিকে ঈশ্বরের বিধানের দিকে দিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিব যে এই রাজা ও রাণী, ইঁহাদিগের পূর্ব্বের রাজারাণী ও স্বর্গগতা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং তাঁহাদিগের শত শত মন্ত্রী ও পারিষদ ভগবানের প্রেরিত এবং ইঁহারাও আজ আমাদিগকে দর্শন দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। আমরা এই শুভক্ষণে

অবশ্যই এই রাজদম্পতীর আগমনে আনন্দ করিব। যদি কোন রাজকর্ম্মচারী বা রাজপ্রতিনিধি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদিগের অপ্রিয় কার্য্য করেন, বা অবিচার করেন বা অন্যায় করেন তাহা হইলে কি আমরা বলিতে পারি যে তাহা রাজা বা রাণীর দোষ? তাহা কখনই হইতে পারে না। এই বৃহৎ রাজ্যশাসন কার্য্যে ভুল ভ্রান্তি হইবে তাহা আশ্চর্য্য নয় এবং সামান্য মানুষ যখন বড় বড় কার্য্যভার প্রাপ্ত হইতেছেন তখন তাঁহাদের কাহারও অন্তরে কোন ক্ষুদ্রতা বা নীচভাব আইসা আশ্চর্য্য নয় যতদিন আমরা রাজারাণীকে না দেখিতে পাই ততদিন বরং রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্যের দ্বারাই রাজার মনের কথা বুঝিতে পারিতাম কিন্তু আজ যখন রাজা ও রাণী আমাদের নিকট উপস্থিত তখন সকল ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী আজ পশ্চাতে আজ হইতে ভারত সত্য বৃটিশ রাজের সাক্ষাৎ শাসনাধীন হইল এখন আর ভারত বিদেশীয় রাজার অধীন নয়, এখন আর ভারত রাজকর্ম্মচারী বা বেতনভোগী রাজপ্রতিনিধির দ্বারা শাসিত নয়, আজ ভারতের রাজা ও রাজ্ঞী ভারতে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রজারঞ্জন করিতেছেন, আজ ভারত স্বাধীন। অতএব আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন।

এখন হইতে যদি রাজা ও রাজ্ঞী বৎসরে বৎসরে কিছুদিন ভারতে বাস করেন তাহা হইলে আমাদিগের দেশের কত আনন্দ ও উৎসব বৃদ্ধি হইবে। পরাধীনতার দিন শেষ হইবে। সে শুভদিন স্মরণ করিয়া কাহার না আনন্দ হয়। যদি তাহাও না হয়, ভবিষ্যতে যিনি ইংলণ্ডের রাজা হইবেন তিনিই যদি ইংলণ্ডে রাজ্যাভিষেকের পর ভারতে আসিয়া আপনার অভিষেকের শুভ সংবাদ ভারতে দরবার করিয়া প্রচার করিয়া যান তাহা হইলেও বৃটিশ রাজ্যে ভারতের উচ্চস্থান স্বীকৃত হইবে এবং ভারত স্বাধীনভাবে আনন্দ করিতে করিতে আপনার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

মহিলার রচনা।

প্রিয়তমা কন্যার বিয়োগে।

(১)

প্রীতিময়ী শুভ্র তুমি স্বরগের ফুল
দেখালে গুণের শোভা জগতে অতুল
এত গুণ একাধারে নাহি যায় দেখা
যাহা শুধু দেখা গেল তোমাতেই একা।

(২)

তুমি মোর আদরের যতনের ধন
তোমারে হারায়ে আমি ব্যাকুলিত মন
নিষ্ঠুরের মত হয়ে করেছি বর্জ্জন
মা হয়ে এমন কেহ করেকি কখন?

(৩)

কত ত্রুটী হয়ে গেল তোমা হেন ধনে
দিবানিশি সেই জ্বালা জ্বলিছে জীবনে
মা আমার প্রীতিময়ী স্নেহের পুতুল
তোমারে হারায়ে আমি বড়ই ব্যাকুল।

(৪)

কত আশা কত সাধ রয়ে গেল মনে
কিছু নাহি বলা হোল তোমার সদনে

গিয়া শুধু দেখিলাম যাতনার সার
ওরেরে সোণার ছবি প্রীতিরে আমার।

(৫)

মা জননী প্রীতিময়ী কোথায় আমার
তোমার বিহনে দেখি সকলি আঁধার
মা বলিয়ে কত যত্ন করিতে আমার
মনে হলে বুক ভাঙ্গে বাছারে সোণার

(৬)

আমার নয়নমণি জীবনের সুখ
ভাবি নাই তোমা ছেড়ে পাব এত দুঃখ
আর আমি হেরিব না সে সুন্দর মুখ
ভাবিতে আঁধার দেখি ফেটে যায় বুক

(৭)

আয় আয় প্রীতিময়ী আয় কাছে আয়,
দিবানিশি তোরে ছেড়ে করি হায়! হায়!
কখন অপ্রীত তুমি করনি কাহাকে
তবে কেন দুঃখ দাও অভাগিনী মাকে ?

(৮)

দেব ভাবে পরিপূর্ণ ছিল ও হৃদয়
সরলতা পরিপূর্ণ কোমলতা ময়
চারিদিকে তব গুণ গাহে পরিজন
শুনিয়ে মরি যে প্রাণে ওরে যাদুধন

(৯)

পরের সন্তানে কত করিতে যতন
দেখিয়ে আমার হোত পুলকিত মন
আজ কিন্তু নিজ বাছা কার কাছে ফেলে
কোথায় কাহার কাছে রেখে তুমি গেলে

(১০)

সংসার অসার বুঝি বুঝিতে পারিলে
তাই তুমি তাকে নিতে আর না চাহিলে
সাধুতার যত গুণ যায় মাগো দেখা
সকলই ত দেখিলাম তোমাতেই একা

(১১)

ব্যাকুলিত ভাবে তুমি মা মা করেছিলে
এ কথা কেহই মোরে না জানালে ভুলে
তা না হলে একবার দেখিতে মা চেয়ে
সুধা মাখা মা রব পশিত হৃদয়ে।

(১২)

বুক থেকে কেড়ে নিয়ে কি করিল শেষে
মহামূল্য প্রাণ খানি গেল অবশেষে
মায়ের অধিক কেহ ভালত বাসেনা
যাইবার কালে শুধু করিলে রটনা

(১৩)

এই সব দুঃখ লয়ে রয়েছি যে আমি
সেখান হইতে বাছা দেখিছ কি তুমি ?
নীরবেতে তুমি বসে লয়েছ বিদায়
কোন কষ্ট কোন ব্যথা না জানালে কায়।

(১৪)

আশ্চর্য্য জীবনলীলা দেখালে সবায়
যা দেখে আত্মীয় সব হয় মুগ্ধপ্রায়
বড় সাধে প্রীতিময়ী নাম হয়েছিল
আজ কেন তবে মাগো এ অপ্রীতি হ'ল

(১৫)

বুঝেছি এবার আমি হে মঙ্গলময়
সে সুন্দর ফুল কভু এ ধরার নয়
তাই তুমি তুলে নিলে দেখে অযতন,
আপন ক্রোড়েতে তার রাখিলে জীবন।

(১৬)

সুশিক্ষার তরে নাথ তারে দিয়াছিলে
সেই শিক্ষা যেন নাথ নাহি যাই ভুলে
তুমি যে মঙ্গলময় তুমি সারাৎসার
কৃপা করি এ অধমে কর ভবে পার

অভাগিনী মা
ভাগলপুর

ঘোষ এণ্ড সন্স্।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার, খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১৷৷০, ১৸০ ২৲, রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০ , "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অন্য রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮৷৷০, ১ ৷৷০, ১৩৷০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভাইজার ফ্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হাণ্টিং "আর্মি" ১৫৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯৷৷০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস হণ্টিং ঘড়ি ৫৷০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা।

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২৷০, ২৷৷০, ৩৲, ৩৷৷০ টাকা।

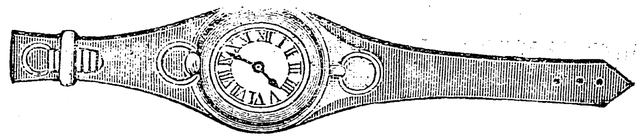

লেদারষ্ট্যাম্পসহ রূপার রিষ্ট ওচাচ ৫৷৷০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ২৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩২৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে উর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে উর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১৷০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি, ক্লক্, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।/০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।
৫০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্য্য ঔষধালয়।

৫০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ।

শ্বাস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর যদি জরাগ্রস্ত হয়, দেহ কাশ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগপ্রবণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ ও শরীর বলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ-রসায়ণ সেবন করাই প্রশস্তকল্প।

সামান্য সর্দ্দি কাশি হইতে দুঃসাধ্য হাঁপানি, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মহৌষধ সুদুর্লভ।

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কড্‌লিভারঅয়েল গ্রিমল্টসিরাপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়েন বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ ফললাভ করেন, সেই সেই উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ সেবনে আশাতীত ফল লাভ করা যায়।

অধুনা প্রায় সকলেই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্তুত করেন না, সেই জন্য চ্যবনপ্রাশের সুফল সর্ব্বত্র ফলে না। আমি সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া থাকি, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত আছে। মফঃস্বল হইতে চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধআনার টিকিট সহ রোগের অবস্থা জানাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র ও ক্যাটালগ পাঠান হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ।

কবিরাজ।

স্থাপিত সন ১২৮২সাল।

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

সুগন্ধে স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিস্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। ইহা মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য "লক্ষ্মীবিলাস" কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, বোতল ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী এসেন্সের চূড়ান্ত! **গোলাপ সার** ঘরে ঘরে বাদসাই আমোদ !!

অত্যুৎকৃষ্ট সৌগন্ধযুক্ত গোলাপফুল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, এইরূপ মনোহর নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। "গোলাপ-সারের" সৌরভে ও স্নিগ্ধতায় সকলেই বিমোহিত হইবেন। ইহার কয়েক ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিলে উত্তম গোলাপ জলে পরিণত হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত "তথা কথিত স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করিতে চান নাই, তাঁহারা অবাধে "গোলাপ-সার" ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

ম্যানিফ্যাক্‌চারীং পারফিউমারস্

কলিকাতা ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার

প্রভাবতীর পত্র।

ছোট মেয়ে টুকটুকে প্রভাবতী। যেমন মুখ, তেমনি চোক, তেমনি কুঞ্চিত কৃষ্ণ-কেশ, তেমনি হাস্যময়ী। বোধ হয় বিধাতা যেন তুলি দিয়া স্বহস্তে চিত্র করিয়া সেই সুকোমল দেহে সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভাবতী বড় আদুরে। বাপমার একমাত্র মেয়ে। পিতার অবস্থাও ভাল, যা বায়না লয়, তাই শুনিতে হয়। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা প্রভা, ইহার উপর লিখিতে পড়িতে জানে। প্রভার পিতা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন। মোটে চারিদিন দেশছাড়া। ইহার মধ্যে প্রভা তাঁহাকে আট খানি চিঠি লিখিয়াছে। বাড়ীতে দুর্গোৎসব। সকলেরই মুখে আনন্দ, প্রাণে উৎসাহ। প্রভা বিমর্ষমুখী বিমলিনা। কেন-তাহা তাহার শেষ পত্র খানিতে প্রমাণ। সে পত্র আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রভা লিখিয়াছে—"বাবা কলকেতায় তোমার এত কি কাজ? শুনিতে পাই, তোমার কলিকাতার বাসার কাছেই "কেশরঞ্জন" বিক্রী হয়। একটু কষ্ট করিয়া তোমার এ ছোট মেয়েটির জন্য গোটাকতক কিনিয়া পাঠাইতে পার না? আমার জন্য চার শিশি, প্রমীলা দিদির জন্য এক শিশি, সইএর জন্য দুই শিশি, আর চক্রবর্ত্তীদের সেই বাপমা-মরা মেয়ে উষার জন্য, এক শিশি কেশরঞ্জন ডাকে পাঠাইবে। পূজা আসিয়া পড়িল। যদি কাল কি পরশু না পাই তবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিব।" বলা বাহুল্য আদরিণী প্রভার পিতা, এই পত্র পাইয়া তাহার প্রয়োজনীয় আবদারটী তখনই পূর্ণ করিয়াছিলেন। যদি কোন ভদ্রলোক প্রভার পিতার অবস্থা পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও আমাদের কার্য্যালয়ে আসুন। হাজার হাজার কেশরঞ্জন প্রস্তুত। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা; মশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা। তিন শিশির মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা, মাশুলাদি ৷৷৴০ এগার আনা।

কোমল মুখখানি।

যে মুখে ব্রণ, মেচেতা, ছুলি ঘামাচি নাই, যাহার চামড়া ফাটিয়া কর্কশ হয় না, সেই মুখই কোমল মুখখানি। কিশোর কিশোরীর কোমল মুখখানি প্রায়ই ঐ সকল রোগে কু-শ্রী হইয়া যায়। আমাদের "হিমাংশু-দ্রব ব্যবহারে ঐ সকল রোগ শীঘ্র নষ্ট হইয়া, মুখের সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠে। ইহার সুগন্ধে মন বিভোর হয়। ব্যবহারে মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃবিমণ্ডিত হয়। এক শিশি হিমাংশু-দ্রবের মূল্য ৷৷৴০ দশ আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৴০ পাঁচ আনা।

গভর্ণমেণ্টমেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি? আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা মাথাঘোরা মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা। একত্র বড় ৩ তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸৵৹ তের আনা। ৵৹ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ, বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন-আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রবসংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ ও সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার একশিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

REG No. C. 32

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] পৌষ, ১৩১৮। জানুয়ারী, ১৯১২। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা	১২১
গ্রীসদেশীয় নাট্যরীতি	১২১
হ্যালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা	১২৬
ভগিনী নিবেদিতা	১৩৩
ভারতে নব সম্রাট	১৩৬
সম্রাট সম্রাজ্ঞীর—ভারতাগমনে ভক্তি উপহার	১৩৮
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৩৯
রাজা ও রাণীর শুভাগমন	১৪১

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

রমণীর বিচিত্র কুন্তলের শোভা বর্দ্ধন করিতে হইলে

নিত্য স্নানের সময় কেশপ্রসাধনে আমাদের

মহাসুগন্ধি **"কুন্তলবৃষ্য তৈল"** ব্যবহার করুন।

কারণ—কেশের শোভা বৃদ্ধি করিতে, কেশপাশ কুঞ্চিত, কোমল ও সুকৃষ্ণ করিতে আমাদের মহাসুগন্ধি "কুন্তলবৃষ্য তৈল" অদ্বিতীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন।

কারণ—বাজে খনিজ তৈলে দুই দশ ফোঁটা সুগন্ধিসার মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় নানাবিধ কেশবৃদ্ধিকর ও মস্তিষ্কস্নিগ্ধকর ভেষজ পদার্থ দ্বারা ইহা প্রস্তুত।

কারণ—ইহা মাখিলে হাত পা জ্বালার নিবৃত্তি হয়, শরীর ও মন স্নিগ্ধ থাকে। বর্ণের উজ্জ্বলতা সাধিত হয়, কান্তি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়।

আপনি অদ্য হইতেই কুন্তলবৃষ্য ব্যবহার করুন।

মূল্যাদি প্রতি শিশি এক টাকা।	
মায় ডাকব্যয়	১।৵ আনা।
তিন শিশি	২।০ আনা।
ডজন	৯৲ টাকা।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা
ভীষকরাজ।

প্রধান চিকিৎসক
কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন
ও
কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অন্তঃপুর

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] পৌষ, ১৩১৮। জানুয়ারী, ১৯১২। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে নিত্য সত্য পরমেশ্বর, তুমি বর্ত্তমান সময়ে নিত্য নব নব ভাবে আপনার জ্ঞান প্রেম ও পুণ্য তোমার সন্তানগণের নিকটে প্রকাশ করিতেছ। তোমার মঙ্গল উপদেশ ও শিক্ষা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগের নিকট আসিতেছে কিন্তু দেখ, তোমার এদেশের কন্যাগণ তোমার শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া কত হীন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন। তোমার সন্তানগণ পৃথিবীতে বাস করিবেন, পৃথিবীর সহস্র প্রকারের বিষয় সকল ব্যবহার করিবেন অথচ পৃথিবীকে পদতলে রাখিয়া স্বর্গে বিচরণ করিবেন ইহাই তোমার স্বর্গীয় অভিপ্রায়, তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি যে তোমার ইচ্ছা আমাদিগের নারী-জীবনে পূর্ণ হউক। তোমার কন্যাগণ যেন তোমার প্রকাশিত প্রেম পুণ্য সুখ দর্শন করিয়া তোমার আশ্রয়ে বাস করিয়া চির-দিন নিত্য নব সুখের পথে অগ্রসর হন; তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

গ্রীসদেশীয় নাট্যরীতি।

প্রাচীন গ্রীস ইউরোপের গুরুস্থানীয়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার অনেক প্রধান অংশের জন্য ইউরোপ গ্রীসের নিকট ঋণী। গ্রীসীয় জাতি এক সময়ে জ্ঞান-গৌরবে যে উচ্চ ভূমি লাভ করিয়াছিলেন সে স্থান হইতে এ পর্য্যন্ত অন্য কেহই তাঁহাদেরে অপসারিত করিতে পারেন নাই। ইঁহারা মানসিক, শারীরিক, রাষ্ট্রীয়, শিল্পকলা, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে সামঞ্জস্যের ভাব দিয়া জগতকে এক অদ্ভুত ধনে ধনী করিয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও ভাবের অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই মহাজাতি অল্পকাল মধ্যেই সভ্যজগতে যে জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন

তাহার রশ্মিরাশি ক্রমশঃই নানাস্থলে জ্যোতি বিকীরণ করিয়া প্রতিদিন নব নব মানবরাজ্য আলোকিত করিতেছে। এই-জন্যই ইউরোপের শিক্ষিত সমাজ গ্রীসীয় জাতিকে মানবের আদর্শ স্থানীয় মনে করেন।

যেমন কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিতে গ্রীস প্রথম শিক্ষাদাতা তেমনই নাট্যরীতিতেও এই দেশ ইউরোপের পথপ্রদর্শক। আধুনিক নাট্যসাহিত্যে স্পেনে লেপে ডে জানা, ফ্রান্সে মোলেয়ার ও রেসাঁ, ইংলণ্ডে শেকস্‌পীয়র ও বেন্‌জন্‌সন্‌ ও জার্ম্মাণীতে গ্যেটে ইত্যাদি যাঁহাদের সহিত আমরা পরিচিত ইঁহারা সকলেই সেই পুরাতন গ্রীসীয় আদর্শের অনুবর্ত্তী। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত নাট্যরীতিতেও অবশ্য বহুপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার আদর্শ ও ভাব এক্ষণও সেই পুরাতন রহিয়াছে।

নাট্যচর্চ্চা বহুপূর্ব্বেই গ্রীসে আরম্ভ হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায় এবং কিঞ্চিদধিক শত বর্ষের মধ্যেই গ্রীসীয় নাটক তাহার চরম-উন্নতি লাভ করে। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীসেও ইহা প্রথমতঃ ধর্ম্মের সহিত জড়িত ছিল। নানাদেবতা পূজার মধ্যে সে দেশে ডায়োনিসস্‌ বা ব্যাকাসের পূজা সমধিক প্রচলিত থাকায় এই পূজা বৎসরে তিন বার কিম্বা চারি বার মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। নৃত্যগীত ইহার প্রধান অঙ্গ, এবং এই নৃত্যগীতেই ভবিষ্যৎ নাটকের প্রারম্ভ। আমাদের দেশে কোনও বিশেষ দেব দেবীর পূজার সহিত নাটকের সংশ্রব দৃষ্ট হয় না, কিন্তু গ্রীসে ডায়োনিসসের পূজা ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে এই প্রকার নৃত্যগীতের বিশেষ আয়োজন হইত না। এই নৃত্যগীত সম্বলিত আমোদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ নাটকে পরিণত হয় এবং এথেন্স নগরী কালে এই বিষয়ে গ্রীসের কেন্দ্রস্থল হয়। সমগ্র দেশের কবিগণ এই বিশেষ সময়ে স্ব স্ব নূতন নাটক এথেন্সের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত করাইয়া জয়মাল্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন এবং লরেল-সভার এই জয়মাল্য বা জয়মুকুটই তাঁহাদের একমাত্র ও সর্ব্বজন সম্মানিত পুরস্কার ছিল। আধুনিক সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা জীবিকাসংগ্রহের উপায় স্বরূপ হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে অর্থলাভের আশায় সাহিত্যসেবা অতি ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। নাটককারগণ জয়মালা লাভের জন্যই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন এবং সফলকাম লেখকের ইহাই একমাত্র পারিশ্রমিক ছিল।

ভারতীয় ও গ্রীসীয় নাট্যরীতিতে যদিও এ পর্য্যন্ত কোনও সম্পর্কের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তথাপি পার্থক্যের সহিত উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয়। গ্রীসীয় নাটক প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ট্র্যাজেডী বা বিপদাত্মক ও কমেডী বা হাস্যরসাত্মক। হিন্দু সাহিত্যে এরূপ কোনও শ্রেণীবিভাগ উল্লিখিত নাই, বরং যাহাতে কোনও নাটক বিপদাত্মক না হয় তাহারই বিশেষ বিধি আছে। কিন্তু গ্রীসে এই শ্রেণী নির্দ্দেশ একটী প্রধান

বিষয় ছিল, এমন কি অভিনয়কালেও দুইশ্রেণীর নাটকের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মপালন ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইত। আর একটী পার্থক্য ইহা হইতেও সুস্পষ্ট। এ দেশের নাটক সকল অঙ্ক গর্ভাঙ্ক ইত্যাদি ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত, কিন্তু গ্রীসীয় নাটকে এরূপ কোনও ব্যবস্থা ছিল না; যবনিকা অপসারিত হইলেই অভিনয় আরম্ভ হইত, এবং সমগ্র নাটকের অভিনয় শেষ হইলে যবনিকা পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিত, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আর কোনও ভাগ ছিল না।

একটী বিষয়ে দুই দেশের নাটকের সাদৃশ্য দেখা যায়। হত্যা, মৃত্যু বা অন্য-কোনও ভয়াবহ ঘটনা দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অভিনীত হওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং গল্পাংশে এরূপ কোনও ঘটনা থাকিলে কোনও নায়ক দ্বারা বর্ণিত করাইয়া দর্শকদিগকে তাহা জ্ঞাত করান হইত। কিন্তু যদিও সম্মুখে এ সকল অভিনীত হওয়া নিষিদ্ধ ছিল, মৃতের শরীর রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করা তাঁহারা রীতিবিরুদ্ধ জ্ঞান করিতেন না, বরং প্রায়ই দেখা যায় যে নেপথ্যে হত্যা বা মৃত্যুর দৃশ্য সম্পন্ন করাইয়া রক্তাক্ত মৃতদেহ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দর্শকগণকে দেখান হইয়াছে।

স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য (unities of Place, Time and Action) গ্রীসীয় নাট্যরীতির মুখ্য বিধি। স্থান ঐক্যের অর্থ এই যে নাটকের ঘটনাসমূহ একই স্থানে সমস্ত সংঘটিত হইতে হইবে। ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা যায় যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে, নহিলে প্রায়শঃই সমস্ত ব্যাপার কোনও মন্দির কিম্বা অট্টালিকার সম্মুখভাগে অবস্থিত। কালঐক্যের অর্থ এই যে কোনও নাটকে একাধিক দিবসের ঘটনাবলী অভিনয়াঙ্গীভূত হইতে পারিবে না। ঘটনার ঐক্যে এই বুঝায় যে নাটকের প্রধান ঘটনা একটী হইবে, তদধিক হইবে না। আধুনিক নাটক সমুদয় যেরূপ ঘটনাস্থল ও উপগল্পে (episode) পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় গ্রীসীয় রীতিতে সেরূপ হওয়া অসম্ভব। এদেশে এ তিনটী নিয়মের কোনটীই পাওয়া যায় না, কেবল একটী নিয়ম আছে যে একদিবসের অধিককালব্যাপী ঘটনা সমূহ এক একটি অঙ্কে বিবৃত হইতে পারিবে না, কিন্তু অল্পপরিবর্ত্তনের সময়ে ইচ্ছামত কালব্যবধান স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর একটি সে দেশের বিধি কিছু অদ্ভুত মনে হয়, অভিনয়ে এককালে তিন জনের অধিক কথা বলিবার নিয়ম ছিল না; অন্য অনেক অভিনেতা উপস্থিত থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবল তিন জনই কথোপকথনযোগ দিতে পারিব।

আমাদের দেশে অভিনয় বলিতে

"কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলিতেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা" -র

কথা মনে পড়ে, কিন্তু গ্রীসীয় নাট্যশালা কুসুমদাম সজ্জিত হইলেও দীপাবলীর সহিত তাহার কোনও সংশ্রব ছিল না, কারণ অভিনয় দিবাভাগেই সম্পন্ন হইত। যে উৎসবের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

তাহার দিন উপস্থিত হইলেই প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্তদিনব্যাপী অভিনয় হইতে থাকিত। কেহ একটী কেহ কেহ বা একাধিক নাটক অভিনীত করাইবার এবং অনেকে এককালে তিনটি নাটক ও একটি প্রহসনের দ্বারাও জয়মাল্য লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। এই নাটকগুলির গুণাগুণ নিরূপণ করিবার ভার কয়েকজন বিচারকের উপর ন্যস্ত থাকিত এবং অভিনয়ান্তে তাঁহারই জয় মাল্য কাহার প্রাপ্য তাহা স্থির করিতেন। ভারতবর্ষে কোনও কোনও নাটক যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল বটে কিন্তু এত অধিকক্ষণ ব্যাপী অভিনয় শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তাঁহারা সহিষ্ণুতার সহিত কি করিয়া অভিনয়ে উপস্থিত থাকিতেন তাহা ধারণা করিবার আমাদের আর একটী অন্তরায় আছে। তাঁহাদের রঙ্গালয় আধুনিক রঙ্গালয়ের ন্যায় আবৃত স্থান একেবারেই ছিল না। এথেন্সনগরীর দক্ষিণে একোপোলিস্ নামক দেবমন্দিরাদি আবৃত পর্ব্বত এখনও দেখা যায়; তাহার দক্ষিণে ডয়োনিসসের পবিত্র অধিষ্ঠান ভূমি, তাহার কিয়ৎপরেই সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি। এই উক্ত আনাবৃত আকাশতলই ডায়োনিসস্ উৎসবের "থিয়টার" বা রঙ্গালয় এবং পর্ব্বতগাত্র ইহার দর্শকবৃন্দের আসন। পবিত্রভূমিস্থিত দেবতার বেদিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সম্মুখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর গঠিত আসন সমষ্টি; আসন শ্রেণী স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়া ক্রমশঃ পর্ব্বতগাত্র স্পর্শ করিয়াছে এবং তৎপরে প্রস্তর হইতে আসন খোদিত করা হইয়াছে। সমগ্র আসনশ্রেণী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং এই অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রাচীরের প্রান্তদ্বয় অন্য একটী সরল প্রাচীর দ্বারা যোজিত ছিল। রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরভাগে শেষোক্ত প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন দীর্ঘ, অনুচ্চ ও নাতিপ্রশস্ত একটী বেদিকা এই বেদিকাই রঙ্গমঞ্চ বা "ষ্টেজ্।" তাহার সম্মুখেই সোপানদ্বারা অবতরণ করিয়া নৃত্যভূমি বা "অর্চেষ্ট্রা।" অর্চেষ্ট্রার মধ্যস্থলে ডায়োনিসস্ দেবের পবিত্র বেদী এবং কিছুদূরেই নিম্নতম আসনশ্রেণী। এই বেদীর চতুর্দ্দিকে গীতবাদ্যসহকারে নৃত্য করা নাটকের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল।

দর্শকদিগের আসনশ্রেণীগুলি নিম্নতল হইতে উপর পর্য্যন্ত লম্বমান দ্বাদশটী সোপানাবলী দ্বারা বিভক্ত ছিল এবং উপরে উঠিবার প্রায় অর্দ্ধপথে আর একটী সমতল পথ ছিল; এই পথ ও সোপানদ্বারা দর্শকেরা রঙ্গালয়ের সমস্ত স্থানে গমনাগমন করিতে পারিতেন। দর্শকের সংখ্যা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়; এথেন্সের রঙ্গালয়ে অনুমান পঁচিশ হইতে ত্রিশ সহস্র দর্শকের স্থান হইত। এমন একান্ত অনাবৃতস্থানে রঙ্গমঞ্চের কথোপকথন কি উপায়ে এই বৃহৎ শ্রোতৃবর্গের শ্রবণ গোচর হইত তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। সমস্ত নগরবাসী অভিনয়ে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য ছিলেন, এবং দারিদ্র্যবশতঃ কেহ দর্শনী দিতে অপারগ হইলে সাধারণ অর্থভাণ্ডার হইতে তাহার দর্শনী দান করা হইত।

নিম্নতম আসনশ্রেণী ডায়োনিসস্ দেবের প্রধান পুরোহিত, সমাগত রাজদূত, দেশের প্রধান কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সম্মানিত পুরুষদিগের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকিত; তাহার পরেই ধনী ও আভিজাত্যবর্গের, তৎপরে জনসাধারণের ও সর্ব্বশেষে বিদেশাগত ব্যক্তিগণের আসন। যদিও সে সময় গ্রীসে নারীদিগের অবরোধ প্রথা যথেষ্ট দৃঢ় ছিল তথাপি তাঁহারা অভিনয় দর্শনের জন্য রঙ্গালয়ের কোনও বিশেষ স্থানে বসিবার আসন প্রাপ্ত হইতেন।

রঙ্গমঞ্চের আয়োজন যথাসম্ভব আড়ম্বর শূন্য ছিল। সম্মুখে যবনিকা, কিন্তু এ যবনিকা অভিনয়ারম্ভে উপরে না উঠাইয়া নীচে সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া হইত, এবং অভিনয়ান্তে পুনরায় উত্তোলিত হইত। রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে নাটকের বিষয়োপযোগী প্রধান ও একমাত্র দৃশ্যপট এবং পার্শ্বে কয়েকটী পার্শ্বপট থাকিত। স্থানের ঐক্যবিষয়ে আমরা যে নিয়ম দেখিয়াছি তাহার অনুসরণের ফলে পট পরিবর্ত্তনের আর প্রয়োজন হইত না। কখনও স্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আর একটী অধিক পট যোগ করিয়া ও কয়েকটী তদুপযোগী পার্শ্বপট দিয়া তাহা সম্পন্ন করা হইত। পশ্চাৎস্থিত প্রধান দৃশ্যপটের মধ্যভাগে প্রবেশ করিবার ও নিষ্ক্রান্ত হইবার দ্বার; পার্শ্বদেশেও এরূপ দ্বারের ব্যবস্থা ছিল। অনুমান করা যায় যে পটচিত্রণে প্রাচীন গ্রীসীয় জাতি আশ্চর্য্যরূপ উৎকর্ষ সাধিত করিয়াছিলেন। আকাশপথে দেবতাদিগের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান প্রদর্শনের নিমিত্ত এক প্রকার যন্ত্রকৌশলের ব্যবহার ছিল।

অভিনয়কালে কথোপকথনের যে অদ্ভুত নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার ফলে সাধারণতঃ তিনজন অভিনেতার প্রয়োজন হইত। গ্রীসে কোনওকালে স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয় হয় নাই. পুরুষেরাই স্ত্রীবেশে অভিনয় ভাগ সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীপুরুষের পরিচ্ছদে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। সাধারণতঃ গাঢ় রংএ রঞ্জিত পরিচ্ছদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দর্শকদিগের অভিনয় দর্শনে সাহায্যের নিমিত্ত ও মহানাটকের (ট্রাজেডী) উপযুক্ত আকৃতি প্রদর্শনের ইচ্ছায় উচ্চ এক প্রকারের পাদুকা, প্রকাণ্ড ছদ্মমুখ (মুখোস) ও তদনুরূপ পরিচ্ছদ দ্বারা অভিনেতাদিগের শরীর আকারে বৃহৎ করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ পাদুকার নাম "বাস্‌কিন্;" কিন্তু হাস্যরসাত্মক নাটকের অভিনয়ে বাস্‌কিনের পরিবর্ত্তে ছোট এক প্রকারের পাদুকার ব্যবহার প্রচলিত থাকা জানা যায়। কেবল মুখের উপর মুখোস স্থাপিত না করিয়া অভিনেতারা সমগ্র মস্তকই তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইত, এবং ইহার মধ্যে কোনও কৌশলে অভিনেতাদিগের স্বর প্রতিধ্বনিত হইবার এরূপ ব্যবস্থা ছিল যে স্বাভাবিক স্বর কয়েকগুণ বর্দ্ধিত হইয়া দূরতম শ্রোতারও স্পষ্টরূপে কর্ণগোচর হইত, কিন্তু কি কৌশলে তাঁহারা ইহা সম্পন্ন করিতেন তাহা জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

অভিনেতা ব্যতীত নৃত্যগীতও কথোপ-

কথনের জন্য আর একটী দল ছিল, ইহার নাম "কোরস"। এই কোরস সে দেশের অভিনয়ের একটী প্রধান বিশেষত্ব। সংখ্যায় ইহাদের দশ কিম্বা ততোধিক এমন কি পঞ্চাশ পর্য্যন্তও হইতে দেখা যায়! কোরস্ ভুক্ত সকলের পরিচ্ছদ এক প্রকারের হইবার নিয়ম ছিল এবং সময়ে সময়ে এই দলকে কয়েকভাগে বিভক্ত করা হইত। সকলেই কথোপকথনে যোগ দিতে পারিত না; তাহাদের মধ্যে একজনই কেবল অধিনায়করূপে নাটকের নায়ক কিম্বা নায়িকার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইতে পারিত। অভিনয় আরম্ভ হইবা মাত্র কিম্বা কিছু পরে ইহারা রঙ্গমঞ্চে আসিয়া ক্রমে সোপানদ্বারা সম্মুখে নৃত্য ভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক বেদীর চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সজ্জিত হইয়া যথা সময়ে নৃত্যগীতাদি সম্পন্ন করিত। নাটকের বিষয়াবলম্বনে নৃত্য ও গীতই ইহাদের প্রধান কার্য্য ছিল, এবং ঐ গীতের মধ্যেই নাটকের চরিত্র নিচয়ের সমালোচনা, তৎসংক্রান্ত উপদেশ এবং শ্রোতাদের জ্ঞাতব্য অন্যান্য ঘটনাবলী ও সন্নিবিষ্ট থাকিত; এই জন্য অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত কোরসের' সর্ব্বসময়ে উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল। ইহাদের নৃত্যেরও যথেষ্ট বিশেষত্ব ছিল মনে হয়; প্রত্যেক ভাব, আবেগ ও মানসিক অবস্থা প্রকাশানুকূল পৃথক পৃথক প্রকারের অঙ্গভঙ্গী ও সুর নির্দ্দিষ্ট ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নৃত্যের বিষয় এখনও কিছুই জানা যায় নাই, কিন্তু এথেন্সের জনসাধারণ যে ইহার প্রত্যেক অঙ্গ বুঝিতে সমর্থ ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আজ কাল "বাস্‌কিন্", মুখোস বা "কোরস্" কিছুই নাই; যদিও অভিনয়ের ধরণ সেই পুরাতনই রহিয়াছে। এখনকার অভিনয় অধিক স্বাভাবিক হইয়াছে বটে কিন্তু অভিনয় কৌশল এমন জটিল ও অনেকবিষয়ে এমন জঞ্জালপূর্ণ হইয়াছে যে গ্রীসীয় ত দূরের কথা শেকস্‌পীয়রের প্রধান নাটকগুলি পর্য্যন্ত তাহাদের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া অভিনীত করিতে অনেকেই অসমর্থ। পুরাকালে কৌশল অপেক্ষা ভাবের প্রতি লক্ষ্য অধিক ছিল, কিন্তু এখন ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে. সেইজন্য আধুনিক রঙ্গমঞ্চে উৎকৃষ্ট নাটকের এত অভাব। বাস্তবিক আড়ম্বরবর্জ্জিত অথচ মহাভাব পূর্ণ গ্রীসীয় নাটকগুলি এখনকার রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হইলে জনসাধারণের দ্বারা তাহাদের গৃহীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্বারে একটী ভদ্রলোক ও একটী মহিলা গাড়ি হইতে নামিতেছিলেন।

* ভ্রমসংশোধনঃ—বিগত অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকার ১০৪ পৃঃ প্রথম স্তম্ভের ২৪ লাইনে "অ্যাল্‌টনী ভেয়ারের স্থলে অ্যান্‌টনী ডেয়ার হইবে। ঐ সংখ্যায় ১০৫ পৃঃ ১ম স্তম্ভের ১৯ পংক্তিতে "মিষ্টার হেয়ার" স্থলে "মিষ্টার ডেয়ার" হইবে।

ভদ্রলোকটী দীর্ঘাকৃতি, শরীরের গঠন সুন্দর, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব মধুরতা-বর্জ্জিত। মহিলাটীও দীর্ঘকায়া, সুপুষ্টাঙ্গী এবং সুন্দরী; কিন্তু আকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে মদগর্ব্বিতা বলিয়া মনে হয়—সেই গর্ব্বের ভাব তাঁহার সদাকুঞ্চিত নাসিকাটীতে সুপ্রকট। মহিলাটি ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা কি সময়ে পৌঁছুতে পেরেছি? কর্ত্তা এখনও বেঁচে আছেন তো?"

ভৃত্যগণ উত্তর করিল—"হাঁ, ঠিক সময়েই এসেছেন, আর একটু দেরী হ'লে আর দেখা হ'ত না। কিন্তু কর্ত্তা এক ঘণ্টা হ'ল জেগেছেন, আর জাগার পর হ'তে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। ডাক্তাররা পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে সম্ভবতঃ এই রকমই হবে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে অজ্ঞানের মত পড়ে থাকবেন না।"

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রোগীর শয়ন গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মুমূর্ষুর প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যেন সজাগ বলিয়া বোধ হইল। তিনি হস্ত দ্বারা মশারি উত্তোলন করিয়া ধরিয়া ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারের দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল।

"তোমাদের আসতে এত বিলম্ব কেন?"—এই কথাগুলি রোগী এমন জোরের সহিত উচ্চারণ করিলেন যে আগন্তুকদ্বয় তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

ডেয়ারপত্নী জুলিয়া শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এবং রোগীর দুর্ব্বল হস্তদ্বয় নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিল—"জেঠা মহাশয়, তোমার পত্র পাওয়া মাত্রই আমরা বেরিয়েছিলাম, কিন্তু রাস্তায় এমন দুর্য্যোগ যে আমরা এর চেয়ে শিগ্‌গির আসতে পারলাম না।"

একটী ভৃত্য রোগীর কাণে কাণে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আর কি আমাদের উকিল ওয়েষ্টনের বাড়ী যেতে হবে?' রোগী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"না, আর দরকার নাই। অ্যান্‌টনী ডেয়ার, তুমি একজন আইনজ্ঞ, আমি তোমাকে যা করতে বলব অবশ্য তুমি তা করবে। তুমি যেমন অপর মক্কেলের কাজ কর তেমনি আমারও করবে। কেমন, করবে কি না?"

"আজ্ঞে আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

"তা হলে তুমি বস। জুলিয়া, তুমিও বস। পথশ্রমে তোমরা অবশ্য ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হয়েছ, কিন্তু তা হলেও একটু অপেক্ষা কর। আমার জীবন নদী ভাটার মুখে, ক্ষণে ক্ষণে শুকিয়ে উঠছে, যত শীঘ্র সম্ভব এ কাজটা শেষ করতে হবে—তবে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারব। তার পরে তোমরা এ গৃহে যত টুকু আরাম আনন্দ পাওয়া সম্ভব সে সমস্ত উপভোগ করো। অ্যান্‌টনী ডেয়ার আমার মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত—আর বেশীক্ষণ বাঁচব না।"

ডেয়ারপত্নী তখন সেই প্রশস্ত কক্ষের এক প্রান্তে দাড়াইয়া তাঁহার গায়ের কাপড় ইত্যাদি খুলিতেছিলেন এবং পরিচারিকার সহিত নিম্ন স্বরে কি কথাবার্ত্তা

বলিতেছিলেন। মিঃ ডেয়ার রোগীর শয্যাপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন।

মিঃ কুপরের শেষ কথা কয়টী শুনিয়া মিঃ ডেয়ার বলিলেন—"আপনার এরকম যন্ত্রণার কথা শুনে আমি বড়ই দুঃখিত। ডাক্তাররা কি আপনার যন্ত্রণার কিছুই উপশম করতে পারছেন না?"

'অ্যান্টনী ডেয়ার, আমার যে যন্ত্রণা সে মনের যন্ত্রণা, সে তো শরীরের নয়। শরীরের যন্ত্রণা আর আমার নাই সে সীমা আমি অতিক্রম করেছি। আমি আগেই তোমাকে আর জুলিয়াকে আসবার জন্য সংবাদ দিতাম কিন্তু পূর্ব্বে আমি জানতে পারিনি যে আমার এ সংসারের দিন একেবারে ফুরিয়ে এসেছে। কাল বুঝলাম যে ভবের বাজারে দোকান গুটিয়ে নেবার জন্য আমার ডাক পড়েছে।"—তাহার পর অত্যন্ত জোরের সহিত তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ অ্যান্টনি, এ পৃথিবীতে কোন লোক যেন অন্যায় এবং অধর্ম্মাচরণ না করে। নচেৎ ইহা স্থির নিশ্চয় যে সেই অন্যায় আচরণের বিসময় স্মৃতি তার অন্তিম শয্যাকে কণ্টকিত করতে কখনই ভুলবে না।'

মিষ্টার ডেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আমায় বলুন এসময় আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"তুমি ঐ দেরাজটী খোল। খুলে দেখতে পাবে ওর মধ্যে কালি কলম কাগজ আছে। জুলিয়া, তুমিও এখানে এস। এ ঘরে যেন অপর কোন লোক না থাকে।"

ভৃত্য কক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ডেয়ারপত্নী রোগীর নিকটে আসিলেন। তাঁহার অঙ্গে একটী সূক্ষ্ম সাটিনের পোষাক ছিল উহাতে বহুমূল্য "লেস্" বিলম্বিত। তাঁহার গ্রীবাদেশে সুবর্ণ হার শোভা পাইতেছিল—শরীরের নানাস্থানে সুদৃশ্য সুবর্ণের অলঙ্কার সুবিন্যস্ত। তাঁহার সাজ সজ্জার পারিপাট্য মৃত্যুগৃহের উপযোগী ছিল না।

অপরাহ্ণ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্ধকার বশতঃ রোগীর কক্ষটী অন্ধকারাবৃত হইয়া আসিল। মিঃ ডেয়ার রোগীর নিকটবর্ত্তী একটী গোল টেবিলের উপর লিখনোপকরণগুলি স্থাপিত করিয়া দূরবর্ত্তী জানালার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রোগী বলিলেন—"আলো না হলে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জুলিয়া, চাকরদের একটী আলো দিতে বল।"

রোগীর কক্ষে আলোক আনিত হইল। যে চক্ষু ক্ষণপরেই সংসারের যাবতীয় আলোকের নিকট চির মুদ্রিত হইবে সেই চক্ষুর যাহাতে পীড়া না হয় সেই জন্য আলোকটীকে টেবিলের উপর রাখা হইল। মিঃ ডেয়ার কলম হস্তে রোগীর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মিঃ কুপার তাঁহার কম্পিত হস্তে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—আমি হঠকারী হয়ে নিষ্ঠুর আচরণ করেছি—আমি স্বার্থপর বিচার বিমূক হয়ে অধর্ম্মাচরণ

করেছি। আমার সেই দুর্ব্ব্যবহার, আমার সেই নিষ্ঠুর আচরণ এখন আমার হৃদয়ের সকল শক্তিকে হরণ ক'রে—"

ডেয়ার গৃহিণী মৃদুস্বরে বলিলেন—কিন্তু জেঠা মশায়, কি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন?" এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে ডেয়ার পত্নী যখন স্নেহভরে ও মৃদুস্বরে কথা বলিতে চেষ্টা করিতেন তখন লোকের কর্ণে উহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

মিঃ কুপার ঘর্ম্মাক্ত ললাটে উত্তর করিলেন—"কি অন্যায় আচরণ করেছি? কেন, এড্গার হ্যালিবার্টনের সঙ্গে আমি নৃশংস পশুর মত ব্যবহার করেছি। সে যখন তার প্রতি নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করেছিল তখন, তো সে তার পবিত্র কর্ত্তব্যই পালন করেছিল। আমারও তা বোঝা উচিত ছিল—কিন্তু দারুণ আত্মম্ভরিতা তখন আমাকে তার চরিত্র সে আলোকে দেখতে দেয় নি। আমি তাকে গৃহতাড়িত করে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছি। তাকে এ পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহণ না ক'রে তার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত না হ'য়ে আরও অধিক অন্যায় ক'রেছি। অ্যান্টনী ডেয়ার, আমার কথা শুনছ কি?"

"আপনি এখন কি তাঁকে আপনার কাছে আনতে চান?"

"না, তা করবার আর সময় নাই। সে এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমার সংসার খেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। তা ছাড়া সে লণ্ডনে কোথায় কোন্ ঠিকানায় থাকে তাও আমি জানি না। জুলিয়া, তুমি কি তার ঠিকানা জান?"

জুলিয়া কতকটা অবজ্ঞাসূচক স্বরে আপনার স্কন্ধদেশ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া উত্তর করিল—"না, আমার তা জানা নাই।" জুলিয়া কথাগুলি এমনভাবে বলিল যেন তাহার ভ্রাতা এড্গারের ঠিকানা জানা তাহার পদমর্য্যাদার একান্ত হানিকর।

মুমূর্ষু বলিলেন—"না, আর তার এখানে আসবার সময় নাই। জুলিয়া, অ্যান্টনী ডেয়ার—"

কি বলছেন?"

"তোমরা দুজনেই আমার কথা মন দিয়ে শোন। আমি জীবনে যে অন্যায় আচরণ করেছি তার প্রতীকার না ক'রে মরণে আমি শান্তি পাব না। আমি জুলিয়ার নামে সম্পত্তি উইল ক'রেছি—সর্ব্বস্ব তাকেই দিয়েছি। সব সম্পত্তির মূল্য ১৬০০০ পাউণ্ডের কম হবে না।"

রোগী সহসা নীরব হইল। কিন্তু ডেয়ার বা তাঁহার পত্নী কেহই কোন কথা বলিলেন না।

"অ্যান্টনী, তুমি নিজে একজন ব্যবহারাজীবী। তুমি একটী নূতন উইল তৈরি কর'তে পার। কিন্তু তাও করবার আর সময় নাই।" তাহার পর তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ঘরটী এমন অন্ধকার হয়ে আসছে কেন?"

মিঃ ডেয়ার সত্বর চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার প্রবর্দ্ধমান অন্ধকার ব্যতীত গৃহের অন্ধকার বাড়াইবার সেখানে আর কিছুই ছিল না।

রোগী বলিল—"তবে আমার দৃষ্টি-শক্তিই ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। তোমরা দুজনে শোন। মৃত্যুকালে আমি তোমাদের আদেশ করছি—তোমরা আমার এই অর্থ হ্যালিবার্টনের সঙ্গে সমান অংশে ভাগ ক'রে নিও। তাকে তার পূর্ণ প্রাপ্য দিও তা হ'তে এক পয়সাও ভেঙো না। অ্যান-টনী ডেয়ার—আমার এই মৃত্যুকালীন আদেশ পালন ক'রবে কি?"

"হাঁ, নিশ্চয় আপনার আদেশ পালন ক'রব।"

"আঃ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আমি তোমাদের আদেশ করছি তোমরা এটী করতে অন্যথা করো না। আজ আমি যেখানে এসে উপনীত হ'য়েছি সেইখানে একদিন তোমরা যখন এসে উপনীত হবে—সেই দিনের সেই মহান্ সন্ধিক্ষণে যদি প্রাণে শান্তির কামনা থাকে তবে—তবে এর অন্যথা ক'রো না। যা ন্যায্য তা আইন সঙ্গত ভাবে সমম্পন্ন করবার এখন আর সময় নাই। আমি বেশ অনুভব করছি আমার অন্তিম সন্নিকট। উইল লেখার আগেই হয়তো আমার জীবনের শেষ স্পন্দনটী বন্ধ হ'য়ে যাবে সুতরাং সে উইলে স্বাক্ষর করাও হবে না। কিন্তু এ কাজের ভার আমি তোমার উপর দিয়ে চললাম; এ অতি গুরুভার মনে রেখো এ আমার মৃত্যুকালীন অনুরোধ। আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ন্যায়তঃ হ্যালিবার্ট-নের প্রাপ্য—জুলিয়া কেবল অপরার্দ্ধের অধিকারিণী। সম্পত্তিবিভাগের সময় ঊর্দ্ধে ঐ ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রেখো।

অ্যানটনী ডেয়ার তুমিই এই উইলের একমাত্র "অছি" (এক্‌জিকিউটার)। তুমি কি কাগজ পত্র নিয়ে প্রস্তুত রয়েছ?"

"হাঁ"

"তা হ'লে আমি যে রকম ব'লে যাচ্ছি—কয়টী কথা তুমি লিখে যাও। আমি তার পর নাম স্বাক্ষর ক'রব।"

"আমি রিচার্ড কপার—আমি আমার প্রিয় ভাগিনেয় এডগার হ্যালিবার্টনের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি তজ্জন্য সবিশেষ অনুতপ্ত। আমি আমার মৃত্যু-শয্যায় এই শেষ কার্য্য দ্বারা আমার অর্থ ও সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ তাহাকে দান করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি অ্যানটনী ডেয়ারকে এই উইলের 'অছি' নিযুক্ত করিয়া আমার এই অন্তিম ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ভার অর্পণ করিয়া যাইতেছি। অ্যানটনী মনে করিবেন যে আমার এই ইচ্ছা এবং কার্য্য যেন আইন সঙ্গত ভাবে লেখা পড়ায় রাখিয়া যাইতেছি। ভৃত্যদিগকে যাহা ইচ্ছায় দান করিয়া যাইতেছি তাহা ব্যতীত আমার যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ এডগার হ্যালিবার্টনের প্রাপ্য—জুলিয়া কেবল অপরার্দ্ধের উত্তরাধি-কারিণী।"

মুমূর্ষু থামিলেন। তিনি আবার বলিলেন—"বোধ করি এই বল্লেই যথেষ্ট হবে, এর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। অ্যান-টনী এই কথা কয়টী লিখলে কি?"

মিঃ ডেয়ার অতি দ্রুত লিখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—"হাঁ লেখা শেষ হ'ল।"

"একবার পড়ে শোনাও।"

ডেয়ার পাঠ করিতে অগ্রসর হইলেন। যদিও ইহা পড়িতে অতি সামান্য সময় লাগিল তথাপি ইহারই মধ্যে মুমূর্ষু যেন সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলেন—তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইল। সকলে তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেলেন তখন সহসা তিনি যেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "না, আমি এ অন্যায়ের প্রতীকার না ক'রে কিছুতেই মরতে পারব না।" এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে কার্য্য সম্পন্ন হইল তিনি তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া গেছেন; অ্যান্টনী ডেয়ার, আমার সমস্ত সম্পত্তির উপর তোমার পত্নীর কোনই অধিকার নাই। আমি এর অর্দ্ধেক এডগারকে দিয়ে যাব। তুমি এ কথা স্পষ্ট করে কাগজে লিখে নাও।"

"আমি লিখেছি। এই দেখুন কাগজ।"

"কই? কই?—তোমরা ঘরে একটা আলো আনছ না কেন? সব যে অন্ধকার আ! সব যে অন্ধকার!"

ডেয়ার তাঁহার হস্তে কাগজখানি দিলেন। তখন তিনি গম্ভীর আদেশের স্বরে বলিলেন—"দেখ একথা মনে রেখো। দেখো যেন কোন মতে এর অন্যথা না হয়। অর্দ্ধেকের বেশী জুলিয়ার নেবার কোনই অধিকার নাই—তার বেশী যেন সে না নেয়। মনে রেখো অন্যায় করে পরের ধন রাখলে সে অর্থ কখনও মঙ্গল আনে না। তাতে শুভ হয় না—সে অর্থ পরিণামে বিষ উদ্গীরণ করে। এডগারকে তাঁর প্রাপ্য অর্দ্ধেক অংশ দিও—আর—আর তাঁর নিষ্ঠুর মাতুলের অন্তিম অনুতাপ আর অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। তাকে বলো যদি আমার গত জীবন ফিরে পেতাম তবে কখনই তাকে আমি পাষাণের মত গৃহ হতে, স্নেহ বন্ধন হতে বিচ্যুত কর-তাম না। কিন্তু হায়! অতীতের আর অনু-শোচনা নাই।"

কএক মুহূর্ত্ত ধরিয়া মুমূর্ষু শয্যার উপর হাঁপাইতে লাগিলেন। কাগজখানি অজ্ঞাত-সারে তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। তিনি আবার বলিলেন—

"জুলিয়া, যখন এডগারের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার দেখা—অ্যাঁ, আমি ঐ কাগজ-খানিতে সই করেছি কি?

ডেয়ার বলিলেন, না, এখনও সই করা হয়নি। সই করবেন কি?

"হায়!! কিন্তু সই করা হোক্ বা না হোক্, তুমি এর মতে কাজ করতে কখনও অন্যথা কর্ব্বে না। আমি আইন অনুসারে একে নিরাপদ ক'রে রেখে যেতে পারলুম না, এ অবস্থায় আইনের দ্বারে এর কোনই মর্য্যাদা নাই, কেউ একে মানবে না। অ্যান্টনি, এ কাগজের অর্থ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেন তুমি আমার অন্তিম মিনতি ভুলে না যাও। আমাকে তোমরা বিছানায় তুলে বসিয়ে দাও—ঘরে আলো আন।"

ডেয়ার মশারিটী তুলিয়া ধরিলেন। প্রজ্বলিত দীপের উজ্জ্বল রশ্মি মুমূর্ষুর মৃত্যু ম্লান চক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মিঃ ডেয়ার একখানি পুস্তকের উপর কাগজ

রাখিয়া মুমূর্ষুর সম্মুখে স্বাক্ষরের জন্য ধরিতে চাহিলেন।

মৃতুশয্যা হইতে পুনরায় অনুরোধ বাণী সমুত্থিত হইল, "আমি একটী আলো চাই। জুলিয়া, একটী আলো আনবার জন্য কাউকে বলছ না কেন?"

জেঠা মশায়, এই তো আলো রয়েছে, তোমার সামনেই আলো রয়েছে।

"তা হ'লে এতে তেল নাই। জুলিয়া আমার একটী আলো চাই। ওদের বল খাবার ঘরের সেই সব আলো আমার কাছে নিয়ে আসুক। ঘণ্টা বাজিও না, তুমি নিজে যাও, আর তাদের আনতে বল।

তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ডেয়ার পত্নী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিলেন। একটি ভৃত্য আরো কতকগুলি আলোক লইয়া গৃহে আসিল। মিঃ কুপার তখন সংজ্ঞাহীন বিহ্বল অবস্থায় বালিশের উপর শুইয়া পড়িয়াছিলেন।

ডেয়ার পত্নী স্বামীর কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাগজ খানিতে কি সই করা হয়েছে?"

ডেয়ার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তিনি জুলিয়াকে কাগজখানি দেখিতে বলিলেন। জুলিয়া যেভাবে সেখানি বিছানায় ফেলিয়া গিয়াছিল সেই ভাবেই উহা বিছানায় পড়িয়াছিল। ডেয়ারপত্নী লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে সে খানি বিছানা হইতে উঠাইয়া লইলেন এবং দৃঢ়ভাবে উহাকে হস্তের মুষ্টির মধ্যে চাপিয়া রাখিলেন।

ডেয়ার বলিলেন, "শীঘ্রই আবার উনি জেগে উঠবেন, তখন হয়তো সই করতে পারেন।"

এই সময়ে দ্বারে একটী মৃদু আওয়াজ শ্রুত হইল। ভৃত্য বলিল—"ডাক্তার এসেছেন। আমি দরজায় ধাক্কা দেওয়া শুনেই বুঝেছি এ ডাক্তার।"

কিন্তু মুমূর্ষুর আর সেই কাগজে স্বাক্ষর করা ঘটিল না—আর তিনি জাগিলেন না। তিনি অজ্ঞানাবস্থায় সমস্ত রাত্রি সেই ভাবে পড়িয়া থাকিলেন। মিঃ ডেয়ার এবং তাঁহার পত্নী জাগিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। ভৃত্যরাও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইল। মধ্যে মধ্যে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

অবশেষে সেই মহা পরিবর্ত্তন আসিল—যে পরিবর্ত্তনে মুহূর্ত্তে সসীমের সীমা ভাঙিয়া আত্মা অসীমের অনন্ত রহস্যসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। উষাগমে জীবনের দীপ নিভিল। প্রতিবাসীগণ যখন বহিস্থ তুষার এবং কুজ্ঝাটিকা স্তূপের মধ্যে প্রভাতে আপনাদের গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিলেন, রিচার্ড কুপারের কক্ষদ্বার রুদ্ধই থাকিয়া গেল। সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর বসিয়াছিল—অনাদি রহস্যের নির্ব্বাক পাষাণ মূর্ত্তি 'মৃত্যু'।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয় ভূষণ সরকার।

———

ভগিনী নিবেদিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয়, আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সহিত খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটী গভীর মাতৃস্নেহ বশতই তিনি এই ভালটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনও তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তাহার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভাল শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলা ধূলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি শিশুত্ব আছে। এইজন্য জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানাপ্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষী যেমন নিরর্থক নহে তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে—তাহা আপনাকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা। তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এই সমস্ত আচার ব্যবহারকে সেইদিক হইতে দেখিতেন। এইজন্য সেই সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মত প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্ম্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না—অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্য লোকের অসঙ্গত আব্দার তিনি

রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন ; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপল্"দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে তিনি জানিতেন, অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব—কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে ত এই সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই—এইজন্যই তিনি এই সকল বিদেশীয় দিঙনাগদের "স্থূলহস্তাবলেপ" হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যে সকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জানাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন য়ুরোপীয়ের কথা শুনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন ; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিঁকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ তাহা মোহ নহে—তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এই জন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিতেছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমত বুঝিতেই পারি না, এইজন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণই অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোট ছোট রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড় বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী

ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্তই প্রচুর পরিমাণে আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোট ছোট কাঁটার বাধা বড় কম নহে। অতএব একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালীপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। একপ্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না—তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল ; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে ; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্ত্তে পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতিই সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্দ্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতীও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্দ্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ীর মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে রাতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ী পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং সেই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না ; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তরকৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

একদিন স্বীয় মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বি, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মত রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচারঅদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারি মধ্যে আমার সমস্ত

মন 'ভাবৈকরস' হইয়া স্থিত রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এইজন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়—যেন এই কথাটিকে নিঃশংসয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাহার দেবলোক প্রসারিত—এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন। * তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংসারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃকপাকমাত্র করেন না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরো যদয়মাত্মা।

ভারতে নব সম্রাট।

১

আজি কি আনন্দ ভারত আলয়ে
নূতন নৃপতি নূতন হৃদয়ে
নূতন ভারতে নূতন সময়ে
এলেন দেখিতে ভারতবাসীরে,
শুভদিন আজ সমগ্র ভারতে
শুভদিন আজ দরিদ্র-গৃহেতে
শুভদিন আজ দেশেতে দেশেতে
শুভদিন আজ দরিদ্র-কুটীরে।

২

বাঙ্গালী, বিহারী, পঞ্জাবী, দ্রাবিড়ী
অরণ্যনিবাসী অসভ্য পাহাড়ী
দাঁড়ায়ে উৎসাহে আজি সারি সারি
কোটী কণ্ঠে গায় শুভ সমাচার,
কোটী কণ্ঠে আজ বিংশ কোটী প্রাণ
কোটী কণ্ঠে আজ হিন্দু মুসলমান,
কোটী নরনারী ধরি একতান
গাইছে বারতা নূতন রাজার।

৩

হিমালয় হ'তে কুমারিকা তীর
সমগ্র প্রদেশ, প্রাসাদ, কুটীর
দেখিতে শ্রীমুখ নব নৃপতির
আনন্দে, উৎসাহে সবাই অধীর,

সিন্ধু, ভাগিরথী, সরযূ, কাবেরী
নর্ম্মদা, যমুনা, কৃষ্ণা গোদাবরী
হিমাদ্রি, অর্ব্বলী, বিন্ধ্য, ঘাটগিরি
গায় গুণ আজ নব নৃপতির।

৪

এস ভাই আজ ধরিয়া সুতান
এস ভাই আজ হিন্দু, মুসলমান
এস ভাই ছাড়ি মান অপমান
এস সবে আজ গাই এক প্রাণে,
গাই তাঁর যশঃ গাই একবার,
গাই সবে মিলে গৌরব তাঁহার,
গাই শত মুখে বলি বার বার
"শুভদিন আজ ভারত ভবনে"।

৫

শুভদিনে এস নবীন নৃপতি,
শুভদিনে চাও ভারতের প্রতি
শুভদিনে আজ দুঃখী আর্য্যজাতি
আশার আলোক দেখিছে গগনে,
"প্লেগ্" মারীভয় দুর্ভিক্ষ অনলে
কত নরনারী কালের কবলে
কত প্রিয়জনে কাঁদায়ে সকলে
গিয়াছে ছাড়িয়া সংসার ভবনে।

৬

কি দেখিবে আর নবীন নৃপতি?
দেখ চেয়ে দেখ ভারতের প্রতি
পাপ, ব্যভিচার কত না দুর্গতি
ভারত ভূমিরে করে ছারখার,
কি দেখিবে আর দেখ তবে তুমি
সিন্ধু, নদ নদী গিরি অতিক্রমি
সমগ্র ভারত দেখ আজ ভ্রমি
চারি দিকে উঠে কত হাহাকার।

৭

এসে দেখিতে দেখ তবে তুমি
দেখ এসে আজ সেই আর্য্যভূমি
দেখ আর্য্যকীর্ত্তি আর্য্য দেশ ভূমি
দেখ সে প্রাচীন "জুমা মমতাজ"।
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তরে
হিমালয় হ'তে কুমারিকা তীরে
দেখ আজ তুমি দেখ আজি ফিরে
মহিমা তোমার গায় সবে আজ।

৮

এলে যদি দেখ রাজভক্ত জাতি
এলে যদি দেখ সবে আজ মাতি
গৃহে গৃহে করে মঙ্গল আরতি
ভারত-গগনে আশার অরুণ,
এলে যদি তুমি দেখে যাও তবে
ভারতনিবাসী দাঁড়ায়ে নীরবে
এলে যদি তুমি দেখ আজ সবে
গাইছে তোমার কত না সুগুণ।

৯

এলে যদি দেখ—স্বাধীন নেপাল
এলে যদি দেখ সিন্ধিয়া ভূপাল
এলে যদি দেখ অসভ্য সাঁওতাল
কহে শুভদিন আজি এ ভারতে,
এহেন সুদিনে কিন্তু হে নৃপতি
একটী আবেগ হৃদয়ে সবার
একটী নিরাশা জাগে অনিবার
কাঁদায়ে সবারে গৃহেতে গৃহেতে।

১০

জান তুমি সব দেখেছ বৃটনে
জান তুমি সব "বেক্সিল" ভবনে
জান তুমি সব কোন্ প্রিয়জনে
হারায়েছি সবে এহেন সুদিনে

জান তুমি তাঁরে তোমার আলয়ে
সেদিন বৃটনে ভগ্ন দেহ ল'য়ে
জান তুমি তিনি কত কথা ক'য়ে
কত না আনন্দ লভেন সে দিনে।

১১

জান তুমি তাঁরে যাঁর তরে হায়
বৃটননিবাসী বৃটন বেলায়
সমগ্র পৃথিবী যথায় তথায়
ফেলেছে বিরলে কত অশ্রুজল,
তুমিও কেঁদেছ বৃটনে বসিয়া
কেঁদেছেন "মেরী" আলেকজেণ্ড্রিয়া
তাঁরে আজ তুমি এখানে আসিয়া
দেখিবে না দুঃখ রহিল কেবল!

১২

তাই আজ তব "নৃপেন্দ্র-নন্দন"
পিতার আসন করিয়া গ্রহণ
তোমারে করিতে আজ অভ্যর্থন
চলেছেন আজ তব দরবারে,
দেখো তবে তুমি নূতন রাজারে
দেখো তবে এই রাজ-পরিবারে
দেখো তুমি তাঁর সন্তপ্তা-মাতারে
দেখো চিরদিন দরিদ্র "বিহারে"

১৩

এসেছ ভালই এসেছেন "মেরী"
এসেছ দেখিতে ভারত তোমারি
দেখে যাও তবু কোটি নরনারী
আদরে তোমারে করেন গ্রহণ.
এমনি আদরে তোমার পিতারে
ভারতনিবাসী বিংশ কোটি নরে
নানা আয়োজনে নগরে নগরে
করেন তাঁহারে সবে অভ্যর্থন।

১৪

তুমিও, নৃপতি, পিতার মতন
ভারতের দিকে চাওহে এখন
তুমিও দেখহে ভারত ভবন
তোমারি দিকেতে রয়েছে চাহিয়া,
এসেছ যখন দেখে যাও তবে
উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম, পূরবে
সাগর, ভূধর, নদ নদী সবে
তব আগমনে উঠেছে জাগিয়া।

১৫

এসেছ যখন দেখে যাও ফিরে
কহিও সেথানে বৃটনবাসীরে
ভারতের এই বিংশ কোটি নরে
তোমারে কিরূপ করেছে আদর,
কহিও কিরূপে রাজ ভক্ত জাতি
পাইয়া তোমারে মহানন্দে মাতি
ভুলি রোগ, শোক, দারিদ্র্য, দুর্গতি
গায় তব যশঃ ভারত ভিতর।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সম্রাট সম্রাজ্ঞীর—ভারতাগমনে ভক্তি উপহার।

বৃটিশ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি মহারাণি;
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা সবার জননী॥
সর্ব্বগুণে পূর্ণ তুমি মহারাজ-রাজ;
বর্ত্তমানে তব নাম পঞ্চম জর্জ্জ॥
সমুজ্জ্বল বঙ্গলক্ষ্মী দেখিবার তরে;
উভয়ের আগমন ভারত মাঝারে॥
আদরে লইয়া সবে অভিষেক করি;
তোমাদের গুণ-রাশি সকলে প্রচারি॥
সকল জাতির সঙ্গে হয়ে এক প্রাণ,
রাজভক্তি উপহার করিব প্রদান॥
মোদের মঙ্গল আশে সদাই কাতর;
ধর্ম্মনীতি সদাচারে দয়ার আকর॥
আকর্ণ পূরিত নেত্রে আছ তাকাইয়া;
সকলের ফুল্লচিত্ত ভকতি দেখিয়া॥
প্রত্যূষে যেমন প্রিয় সবিতা প্রকাশ;
তেমনি মোদের মনে বাড়িছে উল্লাস॥
তৃষিতের প্রিয় যে'ন সুশীতল জল;
পদ্মিনী কান্তের প্রিয় প্রস্ফুট কমল॥
যথা চন্দ্রিমার আলো মন মুগ্ধ করে;
তেমনি রাজার গুণে সব দুঃখ হরে॥
রাজার প্রভাবে ধন্য হো'ক রাজধানী;
সমতানে গান করি রাজার কাহিনী॥
ঈশ্বর প্রসাদে সবে হয়ে পূর্ণ কাম;
রাজার কল্যাণ যাচি করিয়া প্রণাম॥

শ্রীমতী তরঙ্গিণী ঘোষ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব।—চীনদেশে হঠাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। কবি হেমচন্দ্র "অসভ্য চীন, অসভ্য জাপানের" কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান নবপ্রণালী, অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা তাহার "সভ্যতার" যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে, এবং তাহার পরেই এখন চীনদেশও সভ্যজাতির তালিকাভুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছে। এই বর্ত্তমান বিপ্লবের ইতিহাস অতি বিচিত্র। চীনদেশে শাসনকর্ত্তা ও শাসিতগণ বিভিন্ন জাতি। আড়াই শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক (১৬৬৪ খৃঃ) হইল

চীনগণ তাতারজাতির মাঞ্চু নামক একটী শাখাবিশেষের দ্বারা পরাস্ত হয় এবং ক্রমে তাহাদের শাসনাধীনে সমস্ত দেশ গ্রস্ত হয়। তদবধি মাঞ্চুগণ চীনগণের শাসনকর্ত্তারূপে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে এবং নানাপ্রকারে পরাজিত জাতিকে শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন করিয়া রাখিয়াছে। যাহাতে কোন বিদেশী লোকে ঐ দেশে প্রবেশ করিয়া নবভাব আনয়ন করিতে না পারে, যাহাতে কোনও নবাবিষ্কৃত কৌশলের প্রচলন হইতে না পারে, যাহাতে তাহারা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ভুলিয়া যায় এবং যাহাতে সকলে অলসভাবে জীবনযাপন করিতে কোনও বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহার প্রচুর আয়োজন করিতে মাঞ্চুগণ ত্রুটী করে নাই।

*

এই সমস্ত আয়োজনের কারণ এই যে চীনদেশের আদিম অধিবাসীর তুলনায় আগমনকারীগণের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; বাস্তবিক এখন মাঞ্চুগণ পঞ্চাশ লক্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু চীনগণের সংখ্যা চল্লিশ কোটি। সুতরাং মাঞ্চুগণ আত্মরক্ষার্থ চীনদিগকে হীনবল করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু শাসিতকে অধিকদিনের জন্য হীনবল করিয়া রাখিলে শাসনকর্ত্তারও তদবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে তাহাই ঘটিয়াছে। বহুকাল হইতে দেশে এমন অরাজকতা, অত্যাচার ও মাঞ্চু রাজকর্ম্মচারিগণের এরূপ স্বার্থসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে যে এই শাসন বিভ্রাট চীনদিগকে স্বাধীনতা লাভে বদ্ধ পরিকর করিয়াছে।

এই নবভাবের নেতা ডাক্তার সুন্-য়াটসেন। ইনি প্রায় বিংশ বৎসর ক্রমান্বয়ে নিজের মাতৃভূমিকে রাষ্ট্রবিপ্লব দ্বারা স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং এতদিনে তাঁহার সফলকাম হইবার আশা দেখা দিয়াছে। নির্ভীক, নির্লোভ, উদার ও কর্ম্মশীল এই মহৎ ব্যক্তি আপাততঃ আমেরিকায় ছদ্মবেশে আছেন, কারণ তাঁহার মস্তকের জন্য প্রায় আটলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। বিদেশে বাস করিয়াই তিনি চীনের স্বাধীনতা চেষ্টার আয়োজন করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী বিপ্লবের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, এমন সময়ে উচাং নগরে বিপ্লবকারী সন্দেহে কয়েকজন চীনার প্রাণদণ্ড হয়। সেই মুহূর্ত্তে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাঞ্চুদিগের অবস্থা অতি বিপজ্জনক হইয়াছে। এখন চীনসম্রাট চীনদিগকে নানাপ্রকার অধিকার দিতে ও সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকার করিতেছেন, কিন্তু ইহাতেই তাহারা আপাততঃ সন্তুষ্ট হয় নাই কারণ মনে হয় সাধারণতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করাই বিপ্লবকারীদিগের প্রধান লক্ষ্য এবং তাহা স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে।

*

তুরস্ক ইটালী সংবাদ—বহুদিন হইতে শান্তিপ্রয়াসীগণ পৃথিবীব্যাপী শান্তির জন্য আন্দোলন করিতেছেন ও মনোরাজ্যে সেই শুভসময়ের দৃশ্য দেখিতেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও মিলনের শুভমুহূর্ত্ত যে কত দূর পরাহত তাহা তুরস্ক ইটালী ব্যাপারেই প্রমাণ হইয়াছে। তুরস্ক ও ইটালী দুই জনেই য়ুরোপীয় রাজশক্তির মধ্যে গণ্য, কিন্তু ইটালী যে ভাবে তুরস্কের আফ্রিকাস্থিত ট্রিপোলী নামক রাজ্যাংশ হস্তগত করিয়াছে তাহাকে দস্যুতা ভিন্ন অন্য কোন নাম দেওয়া যায় না। ইহার মুখ্য এবং গৌণ কারণ অন্য অনেক থাকিতে পারে কিন্তু প্রথমেই যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা এই, যে ইটালী ট্রিপোলি অধিকার করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, এবং দুর্ব্বল তুরস্কেরা তাহার এই অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে সামর্থ্য হইবে না জানিয়া এই ক্ষীণশক্তি পীড়নে সাহসী হইয়াছে।

*

য়ুরোপের লোকেরাই আন্তর্জাতিক শান্তির প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাঁহারাই ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে সেই য়ুরোপেই এই প্রকার দস্যুবৃত্তি হইয়া গেল। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুরস্ক বারংবার যাচ্ঞা সত্ত্বেও কোনও দেশের নিকট কোন সাহায্য বা সহানুভূতি পাইল না। জার্ম্মনী কিছু আশ্বাস দিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা মৌখিক সহানুভূতির অধিক বলিয়া মনে হয় না। নানা সংবাদ পত্রে ইটালীর কার্য্যের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন হইল বটে কিন্তু তথাপি কোনও দেশের শাসননির্ব্বাহকসমিতি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল না। ইহাতে মনে হয় যে শান্তিপ্রয়াসী দল এখনও শক্তিশালী ও সংখ্যাপুষ্ট হয় নাই এবং য়ুরোপের শাসনকার্য্য সংক্রান্ত প্রধান লোকেদের মধ্যে

অধিকাংশই ন্যায়ান্যায় বিচারে নিজেদের মূল্যবান, সময়ের অপব্যয় করেন না। যতক্ষণ তাঁহাদের লাভের কোনও হানি হইবার সম্ভাবনা নাই ততক্ষণ কোনও কার্য্য তাঁহাদের অন্যায় বলিয়া মনে হয় না।

*

এখনও এ ব্যাপারের কোনও মীমাংসা হয় নাই। কয়েক বৎসর হইল হেগ নগরে একটী আন্তর্জাতিক শান্তি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোনও বিবাদের কারণ উপস্থিত হইলে প্রথমেই যুদ্ধ দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা না করিয়া যতদূর সম্ভব এই শান্তি সমিতির দ্বারা তাহা বিচার করিবার কথা। এ পর্য্যন্ত কয়েকটী বিবাদ সুচারুরূপে এখানে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ তুরস্ক ইটালী বিবাদও শান্তিসমিতি দ্বারা মীমাংসা করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহা যদি হয় তবে যে একটি মহৎ কার্য্য করা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইটালী যখন এত সহজে ট্রিপোলি হস্তগত করিতে পারিয়াছে তখন সে যে এরূপ বিচারে সম্মত হইবে তাহাতে গভীর সন্দেহ। উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার উন্নতি ও বিস্তার; পৃথিবীব্যাপী মিলন ও শান্তি যদি বিংশশতাব্দীর মূলমন্ত্র ও সাধনা হয় তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত সার্থকতা হইবে।

——

রাজা ও রাণীর শুভাগমন।

ইংলণ্ডের রাজা ও ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও রাজ্ঞী মেরী পাঁচ সপ্তাহকাল ভারতে প্রবাস করিয়া আপনাদিগের গভীর ও রাজোচিত জ্ঞান, প্রকৃত প্রজাবাৎসল্য এবং উচ্চ সৌজন্যের দ্বারা দেশকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতসচীব লর্ড ক্রু এবং তাঁহাদিগের অধীনস্থ সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারিগণ যেমন কবিত্ব ও কৌশলপূর্ণ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছিলেন ঠিক তাহার উপযুক্ত নিষ্ঠা ও কার্য্যকুশলতার সহিত তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই গত সপ্তাহের সুদীর্ঘ উচ্চ ও মহৎ ঘটনা গুলি যেন গণিত শাস্ত্রের সূক্ষ্ম গণনার ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে ও প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে যথাযথরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উচ্চজ্ঞান, বহুদর্শিতা, দৃঢ়নিষ্ঠা, সুশিক্ষা, সুশাসন, রাজভক্তি, জাতীয় গৌরব ইত্যাদি বহুবিধ উচ্চ গুণ ও আদর্শ সমন্বিত হইয়া এই মহৎ কার্য্যটি এমন গৌরবের সহিত পর্য্যবসিত হইয়াছে। এবারে সম্পূর্ণ শান্তির রাজ্যে ইংরাজ চরিত্র এ দেশের মনের উপরে এক নূতন মহাজয় লাভ করিয়াছে; এরূপ জয়লাভে যাঁহারা জয়লাভ করিলেন তাঁহাদের মঙ্গল এবং যাঁহারা জয় দর্শন ও স্বীকার করিলেন তাঁহাদেরও মঙ্গল। শান্তির রাজ্যে প্রেমপ্রকাশের যুদ্ধ হইল—ইংরাজ জাতি জয়ী হইয়া ধন্য, ভারতবাসী জয় স্বীকার করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন। ঈশ্বর সত্যসত্যই মঙ্গলময়।

যে শুভদিনে শুভক্ষণে রাজা ও রাণী বোম্বাই নগরে প্রথমে অবতরণ করিলেন তখন হইতেই ভারত বাসী, দেখিতে

পাইল যে তাঁহারা কেবল ভারত বর্ষ দর্শন করিতে বা ভারতবর্ষে রাজগৌরব প্রকাশ করিতে আসেন নাই, তাঁহারা প্রজাগণের চিত্তরঞ্জন করিতে এবং আপনাদিগের প্রেম জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন। রাজশকট দ্রুতবেগে চলিয়া গেলে সমবেত প্রজাপুঞ্জ রাজমুখ দর্শন করিতে পারিবে না এজন্য শকট অতি মৃদু গতিতে চালিত হইল রাজাও টুপী খুলিয়া লোকের সেলাম লইতে লইতে ও হাস্যমুখে তাহাদিগের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতে করিতে যাইতেছেন, এ দৃশ্য দেখিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী এক মুহূর্ত্তে রাজভক্ত হইয়া গিয়াছে। দিল্লীতে রাজা অশ্বারোহণে অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সাহেবদিগের সহিত চলিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে প্রজাগণ রাজাকে চিনিতে না পারিয়া দুঃখিত হয়, শুনিলাম এ সংবাদ পাইয়া রাজা টুপীর পরিবর্ত্তে মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া বাহির হইয়াছিলেন। যে রবিবার দিন আরার গির্জায় উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন সেদিন দেখিতে পাইলেন এক স্থানে বহুসহস্র লোক একটি বেড়ার বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে ব্যাকুল হইয়া পরস্পরে ঠেলাঠেলি করিতেছে। পুলিশ তাহাদিগকে রাজার নিকটে আসিতে দিতেছে না। রাজা তৎক্ষণাৎ বেড়া সরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন, অমনই সহস্র সহস্র নরনারী প্রাণ ভরিয়া রাজদর্শন করিয়া রাজাকে প্রণাম বন্দনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল। যে দিন মধ্যাহ্নে কলিকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে প্রথম পদার্পণ করেন সে দিন মিউনিসিপাল কমিশরগণ রাজ সম্মান প্রদর্শনার্থ অনাবৃত মস্তকে উপস্থিত ছিলেন, রাজা দেখিতে পাইলেন রৌদ্রে তাঁহাদিগের কষ্ট হইতেছে অমনই তাঁহাদিগকে টুপী মাথায় দিতে আদেশ করিলেন। কলিকাতাতে মহাপ্রবেশের সময় যখন বিশ সহস্র বালক বালিকা তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে দণ্ডায়মান হইল তখন রাজশকট সে স্থানে দণ্ডায়মান থাকিল এবং রাজা ও রাণীর ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ বালক বালিকাগণ লাভ করিল। এই দৃশ্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট জর্জ পরে আদেশ করিলেন যে তাঁহাদের কলিকাতাতে স্থিতির কয়েকদিন বালকবালিকাগণ আনন্দ করিয়া ও তামাসা দেখিয়া বেড়াইবে তাহাদের স্কুল কলেজ বন্ধ থাকিবে। এসুখ এ আনন্দ কি কখনও বালকবালিকাগণ ভুলিতে পারিবে? তাহারা ইহা চিরজীবন যত্নে মনে রাখিয়া আপনাদিগের পুত্র পৌত্রগণকে এই আনন্দের স্মৃতি শুনাইয়া যাইবে। সম্রাট জর্জ এদেশের মঙ্গল সাধন করিতেই আসিয়াছিলেন এবং দেশের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ বহুদিন হইতে বঙ্গদেশের জন্য একজন গবর্ণর ও অধ্যক্ষসভা চাহিতেছিলেন, কিন্তু ছয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গকে দুই ভাগ করিয়া দেশ শাসনের যেরূপ ব্যবস্থা হয় তাহাতে অনেক বাঙ্গালীর মনে মহা ক্লেশ হইয়াছিল এজন্য অশান্তিও যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্রাট দিল্লীতে দরবার করিয়া বলিলেন বঙ্গবাসী যাহা চাহিতেছে আমি তাহাই দিলাম; সকল বাঙ্গালী এক গবর্ণরের ও কৌন্সিলের শাসনে থাকিবে বাংলাদেশের রাজধানী কলিকাতা, কলিকাতা সেইরূপই থাকিবে এবং প্রাচীন হস্তিনা বা দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী হইবে। কলিকাতা আর ভারতবর্ষের রাজধানী থাকিবে না। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের সংবাদ কিন্তু সুবিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধি ও রাজমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাজা বঙ্গদেশের উন্নতির যে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে বঙ্গবাসী এত সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন যে কলিকাতার এই গৌরব হানিতে তাঁহারা অধিক ক্লেশ বোধ করেন নাই। সম্রাট একথাও কলিকাতা বাসীগণকে আশ্বাস দান করিয়াছেন যে কলিকাতা চিরদিন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগর থাকিবে। শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে যে আন্দোলন চলিতেছে, মাননীয় গোখলে মহোদয় যে বিষয় ব্যবস্থাপক সভাতে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন এবং ভারতের অধিকাংশ চিন্তাশীল হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ও মণ্ডলী যাহার পক্ষ পোষণ করিয়াছেন, সম্রাট সে বিষয়ও ভারতকে শুভবর দান করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতি বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইবে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক অর্থ এই কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হইবে। সৈনিক বিভাগে ও সাধারণ বিভাগে যাহাতে এদেশের লোক যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলিকাতা ও বোম্বাইর মিউনিসিপালিটীর সভা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ রাজাকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়া ছিলেন তাহার উত্তরে তিনি যেসকল কথা বলিয়াছেন তাহা এত সহৃদয়তা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, সুবিবেচনা, ও সহানুভূতি পূর্ণ যে তাহা পাঠ করিয়া চক্ষে জল আসে ও রাজার প্রতি এবং রাজার রাজা বিশ্বপতি পরমমঙ্গলময় দেবতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা উপস্থিত হয়। শিক্ষাতেই যে প্রকৃত উন্নতি এবং সুশিক্ষাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মিলিয়া ও গলিয়া এক হইবে এই কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন যে আমি তোমাদিগকে আশার সংবাদ দিতেছি, আশার সহিত অগ্রসর হও, মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করিবেন।

আমরা এতক্ষণ রাজ্ঞী মেরীর কথা পৃথক করিয়া কিছু বলি নাই কিন্তু রাজার বামদিকে থাকিয়া তাঁহার সকল মঙ্গল কার্য্যে তিনি সহযোগিনী ছিলেন।

দিল্লীতে ও কলিকাতাতে অনেক উচ্চ স্থানীয়া ভদ্র মহিলা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন সকলেই প্রীত হইয়া আসিয়াছেন। দিল্লীর মহা গৌরবের দরবারের কার্য্য শেষ হইলে সম্রাট যখন ব্যাঘ্র গণ্ডার প্রভৃতি শিকার করিতে নেপাল জঙ্গলের দিকে গমন করিলেন তখন রাজ্ঞী মেরী আগরার তাজমহল প্রভৃতি দর্শন করিয়া জয়পুর ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে গমন করিলেন। কলিকাতাতে যখন সম্রাট বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃগণকে আশার ও উৎসাহের বাক্য বলিয়া ভবিষ্যতের উন্নতির ও মঙ্গলের পথ খুলিয়া দিতেছিলেন তখন সম্রাজ্ঞী মেরী হাঁসপাতালে রোগী-

দিগকে দেখিয়া তাহাদিগের ব্যবস্থার ও চিকিৎসার বিষয় সন্ধান লইতেছিলেন। যিনি ঈশ্বর কৃপাতে ধনে মানে পদে গৌরবে সর্ব্বোচ্চ, যিনি ঈশ্বর কৃপাতে নিরোগ সুস্থ, তিনি দীন দুঃখী রুগ্ন নিরাশগণকে দেখিতে যাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও আশার কথা বলিতেছেন তাহাদিগর অবস্থার বিষয় সংবাদ লইতেছেন ইহা চিন্তা করিয়া কার হৃদয় না বিগলিত হয়। যিনি ভগবানের কৃপায় এত উচ্চ হইয়াছেন তিনি তাঁর প্রেমের স্বভাবও অধিক পাইয়াছেন ইহা কি সুখের সম্মিলন! ডাফারিন্ হাঁসপাতালে রাণী মেরী গমন করিলে তথাকার লেডী ডাক্তার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। তখন একটি বঙ্গনারী রোগিণী ব্যস্ত হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন এইরূপ ব্যবহার ও ব্যস্ততা দেখিয়া রাণী কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন লেডী ডাক্তার বলিলেন যে আপনার সঙ্গে পুরুষরক্ষকগণ আছে, তাহাদিগের কণ্ঠস্বর শুনিয়া এ ব্যক্তি এমন উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ইহা শুনিবামাত্র রাণী নিজে বাহিরে যাইয়া সমস্ত পুরুষ রক্ষককে অনেক দূরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং পুনরায় হাঁসপাতালে প্রবেশ করিয়া রোগিণীকে দেখিলেন এবং তাহাদিগের অবস্থার বিষয় সংবাদ লইলেন। তিনি এদেশের ভাষা জানেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং লেডী ডাক্তারের দ্বারা কথোপকথন করিলেন।

এই বৎসরের প্রথমে ৮।৯ দিন কলিকাতার লোক ও রাজদর্শনের জন্য কলিকাতাতে সমাগত সহস্র সহস্র লোক কি সুখে, কি আহ্লাদে, কি আনন্দে কাটাইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না! এই কয় দিনে রাজা ও রাণী দেশের চির পরিচিত ও অত্যন্ত প্রিয় হইয়া গিয়াছেন। ইহা আরও সুখের বিষয় যে রাজা ও রাণী এদেশের লোকের রাজভক্তি ও ভালবাসা সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। রাজার যে সকল উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অতি স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় যে সে সকল বাক্য রাজনীতির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের সরল ভালবাসা ও শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে। রাজা যেমন কথাতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ করিয়াছেন তেমনই লক্ষ লক্ষ লোকের প্রগাঢ় ভালবাসাও রাজভক্তি লাভ করিয়াছন। কলিকাতা হইতে বিদায়ের সময়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া যে কথা গুলি বলিয়া গিয়াছেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া প্রতি ঘরে ঘরে রক্ষা করিবার বস্তু। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাব এই এদেশে যে সত্য ও গভীর ভালবাসা ও রাজ ভক্তি পাইয়াছি তাহাতে আমাদের হৃদয় পূর্ণ, আমরা মহাধন পাইয়াছি, ইহা চিরদিন যত্নে রক্ষা করিব এবং আমাদিগের সন্তানগণ তাহা চির দিন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিশ্বাস দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে ভারতে ইংরাজের আগমন বিধাতার মঙ্গল বিধান, এই জন্য তিনি চিরদিন রাজভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মত ছিল যে "যে ব্যক্তি প্রকৃতরূপে জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া বলিবে সেই দেখিতে পাইবে যে ইংরাজ ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানে ভারতে আসিয়াছেন।" আজ সেই প্রত্যাদিষ্ট মহাজনের বাক্যের সত্যতা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আজ ভারত রাজ ভক্ত—আজ ভারত রাজাও রাণীকে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণাম সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃতার্থ আর যে দিন রাজা ও রাণী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন সে দিন যেন বিরহ বিষাদের ম্লানমুখ, লইয়া কলিকাতা বাসী গৃহে ফিরিয়া আসিল।

ঘোষ এণ্ড সন্স্।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৩।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১৷৷০, ১৸০, ২৲, রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০, "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অন্য রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮৷৷০, ১ ৷৷০, ১৩৷৷০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৴১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভাইজার ফ্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হান্টিং "আর্মি" ১৫৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯৷৷০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস হন্টিং ঘড়ি ৫৷৷০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২৷৷০, ২৷৷০, ৩৲, ৩৷৷০ টাকা।

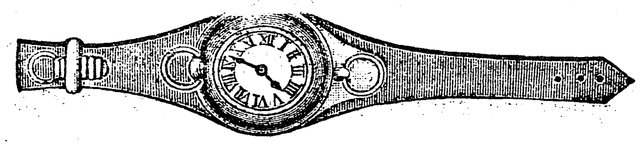

লেদারষ্ট্যাপসহ রূপার রিষ্ট ওয়াচ ৫৷৷০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ২৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩২৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে উর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে উর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১৷৷০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি, ক্লক্, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ৵০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।

৫০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

বলা যায় না, তথাপি অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার যে বহুল উন্নতি হইয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এক দিকে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রাচুর্য্যও যেমন চক্ষুর উপর রাখা উচিত, অপর দিকে কি পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইল এবং কি কি কারণে উন্নতি হইয়াছে তাহাও দেখা আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষা যে পারিবারিক এবং সামাজিক উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ, এ বোধ যাহাদের নাই তাহারা অদ্যাপি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। সেদিন আমাদের একটী প্রাচীন আত্মীয় তাঁহার পুত্রের জন্য বধূ নির্ব্বাচন করিতে আসিয়াছিলেন। বধূ মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণা একথা শ্রবণে তিনি অতি উদাসীন ভাবে বলিলেন, ওসকলে আমাদের কি বা আসে যায়, ভাল পাক করিতে জানে কি না, গৃহস্থালীর কাজ গুছাইয়া করিতে পারিবে কি না এ সকল দেখিতে হইবে। যেন একটু লেখা পড়া ভাল জানিলে ও সব কাজে দক্ষতা লাভের বিঘ্ন জন্মে, এখনও অনেকের এরূপ ধারণা রহিয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যেও অনেকের অদ্যাবধি ঐরূপ কুসংস্কার দেখা যায়। বহুসংখ্যক বঙ্গবাসিনী রমণী যে গভীর অজ্ঞানতার অন্ধকারে বাস করিতেছে তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র, তথাপি বঙ্গদেশে এখন অনেক শিক্ষিতা মহিলা অগ্রবর্ত্তী বঙ্গীয় সমাজের ভূষণস্বরূপ হইয়াছেন। অনেক মহিলার জ্ঞানতৃষ্ণা সভ্যদেশ মাত্রেই প্রশংসিত হওয়ার কথা।

বঙ্গদেশে বহু নগরে এখন বালিকা বিদ্যালয় গুলি শিক্ষিতা মহিলাদিগকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। অনেক বালিকা বোর্ডিংএর তত্ত্বাবধান কার্য্য বঙ্গীয় মহিলারাই নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহা ভাবিলে মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে। বঙ্গীয় স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিতা মহিলা ধর্ম্মগত সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-শৃঙ্খল বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন; তাঁহারা পুণ্য প্রেমময় নিরাকার জগৎপতিকে হৃদয়াসনে সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রতিদিন ভক্তিভরে আরাধনা প্রার্থনা করিতেছেন ইহা যে বঙ্গদেশের পরম সৌভাগ্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা এসকল নব পরিবর্ত্তনকে ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ বলিয়া কি গ্রহণ না করিয়া পারি?

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ যখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন বঙ্গীয় কুলবালাগণের নিদারুণ লোকবহির্ভূত অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা তন্মোচনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাঁহারাও ঈশ্বরের হস্তে ব্যবহৃত হইয়াছেন। বঙ্গীয় মহিলাগণের চিত্তপটে সেই সকল মহানুভব ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা চিরতরে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। সেই সকল মহানুভবদিগের মধ্যে পূজনীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। এ দেশের রমণীজাতির সর্ব্বপ্রকার দুঃখে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিত, বিদ্যাসাগরের পুণ্যময়ী জননী ভগবতী দেবী তাহার অন্যতম কারণ। সুতরাং ভগবতী দেবীর প্রতিও বঙ্গীয় নারীজাতির

কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। ইয়োরোপীয়াণদিগের মধ্যে মহামতি বেথুন সাহেব এবং তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেলহাউসী ও তাঁহার পত্নী এবং বঙ্গের প্রথম লেপ্টেনেট গবর্ণর হেলিডে মহোদয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। এ সকল লোক কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে নারীজাতিমধ্যে জ্ঞানজ্যোতি বিস্তারের জন্য প্রাণগত ইচ্ছাতে বহু যত্ন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর সেই সময়ে স্পেশ্যাল স্কুল ইনস্পেক্টর রূপে নগরে নগরে গিয়া স্থানীয় লোকদিগের প্রতি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে শতাধিক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এসকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চারি সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত ক্ষতি স্বীকারও করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে বিদ্যাসাগর ভিন্ন বালিকাদিগের শিক্ষা বিস্তারার্থ এরূপ উৎকট চেষ্টা এবং অর্থদণ্ড অপর কেহই স্বীকার করিবার লোক ছিলেন না। বিদ্যাসাগর সাহেব মহোদয়গণকে নানারূপে এবিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। পক্ষান্তরে গবর্ণর জেনেরল এবং লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের দ্বারা কার্য্যতঃ নারী শিক্ষা প্রচার করাইতেন। সুতরাং এদেশের লোকের পক্ষে বিদ্যাসাগরকে এবং বেথুন, হেলিডে, লর্ড ও লেডী ডেলহাউসীকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মৃতিপটে মুদ্রিত রাখা উচিত। দেশীয়া শিক্ষিতা মহিলাবৃন্দেরও আত্মোন্নতি ও জ্ঞানলাভের মূলে যে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের শুভেচ্ছা এবং যত্ন বর্ত্তমান, তাহা ভুলা কর্ত্তব্য নহে।

অধুনা শিক্ষিতা রমণীবৃন্দ স্বজাতির শুভাশুভ চিন্তায় রত হইয়াছেন। ইহা সময়ের বিশেষ শুভলক্ষণ। বঙ্গদেশে হিন্দু বালবিধবার সংখ্যা আজও কত অধিক। তাহারা যে অবস্থায় জীবনযাপন করে তাহা শিক্ষিতাগণ যদি চিন্তা করেন তবে তাহাদের দুরবস্থা বিমোচনের কোন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। আমরা দেখিয়া অহ্লাদ বোধ করি যে, "ভারত মহিলা" পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরযুবালা দেবী দেশীয় বিধবাগণের দুঃখ বিমোচন এবং তাহাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনার্থ ঢাকা নগরে একটী বিধবা আশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক আশ্রিত বিধবাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতাতেও শিক্ষিতা মহিলাদিগের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে একটী বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সকল আশ্রম হইতে যাহাতে বিধবাগণ জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি এবং শিল্পবিষয়ে সমুচিত শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহা সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয় বটে। সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জল যেমন, বঙ্গদেশে বিধবাগণের সংখ্যার তুলনায় এ চেষ্টাও তৎসদৃশ। তবে ইহাই আরম্ভের পক্ষে সন্তোষ ও আশাজনক। একটীর উপরে আর একটি বালুকাকণা স্থাপিত হইয়া ক্রমে বড় বড় দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে নির্ম্মিত হইতেছে। তবে বর্ত্তমান সময়ের যৎসামান্য চেষ্টা হইতে কালে

সুরমা ও সুকেশ।

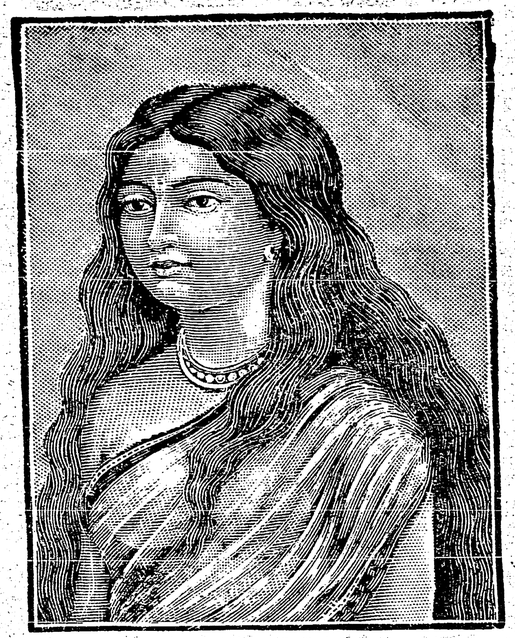

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি? আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা মাথাঘোরা মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা। একত্র বড় ৩ তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা। ৵৹ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ, বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন-আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রবসংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ ও সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার একশিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
[illegible] নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা

REG No. C. 32

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য

মাসিক পত্রিকা।

"यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ।"

১৭শ ভাগ] মাঘ, ১৩১৮। ফেব্রুয়ারী, ১৯১২। [৭ম সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা	১৪৫
মহান্ দেবতা	১৪৬
জন্তুপূজা	১৪৬
ঈস্কিলসের প্রমীথিউস বন্ধন	১৫০
হ্যালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা	১৫৬
কাব্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা	১৬১
অবলম্বন	১৬৫
এ কি লীলা	১৬৫
অভিনন্দন	১৬৬
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৬৭

কলিকাতা।
৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

মহান্ দেবতা।

পরিপূর্ণ বিশ্বময় কে তুমি মহান্
জগৎ জুড়িয়া সদা আছ বর্ত্তমান
মানব হৃদয়ে নিত্য করিয়া বিহার
কে তুমি গো জ্যোতির্ম্ময় নাশিছ আঁধার।
স্বর্গের সুষমা ভরা অনন্ত রচনা
কোন্ অনিন্দিত মহা শিল্পীর সূচনা
কোন্ অন্তরালে বসি রচিছ এসব
বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভরা অনন্তবৈভব।
কোন্ মহাশক্তিময় পুরুষ প্রধান
করিছ জীবের চিত্তে সুখের বিধান।
মানবের চিত্তে নিত্য সংযোগ তোমার
ক্ষুদ্রজীব তাই যাচে কেতুমি আমার?
ক্ষুদ্র ধূলিকণা হ'তে মহান পর্ব্বত
স্রষ্টার অনন্ত কীর্ত্তি করিছে ঘোষিত
তোমার মহিমা বিশ্ব বীণার সঙ্গীতে
হইতেছে গীত নিত্য অনন্ত ভঙ্গীতে।

জন্তুপূজা।

সেকালে এবং অনেক পরিমাণে আজকালও পৃথিবীর অনেকস্থানে জন্তুপূজা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল মাত্র ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই জন্তুপূজা বর্ত্তমান ছিল এবং কিছু কিছু পরিমাণে এখনও আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার প্রচলন অধিক। এবং ইহার কারণ এই হইতে পারে যে ঐ সকল দেশে অনেক প্রকারের হিংস্রজন্তুর বাস এবং সেইজন্য লোকে তাহাদিগকে বেশী দেখিতে পায়। আবার দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন পশুর পূজা দেখা যায়।

প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন অগ্নি, বায়ু ইত্যাদির পূজার ন্যায় পশুদিগকে পূজা করা মানুষের আদিম অবস্থার চিহ্ন। অনেকে বলেন যে ভয়ই পশুদিগকে সম্মান করিবার একমাত্র কারণ। অসভ্যলোকেরা হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য উপায় না দেখিয়া তাহাদিগকে পূজা করিয়া নিস্তার পাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে কেবল ভয়ের দ্বারা এরূপ শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হইতে পারে না। ভয় পূজার একটী কারণ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা ছাড়া অনেক পশুর অসাধারণ বল, অনেকের দেহের সৌন্দর্য্য এবং অনেকের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি মানুষের মনকে বিস্মিত করিয়াছিল এবং পরে তাহাদিগকে পূজা করিতে প্রস্তুত করিয়াছিল। এই সকল কারণের সহিত আর একটী কারণ জড়িত ছিল মনে হয়। সকল জাতির প্রথমাবস্থায় পিতৃপুরুষগণের পূজা প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক পণ্ডিত এই পূর্ব্ব পুরুষগণের পূজাকে ধর্ম্মের আরম্ভ মনে করেন। এই সঙ্গে সে সময়ে ধারণা ছিল যে মৃতব্যক্তিদের আত্মা কোন জন্তুর শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কেবল যে ভারতবর্ষে এই অদ্ভুত ধারণার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহা নহে, পুরাকালে মিশরদেশেও এই প্রকার মতের প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব জন্তুদিগের মধ্যে মনুষ্য আত্মা, এবং অনেক সময়ে পরলোকগত আত্মীয়েরা

অবস্থান করিতেছেন মনে করিয়া লোকে ইহাদের পূজা আরম্ভ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী অশিক্ষিত অনার্য্যগণের মধ্যে পশুপূজা ছিল। কিন্তু ঋগ্বেদে আর্য্যগণের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে এই প্রকার পূজার কোনও উল্লেখ নাই। ইহার কারণ এই মনে হয় যে আর্য্যগণের সভ্য অবস্থারই বৃত্তান্ত আমরা পাইয়াছি; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাঁহাদের অসভ্য অবস্থাতে জন্তুপূজা প্রচলিত ছিল কি না সে বিষয়ে কিছু বলা যায় বলিয়া মনে হয় না, কারণ সে সময়ের কোনও সাহিত্য পাওয়া যায় নাই। পরে আর্য্যগণ অশিক্ষিত এবং অনার্য্যগণের মধ্যে বাস করিতে করিতে অনেক পরিমাণে তাহাদের কুসংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ অথর্ব্ববেদ। ঋগ্বেদে যে সকল জন্তুর কেবল মাত্র বর্ণনা আছে অথর্ব্ববেদে সে সকলকে পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে।

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে অনেক পশুর প্রয়োজনীয়ত অনুভব করিয়া লোকে তাহাদের পূজা আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত গোজাতির পূজা। এ পর্য্যন্ত গাভী মানবজাতির যত উপকার আসিয়াছে অন্য কোনও জন্তু তাহার তুলনায় কিছুই নয়, সুতরাং প্রায় সকলদেশেই গোজাতি যে কোন না কোন প্রকারে সম্মান লাভ করিয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ আর কি আছে? মিশরবাসগিণ যে সকল পশু পূজা করিতেন তাহার মধ্যে এপিন্ নামক ষাঁড় প্রধান। কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাইলেই সে ষাঁড়কে এপিন্ দেবতা বলিয়া ধরা হইত এবং তাহার মৃত্যুর পর ঐ প্রকার আর একটী ষাঁড় খুঁজিয়া লওয়া হইত। মৃত্যুর পর তাহার দেহ অতি যত্নে প্রোথিত করিয়া গোরস্থানে স্মৃতিচিহ্ন রাখার প্রথা ছিল। আমাদের দেশে গোজাতির প্রতি ভক্তি সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে গাভী স্বয়ং ভগবতী এবং ষাঁড় মহাদেবের বাহন। কিন্তু মনে হয় এই পূজা বৈদিক যুগের পরে প্রচলিত হইয়ছে। ভারতবর্ষের লোকের ন্যায় মধ্য আফ্রিকাবাসী আঙ্গোমীগণও ধর্ম্মার্থে ষাঁড় উৎসর্গ করিয়া পুষিয়া থাকে এবং পূজা করে।

গাভী যে কারণে সম্মান লাভ করিয়াছে বোধহয় সেই কারণেই ছাগ, মেষ ও মহিষও কোনও কোনও দেশে পূজা লাভ করিয়াছে। সেকালে গ্রীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে ডায়োনিসস্ নামক দেবতা ছাগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এই দেবতার উৎসবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৃত্যগীতের জন্য একটী ছাগচর্ম্মপূর্ণ সুরা পুরস্কার থাকায় এই নৃত্যগীতকে তাঁহার ট্রাগেডী অর্থাৎ ছাগ সঙ্গীত বলিতেন। সে দেশীয় অন্য অন্য দেবতার বিবরণেও জানিতে পারা যায় যে কেহ কেহ ছাগরূপী ছিলেন এবং কাহারও বা দেহের কতক অংশ ছাগলের দেহের ন্যায় ছিল। অন্যান্য জাতির মধ্যে আফ্রিকার বিজাগো জাতিদের মধ্যে শুনা যায় ছাগলই প্রধান দেবতা। আবার আফ্রিকা দেশেই প্রকৃত মেষ পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। থীব্‌স্‌দিগের দেবতা

মেষরূপে চিত্রিত হইত। উক্ত দেবতার পূজারিগণ মেষকে পবিত্র বলিয়া মনে করে. কিন্তু বৎসরের মধ্যে একদিন মেষবলি হয় এবং সেই মেষের লোম দিয়া দেবতার গাত্রাবরণ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টিয়দিগের মেষপূজার সহিত দক্ষিণভারতের টোজজাতির মহিষপূজার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তাহারাও মহিষকে সম্মান করে এবং উহার মাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু বৎসরের মধ্যে একটী বিশেষ দিনে একটী মহিষ বলি দেয়।

এ সকল ছাড়া অন্য অন্য গৃহপালিত জন্তুর পূজাও দেখা যায়। আমাদের দেশে বিড়াল "মা ষষ্ঠীর বাহন" বলিয়া পরিচিত। মিশর দেশেও কোনও কোনও জাতির মধ্যে বিড়ালের পূজা ছিল। গল্প আছে যে এক সময়ে বিড়ালের উপাসক একটী জাতিকে আক্রমণ করিবার সময়ে শত্রুপক্ষ অন্য অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বিড়াল ব্যবহার করিয়াছিল. এবং বিড়াল বধের ভয়ে আক্রান্ত জাতি শত্রুর গতিরোধ করিতে পারে নাই। কুকুরও বিড়ালের ন্যায় বহুকাল হইতে গৃহস্থের সঙ্গী এবং সেইজন্য কুকুরও কিছু ভাগ পাইয়াছে। পশ্চিম এসিয়ার নৌসারি জাতি কুকুর পূজা করিয়া থাকে। জাভাদ্বীপে কালাঙ্গ-জাতি লাল কুকুর পূজা করিত এবং প্রত্যেক বাটীতে একটী করিয়া কুকুর পুষিত। নেপালেও কোন কোন স্থানে কুকুর পূজার কথা শুনা যায়।

বন্যপশু পূজা করিবার কারণ ভয় হইতে পারে। লোকে যে সকল বন্য পশু দেখিয়া ভীত হইত তাহাদিগকে পূজা করিয়া তাহাদিগের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। হস্তীর প্রকাণ্ড শরীর এবং অসীম শক্তি অনেক দেশে ইহাকে পূজ্য করিয়াছে। শ্যামদেশে অনেকে বিশ্বাস করে যে শ্বেতহস্তীর দেহে মৃত ব্যক্তির কিম্বা বুদ্ধের আত্মা বাস করেন। শ্বেতহস্তী ধরিতে পারিলে লোকে অনেক পুরস্কার পাইয়া থাকে এবং হস্তী রাজার নিকট প্রেরিত হয়। সে হস্তীকে আর বিক্রয় করা যায় না, এবং তাহার মৃত্যুর পর, কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যুতে যেরূপ শোক ও শ্রদ্ধা দেখান হয়, সেইরূপ হইয়া থাকে। ভল্লুকও হস্তীর ন্যায় পূজা পাইয়াছে। যে সকল বন্য জাতির ভল্লুকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল প্রায় সকলেই ইহাকে পূজা করিত। তবে পূর্ব্ব এসিয়াতে সাইবেরিয়ার লোকের মধ্যে ভল্লুকের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সাগালিন দেশের আইনু জাতির মধ্যে একটি শিশু ভল্লুক ধৃত হয় এবং নয় মাস কাল খাওয়াইবার পর বলি দেওয়া হয়। বলির সময় সকলে শোক প্রকাশ করে এবং পরে মাংস ভক্ষণ করে।

অন্যান্য বন্য পশুর মধ্যে নেকড়ে বাঘের পূজা পশ্চিম আফ্রিকাতে অনেক স্থলে আছে। সেখানকার ইউজাতির মধ্যে যদি কেহ নেকড়ে বাঘ বধ করে তবে তাহার প্রাণদণ্ডের আশঙ্কা থাকে। আবার ঐ স্থানের গোল্ড কোষ্ট অঞ্চলে মৃত নেকড়ে বাঘের চামড়া পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে খড় ভরিয়া তাহার

পূজা করা হয়। যদি কেহ নেকড়ে বাঘ বধ করে তাহা হইলে ঐ পশুর মৃতদেহের পশ্চাতে সেই লোকটীকে বাঘের মত সাজাইয়া সহরের ভিতরে প্রদর্শন করা হয়। লাবেদা দেশে নেকড়েবাঘ মরিলে তাহার মৃতদেহের মস্তকের উপর রাজার ন্যায় মুকুট পরাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সকলে নৃত্য গীত করিতে থাকে। আমাদের দেশে নেপালে বাঘযাত্রা নামক বাঘ পূজার এক অধিষ্ঠান আছে।

নিরীহ বন্যপ্রাণীরাও পূজা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ভারতবর্ষে হনুমানজী ত সকল স্থানেই সমাদর লাভ করিয়া থাকেন। অনেক হিন্দুতীর্থে বানরদিগের প্রতিপত্তি অদ্ভুত। সে সকল স্থানে তাহাদিগকে বধ করা নিষিদ্ধ। এদেশে খরগোসের পূজা নাই কিন্তু উত্তর আমেরিকার আলগঙ্কোইন নামক জাতিদের প্রধান দেবতা মিকাবো নামে একটি শক্তিশালী খরগোস ছিল এবং তাহারা বিশ্বাস করিত যে মৃত্যুর পর সকলে তাহার নিকটে গমন করে। পক্ষী পূজা বিশেষ দেখা যায় না কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে উত্তর পশ্চিম আমেরিকার আদিমবাসীগণের প্রধান দেবতা কাক। তাহারা কাকের কোন্ গুণে যে ইহার পূজা আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। পরিশেষে সরীসৃপ জাতির কথা বলা কিছু আবশ্যক। আফ্রিকাতে সর্প পূজার প্রধান স্থান দাহেমী। দাহেমী বাসীগণ হোয়াইদা নামক স্থান জয় করিবার পর সেখানকার সর্প পূজা দেখিয়া নিজেরাও তাহা গ্রহণ করে। ঐ স্থানে সর্প পূজার একটী মন্দির আছে এবং ঐ মন্দিরে পূর্ব্বে পঞ্চাশটি সর্প পোষা হইত. প্রত্যেক সর্পই ভক্তির পাত্র বলিয়া গণ্য হইত এবং কোন সর্পকে অকস্মাৎ মারিয়া ফেলিলেও প্রাণদণ্ড হইত। আমেরিকার আদিমনিবাসীগণ র‍্যাটেল্ সর্পকে সকল সর্পের পিতৃরুষ এবং রাজা বলিয়া মনে করিত এব বিশ্বাস করিত যে তাহার প্রসাদে বৃষ্টি বা বাতাস হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেক স্থানে সর্পকে খাবার দেওয়া হয় এবং যেখনে বেশী সর্প দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে প্রতিদিন সন্ধার সময়ে আলো জালিয়া দেওয়া হয়। দ্রাবিড়দিগের মধ্যে অকস্মাৎ কোন সর্পের মৃত্যু ঘটিলে তাহার শরীর মানুষের মৃতদেহের ন্যায় সংকার করা হয়।

পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই ধর্ম্ম জগতে সর্প অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাঁচী এবং অমরাবতী স্থিত বৌদ্ধ স্তূপের উপর এবং নিকটে প্রস্তরখোদিত চিত্রের মধ্যে অনেক সর্প দেবতার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায়ও বা সর্প, কোথাও বা দেবতার কোন অংশ সর্পের ন্যায়, এই প্রকারে নানা ভাবের সর্প পূজার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আবার পাশ্চাত্য জগতেও অনেক প্রকারের সর্প পূজার বিষয়ে অনেক লোক প্রবাদ ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়। মানুষের মনের ভাব যে পৃথিবীর সকল অংশেই অনেকটা এক প্রকার ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ। যদি চিন্তা করা

যায় যে সর্পকে এতলোকে কেন পূজা করিত এবং এখনও কেন করে তাহা হইলে মনে হয় যে পুরাতন বাটী ভগ্ন প্রাচীর ইত্যাদি নিভৃত স্থানে বাস, জলে স্থলে এবং বৃক্ষের উপরে চলাচল, দেখিতে না দেখিতে মাটী বা ঝোপের ভিতর লুকাইয়া যাওয়া, তাহাদের ধৈর্য্য, শক্তি, জীব জন্তুদিগকে আকৃষ্ট এবং বিনাশ করিবার শক্তি, ইত্যাদি লোকের মনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এইজন্যই পূর্ব্বে যাহারা সর্পকে ধরিতে এবং ইচ্ছামত খেলাইতে পারিত তাহাদের দৈবশক্তি আছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। আর একটা কথা এই যে প্রায় সকল দেশেই লোকে সর্পকে প্রোথিত ধন সম্পত্তির রক্ষক মনে করিত। ইহার কারণ এই মনে হয় যে সেকালে অনেকেই বহুমূল্য রত্নাদি মাটীর ভিতরে রাখিত আর মধ্যে মধ্যে সেই স্থান দেখিতে যাইত এবং অনেক সময়ে হয়ত সাপও দেখিতে পাইত, কারণ এরূপ নিভৃত স্থানই সর্পের বাসস্থানের উপযুক্ত। ইহাতেই লোকের ভুল ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে সর্পই ধন সম্পত্তির রক্ষাকর্ত্তা এবং ক্রমে উহাকে আহারের জন্য দ্রব্যাদি দেওয়া এবং পূজা করা প্রচলিত হইয়াছিল।

ঈস্কিলসের "প্রমীথিউস বন্ধন"।

গ্রীসের প্রাচীন নাটককারগণের মধ্যে ঈস্কিলস, সোফোক্লীস এবং ইউরিপিডীস এই তিন জনই সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বজনবিদিত। ইহাদের মধ্যে ঈস্কিলস বয়োজ্যেষ্ঠ। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কিছু পূর্ব্বের এবং তাঁহার সময়ের অন্যান্য কয়েকজন নাটককারের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের খ্যাতি ইস্কিলসের প্রতিভা-জ্যোতিতে ম্লান হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে থেস্পিসের নাম উল্লেখ যোগ্য; ইনি ডায়োনিসস্ সংক্রান্ত নাটক সকলের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধন করেন। তাহার পরে ফ্রিনিকাস প্রাটিনস এবং কীরিলন নাটক লিখন বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহারা বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই ঈস্কিলস তাঁহার মহা-নাটক বা ট্র্যাজেডী সকল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন।

ঈস্কিলস উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে তাঁহার বাল্যকালে একদা তিনি আঙ্গুর ফলের বাগান রক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে নিদ্রিত হন। নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখিলেন যে ডায়োনিসস্ দেব তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে উৎসব উপলক্ষে নাটক লিখিতে বলিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র তিনি অনুভব করিলেন যে দৈবশক্তি দ্বারা তিনি কবিত্ব ও কল্পনা-শক্তি লাভ করিয়াছেন। এ গল্পের সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই সময়ে গ্রীস পারসিকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং তাহাদের অগণ্য সৈন্যরাজি সমগ্র গ্রীসদেশে আতঙ্ক উপস্থিত করে। সমস্তজাতি একত্র হইয়া দেশের স্বাধীনতারক্ষণে বদ্ধপরিকর হয় এবং এই যুদ্ধে ঈস্কিলস ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়

প্রশংসার্হ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পারসিকগণ প্রথমতঃ ম্যারাথন নামক স্থানে স্থলযুদ্ধে এবং তাহার দশ বৎসর পরে সাগালিনের নৌযুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে ছত্রভঙ্গ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং গ্রীস্ নিষ্কণ্টক প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়ের মধ্যেই ঈস্কিলসের বহু নাটক রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হয়। প্রথম নাটক অভিনয়কালে জয়মাল্যলাভের জন্য তাঁহার প্র্যাটিনসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। শুনা যায় যে এই উপলক্ষে রঙ্গালয়ে এত অধিক লোক সমাগম হয় যে বসিবার কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসনগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবারে ঈস্কিলসের পরাজয় হয়, কিন্তু ইহার অল্প কাল পরেই তিনি জয়মাল্য লাভ করেন, এবং তাঁহার জীবনে ত্রয়োদশবার এ বিষয়ে সফলকাম হন। সত্তর হইতে নব্বইখানি পর্য্যন্ত নাটক তাঁহার দ্বারা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, কিন্তু এত গুলির মধ্যে কেবল সাতখানি এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

ঈস্কিলসের চরিত্রে মাধুর্য্যের কিছু অভাব ছিল এবং তিনি কোনও সময়েই এথেন্সবাসিগণের প্রিয় হইতে পারেন নাই। ইহার জন্য এমন কি তাঁহাকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সিসিলি দ্বীপে বাস করিতে হইয়াছিল। তিনি সুলেখক ছিলেন বটে কিন্তু অনেক সময়ে সাধারণের বিশ্বাস ও মতের বিরুদ্ধে বিপরীত মত প্রচার করিয়া লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার কোনও একটী নাটকে ইস্কিলস্ নিজেই অভিনয় করিতেছিলেন। অভিনয়কালে কোনও কারণে দর্শকগণ এমন উত্তেজিত হইয়াছিল যে তাহাকে প্রাণে বধ করিবার জন্য সকলে রঙ্গমঞ্চাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল এবং অনেক কষ্টে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর তিনি স্বদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সিসিলিদ্বীপে সেস্থানের রাজার বন্ধুরূপে বাস করেন এবং তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। প্রবাদ এইরূপ যে একটী ঈগলপক্ষী আকাশ দিয়া একটী কচ্ছপ লইয়া যাইতে যাইতে, তাহাকে চূর্ণ করিয়া তাহার মাংস খাইবার অভিপ্রায়ে কচ্ছপটীকে উচ্চ হইতে ফেলিয়া দেয়; সেই কচ্ছপ ঈস্কিলসের মস্তকে পতিত হয় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

ঈস্কিলসের যে সাতখানি নাটক সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে 'প্রমীথিউস বন্ধন' একটী উৎকৃষ্ট নাটক। আমাদের পুরাণের ন্যায় গ্রীকপুরাণেও দেবাসুরের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের পুরাণমতে আদিকালে ইউরেনস নামক টাইটান্ বা অসুর স্বর্গমর্ত্যপাতালের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ক্রোনস অসুরগণের সহিত ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সৃষ্টিরাজ্যের অধিকারী হন। কিন্তু ক্রোনস তাঁহার পিতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র জিউস বা জুপিটার নিজসঙ্গী দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার প্রতি সেই

ব্যবহার করিল। জিউস নিজ পিতাকে অনুচর অনুরদল সহ পাতালে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেবগণসহ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। টাইটানগণের মধ্যে কেবল ধরিত্রীদেবীর পুত্র প্রমীথিউস এবং সমুদ্র-রাজ ওকীয়ানস জিউসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাজ্যলাভে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। কিন্তু মানববন্ধু প্রমীথিউস দেখিলেন যে জিউস রাজ্যলাভ করিয়া মানবের অবস্থা উন্নত করিবার কোনও চেষ্টা করিলেন না। এই কারণে মনুষ্য-গণকে অসভ্য অবস্থা এবং নানা দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি স্বর্গ হইতে একমাত্র দেবগণের মহাসম্পত্তি অগ্নি অপহরণ করিয়া মনুষ্যজাতিকে দান করেন, এবং অগ্নির নানাপ্রকার ব্যবহার শিক্ষাদিয়া তাহাদিগের দুঃখ লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। জিউস্ তাঁহার এই কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বত গাত্রে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া শাস্তি দিবার জন্য অগ্নিদেবতা হিফীষ্টস এবং শক্তি ও বল নামক দুইজন অনুচরকে আজ্ঞা করেন।

এইখানেই ঈস্কিলসের নাটক আরম্ভ। দর্শকদিগের সম্মুখে এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যভাগস্থিত ককেশস্ পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গ, দূরে কৃষ্ণ সমুদ্র দেখা যাইতেছে। প্রমীথি-উসকে লইয়া অগ্নিদেবতা হিফীষ্টস এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয় শক্তি ও বল প্রবেশ করি-লেন। বল নির্দ্দয়ভাবে অগ্নিদেবতাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু যদিও হিফীষ্টসেরই অগ্নি প্রমীথিউস অপ-হরণ করিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি জানেন যে জিউসের আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য, তথাপি তিনি প্রমীথিউসের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া পারিতেছেন না। নিজের জ্ঞাতি ও বন্ধুকে এরূপ নির্ম্মমভাবে প্রেকবিদ্ধ করিতে কাহার হৃদয় না অবসন্ন হয়? কিন্তু জিউসভৃত্য কঠিন হৃদয় বলের সে কোমলতা নাই। সে হিফীষ্টসকে বলিতেছে,

রেখে দাও, দুঃখ কেন বৃথা? যে দিয়াছে
ক্ষুদ্র মানবেরে তোমার প্রধান মন্ত্র,
দেব হয়ে, ঘৃণা নাহি দেবশত্রু তারে?
হিফীষ্টস—কি এক অদ্ভুত শক্তি বন্ধুত্বেতে
আছে!

কিন্তু বল এ সকল কথা শুনিতে একে-বারেই ইচ্ছুক নহে, সে হিফীষ্টসকে জিউ-সের দম্ভের ভয় দেখাইতেছে। দম্ভভয়ে না হইলেও অগ্নিদেবতা প্রমীথিউসকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তথাপি বল উৎসাহ দিতে ক্ষান্ত হইল না; তাহার ইচ্ছা অধিকতর শক্তির সহিত শলাকা প্রমীথিউ-সের দেহে বিদ্ধ করা হয়। ক্রমে দুই হস্ত প্রেক বিদ্ধ হইল। কিন্তু ইহা হইতে আরও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এখনও আছে,—বল—(হিফীষ্টসের প্রতি)

যত শক্তি আছে সব দিয়া বক্ষোদেশে
দৃঢ় বজ্রশলা এই দাও বিদ্ধ করে!

তাহাই করা হইল; তাহার পর পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রমীথিউসের বন্ধন শেষ হইল। মানবজাতির জন্য প্রমীথিউসের এই যন্ত্রণাভোগ; বল বিদ্রূপ করিয়া এই দুঃসময়ে মানবজাতির সাহায্য লইতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া অন্য দুইজনের সহিত প্রস্থান করিল।

এ পর্য্যন্ত প্রমীথিউস নীরব; হিফী-ষ্টসের সহানুভূতি বা বলের নির্দ্দয় ব্যব-হার ও বিদ্রূপ বাক্য কিছুই তাঁহাকে কথা বলাইতে পারে নাই। বক্ষে বজ্র বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অসহ্য বটে কিন্তু তিনি কি কাপুরুষ যে অত্যাচারীদের সম্মুখে যন্ত্রণা ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিবেন? কখনই নয়, তাঁহার হৃদয় বজ্র হইতেও কঠিন। কিন্তু এখন এখানে আর কেহ নাই, নির্জ্জন সমুদ্রের পার্শ্বে আরও নির্জ্জন অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে তিনি আবদ্ধ; এখন উন্মুক্ত ব্যোম, প্রবহ-মান বায়ু, পর্ব্বত গাত্রপ্রবাহিতা নির্ঝরিণী এবং দূরস্থিত সিন্ধুর লহরীমালা তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ। আরও কেহ কেহ আছেন,—

"সর্ব্বজনজননী গো মাতা বসুন্ধরে!
দেখ; দেখ, ওগো সূর্য্যদেব! দেব হয়ে
কি যাতনা সহি আমি দেবগণ হতে!"

প্রমীথিউস ভবিষ্যজ্ঞ, তাঁহার কতকাল কি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহা তিনি জানেন। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহাকে একাকী থাকিতে হইল না, কারণ সমুদ্র-রাজ ওকীয়াসসের কন্যা জলদেবীগণ প্রমীথিউসের দণ্ডের সংবাদ পাইয়া তাঁহার ব্যথার ব্যথী হইবার জন্য আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ নাটকের ইঁহারাই "কোরস" অর্থাৎ নৃত্য ও সঙ্গীত সহকারে নাটকের সহিত কথোপকথন কিম্বা ঘটনাসংক্রান্ত কোনও উপদেশ বিবৃত করিবার ভার ইঁহাদের উপর। প্রমীথিউসের দুর্দ্দশাদর্শনে ইঁহাদের অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু উপায় নাই, জিউসের ক্রোধ শান্ত করা অসম্ভব। কিন্তু প্রমীথিউস জিউসেরও অজ্ঞাত একটি গুপ্ত রহস্য জানেন তাহা না প্রকা-শিত হইলে জিউসের পতন অবশ্যম্ভাবী, এবং যতক্ষণ প্রমীথিউস বন্ধনমুক্ত না হইবেন ততক্ষণ তিনি এ রহস্য ভেদ করি-বেন না। জলদেবীগণের অনুরোধে তিনি তাঁহার অগ্নি অপহরণের বিবরণ বলিলেন। কিন্তু ইহারই জন্য কি তাঁহার এমন কঠিন শাস্তি হইয়াছে? এত সামান্য কারণে? তাহা নয়। প্রমীথিউস—বাঁচায়েছি মান-বেরে মৃত্যু ভয় হতে! জলদেবী—কি কৌশলে মৃত্যুভয় দূর করে দিলে? প্রমী-থিউস—অন্ধ আশা দিয়ে সবে জীবন সং-গ্রামে! জলদেবী—ক্ষণজীবিগণে দিলে এ মহা বিভব! প্রমীথিউস—এ ভিন্ন দিয়াছি অগ্নি আমি মনুজেরে। জিউসের ইচ্ছা ছিল না যে মর্ত্ত্যবাসিগণ এ সকল সম্প-ত্তির অধিকারী হয়, সেইজন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা। শাস্তির কথা প্রমীথিউস পূর্ব্বেই জানিতেন, কিন্তু মানবদুঃখকাতর হৃদয় তাহাতেও নিবৃত্ত হয় নাই।

এমন সময়ে সমুদ্ররাজ ওকীয়ানস প্রমীথিউসকে এই বিপদে সাহায্য করি-বার জন্য নিজ আকাশরথে ককেশস্ শৃঙ্গে আসিলেন। তাঁহার মতে প্রমীথিউসের উদ্ধত স্বভাব এবং গর্ব্বিত বাক্যই এই কঠোর দণ্ডের মূল, যাহা হউক সমুদ্ররাজ জিউসের নিকট যাইয়া বন্দীর মুক্তি জন্য প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু প্রমীথিউস তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তিনি দয়ার ভিখারী নহেন, তিনি মহাশক্তি

গর্ব্বিত অত্যাচারী জিউসের অনুগ্রহপ্রার্থী হইবেন না। পুনশ্চ যিনি তাঁহার জন্য দয়ার প্রার্থনা করিতে যাইবেন তাঁহার যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে। ইহা জানিতে পারিয়া ওকিয়ানস উদ্ধার চেষ্টায় বিরত হইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর কোরসের সঙ্গীত। প্রমীথিউসের কষ্ট দেখিয়া কাহার প্রাণ না বিগলিত হয়; জিউসের প্রাণ কি এত কঠিন? তাহাই সত্য, কারণ অন্য টাইটানগণও এই প্রকার কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গীত শেষে প্রমীথিউস নিজ দুঃখের কথা ইঁহাদের বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারই সাহায্যে দেবগণ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন; তিনিই মনুষ্যকে চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন; পর্ব্বতগহ্বরে যাহারা পিপীলিকার ন্যায় বাস করিত তাহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণকৌশল শিখাইয়াছেন; গ্রহতারকার গতিবিধি, অঙ্কশাস্ত্র, বর্ণমালা, বন্য-পশুদিগকে গৃহপালিত করা, তরণী সাহায্যে সমুদ্রলঙ্ঘন, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদির ব্যবহার, এবং সর্ব্বোপরি চিকিৎসাশাস্ত্র, এ সমস্তই তিনি মনুষ্যকে শিক্ষা দিয়াছেন; এক কথায় সভ্যজগতের সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য তাঁহা দ্বারাই উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাঁহার এত শক্তি থাকিতে অবশ্যই তিনি জিউসের সমকক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু যাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহাই হইবে; এমন কি জিউসও এই অদৃষ্টচক্রের বাহিরে নহেন এবং ইহাই তাঁহার পতনের কারণ হইবে, কিন্তু প্রমীথিউস সে রহস্য জানাইবেন না।

কতকগুলি ঘটনা আমরা নির্ব্বিঘ্নে ছাড়িয়া যাইতে পারি। এ নাটকের শেষ অংশই অতি সুন্দর। যে গুপ্ত রহস্যের উপর জিউসের রাজত্ব নির্ভর করিতেছে তাহা লুক্কায়িত রাখিতে প্রমীথিউস দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কিন্তু জলদেবীগণের ঐকান্তিক অনুরোধে তাহার কিয়দংশ তিনি জানাইলেন, এবং বলিলেন যে গর্ব্বিত জিউস নিজের পতনের সূত্রপাত নিজেই আরম্ভ করিয়াছেন এবং সে পতন অতি নিকটবর্ত্তী। জিউসের অত্যাচারে তিনি ভীত নহেন কারণ তিনি অমর এবং এই অত্যাচারীর পতন হইলেই তিনি মুক্তি পাইবেন এই তাঁহার আশা। নিষ্ঠুরের উপাসনা তিনি কখনই করিবেন না, কারণ চাটুকার ভিন্ন কেহ এই নির্দ্দয় এবং গর্ব্বান্ধ দেবরাজের পূজা করিতে পারে না। যখন প্রমীথিউস জলদেবীগণের নিকট এই সকল কথা বলিতেছেন, সেই সময়ে জিউস-দেবের দূত হার্ম্মীস আসিয়া জানাইলেন যে দেবরাজ সেই গোপনীয় রহস্য প্রকাশ করিতে প্রমীথিউসকে আজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু প্রমীথিউস উত্তর দিলেন তিনি কি জিউসের ভয়ে ভীত? না, তিনি সে রহস্যের উদ্ঘাটন কখনই করিবেন না:—

প্রমী—ভেবেছ কি আমি এই নব দেবতার
ভয়ে কম্পবান? মূর্খ, ভেবো না তা কভু;
যে পথে এসেছ যাও সেই পথে ফিরে,
গুপ্ত কথা এক বর্ণ বলিব না আমি।

এমন কোনও উপায় বা যন্ত্রণাপূর্ণ শাস্তি নাই যাহা তাঁহাকে সে কথা বলিতে বাধ্য করিতে পারে:—

প্রমী—এ বন্ধন মুক্ত নহে হব যতদিন,
কোন শাস্তি, কোন ব্যথা নাহি ত্রিভুবনে
যার ভয়ে রহস্যের মর্ম্ম প্রকাশিব।

জিউস যদি তাঁহাকে বন্ধন মুক্ত করেন তবেই তিনি সে গুপ্ত কথা বলিতে পারেন, নহিলে নয়। জিউসকে কি তিনি গ্রাহ্য করেন? হার্ম্মীস তাঁহাকে কঠিনতর শাস্তির ভয় দেখাইলেন, প্রথমতঃ বজ্রদ্বারা পর্ব্বত চূড়া ভগ্ন করিয়া তাহা প্রমীথিউসের দেহের সহিত পর্ব্বতের নিম্নে প্রোথিত করা হইবে এবং দীর্ঘকাল এই অবস্থায় রাখিয়া পুনরায় তাঁহাকে এই পর্ব্বত শৃঙ্গে আনিয়া ঈগল পক্ষী দ্বারা তাঁহার শরীর নিরন্তর ভক্ষিত করান হইবে, এবং এ যন্ত্রণা কখনও শেষ হইবে না। কিন্তু এ ভয়ে প্রমীথিউসের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করা অসম্ভব। তাঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে, কিন্তু তাহা কি নির্ভীক হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন,

অগ্নি বৃষ্টি হয় যদি এ মস্তক পরে,
বজ্রসহ বায়ু যদি আলোড়ে আকাশ,
পৃথ্বী যদি মূল হতে খসি প'ড়ে যায়,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ যদি মহাকাশ চুমে,
তথাপি এ রহস্যের কণা নাহি পাবে।

ইহার উত্তর আর কি আছে? হার্ম্মীসের কার্য্য শেষ হইল এবং বন্দীর শাস্তি কঠিনতররূপে আরম্ভ হইল। চারিদিকে বিদ্যুতের লীলা বজ্রের ঘন নির্ঘোষে কর্ণ বধিরপ্রায়, তাহার মধ্যে প্রমীথিউস বলিতেছেন,—

ওগো মাতা বসুন্ধরে! জ্যোতি! বিশ্বব্যাপী,
দেখিছ কি অত্যাচার কত সহি আমি?

বলিতে বলিতে পর্ব্বত শৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল, এবং প্রমীথিউসকে লইয়া পাতালের নিম্নতম দেশে অন্তর্হিত হইল।

ইস্কিলস প্রমীথিউসের বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনটি নাটক লিখিয়াছিলেন; সে তিনটীর মধ্যে দ্বিতীয়টী কেবল পাওয়া গিয়াছে, অন্য দুইটির কোন সন্ধান নাই। জানা যায় যে প্রথমটীর নাম "প্রমীথিউসের অগ্নিদান" এবং শেষটীর "প্রমীথিউসের মুক্তি ছিল, কিন্তু ইহাদের বিশেষত্ব জানিবার আর সম্ভাবনা নাই। ইংরাজ কবি শেলী ইস্কিলসের গল্পের অবলম্বনে এবং তাঁহার ভাব কতকটা লইয়া 'প্রমীথিউসের মুক্তি" নামে একটী নাটক লিখিয়াছেন। তাহাতে চমৎকার কবিত্ব আছে বটে কিন্তু গ্রীসীয় নাটকের ন্যায় তাহা মহান্ গম্ভীর ভাবপূর্ণ নহে। গ্রীকপুরাণে লিখিত আছে যে বীরশ্রেষ্ঠ হিরাক্লীস বা হার্কিউলিস প্রমীথিউসের দেহ ভোজন নিরত ঈগল পক্ষীকে শরবিদ্ধ করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। যাহা হউক, অন্য কোনও সাহিত্যে প্রমীথিউসের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজশালী চরিত্রের অঙ্কন আর নাই। কবি মিল্টন "প্যারাডাইজ লষ্ট" এ সেটানের (শয়তানের) চরিত্র এইরূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যজ্ঞ অনেকে বলেন যে সেটানের চরিত্র হইতে প্রমীথিউসের চরিত্র অনেক মহৎ এবং শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একদিন গ্রীষ্মের এক রজনীতে বার্মিংহ্যাম্ ডাকগাড়ী কএকটী লণ্ডনযাত্রী বহন করিয়া হেলষ্টন্‌লি নগরে প্রবেশ করিল এবং উহার গম্যস্থল "তারা হোটেলের" নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

লণ্ডন হইতে হেল্‌ষ্টনলি পর্য্যন্ত সোজা রেলপথ তখনও খোলা হয় নাই—ইহাতেই পাঠক এই ঘটনা কতদিন পূর্ব্বের কথা তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। একটী মহিলা ও একটী ক্ষুদ্র বালিকা গাড়ীর ভীতর হইতে বাহির হইলেন, এবং একটি ভদ্রলোক ও তিনটি বালক গাড়ীর উপর হইতে নামিলেন। ভদ্রলোক ও বালক কয়টি বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন। বার্মিংহ্যাম্ ছাড়িবার একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়—সুতরাং গাড়ীর বহির্ভাগস্থ আরোহীবৃন্দ সেই বৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া গিয়াছিলেন। গাড়ীখানি আরোহীতে পরিপূর্ণ ভিতরে বা বাহিরে কোথাও তিলমাত্র স্থান ছিল না। কিন্তু অন্যান্য আরোহীদের সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। যে কয়টি আরোহীর কথা বলা হইল তাহাদেরই সহিত আমাদের সম্পর্ক। ইহারা আর কেহই নহে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হ্যালিবার্টন পরিবার।

যে সহরে মিঃ হ্যালিবার্টন যাইয়া বাস করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন—যেখানে তাঁহার ভগ্নী ডেয়ার গৃহিণী বাস করেন—সে অন্য কোন সহর নহে—সে এই হেল্‌ষ্টন্‌লি।

জেন তাহার স্বামীর অবস্থা দেখিয়া একেবারে অধীর ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। "তুমি তো দেখছি একেবারে ভিজে নেয়ে উঠেছ!'

"হাঁ খুবই ভিজেছি বটে—কিন্তু আর কোন উপায় ছিল না।"

জেন ব্যথিত স্বরে বলিল—"আমি যখন তোমাকে ভেতরে যাবার জন্য বললাম তখনই তোমার ভেতরে যাওয়া উচিত ছিল - তোমার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত ছিল।"

"আর আমার ভেতরে গিয়ে তোমাকে বাহিরে আমার জায়গায় পাঠান উচিত ছিল, কেমন? পাগল আর কি।"

জেন হোটেলের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজকের মতন আমাদের এই হোটেলেই থাকা ভাল। তুমি কি বল?"

"হাঁ তা ছাড়া উপায় কি? এ রকম ভিজে অবস্থায় এখন যে কোন বাসা খুঁজে বেড়ান—তা তো কিছুতেই হ'তে পারে না। জেন্ তুমি খোঁজ্ নিয়ে এস—আমাদের রাত্রে থাকবার জন্য এখানে ঘর পেতে পারব কিনা। আমি ততক্ষণ "লগেজ গুলো সব দেখি।"

জেন জ্যানিকে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই হোটেলের একজন কর্ম্মচারিণীকে দেখিয়া জেন জিজ্ঞাসা করিল—"আজ রাত্রে কি আমরা এখানে থাকিবার স্থান পেতে পারি?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনাদের কটী বিছানার আবশ্যক?'

জেন বলিল—"তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখে এসে বলব। তাহার পর সে মৃদুস্বরে কর্ম্মচারিণীকে বলিল—"দয়া ক'রে তুমি বেশী মূল্যের ঘরে আমাদের স্থান দিও না।

কর্ম্মচারিণী জেনের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। এরূপ অনুরোধ করিলে তাহারা এইরূপেই লোকের আপাদ মস্তক দেখিয়া থাকে। সে দেখিল—কৃষ্ণবর্ণ রেশম বস্ত্র পরিহিতা সুনীল শালাবৃতদেহা—সামান্য টুপি ধারিণী—একটি সুন্দরী যুবতী। তাহার বেশ ভূষা সামান্য হইলেও, তাহার ব্যবহার বিনীত হইলেও, জেনের চরিত্রে এমন একটি পদার্থ ছিল—তাহার কণ্ঠ স্বরে তাহার আচরণে এমন একটি প্রচ্ছন্ন তেজোব্যঞ্জক ভাব ছিল যাহা দেখিলেই তাহাকে ভদ্রঘরের কন্যা বলিয়া চিনিতে কোন সন্দেহ থাকে না। কর্ম্মচারিণী ভদ্রভাবে তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইল। সে বলিল—"ঘর দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই আমি হোটেল কর্ত্রীকে ডেকে দিচ্ছি। সর্ব্বনাশ! মহাশয় যদি জ্বরে পড়'তে না চান, তবে এখনি এই ভিজে কাপড় গা হ'তে খুলে ফেলুন।"

শেষোক্ত কথাগুলি কর্ম্মচারিণী মিঃ হ্যালিবার্টনকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ে উচ্চারণ করিল। হ্যালিবার্টনকে আজ দীর্ঘতর, ক্ষীণতর এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরতর দেখাইতেছিল। কিন্তু এখন তাঁহার এক প্রকার শুষ্ক কাশি দেখা দিয়াছে—তাঁহার গণ্ডস্থল পরিপাণ্ডুর, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সিক্ত।

কর্ত্রী তাহাদের ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। হ্যালিবার্টন শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে পানার্থ গরম পানীয় প্রদান করা হইল, জেন রাত্রির জন্য যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন সেইগুলি খুলিয়া লইয়া, বালকবালিকারা যেখানে বসিয়াছিল সেই বসিবার ঘরে গেল। একটী দয়ার্দ্রহৃদয় পরিচারিকা বালকবালিদিগের গাত্রবস্ত্র সিক্ত দেখিয়া ঘরে আগুন জ্বালিয়াছিল—ছেলেরা সেই অগ্নির চতুর্দ্দিকে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়াছিল। তাহাদের খাবার জন্য রুটী মাখন ও দুধ দেওয়া হইয়াছিল।

প্রকৃতই তাহারা সুবুদ্ধি সত্যপরায়ণ সংস্বভাববিশিষ্ট পুত্র কন্যা। তাহাদের চতুর দৃষ্টি উজ্জ্বল ও সাধুতাব্যঞ্জক—মুখকান্তি সরলতার স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত। জ্যানি একটী চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার কৃষ্ণ কেশদাম স্তূপাকারে চেয়ারের হাতার উপর পড়িয়া তাহার জন্য উপাধান রচনা করিয়াছিল। যখন মাতা গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন তাহারা তাঁহার জন্য সমধিক স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনারা এক পার্শ্বে সরিয়া বসিল। উইলিয়ম উঠিয়া তাঁহাকে একখানি চেয়ার প্রদান করিল। জেন সেইখানে বসিয়া টেবিলের উপর একখানি "প্রার্থনা পুস্তক" স্থাপন করিল। এই পুস্তকখানি সে হাতে করিয়া আনিয়াছিল।

উইলিয়ম বলিল—"মা, বাবার কোন অসুখ হবে না তো!"

"উইলিয়ম, আমারও সেই ভয় হচ্ছে। উঃ! কম ভিজেছেন কি সেই ভিজে কাপড়ে আবার কতক্ষণ থাকতে হ'য়েছে! তোমার চেয়েও তিনি বেশী ভিজলেন কেমন করে?"

"তিনি যে ধারে বসেছিলেন। তাঁর পাশে যে ভদ্রলোকটী বসে ছিলেন তিনি একটীবারও তাঁর মাথায় ছাতা ধরলেন না। যখন বৃষ্টি আরম্ভ হল তখন দেখা গেল যে কতকলোকের ছাতা আছে আর কতক-লোকের নাই—তাই সকলের সুবিধার জন্য ছাতাগুলি ভাল করে নেওয়া হল। আমরা তিন জনে এক ছাতায় ছিলাম। আর আমাদের দুপাশে দুজন খুব মোটা লোক ছিলেন—তাঁদের আড়ালে থাকাতে আমরা ততটা ভিজলাম না। আহা! বাবা যদি গাড়ীর ভেতরে একটু জায়গা পেতেন! তা হলে খুব ভাল হত। অথবা তিনি যদি আমার জায়গাটা নিতেন। আমি ভিজলে আমার কোন ক্ষতি হতোনা তাঁর ভেজাতে অসুখ হতে পারে।"

"মা আজ তোমার চা খাওয়া হয় নি?"

জেন দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিল "না বাবা, আজ আমার চায়ের দরকার নেই।"

জেনের প্রকৃতি একান্ত আশাময়ী প্রকৃতি ছিল কিন্তু আজ বৃষ্টিসিক্ত নিবিড় সন্ধ্যায় কি যেন এক অস্পষ্ট বাণী তাহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া তাহাকে যেন ভাবী দুঃখ ক্লেশ ও পরীক্ষার কথা শুনাইতেছিল। সে টেবিলের দিকে ফিরিল, সেখানে বালকবালিকাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট আহার সামগ্রী কিছু পড়িয়াছিল। সে রুটির একখানি টুকরা কাটিয়া লইল, এবং ধীরে ধীরে তাহাতে একটু মাখম মাখাইয়া উহাতে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ ঢালিয়া লইল।

উইলিয়ম বলিল "মা, তুমি একটু চা খাও। ও আমাদের জল মেশানো দুগ্ধ ও তো খাঁটি দুগ্ধ নয়।"

জেন ঘাড় নাড়িয়া সেই দুগ্ধই লইল। চা খাইতে গেলেই তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে। তাহার মনের এখন এমনি নিরাশার অবস্থা যে তাহার নিজের শরীর সম্বন্ধে কোনরূপ মনোযোগ দিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না।

জেন প্রার্থনা পুস্তকখানি হাতে লইয়া বলিল আমি এখন একটু পড়ি; তারপর তোমরা এই আগুনের পাশে বসেই শয়ন-কালীন প্রার্থনা করবে। তোমরা সকলেই আজ একটু একটু ভিজেছ আগুনের কাছে বসেই আজ প্রার্থনা করো।"

জেন একটী ক্ষুদ্র সংগীত বাছিয়া লইল সেইটী সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল। তখন বালকেরা সকলে জানু পাতিয়া নীরবে প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া কোনরূপে নিয়ম রক্ষার প্রার্থনা করিল না কিন্তু বাস্তবিকই ভক্তি ভরে হৃদয়ের শ্রদ্ধা সহকারে তাহারা ভগবৎচরণে তাহাদের শিশু মস্তক নত করিয়া প্রার্থনা করিল। তাহারা হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস করিল যে একজন মহান সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ তাহাদের সম্মুখে

উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ের প্রার্থনা শুনিলেন। তাহারা শৈশবেই সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

* * *

তোমরা কি কখনও ঘরের পুরাতন জিনিষ বিক্রয় করিয়াছ? যে সব আসবাব তোমাদের প্রয়োজন পূরণের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, যাহারা আপন আপন স্থানে থাকিয়া কত সুন্দর দেখাইত তাহারাই বিক্রয়ার্থ বাহিরে আনীত হইলে এমনি পুরাতন জীর্ণ বলিয়া বোধ হয় যে তাহাদের লোকের সম্মুখে ধরিতে তোমাদের মস্তক যেন লজ্জায় অবনত হইয়া পড়ে! যদি মিঃ হ্যালিবার্টন পূর্ব্বে জানিতেন যে তাঁহাদের জিনিস পত্র আসবাব ইত্যাদি কিরূপ অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে তাহা হইলে তিনি কখনই সে গুলিকে বেচিবার মতলব করিতেন না বরং খরচ করিয়াও সে গুলিকে হেলষ্টন্‌লিতে লইয়া আসিতেন! তাঁহাদের বিছানা কম্বল ইত্যাদি তাঁহার সঙ্গেই আনিয়াছিলেন এখন বুঝিলেন সে গুলি আনিয়া তাঁহারা ভালই করিয়া-ছেন।

যখন তাহারা এই নূতন সহরে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহাদের হাতে যে পরিমাণ অর্থ ছিল তাহার কথা তোমাদের নিকট বলিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। তাহাদের সকল অর্থ একত্র করিলে ১২০ পাউণ্ডের অধিক হইবে না। লণ্ডন পরি-ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিতে হইয়াছিল, এবং পূর্ব্ব হইতে সংবাদ না দিয়া তাহাদের বাড়ী পরিত্যাগ করাতেও তাহাদিগকে কিছু অর্থ দণ্ড দিতে হইয়াছিল, কারণ তাহাদের গৃহস্বামী টাকা কড়ি সম্বন্ধে বড় কঠোর লোক ছিলেন।

১২০ পাউণ্ড!! এই অর্থ হইতেই তাহাদিগকে নূতন আসবাব কিনিতে হইবে এবং যতদিন না হ্যালিবার্টনের শিক্ষকতা জুটে ততদিন পর্য্যন্ত উহাতেই সংসার চালাইতে হইবে। এই সামান্য অর্থ লইয়া নূতন সংসার পাতাইয়া লওয়ার আশা একান্তই দীপ্তিহীন ম্লান আশা মাত্র! সুতরাং জেন যে হোটেলে চা খাইতে সম্মত হইল না ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই যাহাতে তাহাদের সামান্য অর্থ অনর্থক ব্যয়িত হয় জেন এখন তাহা করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু মানব হৃদয়ে আশা মরিয়াও মরে না একদিকে বিপদ অন্ধকারের মেঘ ঘনাইয়া আসিলেও সে অন্যদিকে সমুজ্জ্বল জ্যোতির আভাস সূচনা করে। এরূপ না হইলে সংসারের অর্দ্ধাংশ লোক নিরাশার অন্ধকারে আপ-নাদের জীবন বলিদান দিতে উদ্যত হইত।

প্রভাত সমুদিত হইল। বৃষ্টির পরে আজ সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোকমধুর—সুন্দর—নির্ম্মল প্রভাত। মিঃ হ্যালিবার্টনকে দেখিয়া মনে হইল তাঁহার বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। অবশ্য তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কেমন একটু জড়তাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু তিনি আশা করিলেন সে ভাব সে দিন গত হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইবে এবং তখন তিনি নিজকে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিবেন। তাঁহারা মনে মনে স্থির করিয়া-

ছিলেন যে, ভদ্রতা বজায় রাখিয়া যতদূর অল্পমূল্যে সম্ভব একখানি বাড়ী ভাড়া লইবেন ; দীন দুঃখী গরীবের সম্বন্ধে "ভদ্রতা" কথা ব্যবহার করিলাম, পাঠক পাঠিকা আমাকে ইহার জন্য মার্জ্জনা করিবেন। হ্যালিবার্টনকে শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইবে, সে বিষয়ে সাফল্য লাভের জন্যও তাহাদের অন্ততঃ বাহিরেও ভদ্রতার "ভেক" ঠিক রাখা আবশ্যক ছিল।

তাঁহারা বাড়ী ভাড়া সম্বন্ধে "তারা হোটেলের" সত্বাধিকারীকে আপনাদের মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন। সত্বাধিকারী মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, হুঁ, একটী খট্‌খটে স্বাস্থ্যকর স্থান ; সহরের গোলমাল হ'তে একটু দূরে —হুঁ, তা হ'লে "লণ্ডন রাস্তায়" হ'লেই ঠিক হবে। সেই খানে খোঁজ করলে আপনাদের ইচ্ছেমত বাড়ী পেতে পারেন।"

তাহারা খোঁজ করিয়া লণ্ডনরাস্তায় উপস্থিত হইল। সহরের মধ্যে সেটী স্বাস্থ্যকর স্থান বটে। সেখানে তাহারা একটী বাড়ী দেখিল—সেখানে তাহাদের চলিয়া যাইতে পারে। বাড়ীটী দেখিতে সুন্দর, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন—চারিদিক লৌহ তার দ্বারা বেষ্টিত, রাস্তা হইতে একটু দূরেও অবস্থিত। বাড়ীর প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বেই বৈঠকখানা, পশ্চাতে পাকশালা। উপরে তিনটী শুইবার ঘর, তাহাদের উপরে আর একটী ক্ষুদ্র ঘর. বাটীর পশ্চাতে একটী উদ্যান, সেই উদ্যানের পশ্চাতে একটী খোলা ময়দান। সে ময়দানটী সে বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত নহে। এই বাড়ীর পার্শ্বেই আর একখানি বাড়ী, সে বাড়ীখানি ইহারই অনুরূপ, তবে তাহার সঙ্গে একটী বৃহৎ ও যথেষ্ট আয়ের একটী উদ্যান সংলগ্ন। সেই পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর একটী স্ত্রীলোক তাহাদিগকে এই বাড়ী খুলিয়া সকল স্থান দেখাইয়া দিল।

স্ত্রীলোকটী "কোয়েকার" বেশধারিণী। (কোয়েকার একপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়)। তাহার দেহাকৃতি সাধাসিধা ধরণের, কিন্তু দেহের বর্ণ গৌর। সুনীল চক্ষুটী প্রশান্ত জ্যোতিঃপরিপূর্ণ।

জেন বাড়ীর ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রীলোকটী বলিল—"এর বার্ষিক ভাড়া ৩২ পাউণ্ড। টমাস্ অ্যাশনির এই বাড়ী, কিন্তু তাঁর কাছে আপনারা কোন কথা লিখবেন না। আমি তাঁর কর্ম্মচারীর ঠিকানা দিচ্ছি. তিনিই মিঃ অ্যাশনির বাড়ী সব ভাড়া দেন। তাঁর নাম অ্যান্‌টনী ডেয়ার। যদি আপনারা এই বাড়ী ভাড়া নেন, তবে দেখতে পাবেন যে বাড়ীখানি বেশ স্বাস্থ্যকর।"

অ্যান্‌টনী ডেয়ারের নাম শুনিয়াই মিঃ হ্যালিবার্টনের একটী কথা মনে পড়িল। তিনি জেনের কাণে কাণে বলিলেন—"জেন, ইনি নিশ্চিত সেই মিঃ ডেয়ার যিনি আমার ভগ্নী জুলিয়াকে বিবাহ ক'রেছেন। তাঁরও নাম অ্যান্‌টনী ডেয়ার।"

মিঃ হ্যালিবার্টন একাকী মিঃ ডেয়ারের অফিসে গেলেন। বাস্তবিকই ইনিই সেই মিষ্টার ডেয়ার যাঁহাকে পাঠক মিঃ কুপারের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দেখিয়াছেন। জেন হোটেলে ছেলেদের নিকট ফিরিয়া আসিল।

জেন সেই বাড়ীখানিকেই পছন্দ করিয়াছিল।

মিঃ ডেয়ার বাড়ীতে ছিলেন না। প্রধান কেরাণী বলিলেন, "তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তিনি লণ্ডন গেছেন।" কিন্তু কেরাণী বলিলেন যে দরকার হইলে তিনিই সে বাড়ী ভাড়া দিতে পারেন। মিঃ হ্যালিবার্টন নিজের সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিলেন, কেরাণী সেই পরিচয় পাইয়াই তাঁহাকে বাড়ী দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু মিঃ হ্যালিবার্টনের যে ডেয়ারগৃহিণীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে সে কথা তিনি কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

বাড়ী ঠিক হইলে মিঃ হ্যালিবার্টন আসবাবের কথা ভাবিতে লাগিলেন। সেই কেরাণী তাঁহাকে একটী কারখানার কথা জানাইলেন—সেখানে নূতন পুরাতন সকল প্রকারের গৃহসজ্জা বিক্রয়ার্থ মৌজুত থাকে। ইহা শুনিয়া হ্যালিবার্টন জেনকে লইয়া সেই কারখানায় উপস্থিত হইলেন। জেনকে সঙ্গে লইবার কারণ জেন এ বিষয় তাঁহার অপেক্ষা অনেক ভাল বুঝে। সেখানে তাঁহারা ৫০ পাউণ্ড দিয়া যাহা যাহা একান্ত আবশ্যক তাহাই ক্রয় করিলেন। আপাততঃ বেশী খরচ করিবার তাঁহাদের সংস্থান ছিল না। হ্যালিবার্টন বলিলেন--"একটু সুবিধা হইলেই অন্যান্য জিনিস আমরা কিনিয়া লইব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

কাব্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

মানব জীবনের যে অংশ মনের গভীর ভাব সমূহের সহিত সংযুক্ত তাহার বর্ণনাই কাব্যের প্রধান বিষয়। যে ভাবরাশি হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত করিয়া তোলে তাহা ভাষার বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া কবিতার ছন্দে ও তালে প্রকাশ পাইতে চায়। অন্তরের যে প্রকৃত ভাষা যুগ যুগান্ত ধরিয়া কাব্য ও ছন্দে মনুষ্যের চিরন্তন প্রকৃতিকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা মানবের বিকাশের সহায়তা করিয়াছে। সকল দেশে ও সকল কালে সর্ব্ববিধ জ্ঞানের স্রোত কাব্যের স্রোত হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। মনুষ্য যে অবিনশ্বর প্রকৃতির শাসনে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, যাহার শাসনে মনুষ্য সমাজ গঠিত হইয়াছে, সেই প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ কাব্যই প্রথম প্রকাশ করিয়াছে। সে সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া মানুষ জ্ঞানের পথে, চিন্তার পথে অগ্রসর হইয়াছে

প্রাচীন কালে এ দেশে ঋষিগণ ও ব্রহ্মচারিগণ বনে আশ্রমে প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড়ে শিক্ষা ও সাধনার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির যে অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ তাহা প্রাচীন ভারতের আশ্রমবাসীগণ বুঝিয়াছিলেন। যে বাহ্য প্রকৃতি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত, ভারতবর্ষে সেই প্রকৃতি শিক্ষা ও সাধনার অনুকূল ছিল। বিশেষ বিশেষ গ্রন্থে তখন শিক্ষার

বিষয় আবদ্ধ ছিলনা, প্রকৃতিই সুবৃহৎ রহস্যময় গ্রন্থ ছিল ; আত্মার উন্নতি শিক্ষা ও সাধনার চরম উদ্দেশ্য ছিল, জীবনের সহিত জ্ঞানের বিরোধ ঘটিত না। অরণ্যাশ্রমের অসংক্ষুব্ধ শান্তি পরস্পরের ও আশ্রমের জীবজন্তুর ও বৃক্ষরাজির সেবায় নিরন্তর আশ্রমবাসীগণের দৈনিক জীবন প্রকৃতির বিস্তীর্ণ শ্যামল অঞ্চল ও অনন্ত অসীম আকাশের মধ্যে বিকাশ লাভের অবসর পাইত। জ্ঞানার্থী চতুর্দিকে অনন্ত জ্ঞানরাজ্য দেখিতে পাইতেন। সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের মধ্যে তাহাকে প্রতিদিন বাস করিতে হইত। অন্তরের জ্ঞানস্পৃহা স্বভাবতঃ সে রহস্যের মিমাংশা অন্বেষণ করিত। এই অসীম প্রকৃতির মধ্যে মানুষকে, কোথায় তার স্থান ইত্যাদি কত প্রশ্ন মনে উপস্থিত হইত। জ্ঞানের পথে এ রহস্যের মিমাংসা না পাইয়া চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। সে বিস্ময় ঋষিগণ আজিকার কবির ভাষায় বলিয়া উঠিলেন,—

"অসীম রহস্যমাঝে কে তুমি মহিমাময়
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমায়ে রয়'

এই বিস্ময়ে জ্ঞান আরম্ভ হইল, ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইল. অনন্তের দিকে চিত্ত ধাবিত হইল। মানবের হৃদয় বৃত্তিসকল নব-আলোক স্পর্শে জাগ্রত হইল। কাব্য সে বিস্ময় ছন্দে প্রকাশ করিতে লাগিল। সে মহিমা ঋষিগণ শ্লোকে গাহিতে লাগিলেন, সামগানে আশ্রম সমূহ মুখরিত হইয়া উঠিল। কাব্য আপন মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। ভারতে কাব্যের এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ভারতের জ্ঞান দর্শনের ভাণ্ডার সেই কাব্য, ভারতের ভাবি উন্নতির স্রোত তপোবনের সেই বেদগানের সঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল। সত্যের উপাসনা জ্ঞানের আরাধনা অনন্ত অসীমের বন্দনা কাব্যে আরম্ভ হইয়াছিল। আজও যুগ যুগান্ত পরে ভারতের সে জ্ঞান শ্রোত যাহা কাব্যের ভাবে ও ভাষায় অনন্তের অন্বেষণে ছুটিয়াছিল, জগতের নরনারীর কাছে সত্যের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে, জগতের কোলাহলের মধ্যে যোগের গম্ভীর শান্তির বার্ত্তা প্রচার করিতেছে।

এতকাল পরে ভারতের ঋষিদিগের প্রচারিত সত্য আবার সকলের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষে, জার্ম্মানিতে ও ইংলণ্ডে প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানরাজ্য অন্বেষণ আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের কবি Wordsworth প্রকৃতির সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ নব আলোকে কাব্যে প্রকাশ করিলেন। প্রকৃতির মধ্যেই মনের বিকাশ আত্মার উন্নতি Wordsworth সেই বার্ত্তা প্রচার করিলেন। প্রকৃতির এই নিয়মের মধ্যেই শান্তি, বিরুদ্ধাচরণেই মনুষ্যের দুঃখের কারণ। প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রকাশ কবি Wordsworth তাঁহার Excursion নামক কবিতায় কৃষক বালকের বর্ণনায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে মন চিন্তাশূন্য, বাক্যশূন্য, আনন্দে আত্মাহারা! ইংলণ্ডের কবির এই ভাব প্রাচ্য ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া বলিয়া মনে হয়। তখন ইংলণ্ডে ও ইয়োরোপে জড়বাদ materialism এত প্রবল ছিল যে কবির প্রকৃতির এই অধ্যাত্ম

ব্যাখ্যা অনেকেরই নিকট অবোধ্য ছিল, জড়বিজ্ঞানকে ছাড়িয়া জ্ঞান একপদও অগ্রসর হইতে পারিতনা। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আজ ইয়োরোপে Wordsworth এর কবিতার ভাব প্রবল। জার্ম্মেনীর গেটে Wordsworth এর মৃত্যুতে ইয়োরোপের কবির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াছিলেন। যে কবি মানবের আত্মার শান্তির কথা কাব্যে প্রকাশ করিয়া ইয়োরোপকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনি জগতের কবি। অখণ্ড মানব প্রকৃতি সে কাব্য হইতে একই সত্য শিক্ষা করিতে পারে। শিক্ষাদানই কাব্যের উদ্দেশ্য, কিন্তু সে শিক্ষা আনন্দের ভিতর দিয়া লাভ হয়, শিক্ষালাভের কষ্টকর চেষ্টাদ্বারা নয়। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের আত্মা কেমন করিয়া যায়, শান্তি আনন্দ লাভ করে, কবি ভারতের ঋষিদিগের ন্যায় তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তাঁহার কাব্যের শিক্ষা অমর।

কাব্য যেমন মানুষের আত্মার শান্তি ও আনন্দ লাভের পথ প্রদর্শন করে, তেমনি জগতের ইতিহাসের সহিত মনুষ্যের সম্পর্ক ও বর্ণনা করে। মনুষ্য প্রকৃতি একে অন্যের সম্পর্কে, সমাজের সম্পর্কে কাব্যের সাহায্যে অনেক সত্যকে চিরদিনের করিয়া গ্রহন করিয়াছে। মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চিন্তা শ্রোতের মূলে অনেক দেশের কাব্য ও মহাকাব্যের শক্তি প্রকাশিত। ভারতের রামায়ণ মহাভারত, গ্রীসের ইলিয়ড্ ওডিসি এ দেশের ও গ্রীসের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের মূলে শক্তি প্রদান করিয়াছে। এই প্রকার মহাকাব্য পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যজাতীর মধ্যেই দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগের শক্তির পরিচয় প্রদান করে। সেই সকল মহাকাব্যের প্রভাব যুগ যুগান্ত ধরিয়া প্রবাহিত হয়। জাতীয় অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে মহাকাব্যের স্রোত সংযুক্ত করিয়া দেয়। তাই এ দেশে রামায়ণ মহাভারতের এত সম্মান. এত আদর, তাই গ্রীসে ইলিয়ড্ ও ওডিসির এত আদর ছিল! মহাকাব্যের চরিত্র সকল মানব চরিত্রের উৎকর্ষতা লাভের প্রকাশক। হয় তাহারা দেবতা না হয় তাহারা দানব। সত্যের জয় অসত্যের অধর্ম্মের পরাজয় বা বিনাশ তাহার বিষয়। সামাজিক জীবনে নীতির উৎকর্ষতা বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনায় প্রকাশিত হইয়াছে। নীতির সহিত ধর্ম্মের সংমিশ্রণে সমাজ কিরূপে রক্ষিত হয় ও ব্যক্তিগত জীবন উন্নত হয় মহাকাব্যের চরিত্র বর্ণনে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। মহাকাব্যের উচ্চ চরিত্র মনুষ্য চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ, দেবচরিত্র। রামচন্দ্র মনুষ্য হইলেও দেবগুণসম্পন্ন, রাম ভারতবর্ষের ব্যক্তিগত জীবনের ও সামাজিক জীবনের আদর্শ! তাঁহার জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সীতার উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মের জয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতবর্ষের লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতা, তাঁহার রক্ষণ সমাজ ও ধর্ম্মস্থাপনের কার্য্য। সীতার চরিত্র আদর্শ চরিত্র না হইলে রামের চরিত্রের মহিমা এত উজ্জ্বল হইত না,রামায়ণ ভারতের নারীর আদর্শকে এত উচ্চে স্থাপন করিতে সক্ষম হইতনা।

ইলিয়ডের হেলেনার চরিত্রে সে আদর্শনারী চরিত্র বর্ণিত হয় নাই, গ্রীসে সীতার চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র নাই। সীতার আদর্শ ভারতের সমাজকে সেই মহাকাব্যের বর্ণনার ভিতর দিয়া নারী চরিত্রের শক্তিতে রক্ষা করিতেছে। রাম ও সীতার আদর্শ চরিত্র জগতের নিকট চিরকাল আদৃত ও পূজিত হইবে। বাল্মিকী মহাপুরুষের দৃষ্টিতে সত্যের অবশ্যম্ভাবী জয় ও অধর্ম্মের বিনাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। জ্ঞানের আলোক এ প্রশ্নের মিমাংসা করিতে গিয়া ব্যর্থ হয়, দিব্যজ্ঞানে বাল্মীকি সে প্রশ্নের মিমাংসা করিয়া ছিলেন। ব্যাসদেবও দিব্য দৃষ্টিতে অধর্ম্মের পরাজয় দেখিলেন, ভগবান জগতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন, শত বাধা সত্যেও ইহাই মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়। হোমরের প্রতীভা ট্রয়ের ধ্বংসে, গ্রীকদিগের জয়ে, হেলেনার উদ্ধারে এই ন্যায়েরই জয় ঘোষণা করিলেন। দেবতাগণ ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গ্রীকদিগকে সাহায্য করিলেন। হোমর সে ঘটনাকে কাব্যে অমরত্ব দান করিয়াছেন। এ সকল মহাকাব্য যে জাতীর সম্পত্তি সে জাতীর জীবনে অতীত কাল হইতে কাব্যের সঙ্গে সত্যের ও ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাহার প্রকৃতির মধ্যে সত্যের প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাসকে শত পরীক্ষার মধ্যেও সঞ্জীবিত করিয়া রাখে।

বর্ত্তমান সময়ের কাব্য ও বিভিন্ন দেশে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে গঠিত করিয়াছে দেখা যায়। এ দেশের কালীদাস, ভবভূতি, ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র মিল্টন, জার্ম্মানির শিলার গেটে, জাতীয় চরিত্রের উন্মেষের সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা কাব্য ও নাটকে ঘটনার বর্ণনে মনুষ্য চরিত্রকে যে আকার দান করিয়াছেন, সমাজকে যে আদর্শের দিকে টানিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে চিন্তার স্রোতও সেই দিকে অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। কাব্যের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সে সকল আদর্শ ও শিক্ষা মানবমনকে সহজে অধীকার করিয়া ফেলিয়াছে। সাময়িক চিন্তাস্রোতকে কাব্যের শক্তি অনেক সময় বিশেষ পথে চালিত করিয়াছে। ইংলণ্ডের চেষ্টা ও চিন্তার মূলে সেক্সপীয়র ও মিল্টনের কাব্য শক্তির প্রভাব দেখা যায়। সেক্সপীয়রের নাটক সমূহ মনুষ্য চরিত্রের আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ দ্বারা মনুষ্যকে স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে বৃহৎ ঘটনাবলীর মধ্যে প্রেম, ভালবাসা, দয়া, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসার মধ্যে নিয়ত আন্দোলিত জীবনের স্রোতের মধ্যে তাহার স্বভাবের বিচিত্রতা কেমন প্রকাশ করিয়া অখণ্ড মনুষ্য স্বভাবের চিত্ত অঙ্কিত করিয়াছে। নীতি, ধর্ম্ম সমাজ সে মনুষ্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কাব্যে সঞ্জীবিত করিয়া সেই চিরন্তন মনুষ্য প্রকৃতিকেই বিভিন্ন অবস্থায় বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের চিন্তাস্রোত সেই সকল অবস্থার পরিচয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে সে অভিজ্ঞতা মনুষ্যের উন্নতির সহায়তা প্রদান করে।

আমাদের সময়ে কবি টেনিসন বর্ত্তমান সময়ের মিলনের চেষ্টায় কবির ভবিষ্যৎ

দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। কাব্যে তিনি তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। জগৎ সে সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে—এক অখণ্ড "মানবজাতীর সম্মিলনী'। কাব্যের এই সত্য সময়ের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া মানব সমাজকে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। আজ এদেশ ও দেশ এক মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। যুগ যুগান্ত ধরিয়া কাব্য মানবের অখণ্ড চিরন্তন প্রকৃতির কথা বিভিন্ন ভাষায় বিচিত্র ভাবে এ দেশে ও দেশে প্রচার করিয়াছে। ইহাই তাহার অক্ষয় বার্ত্তা।

অবলম্বন।

অতি দীন অকিঞ্চন প্রাণ
শ্রান্ত অবসাদে ম্রিয়মান
এতটুকু আশ্রয় লাগিয়া
সারাবিশ্ব খুঁজিয়া বেড়ায়।
অনিমেষ করুণ নয়নে
চেয়ে আছে অন্তরের পানে
শ্রান্তহিয়া বিরাগ মাগিয়া
কোন্ প্রান্তে লভিবে আশ্রয়!
নিরাশের বিভীষিকা মাঝে
দীন ভক্ত তোমারেই যাচে
মহাশূন্যে রয়েছ জাগিয়া
তুমি দেব নিখিল-নিলয়!!

একি লীলা!

একি লীলা তব ওগো লীলাময় হরি হে!
তুমি দিবানিশি খাট মোর তরে
তবু দোষ দই তোমারি উপরে
আমার দুঃখে উদাসীন বলি
তোমারে প্রভুগো দিই কত গালি
তবুওতো তুমি স্নেহভরে কত
দিতেছ সকলি প্রয়োজন মত
করিছ পূরণ সকল অভাব
হেরিয়া তোমার (এ) প্রেমের স্বভাব,
বিগলে হৃদয়; লাজে অনুতাপে মরি হে!
একিলীলা তব ওগো লীলাময় হরি হে!
আমার নয়ন রঞ্জন করি
ধরেছ সমুখে প্রকৃতি সুন্দরী,
সুখময় উষা, বিহগ সঙ্গীত,
বিভাকর জ্যোতি, অনন্তবিস্তৃত
সুনীল আকাশ, নিবিড় তারকা,
স্নিগ্ধ শীতল পূর্ণিমার রাকা,
মোহিতে আমায় করিতেছ দান
হেরিয়া তোমার দয়ার বিধান
স্তব্ধ হৃদয়; শির অবনত করি হে!
একিলীলা তব ওগো লীলাময় হরি হে!
দিলেগো জনম জননীর কোলে,
শৈশব হতে যতনে রাখিলে,
প্রতি নিয়তই পুরাতে আমার
সকল অভাব, তোমার ভাণ্ডার
করেছ অক্ষয়, দাও মুক্ত হাতে
জীবনে আমার মঙ্গল যাহাতে
এত কথা তুমি ভাব গো আমার
হেরিয়া তোমার সস্নেহ বিচার
মুগ্ধ হৃদয়; নয়নে ভকতি-বারি হে!
একিলীলা তব ওগো লীলাময় হরি হে
আমি প্রতি পদে করি কত দোষ
তাতেওতো তুমি করনা'ক রোষ
শত অপরাধ করিতেছ ক্ষমা

অধমের প্রতি কৃপা অতুলনা,
করুণা তোমার মোরে অনিবার
পাপ পথ হতে করিছে উদ্ধার,
সুখে দুঃখে তুমি আছ মোর সাথ
হেরিয়া এ হেন প্রেমময় হাত
পাতিয়া হৃদয় রাতুল চরণ ধরি হে!

অভিনন্দন

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় করকমলেষু

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নবশতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষিগণ স্বহস্তাবচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধ ট চেতনাকে তরুঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণজীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দনপ্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্মিত নেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুখ নেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্দেবতার স্মেরাননের শুভ্রজ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানাপ্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অন্তরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে
বঙ্গাব্দ ১৩১৮, শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
১৪ মাঘ। সম্পাদক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গে নবব্যবস্থা—গত দুই তিন মাসের মধ্যে বঙ্গে অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। এ প্রদেশকে পূর্ব্বে যেরূপ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন প্রকারে ইহাকে ভাগ করা হইবে। বিহার, ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা লইয়া একটী এবং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ লইয়া আর একটী নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে। আসামকে পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গদেশ হইতে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ পরিবর্ত্তনে অধিকাংশ লোকেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। বিহার এবং উড়িষ্যাবাসীগণ বহুদিন হইতেই পৃথক অস্তিত্বলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে বঙ্গদেশের সহিত থাকিয়া তাঁহাদের ক্ষতি হইতেছিল। এবার তাঁহাদের সে ক্ষোভ দূর হইবে, এবং ইহাতে যদি প্রকৃতই তাঁহাদের উপকার হয় তাহা হইলে সত্যই আনন্দের কারণ আছে। প্রত্যেক প্রদেশের নিজ নিজ উন্নতিসাধনে আকাঙ্ক্ষী হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁহারা যাহা অন্তরায় মনে করেন তাহা অপসারিত হওয়া বাস্তবিকই বাঞ্ছনীয়। এ কথা আসামের পক্ষেও সত্য। পুনশ্চ পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিরুদ্ধে কয়েকবৎসর আন্দোলন চলিতেছিল; সুতরাং এই দুই ভাগ পুনর্ব্বার যুক্ত হওয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করিবার আর কোনও কারণ নাই।

কিন্তু যদিও পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গকে মিলিত করা হইল তথাপি সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে যে শিক্ষা বিষয় ইহারা মিলিত হইবে না, অর্থাৎ ঢাকায় একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। একই প্রদেশে দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে এ দেশে যাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই তাহাই হইল। ইহাতে অবশ্য অসন্তোষের বিশেষ কোনও কারণ নাই, কারণ ঢাকার একটী বিশ্ববিদ্যালয় থাকিলে পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষার প্রতি সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি স্বভাবতঃই থাকিবে। কিন্তু ইহাতে একটী কুফলের সম্ভাবনা আছে। পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া দুইটী পৃথক ভাবের সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিছুদিন হইল একবার পূর্ব্ববঙ্গে সে স্থানের চলিত ভাষা বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। এখন যদি পুনরায় সেই পথ অবলম্বন করা হয়, তাহার ফলে কলিকাতা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া দুইটী অনেক বিষয়ে পৃথক ভাবাপন্ন ভাষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইহা যদি সত্য হয় তবে আক্ষেপের সীমা

থাকিবে না, কারণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, যে স্থানের চলিত ভাষা যাহাই হউক না কেন, সমগ্র বঙ্গদেশে সর্ব্ববাদীসম্মত একই সাহিত্যব্যবহার্য্য ভাষা ব্যবহৃত হয়।

হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়—উচ্চ শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য বহুদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা ইহার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা এই ধর্ম্মশিক্ষার অর্থে উচ্চ নৈতিক ভাব এবং সর্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বীজবপন করা ইহাই বুঝিতেন। কিন্তু কোনও বিশেষ বিদ্যালয়ে যে পূর্ণভাবে এই আদর্শানুসারে এ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না, যদিও ইহার চেষ্টা অনেক স্থানে হইয়াছে। এরূপ উদার মতে কার্য্য করিলে শিক্ষার্থীদের মনে কোনও সঙ্কীর্ণ ভাব আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয় নূতনভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ মুসলমানগণ তাঁহাদের জন্য একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আকাঙ্ক্ষী হন এবং অনেকটা সফলও হইয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে ইহাতে কেবল মুসলমানগণই ভুক্ত হইতে পারিবেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত শিক্ষাই কেবল ইহাতে দেওয়া হইবে ইহার কিছুকাল পরেই হিন্দুগণ এ বিষয় অগ্রসর হন, এবং তাঁহারাও অল্পকাল মধ্যেই যথেষ্ট সহানুভূতি ও অর্থসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই এই দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থাপিত হইবে।

এ বিষয়ে প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ করিবার কি কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল? যে কয়টী এখন আছে তাহাদ্বারাই কি আমাদের প্রয়োজনমত কার্য্য হইতেছে না? আবার ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার কি কোনও কারণ ছিল? প্রতি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কি তাঁহাদের ইচ্ছা ও মতানুসায়ী ধর্ম্মশিক্ষা স্বচ্ছন্দে দিতে পারিতেন না? সুতরাং এই দুইটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোনও উপকার আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে এখন কি প্রতি ধর্ম্মসমাজের নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া নিজ নিজ মতের প্রাধান্য প্রচার করিবার সময় আর আছে? এখনও কি সে কাল আছে যে গণ্ডীবদ্ধ ধর্ম্মের জন্য মানুষ ব্যস্ত হইবে? কোথায় সমস্ত জগতে এখন কেবলই সঙ্কীর্ণ প্রাচীর চূর্ণ করিয়া এক মহাসত্যের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা হইতেছে, আর কোথায় আমরা নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া আমাদের আকাশ সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি! বর্ত্তমান সভ্যতার অর্থ যদি আমরা এই বুঝিয়া থাকি তবে আর আমাদের আশা কোথায়? এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্কীর্ণতা আসিবে না এ কথা বলা অর্থশূন্য কারণ কোনও ধর্ম্মবিশেষে আবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী হইলে ক্ষুদ্রতা না আসিয়া পারে না। যদি এই নূতন সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তৃতি লাভ করে তাহা হইলে এদেশের উন্নতি যে অর্দ্ধশতাব্দী পিছাইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঘোষ এণ্ড সন্‌স্।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১।৷০, ১৸০. ২৲, রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০, "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অন্য রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮৷০, ১৷০, ৩৷০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৴১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভ ইজার ফ্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হাণ্টিং "আর্মি" ১৭৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯৷০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস্ হণ্টিং ঘড়ি ৫।০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা।

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২।০, ২৷০, ৩৲, ৩৷০ টাকা।

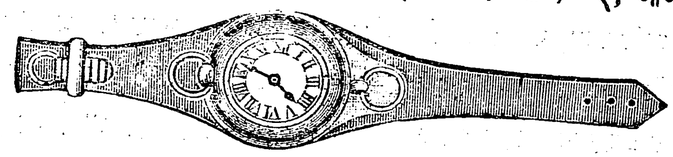

লেদারষ্ট্রাপসহ রূপার রিষ্ট ওয়াচ ৫৷০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ১৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩২৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে উর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে উর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১।০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি ক্লক্, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।/০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।
৫০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্য্য ঔষধালয়।

৫০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ।

শ্বাস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর যদি জরাগ্রস্ত হয়, দেহ কাশ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগপ্রবণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ ও শরীর বলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ-রসায়ণ সেবন করাই প্রশস্তকল্প।

সামান্য সর্দ্দি কাশি হইতে দুঃসাধ্য হাঁপানি, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মহৌষধ সুদুর্লভ।

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কড্‌লিভারঅয়েল গ্লিমল্টসিরাপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়েন বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ ফললাভ করেন, সেই সেই উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ সেবনে আশাতীত ফল লাভ করা যায়।

অধুনা প্রায় সকলেই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্তুত করেন না, সেই জন্য চ্যবনপ্রাশের সুফল সর্ব্বত্র ফলে না। আমি সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া থাকি, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত আছে। মফঃস্বল হইতে চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধআনার টিকিট সহ রোগের অবস্থা জানাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র ও ক্যাটালগ পাঠান হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ।
কবিরাজ।

স্থাপিত সন ১২৮২সাল।

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

সুগন্ধে স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। ইহা মানসিক পরিশ্রমকারাদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য "লক্ষ্মীবিলাস" কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, বোতল ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী এসেন্সের চূড়ান্ত! **গোলাপ সার** ঘরে ঘরে বাদসাই আমোদ !!

অত্যুৎকৃষ্ট সৌগন্ধযুক্ত গোলাপফুল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, এইরূপ মনোহর নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। "গোলাপ সারের" সৌরভে ও স্নিগ্ধতায় সকলেই বিমোহিত হইবেন। ইহার কয়েক ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিলে উত্তম গোলাপ জলে পরিণত হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত "তথা কথিত স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করিতে চান নাই, তাঁহারা অবাধে "গোলাপ-সার" ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং
ম্যানিফ্যাক্‌চারীং পারফিউমারস্
কলিকাতা ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার

প্রভাবতীর পত্র।

ছোট মেয়ে টুক্‌টুকে প্রভাবতী। যেমন মুখ, তেমনি চোক, তেমনি কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, তেমনি হাস্যময়ী। বোধ হয় বিধাতা যেন তুলি দিয়া স্বহস্তে চিত্র করিয়া সেই সুকোমল দেহে সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভাবতী বড় আদুরে। বাপমার একমাত্র মেয়ে। পিতার অবস্থাও ভাল, যা বায়না লয়, তাই শুনিতে হয়। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা প্রভা, ইহার উপর লিখিতে পড়িতে জানে। প্রভার পিতা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন। মোটে চারিদিন দেশছাড়া। ইহার মধ্যে প্রভা তাঁহাকে আট খানি চিঠি লিখিয়াছে। বাড়ীতে দুর্গোৎসব। সকলেরই মুখে আনন্দ, প্রাণে উৎসাহ। প্রভা বিমর্ষমুখী বিমলিনা। কেন-তাহা তাহার শেষ পত্র খানিতে প্রমাণ। সে পত্র আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রভা লিখিয়াছে—"বাবা কলকেতায় তোমার এত কি কাজ? শুনিতে পাই, তোমার কলিকাতার বাসার কাছেই "কেশরঞ্জন" বিক্রী হয়। একটু কষ্ট করিয়া তোমার এ ছোট মেয়েটীর জন্য গোটাকতক কিনিয়া পাঠাইতে পার না? আমার জন্য চার শিশি, প্রমীলা দিদির জন্য এক শিশি, সইএর জন্য দুই শিশি, আর চক্রবর্ত্তীদের সেই বাপমা-মরা মেয়ে উষার জন্য, এক শিশি কেশরঞ্জন ডাকে পাঠাইবে। পূজা আসিয়া পড়িল। যদি কাল কি পরশু না পাই তবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিব।" বলা বাহুল্য আদরিণী প্রভার পিতা, এই পত্র পাইয়া তাহার প্রয়োজনীয় আবদারটী তখনই পূর্ণ করিয়াছিলেন। যদি কোন ভদ্রলোক প্রভার পিতার অবস্থা পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও আমাদের কার্য্যালয়ে আসুন। হাজার হাজার কেশরঞ্জন প্রস্তুত। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা; মশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশির মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা; মাশুলাদি ৷৷৶০ এগার আনা।

কোমল মুখখানি।

যে মুখে ব্রণ, মেচেতা, ছুলি ঘামাচি নাই, যাহার চামড়া ফাটিয়া কর্কশ হয় না, সেই মুখই কোমল মুখখানি। কিশোর কিশোরীর কোমল মুখখানি প্রায়ই ঐ সকল রোগে কু-শ্রী হইয়া যায়। আমাদের "হিমাংশু-দ্রব ব্যবহারে ঐ সকল রোগ শীঘ্র নষ্ট হইয়া, মুখের সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠে। ইহার সুগন্ধে মন বিভোর হয়। ব্যবহারে মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃবিমণ্ডিত হয়। এক শিপি হিমাংশু-দ্রবের মূল্য ৷৷৶০ দশ আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং।/০ পাঁচ আনা।

গভর্ণমেণ্টমেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি? আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা মাথাঘোরা মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শশির মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা। একত্র বড় ৩ তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি ৵০ তের আনা। ৵০ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ, বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন-আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রবসংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ ও সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার একশিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।
ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

REG No. C. 32

নব্যভারত

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] ফাল্গুন, ১৩১৮। মার্চ্চ, ১৯১২। [৮ম সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা	১৬৯
সোফোক্লীসের আণ্টিগোনী	১৭০
স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়	১৭৬
স্বর্গীয়া কুমারী যোগপ্রভা মজুমদারের সংক্ষিপ্ত দৈনিক লিপি... ...	১৮৩
মহিলার রচনা—মহারাজা ময়ূরভঞ্জের বিয়োগে	১৮৬
শ্রীচৈতন্যদেব ও বঙ্গসমাজ	১৮৭
ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়	১৯০

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

রূপে গুণে বঙ্গমহিলার তুলনা নাই।

এই স্বভাবজাত রূপপ্রভাকে আরও উজ্জ্বলিত করিতে হইলে নিত্য স্নানের সময় আমাদের মহা সুগন্ধি "কুন্তলবৃষ্য তৈল" তাহাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। কুন্তলে কুন্তলের শোভাবর্দ্ধন করে, রূপের প্রভা বাড়ায়, কেশের কমণীয়তা বৃদ্ধি করে, স্বভাবসুন্দর কেশরাজিকে আরও কোমল সুকৃষ্ণ ও সুচিক্কণ করে। নিত্য কবরী রচনা কালে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিবাহ ব্যাপারে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। কেন বাজে এসেন্স কিনিয়া উপহার দিয়া পয়সার অপব্যয় করেন? কুন্তলবৃষ্য তৈলের সুগন্ধের নিকট পারিজাতের গন্ধও হারি মানে। প্রায় চল্লিশবৎসর কালের উপর কুন্তলবৃষ্য দেশের ও দশের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। অতএব কুন্তলবৃষ্য আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। মায় ডাকব্যয় ১।৵০, তিন শিশি ২।০। ডজন ৯৲ টাকা।

কল্যাণীরূপিণী বঙ্গরমণীর রক্ষার উপায়।

রমণীগণের স্বভাবসুলভ কতকগুলি কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ব্যাধি আছে। সেগুলির প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। কুচিকিৎসায় বা অচিকিৎসায় রোগ বাড়িয়া উঠে, শেষে প্রাণ লইয়া টান পড়ে। জরায়ুঘটিত ব্যাধি রক্তগুল্ম প্রভৃতি কখনই উপেক্ষনীয় নহে। মনে জানিয়া রাখিবেন আমাদের আয়ুর্ব্বেদসম্মত মহৌষধ "অশোকারিষ্ট" এই সমস্ত মহারোগের একমাত্র প্রতিকারক। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ দেড়টাকা। মায় ডাকব্যয় ১৸৵০।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা

ভীষকরাজ।

প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন

ও

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] ফাল্গুন, ১৩১৮। মার্চ্চ, ১৯১২। [৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে প্রেমময়ি জননি, তোমার মঙ্গল বিধান সকল জীবের জন্য প্রতি নিয়ত কার্য্য করিতেছে। তুমি সকল নরনারীর প্রতি অতি সুকোমল প্রেমলীলা করিতেছ, ইহা অনুভব করিয়া তোমার ভক্ত সন্তানগণ তোমার প্রতি প্রেমে বিহ্বল হন। তোমার কন্যাগণের অন্তরে যখন এই প্রেমস্পর্শ অনুভব হয় তখন তাহারা যে দেবীরূপ ধারণ করেন তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে জগৎ মুগ্ধ হয়। কিন্তু এই স্বর্গের অধিকার তোমার কন্যাগণ যেন লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাই আজ বিবিধ প্রকারের গুণে জ্ঞানে ধনে মানে বিভূষিত হইয়াও আমাদের ভগিনী ও কন্যাগণ আপনারা সুখী হইতে পারিতেছেন না এবং অন্যকে সুখী করিতে ও সুদৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতেছেন না। তোমার প্রতি অহেতুক প্রেম ভক্তি ও নরনারীর প্রতি শুদ্ধ ভালবাসা ও সেবার ভাব না থাকিলে নারীগণ আপনাদের জীবনের উচ্চ অধিকার কখনও লাভ করিতে পারিবেন না। তুমি যে সুকোমল প্রীতি নারীহৃদয়ে স্থাপন করিয়াছ তাহাকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট না করিলে নারী জীবনে তোমার ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইতে পারিবে না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই তবপাদপদ্মে প্রার্থনা করি আমাদের দেশের নারীগণকে শুদ্ধা ভক্তির পথে তুমি লইয়া চল। তোমার অপার কৃপায় শতসহস্র নারীর মধ্যে এক একটি ভক্তিমতি ও সেবাপরায়ণা নারী দর্শন করিয়া প্রাণ কি বিমল আনন্দ অনুভব করে ও তোমার স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাষ পাইয়া কত পুলকিত হয় তাহা তুমি অন্তর্য্যামী সকলই জান; আর বিনয়, ভক্তি ও সেবাহীন নারীগণকে দেখিয়া প্রাণ কত ব্যথিত হয় তাহাও তুমি জান। তাই তব পাদপদ্মে একান্ত ব্যাকুলান্তরে প্রার্থনা করি তুমি আমাদের দেশের নারীগণকে তোমার প্রেমস্পর্শ অনুভব

করাইয়া তোমার প্রেমে মত্ত কর এবং তোমার প্রেমের আবেশে তোমার সন্তানগণের নিঃস্বার্থ সেবায় নিযুক্ত কর। হে কৃপাময়. তোমার কৃপায় যদি দুই চারিটী ও ভক্তিমতি ও সেবাপরায়ণা নারী এদেশে দেখিতে পাই তবে দেশের শুভদিন আসিতেছে জানিয়া কৃতার্থ হইব। কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

সোফোক্লীসের আণ্টিগোনী।

পুরাতন গ্রীক নাটককারগণের মধ্যে সোফোক্লীস অনেক বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সকলের মধ্যে কেহ অমানুষী ভাব প্রকাশে, কেহ বা করুণরস উদ্রেকে অতুলনীয় ছিলেন, কিন্তু নাটকের মহাভাব ও চরিত্রের মাধুর্য্য এবং কমনীয়তার সামঞ্জস্য সাধন করিতে সোফোক্লীস যেরূপ সক্ষম হইয়াছিলেন এমন আর কেহ হন নাই; তাঁহার কবিত্ব স্নিগ্ধ, সুন্দর এবং নক্ষত্রখচিত আকাশের ন্যায় বিশাল, স্থির এবং গম্ভীর। আর্ট হিসাবে তাঁহার এক একটী নাটক এক একটী পূর্ণাঙ্গ চিত্র, তাহাতে যেমন কবিত্বের মাধুর্য্য স্ফুর্ত্তি পাইয়াছে তেমনি চরিত্র অঙ্কনও পরিস্ফুট হইয়াছে।

ঈস্কিলসের ত্রিশ বৎসর পরে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভ সময়ে এথেন্সনগরীর অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে স্থিত কোলোনস নামক গ্রামে সোফোক্লীস জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি সুশিক্ষা লাভ করায় কালে তিনি প্রতিভা এবং কবিত্বে বাণীর বরপুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্যালামিস নামক নৌযুদ্ধে পারসিকগণ গ্রীকদিগের নিকট পরাজিত হন, এবং সেই উপলক্ষে এথেন্স নগরীতে যে মহা উৎসব হয় তাহাতে সোফোক্লীস তাঁহার গীতশক্তি, সৌন্দর্য্য ও কমনীয় রূপের জন্য উৎসব সংক্রান্ত নৃত্যগীতের অধিনায়করূপে নির্ব্বাচিত হন। ইহার দশবৎসর পরে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম নাটক প্রদর্শিত করাইয়া ঈস্কিলসের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করেন এবং বিচারকেরা একমত হইয়া সোফোক্লীসের নাটক শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ করাতে তিনি জয়মাল্য প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে এই পরাজয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়া ঈস্কিলস জন্মের মত দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল সোফোক্লীস নাটক লিখিতে থাকেন এবং শুনা যায় যে তিনি শতাধিক নাটক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এগুলির মধ্যে কেবল সাতখানি নাটক সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

অন্যান্য সকলের ন্যায় সোফোক্লীসও দেশরক্ষার্থ যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে যোগদান করিয়াছিলেন; তাহার পর কিছুকাল তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র এ সকল কার্য্যের উপযুক্ত ছিল না, সেইজন্য অল্পকালমধ্যেই রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার মধুর চরিত্র এবং পবিত্র ভাব সকলকে মুগ্ধ

করিয়াছিল, এবং দীর্ঘজীবনে চিরকাল তিনি নগরবাসীগণের প্রিয়পাত্র ও পূজ্য ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে এথেন্সনগরী মহাশক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ভাগ্যক্রমে এথেন্সের সৌভাগ্যসৌধ ভূপাতিত হইবার পূর্ব্বেই একানব্বই বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সময়েও স্পার্টানগণ এথেন্স অবরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু যখন সৎকারার্থে কবির মৃতদেহ নগরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয় তখন স্পার্টান সেনাপতি লিজ্যাণ্ডর সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া মহাকবির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। শেষপর্য্যন্ত সোফোক্লীসের শক্তি সকল অক্ষুণ্ণ ছিল। গল্প আছে যে এক সময়ে তাঁহার পুত্র কোনও কারণে তাঁহাকে বিচারালয়ে উন্মাদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তখন অশীতিপর বৃদ্ধ সোফোক্লীস বিচারালয়ে আগমন করিয়া তাঁহার একটী কবিতা হইতে একটী সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া বিচারকের সন্দেহ ভঞ্জন করেন।

নারীচরিত্র অঙ্কনে সোফোক্লীস সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি যে কয়েকটী নারীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আণ্টিগোনী চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তাঁহার ইলেক্ট্রা চরিত্রও সুন্দর বটে, কিন্তু ইলেক্ট্রা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ভ্রাতার আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং ইহাকে ঠিক ভ্রাতৃপ্রেম বলা যায় না। কিন্তু আণ্টিগোনীর ভ্রাতৃপ্রেমে প্রতিশোধ কিম্বা অন্য কোনও কঠোর ভাব ছিল না, ভ্রাতার আত্মার প্রতি সম্মানই তাঁহাকে স্বীয় প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সোফোক্লীসের পূর্ব্বে ঈস্কিলসও তাঁহার "সপ্তবীরের থীবীস আক্রমণ" নামক নাটকে আণ্টিগোনীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা চিত্রের রেখাপাত মাত্র, পূর্ণপট নহে; এই ক্ষীণচিত্রকে সোফোক্লীস স্বীয় প্রতিভাবলে কোমল ও করুণ নানাপ্রকার বর্ণদ্বারা একটী পূর্ণাবয়ব আলেখ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন

আণ্টিগোনী ও ইসমীনীর পিতা ঈডিপস এথেন্সের নিকটবর্ত্তী থীবীস নগরের রাজা ছিলেন। অদৃষ্টের চক্রে ঈডিপস অন্ধাবস্থায় তাঁহার দুই পুত্র ঈটিওক্লীস ও পোলিনিকীসের কুমন্ত্রণায় স্বীয় নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইসমীনী ভ্রাতাদিগের নিকটেই থাকিলেন কিন্তু আণ্টিগোনী পলায়ন করিয়া অন্ধপিতার যষ্টিস্বরূপ দেশে দেশে ঈডিপসের সহিত ভ্রমণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই কোলোনসগ্রামে ঈডিপসের মৃত্যু হয় এবং আণ্টিগোনী থীবীস নগরে ভ্রাতাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করেন। ইতিমধ্যে ঈটিওক্লীস ও পোলিনিকীস এই স্থির করেন যে এক বৎসর করিয়া ভ্রাতাদের এক এক জন তাঁহাদের মাতুল ক্রীয়নের সাহায্যে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। প্রথম বৎসর ঈটিওক্লীস শাসন ভার প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার শাসনসময় উত্তীর্ণ হওয়াতে যখন পোলিনিকীস আসিয়া তাঁহার অধিকার দাবী করিলেন তখন ঈটিওক্লীস স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া রাজ্য

ত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। পোলিনিকীস তখন বাধ্য হইয়া সংগৃহীত বিদেশী সৈন্যসহকারে থীবীস অবরোধ করেন। পরে স্থির হয় যে ভ্রাতাদ্বয় দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ অধিকার সমর্থন করিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ যুদ্ধে দুইজনে পরস্পরের হস্তে একই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁহাদের মাতুল ক্রীয়ন শাসনভার গ্রহণ করিয়া আদেশ করেন যে ঈটিওক্লীসের মৃতদেহের প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে কিন্তু নিজনগরের বিরুদ্ধে বিদেশীয় সৈন্য আনয়ন অপরাধে পোলিনিকীসের মৃতদেহ কুক্কুর ও শৃগালদ্বারা ভক্ষিত হইবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত থাকিবে, এবং আরও প্রচার করিলেন যে কেহ পোলিনিকীসের দেহ কবরস্থ করিতে চেষ্টা করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে!

কিন্তু মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাহার সংকার করা গ্রীকদিগের ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। দেহের সংকার না হইলে আত্মার দুর্গতির সীমা থাকিত না; কেবল যে মৃতের আত্মা অস্থির ভাবে চিরকালের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত তাহা নহে, ইহাতে স্বর্গের দেবদেবীগণেরও অপমান করা হইত। সুতরাং মৃতের দেহ কবরস্থ বা দাহ করা সকলের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল এবং কেহ অবহেলা করিলে দেবতাগণের নিকট সে দণ্ডনীয় গণ্য হইত। দেহ কবরস্থ করা সম্বন্ধেও ধারণা কিছু অদ্ভুত ছিল, দেহের উপরে কয়েক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিলেই কর্ত্তব্য করা হইত।

ক্রীয়ন যখন পোলিনিকীসের দেহকে সংকার হইতে বঞ্চিত করিলেন তখন এই সমস্ত কথা আণ্টিগোনীর মনে আসা স্বাভাবিক, তিনি স্থির করিলেন যে তাহা হইতে দিবেন না, নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়াও ভ্রাতার দেহের উপর কয়েকমুষ্টি ধূলি দিয়া আসিবেন। কিন্তু রাজার আদেশের বিরুদ্ধে মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ মৃত্যু, নারীর কথা দূরে থাকুক পুরুষের হৃদয়ও ইহাতে কম্পিত হয়, তথাপি আণ্টিগোনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কবি প্রথমেই দুই ভগিনীকে সম্মুখে আনিয়া দুইজনের পার্থক্য সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। আণ্টিগোনী ইসমীনীকে নিকটে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিপদের ভার এই লইবি কি বোন?
ভেবে দেখ তুই;

কিন্তু ইসমীনী এই ভয়ানক বিপদের ভার লইতে ইচ্ছুক নহেন; তাঁহার মতে দুঃখের পসরা যথেষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, পিতামাতা ভ্রাতাদ্বয় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত. আর দুঃখ বাড়াইবার প্রয়োজন কি? ভ্রাতাকে তিনি অবশ্যই ভালবাসেন কিন্তু সকলের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে গিয়া প্রাণ হারান কি বুদ্ধির কাজ? কিন্তু আণ্টিগোনী অন্যপ্রকার বুঝিয়াছেন, প্রাণ দান তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়াছে, জীবন মরণ, মান অপমান, সুখ দুঃখ কিছুই আর তাঁহার মনে স্থান পাইতেছে না, তাঁহার একমাত্র চিন্তা কি করিয়া পোলিনিকীসের আত্মার শান্তি হইবে। ইসমীনী সাহায্য

না করিলেও তাঁহার দুর্ব্বলহস্তে তিনি একলাই ভ্রাতার সংকার সম্পন্ন করিবেন,

কি সৌভাগ্য
এই পুণ্য কার্য্যে মোর প্রাণ যদি যায়।

ইসমীনী আণ্টিগোনীর জন্য ব্যস্ত হইলেন, নানাপ্রকারে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না; তিনি ইসমীনীকে বলিলেন,

বেশ,
মোর নির্ব্বুদ্ধিতা থাক আমার নিকটে,
কে কাড়িয়া লবে মোর মৃত্যুর গৌরব!

এই বলিয়া অবশ্য-মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে ক্রীয়নের আদেশে বৃদ্ধ নাগরিকগণ একত্র হইয়া রাজপ্রাসাদে আগত, ক্রীয়ন কেন তাঁহাদিগকে ডাকিয়াছেন তাহা তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না। কিছু পরে ক্রীয়ন আসিয়া পোলিনিকীস সম্বন্ধে তাঁহার প্রচারিত নিষ্ঠুর আদেশ তাঁহাদের জ্ঞাপন করিলেন। কাহারও কিছুই বলিবার নাই, এবং এ আদেশ অন্যায় হইলেও ইহার প্রতিবাদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ইতিমধ্যে একজন রক্ষী আসিয়া সংবাদ দিল যে অজ্ঞাতভাবে কেহ পোলিনিকীসের দেহের সংকার করিয়াছে, তাহার উপর কয়েকমুষ্টি ধূলি ছড়াইয়া দিয়াছে! শুনিয়াই ক্রীয়নের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। তাঁহার আদেশ অমান্য করে এমন দুঃসাহসী কে? রক্ষীগণই এই কার্য্য করিয়াছে, এবং তাহারা যদি নির্দ্দোষী হয় তবে প্রকৃত দোষীকে সশরীরে তাঁহার নিকট না আনিতে পারিলে তাহাদেরই এই অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড হইবে। এই বলিয়া ক্রীয়ন সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রক্ষী আণ্টিগোনীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রীয়নও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রক্ষী নিবেদন করিল যে এই কুমারী পোলিনিকীসের দেহের সংকার করিয়াছে। প্রথমে ক্রীয়ন এ কথা কোনমতে বিশ্বাস করিবেন না; তখন রক্ষী সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং ক্রীয়ন আণ্টিগোনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এ কি সত্য কথা, কিম্বা কর অস্বীকার?

আণ্টি—

অস্বীকার করিব না, করেছি এ কাজ!

* * * * *

ক্রীয়ন—

বৃথা কথা নাহি চাই, জানিস্ না তুই
এ কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল আমার আদেশে?

আণ্টি—

না জানিব কেন; প্রচার করিলে স্পষ্ট।

ক্রীয়ন—

কি সাহসে তবে আজ্ঞা করিলি লঙ্ঘন!

আণ্টি—

এ আজ্ঞা শুনিনি আমি স্বর্গলোক হ'তে
ন্যায় কভু এ অন্যায় করেনি প্রচার;
অন্যবিধি দেবগণ দেছেন মানবে;
বিধাতার অনন্ত নিয়ম হতে কভু
তব আজ্ঞা মহত্তর জ্ঞান নাহি করি;
মানুষের ভয়ে লঙ্ঘি স্বরগের বিধি
দণ্ডনীয় হব শেষে দেবতার কাছে?
হবে না তা কভু!

ক্রীয়ন তাঁহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করি-

লেন, কিন্তু আণ্টিগোনী জিজ্ঞাসা করিলেন এ দোষের শাস্তি কি? মৃত্যু? তাহার অধিক কিছু অবশ্যই নয়? মৃত্যুর জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত! ভ্রাতার আত্মার জন্য তিনি এই কাজ করিয়াছেন, পৃথিবীর রাজার নিয়ম তাঁহাকে দোষী বলিতে পারে কিন্তু স্বর্গের রাজা কখনও ইহা অন্যায় বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

এমন সময়ে ইসমীনী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত। এস্থলে কবি দুই ভগ্নীর চরিত্র তুলনা করিবার আর একটি অবসর পাইয়াছেন। আণ্টিগোনী যদি দোষ স্বীকার করিয়া থাকেন তবে সে দোষের ভাগ ইসমীনীও বহন করিবেন; যে আদেশ লঙ্ঘন করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই সেই আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি ভগিনীর সহিত গ্রহণ করিতে তিনি এখন ইচ্ছুক; তিনিও এখন মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে ব্যস্ত। কিন্তু সে সৌভাগ্য এখন আর তাঁহার হইবে না, আণ্টিগোনী তাঁহার সহানুভূতি চাহেন না, যখন তিনি একার্য্যে সাহায্য চাহিয়াছিলেন তখন ইসমীনী পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছিলেন, এখন আর তাঁহার শোক বা দুঃখ প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ কার্য্য সামাধা হইয়াছে তিনি জীবন চাহিয়াছিলেন তাহা পাইয়াছেন, আণ্টিগোনী মরণ চাহিয়াছিলেন তিনি তাহা পাইয়াছেন। তখন ইসমীনী ক্রীয়নের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার ভগিনীকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? পুনশ্চ ক্রীয়নের পুত্র হীমনের সহিত আণ্টিগোনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে, কোন্ হৃদয়ে ক্রীয়ন তাঁহার ভাবী পুত্রবধূকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন? কিন্তু ক্রীয়নের কঠোর হৃদয় অবিচলিত রহিল, তিনি আণ্টিগোনীর দণ্ডাজ্ঞা দিয়া ভগিনীদ্বয়কে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রেরণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হীমন পিতার সম্মুখে আসিতেই ক্রীয়ন তাঁহাকে দীর্ঘ উপদেশ দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। নিয়মরক্ষা না করিলে রাজ্য পরিচালিত হয় না, সেই জন্য আণ্টিগোনীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে; কিন্তু হীমন তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, পোলিনিকীসের দেহের অবমাননা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে সুতরাং আণ্টিগোনী প্রকৃত কোনও দোষে দোষী নহেন। কিন্তু ইহাতে ক্রীয়নের ক্রোধ অধিকতর দৃপ্ত হইল এবং পিতাপুত্রে চিরবিচ্ছেদ হইল। হীমন বলিয়া গেলেন যে তাঁহার পিতা আর কখনও তাঁহার মুখদর্শন করিবেন না, এবং ক্রোধে অভিভূত হইয়া ক্রীয়ন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি নির্জ্জন পর্ব্বতের একটী গুহার মধ্যে আণ্টিগোনীকে জীবিতাবস্থায় কবরস্থ করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে কাহারও সাহস হইল না, এমন কি যে বৃদ্ধ নাগরিকেরা "কোরস" হইয়া সর্ব্বসময়ে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন তাঁহারাও এ ভয়ানক কার্য্যের প্রতিবাদ করা সম্ভব মনে করিলেন না।

ইহার পরের দৃশ্য আণ্টিগোনীর চির-বিদায় গ্রহণ। এই সূর্য্যের আলোক আর

তিনি দেখিতে পাইবেন না, দিনের পর দিন নবীন প্রভাত আসিয়া জগৎকে সঞ্জীবিত করিবে কিন্তু তাঁহাকে আর জাগরিত করিবে না, উৎসবভূমির পরিবর্ত্তে যমরাজের আলয়ে তাঁহার বাসরশয্যা রচিত হইয়াছে, সংসারের সুখদুঃখ বুঝিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইতেছে, তাঁহার জন্য কেহ ক্রন্দন করিবে না, কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিবে না, এই বিলাপধ্বনি করিতে করিতে আণ্টিগোনী বন্দীবেশে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে ক্রীয়ন পুনরায় আসিয়া আণ্টিগোণীকে শীঘ্র শীঘ্র গুহাভিমুখে লইয়া যাইবার কঠিন আদেশ করিলেন। কিন্তু আণ্টিগোনীর বীর হৃদয় হইলেও তাহার কোমলতা কোথায় যাইবে? এই বিলাপ তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতাপ্রকাশক নহে, কারণ তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি স্থিরভাবে সমাধা করিয়াছেন; এখন আর হৃদয়ের কাঠিন্যের কোনও প্রয়োজন নাই সুতরাং পৃথিবীর সুখের বিষয়গুলি তাঁহার মনকে অল্পে অল্পে স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে দেবগণ তাঁহার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় হইলেন? ভ্রাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইহা কি পাপ? ইহার জন্য কি তাঁহাকে পর্ব্বত গহ্বরে প্রোথিত হইয়া ভয়ানক মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে?

কি কঠোর শাস্তি লয়ে যেতেছি গো আমি
মৃতের সম্মান লাগি!

এই বলিয়া চিরকালের মত আণ্টিগোনী বিদায় লইলেন।

কিন্তু দেবতার বিধি লঙ্ঘন করিয়া যে নির্দ্দোষীর শাস্তিবিধান করে তাহার কি কোন শাস্তি নাই? দেবতা কি নিশ্চেষ্টভাবে আণ্টিগোনীর মৃত্যু দেখিতেছেন? অবশ্যই এ পাপের শাস্তি আছে, ক্রীয়নের পাপের ভার পূর্ণ হইলে তাহা আরম্ভ হইবে। টিরেসিয়স নামক একটী অন্ধঋষি দিব্যচক্ষে রাজ্যের সমূহ বিপদ সমাগত দেখিয়া দেবতাদের নামে ক্রীয়নকে সদুপদেশ দিতে আসিলেন, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ক্রীয়ন দেবতাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিল; তখন টিরোসিয়স শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। এইবারে ক্রীয়নের পাপের মাত্রা পূর্ণ হইল। তিনি বুঝিলেন যে দেবগণের অবমাননা করিয়া তিনি পতনের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। চৈতন্যোদয় হইবামাত্র তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া পোলিনিকীসের শৃগালশকুনি দ্বারা অর্দ্ধভুক্ত দেহ সসম্মানে দাহ করিলেন। কিন্তু কৃত পাপের মোচন অনুতাপে সাধিত হয় না, তাহার শাস্তি ক্রীয়নের মস্তকে পতিত হইল। পর্ব্বতে হীমনের ক্রন্দনের রোল শুনিয়া শশব্যস্তে যাইয়া দেখেন যে হীমন গুহার প্রবেশপথ ভেদ করিয়া আণ্টিগোনীর নিকট গিয়াছেন. কিন্তু আণ্টিগোনী আর জীবিত নাই, উদ্বন্ধনে তিনি দুঃখের জীবন শেষ করিয়াছেন। পিতাকে দেখিয়া হীমন তরবারি নিজবক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, গুহার. কঠিন প্রস্তর তাঁহাদের বাসরশয্যা হইল। ক্রীয়ন উন্মাদের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে হীমনের মৃতদেহ লইয়া প্রাসাদাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গ্রীক

নাটকের নিয়মানুসারে এ অংশটী দর্শকদিগের সম্মুখে অভিনীত না করাইয়া দূত দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ক্রীয়ন ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই দূতের মুখে হীমনের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া হীমনের মাতা আত্মঘাতিনী হইলেন। নিজপাপের ফলে ক্রীয়ন মৃত-পুত্রের দেহ লইয়া আসিয়া দেখিলেন তিনি পত্নীকেও হারাইয়াছেন, বুঝিলেন ইহা তাঁহারই উদ্ধত স্বভাবের প্রতিফল, দেবগণ তাঁহার উচিত শাস্তি বিধান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যু চাহিলেন, কিন্তু মৃত্যু দেবগণের অধীন, ইচ্ছা করিলেই কেহ পায় না, যাহার যাহা অদৃষ্টে আছে ভোগ করিতে হইবে। মৃত পত্নী এবং পুত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিতেছেন,

হা দুর্ভাগ্য,
কোন্ দিকে যাব আমি কোন্ পথ লব ?
চারিদিকে মোর সকলি হতেছে চূর্ণ
অনিবার্য্য নিয়তির কঠোর আঘাতে !

স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায়।

মহিলার পাঠিকাগণ অবশ্য উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন; অনেক পাঠিকা যে তাঁহার শিষ্যা ও কন্যা স্থানীয়া তাহা আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। এজন্য তাঁহার বিষয় মহিলার পাঠক ও পাঠিকাগণকে বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি। কোন প্রিয়জনের পরলোক গমনের সংবাদ প্রকাশিত করিতে প্রথমেই লিখিতে হয় আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অমুকের জীবনলীলা শেষ হইয়াছে কিন্তু আমরা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় কোন শোক প্রকাশ করিতেছি না এবং পাঠক পাঠিকাগণকে শোক করিতে বলিতেছি না। তাঁহার সহিত বিচ্ছেদে কষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। আমরা শ্রদ্ধা, গাম্ভীর্য্য ও সংযমের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছে যে গত ১৮ই ফাল্গুন (১৮৩৩ শকাব্দা) ১লা মার্চ্চ (১৯১২), শুক্রবার রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহন হইয়াছে। যে সুনিপুণ বিশ্ব শিল্পি ভগবান গ্রহনক্ষত্র সহ আকাশ রচনা করিয়া পরে এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য পূর্ণ পৃথিবী রচনা করিয়াছেন ও নিত্য নব নব সৌন্দর্য্য পূর্ণ বস্তু রচনা করিতেছেন এবং যিনি যুগে যুগে দেশে দেশে মানববংশে দেবসৌন্দর্য্যসম্পন্ন সাধুসাধ্বীগণকে চিত্রিত করিয়া মানবমনে দেবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন তিনি আর এক খানি সুন্দর মূর্ত্তি রচনা করা গত ১৮ই ফাল্গুন দিবসে শেষ করিয়াছেন। এ মূর্ত্তির রূপ লাবণ্য, বর্ণ সৌষ্টব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য জ্ঞানী বিচারকগণ প্রদর্শন করিবেন। আমরা তাঁহার জীবনের অপেক্ষাকৃত বহির্বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমাদের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন ঘোড়াচরা গ্রামে বৈদ্য পরিবারে ১৭৬২ শকে ১৭ চৈত্র, রাত্রিকালে গৌরগোবিন্দের জন্ম হয়। শৈশবে নিজ-গ্রামে বিদ্যারম্ভ হইবার পর কিছু দিন সেখানেই শিক্ষা করেন। বাল্যকালে রংপুর নগরে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুলিস বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। দুই তিন বৎসর কাল পুলিস সব ইন্‌স্‌পেক্টর রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত রংপুরে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, গৌরগোবিন্দ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া ও তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কলিকাতায় আইসেন। এই সময়ে আচার্য্যকৃত (True Faith) প্রকৃত বিশ্বাস নামক পুস্তিকা পাঠ করিয়া গৌরগোবিন্দের অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস অঙ্কুরিত হয় এবং তিনি প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিতে যত্নবান হন। শুনিয়াছি নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এক দিন স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুমণ্ডলীতে বসিয়া প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, গৌরগোবিন্দ এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র কোন একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, গৌরগোবিন্দ তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিয়া একটী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া কেশব চন্দ্র চমৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। এই পরিচয় কি শুভক্ষণে, কি শুভ মুহূর্ত্তে হইয়াছিল, বিধাতার কত শুভ সংকল্প ইহতেছিল, যে সেই দিন হইতে কেশবচন্দ্র ইহাঁকে আপনার জন, হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা, ও প্রচার কার্য্যে সহায় বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং গৌর-গোবিন্দও প্রকৃত বিশ্বাসী, ঈশ্বর-প্রেরিত নেতা ও আপনার জন পাইলেন। উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি তিনি প্রথম প্রথম এ দলে মিশিয়া কিছু বিশেষ উপদেশ পাইবেন, আশা করিতেছিলেন। কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন আচার্য্য তাঁহাকে বিশেষ কোন উপদেশ বা আদেশ দিলেন না, তখন এক দিন বিনীত-ভাবে আপনার মনের কথা আচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন, তখন তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, এখানে কেউ কাহাকে শিখায় না, দেখ, শুন, অন্তরে যাহা আসে কর, বল, লেখ। এই কথা শুনিয়া গৌরগোবিন্দের মনে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং এই হইতেই সাক্ষাৎভাবে আপনার অন্তরের আলোক লাভ করিতে এবং আত্মশক্তির উন্নতি ও বিকাশ করিতে বিশেষ যত্নশীল হইলেন। ক্রমে তিনি সংস্কৃতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে, সমস্ত ভারতে শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নববিধানাচার্য্য তাঁহাকে উপাধ্যায় উপাধি দান করেন।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মহা ব্যাপার সংসিদ্ধ করিতে মঙ্গলময় পরমদেবতা যে সকল ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছিলেন, গৌর গোবিন্দ তাঁহাদিগের এক জন। ইঁহার জীবনের বিশেষ ভাব যোগসাধন, কার্য্য-

প্রধান, হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্য-রত্ন সকল সংকলন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে উপাধ্যায় উপাধি দিয়া পৌরোহিত্যের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবিতকালে এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর এত বৎসর গৌরগোবিন্দ আপনাকে ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত জানিতেন এবং নববিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিতেন। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর নববিধানমণ্ডলীতে যে গৃহবিচ্ছেদ, ভাবভেদ, মতভেদ, প্রভৃতি ক্লেশকর ব্যাপার আরম্ভ হয় গৌরগোবিন্দ সেই অভিনয়ক্ষেত্রে একজন প্রধান অভিনেতা ছিলেন। যখন কেশবচন্দ্রের প্রিয় দল ও পরিবার বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া অত্যন্ত হতশ্রী হইয়া পড়ে তখন গৌরগোবিন্দ আপনার চিরবিশ্বস্ত ধর্ম্মবন্ধু শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়, স্বর্গগত প্রেরিত প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ও অপর ২।৪ টির সহিত মিলিত হইয়া আপনাদিগের আদর্শ অনুসারে প্রচার কার্য্য ও দরবার করিতে আরম্ভ করেন। কালের প্রবল আঘাতে যে বিশ্লেষণ ক্রিয়া হইতে ছিল, ভগবানের কৃপা এই তিন জনকে একত্র করিয়া তাহা অবরুদ্ধ করিল। বর্ত্তমান সময়ে নববিধানমণ্ডলী নামে যে বিশ্বাসী দল পরিচিত তাহা প্রধানতঃ এই তিন জনের মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপাধ্যায় তাহার শক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, বিধি, প্রভৃতির উৎস ছিলেন। তিনি চিরদিনই সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, যখন যাহা করিতেন তাহাই ধর্ম্ম সাধনের জন্য করিতেন, তাঁহার অন্নজলগ্রহণ, ব্যায়াম, শাস্ত্রপাঠ, পত্রিকাপ্রণয়ন, বাক্যালাপ, সামাজিক-কর্ত্তব্য-সম্পাদন, শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ধর্ম্মসাধনেরউদ্দেশ্যে নিয়মিত ছিল। এইরূপ প্রায় ৪০ বৎসরের অধিক কাল অতি বিশ্বস্তভাবে জীবনের প্রচারব্রত পালন করিয়া গত ৩।৪ বৎসর চতুর্থাশ্রাম বাস করিয়াছেন। যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, শরীর কার্য্যের অযোগ্য হইতে আরম্ভ করিল, অমনই সাধারণের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া আপনার আত্মাতে পরমাত্মার সহিত গভীর যোগ সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি করিয়া গিয়াছেন। চিরদিনই নিবৃত্তি পথের সাধক ছিলেন, শেষ কয়েক বৎসর তাহার পরিপক্কতায় এক প্রকার নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। আর্য্য ঋষিদিগের বিধি অনুসারে চতুর্থাশ্রম, সন্ন্যাস আশ্রম ঠিক এইরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিতে করিতে গত ১৭ই ফাল্গুন শুক্রবার, ১৮৩৩ শকে, রাত্রি দশটা পনের মিনিটের সময় সন্ন্যাস রোগেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। ধর্ম্মসাধকগণের জীবন সাধারণতঃ অন্তররাজ্যের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত। তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্য লোকচক্ষুর অগোচরে প্রকাশ পায়। আত্মজয়ী মহাবীরগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিয়া যে জয়লাভ করেন ইতিহাস তাহার স্থান ও কাল নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এজন্য এ শ্রেণীর লোকের জীবন ঘটনাপূর্ণ জীবন

হয় না। কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রের এক একটি দিক, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, সাধারণ কতকগুলি কার্য্য তাঁহাদিগের বিশেষত্ব প্রকাশ করে। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় সম্পর্কে এই বিশেষত্ব অনেক বিষয়ে হইয়াছে। আমরা আমাদের পাঠিকাগণকে তাহার কতকগুলি উপহার দিতে যত্ন করিব।

জ্ঞানী ভক্ত গৌরগোবিন্দ ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানপ্রধান লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি আপনাকে জ্ঞানপথের লোক মনে করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই, যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় জ্ঞানকেই জয়যুক্ত করিতে যত্নবান ছিলেন। যদি জ্ঞান ও ভক্তি তাঁহার সম্মুখে একসঙ্গে উপস্থিত হইত তাহা হইলে তিনি জ্ঞানকে আপনার ইষ্টবস্তু বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেন সন্দেহ নাই। যখন নূতন কোন কার্য্য করিতে হইত, নূতনভাব গ্রহণ করিতে হইত গৌরগোবিন্দ জ্ঞানের দৃষ্টিতে বস্তুটি বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস উপাধ্যায় স্বভাবতঃ ভক্তিভাবের লোক ছিলেন। তিনি অন্তরে ভাবুক ও বাহিরে জ্ঞানী ছিলেন, ভাবপ্রধান ব্যক্তিগণের স্বভাবের যাহা কিছু বিশেষত্ব তাহা সময় সময় তাঁহাতে দেখা যাইত, কিন্তু তিনি চিরজীবন জ্ঞানের সাধক, জ্ঞানের উপাসক ছিলেন। যখন জ্ঞানসাধনের দৃঢ়নিষ্ঠা একটু শিথিল হইত তখন ভাবের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল। যখন তাঁহার একান্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মৃতদেহ সম্মুখে করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইয়াছিল তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া এক ফোটা জল পড়েনাই। কিন্তু তাঁহার অপর সকল বন্ধু সেদিন ক্রন্দন করিয়া আকুল হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধের উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি মঙ্গলগঞ্জে একদিন একত্র বসিয়া সহপ্রচারকগণের সহিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে করিতে গৌরগোবিন্দ দাঁড়াইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়কে যাঁহারা কেবল জ্ঞানী বলিতেন তাঁহার ভ্রম করিতেন, যদি কেহ তাঁহাকে ভক্ত মনে করিতেন তাঁহারও ভ্রম হইত। উপাধ্যায়ের হৃদয়, ভক্তের হৃদয়, মন জ্ঞানী পণ্ডিতের মন ছিল।

নববিধান যে যুগধর্ম্মবিধান, এই বিশ্বাস আমাদের উপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিভূমি ছিল। যুগে যুগে দেশে দেশে ভগবান যত ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে যে এক ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়, তাহার পর রক্ষক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং শেষে স্ফুট আকারে প্রকাশিত সমন্বয় বিধান যে অতি স্বাভাবিক ক্রমিক প্রকাশ এ বিষয়ে গৌরগোবিন্দের দৃষ্টি একান্ত উজ্জ্বল ছিল। বহু মুমুক্ষু পুরুষনারী তাঁহার নিকট বিধানতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন, এবং একথা নিশ্চয় যে শ্রোতৃগণ যতটা ধারণ করিতে ও বিশ্বাস করিতে পারুন বা না পারুন উপাধ্যায় এরূপ আগ্রহের সহিত নানাবিধ যুক্তি দিয়া এই বিধানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন যে তাঁহার অন্তরের প্রত্যেক জ্ঞানজ্যোতি

ও প্রতিভার বিন্দু বিন্দু যে তাঁহার বাক্যে সায় দিত তাহা তাঁহার প্রত্যেক কথাতেই বুঝা যাইত। বিশ্বেশ্বর পরম দেবতা এই জগতে নিত্যলীলা করিতেছেন, এবং মনুষ্যের পরিত্রাণ বিধান চিরদিন করিতেছেন। সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পূর্ণ বিধান বিধাতার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। ইহা একদিকে সমস্ত জগতের ধর্ম্ম, অপর দিকে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দলে প্রকাশিত ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম একদিকে বেদ বেদান্ত বৌদ্ধদর্শন, তন্ত্র, বৈষ্ণববিধান, ও ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণতা, অপরদিকে ইহা ইহুদী, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মের মিলন স্থান, অথচ সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের আদরের ধর্ম্ম—এই বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, উজ্জ্বল জ্ঞান, ইহাকে জীবনে সর্ব্বক্ষণ পালনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত ও অবাক হইতে হইত। তাঁহার বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে এই বিধানে যাঁহারা কোনরূপ কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেককে তিনি বিধাতার প্রেরিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দীর্ঘ জীবনের বহুদর্শিতা, সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি এই বিধানবিশ্বাসের আলোকে আলোকিত ও বশীভূত হইয়াছিল এবং বিধানের সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে।

অকিঞ্চনতা—জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, বক্তা বলিয়া সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি চিরদিন অকিঞ্চনতার সাধক ছিলেন। তাঁহার অভ্যাস, রুচি, আকৃতিও এবিষয়ে তাঁহার সাধনের সহায় হইয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর উপাধ্যায় চিরদিন আত্মগোপন করিয়া চলিতেন। কত গণ্যমান্য লোকের সভাসমিতিতে তাঁহাকে যাইতে হইত, কিন্তু একান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধ না হইলে গৌরগোবিন্দ উচ্চ আসনে বা সাধারণের দৃষ্টিগোচর স্থানে উপবেশন করিতেন না। তাঁহার অতি শ্রদ্ধেয় ও প্রাণপ্রিয় ব্রহ্মানন্দের ন্যায় তিনিও আপনাকে অতি নগণ্য, সামান্য জ্ঞান করিতেন এবং লোকের অধিক আদর সম্মান পাইলে একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন এবং সেরূপ স্থান বা অবস্থা হইতে পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু প্রচারকগণ তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন কিন্তু তিনি মনে করিতেন তিনি তাঁহাদিগের পাদ স্পর্শ করিবার যোগ্য নহেন। শ্রীদরবারের বা মণ্ডলীর বিধি অনুসারে তিনি বহু বৎসর ব্রহ্মমন্দিরের বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিয়াছেন এবং উপদেশ দান করিয়াছেন কিন্তু যেদিন তাঁহার উপাসনা করিবার নিয়োগ থাকিত না সেদিন প্রচারক ও সাধকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সম্মুখভাগের আসনে উপবেশন না করিয়া অপর সাধারণ উপাসকগণের সহিত বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন। একবার একজন ধর্ম্ম ও জ্ঞানানুরাগী সম্মানিত ধনীর গৃহে আহূত হইয়া গৌরগোবিন্দ একটি অনুগ ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গে গমন করেন।

যখন মহা সম্মানের সহিত তাঁহাদিগের দুই জনের অভ্যর্থনার সময় উপস্থিত হইল গৌরগোবিন্দ অনুগ বন্ধুকে অগ্রে সম্মানিত স্থান দান করিলেন। সেই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি উপাধ্যায় মহাশয়কে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, তিনি অনুগ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ স্থির করিয়া কৌতুকাবহ ভ্রম করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় অকিঞ্চনতা সাধনে সিদ্ধ হইয়া ছিলেন।

দরবারী—উপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের নরনারীর নিকট দরবারী রূপেই বিশেষ পরিচিত। আমরা ইঁহার বিনয়ের অনেক পরিচয় সর্ব্বদা পাইয়াছি এবং ইনি যে দীনাত্মা অকিঞ্চন ছিলেন সে বিষয়ে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, শ্রীদরবারে একান্ত শ্রদ্ধাবান হওয়াতে ও বহুকাল দরবারের সম্পাদক পদে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহাকে ধর্ম্মের অনুরোধে বিশ্বাসের অনুরোধে অতি দৃঢ়তার সহিত সময় সময় কার্য্য করিতে হইত; এমন কি কখনও কখনও ঔদ্ধত্যও প্রকাশ পাইত। তাঁহার স্বভাবের ও সাধনের বিপরীত এরূপ ব্যবহার করিবার কারণ কি তাহা বুঝাইতে হইলে দরবার কি তাহা কিছু বলা প্রয়োজন। ভগবানের বিশেষ কৃপাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহসাধক ও প্রচারকদল যে নববিধানের আগমন দর্শন করিলেন এবং পৃথিবীকে বুঝাইয়া দিতে চিরজীবন যত্ন করিলেন তাহা একভাবে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম—এক নিরাকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা মানুষের কর্ত্তব্য এবং পরলোকে তাঁহাতে সকল আত্মার নিত্যজীবন স্থিতি—স্বর্গলাভ। এই প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন নববিধানরূপে প্রকাশিত হইল তখন বিশ্বাসিগণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে ভগবান কেবল আরাধ্য নহেন, তিনি মঙ্গলময় বিধাতা, নরনারীর সঙ্গে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে সকল বিষয় আদেশ উপদেশ দেন, তিনি যত দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যত সত্য প্রচার করিয়াছেন তাহা যথাযোগ্যরূপে সকল নরনারীর পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন। ভগবান স্বয়ং এই পরিত্রাণপ্রদ বিধানরূপে আপনি অবতীর্ণ, এই দিব্যালোকে ইহাও প্রকাশিত হয় যে এই সমন্বয় ধর্ম্ম সাধন ও প্রচার জন্য কেবল মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা যথেষ্ট নয় কিন্তু পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী বিশ্বাসিগণ মিলিতভাবে তাঁহার চরণে শরণ লইলে তিনি তাঁহাদিগকে দিব্যালোক দান করেন তাহা পালন করিলে বিশ্বাসিব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের ও পৃথিবীর অশেষ মঙ্গল হইবে। পৃথিবী স্বর্গ হইবে। বিশ্বাসিদল ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার দিকে আশা ও বিশ্বাসের সহিত চাহিয়া থাকিবেন এবং প্রত্যেকের অন্তরে ভগবান আপনার বাণী প্রকাশ করিবেন। সেই আলোক প্রত্যেকের ও সকলের প্রভু ও নেতা হইবে। এইরূপে স্বর্গের সহিত পৃথিবীর সাক্ষাৎ যোগ এই নববধর্ম্মের বিশেষত্ব। এই বিষয়েই ইহা প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পৃথক্ এবং কেশবচন্দ্রের সহ-প্রেরিত দলের সকল ব্যক্তির ইহাই বিশেষ গৌর-

বের ও পরীক্ষার স্থান চিরদিন হইয়াছে এবং এখনও বহুকাল এই দরবারে বিশ্বাস করিয়া নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম সাধারণ লোকের নিকট নিন্দিত ও ঘৃণিত হইবেন এবং এই দরবার আদর্শানুরূপ কার্য্যকর হইলেই পৃথিবীতে স্বর্গের সিঁড়ি রচনা হইল। উপাধ্যায় এই সত্যে দৃঢ়বিশ্বাস করিতেন; এজন্য শ্রীদরবারকে সর্ব্বান্তঃকরণে মান্য করিতেন। দরবারের নির্দ্ধারণকে তিনি ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞান করিতেন এজন্য তাহা পালন করিতে আপনার দেহ, মন, প্রাণের সকল শক্তি ব্যয় করিতেন। এজন্য যদিও আপনার বিষয়ে তিনি চিরদিন অকিঞ্চন ছিলেন দরবারের সম্মান রক্ষা করিতে, দরবারের আদেশ পালন করিতে তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না, ফলাফল চিন্তা করিতেন না। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পর হইতেই দরবারের স্থান, অধিকার প্রভৃতি লইয়া নানারূপ প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচারক ও গৃহস্থ বিশ্বাসীর অন্তরে দরবারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। গৌর বাবু সংসারে আর কিছুই চাহিতেন না, কেবল ঈশ্বরের সেবা করিতে ব্রতধারী ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সমস্ত দৃঢ়নিষ্ঠা দরবারের মান্য রক্ষা ও দরবারের আদেশপালনে নিয়োগ করিতে থাকেন। এই আভ্যন্তরিক সংগ্রামে নববিধান মণ্ডলী বিচ্ছিন্ন ও হতশ্রী হইয়া পড়িল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এক এক সময়ে প্রবল হইয়া বিশ্বাসী মণ্ডলীর নেতা হইতে চেষ্টা করিলেন, কোন কোন ব্যক্তিও পৃথক্ ভাবে ও নিম্নতর আদর্শ লইয়া নববিধান প্রচার করিতে যত্নবান হইলেন, এই ক্ষুদ্র সমাজের ভিতরে কত দুঃখ ও লজ্জাকর ঘটনা ঘটিতে লাগিল, সকলেই এই মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারপূর্ণ দেখিতে লাগিল, কিন্তু উপাধ্যায় আপনার অন্তরঙ্গ ২।৪টি সহসাধক বন্ধু লইয়া দরবারের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধন ও প্রচারে প্রবৃত্ত থাকিলেন। ভগবানের লীলাতে সকল বিঘ্নবাধা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল, দরবারের আদর্শ খর্ব্ব হইল না, বিচ্ছিন্ন মণ্ডলী পুনরায় সমবেত হইতে থাকিল; প্রত্যাদেশের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস বাড়িল হয়তো বলা যায় না, কিন্তু দরবারের ভাব গৃহীত হইল। বহুদিনের সংগ্রামের পর উপাধ্যায় দেখিতে পাইলেন মণ্ডলীতে দরবারের স্থান হইয়াছে, কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিবে, এই জয়োল্লাসের সময় গৌরগোবিন্দ একদিন হঠাৎ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে তিনি যাঁহাদিগকে লইয়া ভগবানের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গীয় ধর্ম্ম স্থাপন করিতে এতকাল দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন, সেই প্রচারক মণ্ডলী পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ, ভগবানের আদেশের নামে আপনাদের নীচ অভিপ্রায় সাধন করিতে প্রবৃত্ত। ইহা দেখিয়া তিনি অতি কঠিন মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর তিনি দরবার হইতেও অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের প্রভাবে শ্রীদরবারের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন এই দরবার আপনার উচ্চ আদর্শের দিকে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর

হউন ইহাই স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার বিধাতার ইচ্ছা।

স্বর্গীয়া কুমারী যোগপ্রভা মজুমদারের সংক্ষিপ্ত দৈনিক লিপি।

আজ আমরা যে স্বর্গীয়া কুমারীর জীবনচিত্রের অস্পষ্ট ছায়া তাঁহার স্বহস্তলিখিত দৈনিক লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠিকা ভগিনীদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহার পরিচয় সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই কুমারী বঙ্গের একটী সম্ভ্রান্ত আদর্শ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একটী আদর্শ মহিলা-রত্নরূপে গঠিত হইতেছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিধাতার বিধানে এই স্বর্গীয় কুসুমটি পূর্ণরূপে ফুটিতে না ফুটিতে ২২ বৎসর বয়সে উত্তপ্ত সংসারবৃক্ষ হইতে অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহার বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য ও উদার প্রেম ইঁহাকে স্বর্গেরই উপযুক্ত করিয়াছিল। তাই ভগবান্ এই দুঃখতাপপূর্ণ পৃথিবী হইতে তাঁহাকে আপন নন্দনকাননে—যেখানে রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ পৌঁছিতে পারে না—হৃদয়কে দগ্ধ করিতে পারে না, যেখানে চির আনন্দ চির সুখ সর্ব্বদা বিরাজ করে, সেই স্বর্গীয় শান্তি কাননে লইয়া স্থাপন করিলেন। যাঁহারা সংসারে থাকিলে সংসারকে স্বর্গের স্থান করিতেন, জগতকে ধন্য করিতেন, ভগবান্ এমন সন্তানদের জন্য বোধ হয় এ পৃথিবীর সৃষ্টি করেন নাই। তাই যে ভাল, তাকেই তুলে লন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা চির দিনই জয়যুক্ত হইবে, তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা শিল্পে সুদক্ষ ছিলেন এবং হার্ম্মোনিয়ম যোগে অতি সুমিষ্ট স্বরে ভক্তির সহিত সুন্দর সঙ্গীত করিতেন। এই বালিকা অতি অল্প দিনই এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। এই অত্যল্প কালের মধ্যে নিষ্ঠা, দয়া, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবার দ্বারা নিজের জীবনের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে তাহার জন্য সাধনা করিয়া জগতে একটি সুন্দর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয় স্বজনকে নিজ সুমিষ্ট গুণাবলীর দ্বারা মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পিতামাতার সেবাই তাঁর জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি মাতৃসেবায় জীবনপাত করিয়াছিলেন।

এই অল্প দিনেই অনেকগুলি তীব্র আঘাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাণের ভাই ভগিনীদিগের ভালবাসা হারাইয়া তাঁহার কোমল প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ভগবানের উপর অটল বিশ্বাস ও নির্ভর এক মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল হয় নাই। নিম্নে তাঁহার দৈনিক লিপি হইতে কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার জন্মদিনে ভগবানের চরণে নিবেদনটী তাঁহার রোগশয্যায় লিখিত।

"জননী! আজ একটী বিশেষ দিন,

আজকের দিনে উনিশ বৎসর আগে তুমি অতি নির্জ্জনে তোমার করুণার চিহ্ন-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র জীবন দান করেছিলে। তুমি এই দীর্ঘ উনিশ বৎসর মধ্যে এই জীবনকে সুখ দুঃখ স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য কত কি দিলে। আবার কত যন্ত্রণা বেদনা, মর্ম্মভেদী কত ভাব, কত প্রলোভন থেকে রক্ষা ক'লে, সে সকলের জন্য হৃদয় হইতে আজ গভীর কৃতজ্ঞতা উঠিতেছে। আমার জীবন লক্ষ্যশূন্য হ'য়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিল, কি যে ছিলাম জানি না, তুমি দয়া করে নিজ হাতে ধরে আমার জীবনকে ফিরিয়ে দিলে। খুব বেদনা দিলে ভাল করলে, আমার এ কঠিন হৃদয়ে কোন ভাব মুদ্রিত হইত না, তাই তুমি খুব যন্ত্রণা এবং রোগের ভিতর দিয়ে তোমার পথ প্রশস্ত করিলে। আমায় বড় ভালবাস কিনা, তাই সেই এক দিন সত্যই তুমি কঠিন আঘাতে আমার মোহ-বন্ধন ছিন্ন করে আমার কঠিন হৃদয় ভেদ করে নিজে প্রকাশিত হ'য়েছিলে। উঃ সে যন্ত্রণা আর—তার পরের শান্তি কি মধুর, কোমল শান্তি, তাহা এ জীবনে ভুলতে পারি না। সেই দিন আমার জীবনের গতি চিরদিনের জন্য ফিরেছে। পাপীকে তুমি সত্য সত্যই এত করুণা কর। যে তোমায় চায় না, যে তোমায় ভুলে থাকে, তাকে তুমি সত্য সত্যই আপনা হতে দেখা দিয়ে উদ্ধার কর, তাহা সেই দিন থেকে জেনেছি।

জননী আজ হৃদয়ের দ্বার খুলে এই প্রার্থনা করি তুমি আমায় একটু একটু করে তোমার পথে অগ্রসর কর। সংসার বড় পিচ্ছল স্থান, আবার যেন আমি পড়ে না যাই এমন করে আমার বিবেককে জাগ্রত কর। তোমার কথা কেমন করে শোনা যায় তা ভাল করে বুঝিয়ে দাও। আমি অন্ধ ও দুর্ব্বল, তুমি আমায় তোমার পথে নিয়ে চল। অন্তর্য্যামী তুমি, আমি যেতে চাই, সংসার এসে আমায় অন্ধ করে, তাই পারি না। যত দুঃখ বেদনা দাও ক্ষতি নাই, সব বহন কর্‌তে প্রস্তুত আছি। তুমি কেবল বহন করবার বল ও সহিষ্ণুতা দেও। আমার হৃদয়কে মুক্ত কর এবং আমার চঞ্চল চিত্তকে শান্ত কর। আমার হৃদয়ের কামনাকে উচ্চ কর ও একেবারে আমার হৃদয়কে নিয়ে নাও, আমার হাতে রেখো না। আমার অভাব আমি নিজেই জানি না, তুমি আমার অভাব সব দেখিয়ে দাও। আজ থেকে যেন রোজ রোজ একটু একটু করে সাধন করে তোমার দিকে অগ্রসর হতে পারি। আমার অস্থির চিত্তকে সংযত কর, শান্ত কর, আজ তোমার কাছে এই ভিক্ষা। এইগুলি রোজ রোজ, যেন মনে রাখ্‌তে পারি, এইরূপ আশির্ব্বাদ কর, এরূপ বল দাও। আমার যে সব ভগ্নীরা এখনও বাহ্য দৃশ্যে মুগ্ধ, তাঁদের জ্ঞান দাও।"

"আমার হৃদয়ের দেবতা! আমায় সুপথ দেখাও। উঃ! এ ঘোর পরীক্ষায় এমন দুর্ব্বল চিত্তকে কেন ফেল্‌ছ! যদি ফেলেছ, তবে উহার উপযুক্ত কর। তুমিই তো আমায় এই বিবেক ও সহজ জ্ঞান দিয়ছ! তবে আমায় এই সংগ্রামে জয়ী

হতে বল দাও, আমি তো দুর্ব্বল। আমি এমন ক্ষুদ্র অথচ তার ভিতর তো তুমি খুব মহৎ ভাব দিয়েছ, তবে তাহাকে তুমিই পরিচালিত কর, আমি তা কেমন করে পারব? দেব! তুমি আমাকে আরও উচ্চ জ্ঞান দাও, দেখো তোমার নামে যেন কলঙ্ক না আরোপ করি। হৃদয় বড়ই বিচলিত হচ্ছে, তুমিই ভরসা। আমায় ধরে রাখ। যাহা তোমার অভিপ্রেত, তাহা পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে পূর্ণ হোক। আমার ইচ্ছাকে দলিত ও চূর্ণ করে ফেল, তোমার ইচ্ছার নিকট যেন আমি চির-অবনত থাকি। আমায় দিব্য জ্ঞান দাও। সংসারে আমার কেউ নাই, তুমি আমার সর্ব্বস্ব।

(খ্রীষ্টের জন্মদিন)

"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

হে দেবতা! যে সমুদ্রে আমি ঝাঁপ দিলাম, তুমি তাহা হ'তে আমাকে উদ্ধার কর!

"হৃদয়ের দেবতা! এতদিন কি অন্ধ-কারের মধ্যে ছিলাম, আজ সহসা তুমি কেমন উজ্জ্বল জ্ঞান দিলে! কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এই জীবন তরণীর ভার একা নিতে উদ্যত হয়েছিলাম, হঠাৎ তোমার আবির্ভাব কেমন সুস্পষ্ট বোধ হোলো। নানা চিন্তায় আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হয়েছিল। মানুষ বুঝি আমার জীবনকে নিয়মিত কর্‌বে, আমার নিজের চেষ্টায় বুঝি উঠবো। এমনি অধম আমি, তখনি সহসা মনে হোলো—"জানি জানি হে জীবন মম বিফল কভু হবে না, তুমি দিবেনা ফেলি বিনাশ ভয় পাথারে। তবে আর ভয় কি? পৃথিবী আমার কি কর্‌তে পারে? তোমাতে মন প্রাণ দিলেই তুমি রাখবে। কিন্তু দেবতা সেটাইত দিতে পারি না, তুমি দয়া করে শিখিয়ে দাও। আমার হৃদয়কে শূন্য করে দাও। সেখানে তোমার মহিমা-ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কর।"

"জননি! সংসার বড় দুর্গম। পদে পদে এত ভ্রান্তি প্রমাদ আসে কেন? মানুষ বেশ থাকে, সময়ে সময়ে আপনাকে সংযত কর্‌তে পারে না, তাই এত প্রমাদ। এত দুর্ব্বল আমি, তুমি আমায় এই পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে কেন রেখেছো। নিয়ত অশান্তি, কিছুতে সুখ পাই না। মনটা এমনি কঠোর হয়ে উঠেছে যে, তোমার প্রেমের পরিবার-টিকে যেন ভয়ানক হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য বলে বোধ হয়। মনটা যেন নীরস কঠিন পাথরের মত হয়েছে, কাহাকেও ভাল-বাসতে পারি না, যেন কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, কঠোর কর্ত্তব্য পালন কর্‌ছি। এ দুর্দ্দশা হতে আমায় উদ্ধার কর। তোমার প্রেম দিয়ে হৃদয়কে শীতল কর। মনে তোমার পবিত্র শান্তি দাও। আমি একলা পড়েছি, কোন আদর্শ নাই।

তোমাকে ভাল করে ধরতে দাও, তোমার ঐ মাহান্ আদর্শ জীবনের সম্মুখে রেখে তোমাকে কাণ্ডারী করি। সময়ে সময়ে মনে তোমার প্রভাব আসে, তখন একটু শান্তি পাই, আবার পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচারে দুর্ব্বল মন বিক্ষিপ্ত হয়। সংসারে অবিশ্বাস হয়, আমার হৃদয়ে তোমার প্রেম দাও। সকলকে প্রাণভরে ভাল বাসতে শিখাও। প্রাণভরে সকলের সেবায় প্রবৃত্তি দাও। আশীর্ব্বাদ কর।"

"দেবতা, এই সংসার বড় উত্তপ্ত স্থান। এর বাহিরে থেকেই হৃদয় শুকিয়ে উঠছে, না জানি এর ভিতর কি আগুন আছে। এত গুলি সংসার দেখছি, কৈ "সুখ" তো কোথাও নাই? সংসারে কি প্রকৃত সুখ থাকে না? তবে মানুষের এত সংসারের লালসা কেন? আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে মহান্ সুখের আদর্শ রেখেছো, তা তো সংসারে দেখি না, তা যদি না দেখি তবে সংসারে লাভ? দুদিন পরেই তো যেতে হবে। আমার শরীর দুর্ব্বল হচ্ছে, আমি ি ব করবো? যবে থেকে তুমি আমায় জান াম দিয়েছো যে এ শরীর আমার নয়, তো চঞ্চল কাজ সাধনের জন্য দিয়েছো, এ আমি নষ্ট করলে তোমার কাজ অ হৃদয় রূপ মহাপাপ হবে, আমি সেই দি ন হতে সাধ্যমত ইহাকে রক্ষা করতে যত্ন করি। কিন্তু আমার মন দুর্ব্বল, আমায় বল দাও। আমায় যত দিন এ পৃথিবীতে রাখিবে, শীঘ্র শীঘ্র কাজ বুঝে শেষ করিতে দাও, এই ভিক্ষা।" (ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

আবার আঘাত!

(মহারাজা ময়ূরভঞ্জের বিয়োগে।)

১

আঘাতের প্রতিধ্বনি আবার উঠিল,
হিমাদ্রি হইতে সিন্ধু আবার কাঁদিল,
আবার এ পরিবারে,
নিদারুণ শোকভারে
মর্ম্মাহত আজ সবে বজ্রাহত প্রায়,
নর, নারী মিলে সবে শোক-গাথা গায়!

২

নৃপতি "নৃপেন্দ্র" শোক না ভুলিতে হায়
আবার ঘটিল কি যে সিন্ধুর বেলায়!
নৃপতি "শ্রীরাম" নাই,—
হায় কি শুনিতে পাই!
বিধানের পরিবারে পুনঃ বজ্রপাত!
আঘাতের পরে পুনঃ আসিল আঘাত!

৩

শিশুসম ছিল যাঁর সরল প্রকৃতি,
শি ম ছিল যাঁর কোমল মুরতি,
শিশুসম সরলতা,
শিশুর সরল কথা
জীবনে চরিত্রে শিশু ছিলেন যে জন
হারাইনু আজ সেই প্রেমিক রাজন্!

৪

দুই দিকে দুই জন গিরিশৃঙ্গ মত
বিধানের পরিবারে ছিলেন নিয়ত,
দুই শৃঙ্গ ভেঙ্গে গেল,
আকাশ আঁধার হল
বিধাতার বিধি সব কে বুঝিবে হায়
ডুবিল আশার সূর্য্য মোর নিরাশায়!

৫

দুইটী ভগিনী আজ দুই দিক হ'তে
দুই জনে এক স্রোতে তাঁহার ইচ্ছাতে
চলে হেন এক পথে,
জীবনের এক ব্রতে
চলেছেন শুধু তাঁর ইচ্ছার পালনে
এক মন্ত্রে চলেছেন আজি দুই জনে।

৬

"সুনীতি" "সুচারু" প্রিয় ভগিনী তোমরা,
তোমরা ভক্তের কন্যা ভক্ত হস্তে গড়া
ভক্তের সে উচ্চ আশা,
ভক্ত প্রেম, ভালবাসা,
ভক্তের শোণিত বয় তোমাদের প্রাণে
ধন্য হও তাঁর কার্য্যে চিরআত্মদানে।

সুনীতিকলেজ কুচবিহার } শোকসন্তপ্তা ভগ্নী সুমতি।

শ্রীচৈতন্যদেব ও বঙ্গসমাজ।

যে সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে বঙ্গসমাজের অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে সকল দুর্নীতি ও বীভৎস আচার ধর্ম্মের নামে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল হিন্দুসমাজ তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিল ও চারিদিকে নিয়মের প্রাচীর তুলিয়া সমাজকে যথেচ্ছাচারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে নিয়ম শাসন ক্রমে প্রাণশূন্য আচার পদ্ধতিতে আবদ্ধ হইয়া অর্থশূন্য হইয়া পড়িল। কৌলীন্যপ্রথা দেশে বিভিন্নতা সৃজন করিল। এই বৈষম্য হেতু একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও প্রেমশূন্য হইল! সরল বিশ্বাস ভক্তি বাহিক আচারে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের নামে উপধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিল।

নবদ্বীপ তখন বঙ্গদেশের রাজধানী। ধনের গৌরবে, লোকের বৈভবে, অধিবাসীর সংখ্যায় নবদ্বীপ তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। নবদ্বীপের সেদিন তখন বহুদূরে, যেদিন নবদ্বীপ আপনার নামকে জগতের সমক্ষে মহিমান্বিত দেখিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বাভাস মাত্র ঊষার আলোকের ন্যায় দুই একজনের নয়নকে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত দেশ তখনও বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের নিদ্রায় অভিভূত। তখনও সে ভক্তি যমুনার কলকলধ্বনি শ্রুত হয় নাই। তখনও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মরুভূমিসদৃশ ভক্তিরসশূন্য দেশে ভক্তি জাহ্নবীর ভগীরথরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনবার্ত্তা প্রচার করেন নাই। তখনও নদীয়ার আকাশে গৌরচন্দ্রের উদয় হয় নাই।

চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা আলোচিত হইতেছিল। বঙ্গদেশের সেই ধর্ম্মহীনতার দিনেও বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ দেশের চারিদিকে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দ ও চণ্ডীদাসের গান চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে গীত হইয়াছিল। প্রেমের ধর্ম্মের স্রোত বহুদিন হইতেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুরমত প্রবাহিত হইতেছিল। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সেই অপ্রকাশিত স্রোতের আবেগময়ী প্রবাহ। পণ্ডিতগণের মধ্যে তখনও ভক্তির উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয় নাই। গীতগোবিন্দের কথা তখনও দেশের লোক বিশেষ জ্ঞাত ছিল না, যদিও লক্ষ্মণসেনের সভায় তাহা বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কিন্তু তখনই জাতীয় চরিত্রের বিকাশের

চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। যে সমাজে উচ্চ-নীচের ঘোরতর প্রভেদ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত সেখানেই প্রেমের মহিমা বর্ণিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস সে প্রেমের নিষ্কাম মাধুর্য্য তাঁহার কবিলেখনীতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী-সাহিত্য শত শত বর্ষ পরে আজও বঙ্গবাসীর হৃদয়ে আনন্দের ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়। বাহ্যিকভাব ছাড়িয়া দিলে পদাবলীর স্বর্গীয় উপাদান প্রাণকে স্পর্শ করে। সে প্রেমের স্পর্শ শ্রীচৈতন্যের জন্মে বঙ্গদেশ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিল। যে প্রেমের স্রোতে ভগিনীদের কাল্পনিক রেখাগুলি তিরোহিত হইয়া এক অধ্যাত্ম-যোগে সকল মানবকে বদ্ধ করে তাহা কবির কল্পনার বলে ভক্ত ও সাধকের কর্ণে সুধার ধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল। কবির মানুষিক প্রেম এক উচ্চ অমানুষিক স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। সে পদাবলীর স্রোত আজিকার কাব্যেও প্রবাহিত। তাঁহার গান মনোহরসাইসুরে আজিও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গীত হইতেছে।

... ...

"শুধু জীবনে মন চরণ দিনু বুঝিয়া লহ সব
আমি কি আর কব'

চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন—"বঁধু কি আর বলিব আমি"।

এই আধ্যাত্মিক ভাবের গুণে বঙ্গদেশের গীতিসাহিত্যে চণ্ডীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। চণ্ডীদাস কল্পনারাজ্যে চৈতন্যদেবেরই অন্য প্রকার প্রকাশ! চণ্ডীদাসের কাব্যশক্তিতে উচ্চ প্রেমের কথা বঙ্গদেশে বৃথা হয় নাই। সে প্রেম নির্ভীক ও বিশুদ্ধ। এ প্রেম উপমাকে ছাড়াইয়া জাতীয় জীবনের সত্যকে স্পর্শ করিয়াছিল। এই প্রেমকে উজ্জ্বল করা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ব্রত হইয়া পড়িল। শত শত ভক্ত বৈষ্ণব জীবন উৎসর্গ করিয়া সে ব্রত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন! বঙ্গদেশের ভক্তির শিক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের লীলায় সে প্রেম বঙ্গদেশকে ও বঙ্গসমাজকে জীবন্ত ও প্রাণময় করিয়া দিয়াছে। বহুশতাব্দী পরে এ কথা কে না স্বীকার করিবে?

শ্রীচৈতন্য প্রেম ও ভক্তির অবতার-স্বরূপ। প্রেমের শক্তি কি অসম্ভব সম্ভব করিয়া দেয়, ভক্তির কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য শ্রীচৈতন্যের জীবনে তাহা অপূর্ব্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাজ্ঞানী যুবক শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ নবদ্বীপের একটি শোকঘটনা—পঙ্কর্ত্তৃগণ তাঁহার মাতা শচীদেবী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দন রাশি কীর্ত্তনের স্রোতের মর্ম্মবেদনায় ঢালিয়া দিয়াছেন। ভগবত প্রেমে বিভোর, প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়ন শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি সকল চিত্তকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। এই অনন্ত প্রেমের বর্ণন চণ্ডীদাস কথঞ্চিৎ তাঁহার গানে করিয়াছেন। এ প্রেম চিত্রের ও ভগবত ভক্তির দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে নাই, ইঁহার তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কবিগণ দূর হইতে সে সম্বন্ধে কত গীতি রচনা করিয়া, চৈতন্যদেব ও তাঁহার দলের ভক্তগণের স্বপ্নের ন্যায় বিস্ময়কর প্রেম ভক্তির কাহিনী

কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় নির্ম্মল প্রেমাশ্রু প্রকটিত ধর্ম্মস্রোত বঙ্গসমাজ ও বঙ্গসাহিত্যকে যে অবর্ণনীয় সুন্দরবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছে, তাহা বঙ্গসমাজের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

সমাজের ধর্ম্মহীনতা ও কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দুই একজন বিশেষ ব্যক্তি অসাধারণ বিশ্বাসের বলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করিয়া আশাপূর্ণ প্রাণে চাহিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সেই দুর্দিনে অদ্বৈত ভবিষ্যতের দিকে তেমনি বিশ্বাসে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে জন দি ব্যাপ্টিষ্ট (John the Baptist) যেমন খ্রীষ্টের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন, অদ্বৈতাচার্য্যও তেমনি চৈতন্যের আগমন দূর হইতে দেখিতে পাইলেন! পঞ্চদশ শতাব্দির শেষভাগে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। হরিভক্তিহীন, পশুরক্ত ও মদ্য-ধারায় রঞ্জিত নবদ্বীপ অর্থ ও বিদ্যাসমৃদ্ধি সত্ত্বেও ভক্তির অভাবে শ্রীহীন ছিল। যে সকল ভক্ত চারিদিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেন তাঁহারা এই সময়ে নবদ্বীপে একত্র হইলেন, ও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশিত ধর্ম্মে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সার্ব্বভৌমের ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, পাঠান সৈন্য বিজলী খাঁ, অতি সামান্য কুটীরবাসী দীন শ্রীধর এবং মহারাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র এবং গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হোসেন শাহও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি দেবতুল্য ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। নবদ্বীপের আতঙ্কস্বরূপ জগাই মাধাই সে প্রেমের নিকটে পরাজিত হইয়া গৌরাঙ্গ চরণে আকৃষ্ট হইল। তাঁহাকে দর্শনমাত্র সকলে ভক্তিতে আকুল হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপের ঘরে ঘরে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া সে প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন। সে স্রোতে নদীয়া ভাসিয়া গেল, বঙ্গদেশ সিক্ত হইল, উড়িষ্যার নীলাচলে তাহার প্রবাহ বহিয়া গেল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে বাস ও কয়েক বৎসর ভ্রমণ করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে ১৫৩৩ খৃঃ চৈতন্যদেব দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার তিরোধানের পরে ৪০০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্মকালে দেশে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, যে সমস্যার মীমাংসা তিনি অলৌকিক প্রেমের শিক্ষা দ্বারা সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা আবার যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জটিল হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে প্রেমের ধর্ম্মের প্রভাবে উচ্চ নীচের ভেদ ভুলিয়া গিয়া বঙ্গবাসী রাজা প্রজা, জ্ঞানী মূর্খ এক প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, সে প্রেম ও ভ্রাতৃভাব বঙ্গসমাজে কালক্রমে আবার হ্রাস পাইল। শিক্ষাভিমানী নবসম্প্রদায় সে প্রশ্নের মীমাংসা সহজে করিতে সক্ষম হন নাই। বাক্‌বিতণ্ডায় এ ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হয় না, দীনতা শূন্য হৃদয়ে এ

মহাব্রত উদ্‌যাপন অসম্ভব। মানুষের মর্য্যাদা সাধারণ মানুষ বুঝিতে অক্ষম। চণ্ডালে ও ব্রাহ্মণে যে প্রীতি শ্রীচৈতন্য এদেশে ঘোর সামাজিকতার দিনে স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মূলে অমানুষিক প্রেম ও ভক্তি। মানুষ দেবসন্তান তাহার মর্য্যাদা পৃথিবীর ধনমানে নয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যীশুখ্রীষ্ট আপনাকে মনুষ্য পুত্র (Son of Man) বলিয়া ঘোষণা করিয়া এই প্রেমেরই বার্ত্তা জগতে প্রচার করিয়া গেলেন। মনুষ্যজাতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। চারশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য সে কথার পুনরাবৃত্তি নবদ্বীপে করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের তেজ যখন কমিয়া গেল ও সমাজের মধ্যে ভেদবিচার আবার প্রবলভাবে আধিপত্য করিতে লাগিল, যখন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সংঘাত চারিদিকে চলিতেছিল, ধর্ম্মের প্রাণ যখন নির্জ্জীব অবস্থায় অভিভূত হইয়া পড়িল, নব ভারতের নিকটে সমাজঘটন ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনের প্রশ্ন উঠিল। রামমোহন রায় এ নবযুগের অগ্রে দাঁড়াইয়া পুনর্গঠিত, ভ্রাতৃভাবপূর্ণ জাতীয় জীবনের আবাহন করিতে লাগিলেন। তিনিও প্রেমের ধর্ম্মের কথা প্রচার করিলেন, "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"—সে কথার প্রতিধ্বনি তিনিও করিতে লাগিলেন—যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার। সমাজ সংস্কারে যদি কেবল কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়া লোক প্রবৃত্ত হয় তবে যে তাহা মিথ্যা হয়, ধর্ম্ম-বিশ্বাসহীন, কুসংস্কারপূর্ণ হৃদয়ে ভ্রাতৃভাব যে অস্থায়ী কল্পনামাত্র তাহা রাজা রামমোহন বুঝিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম সর্ব্ববিষয়ে জাতীয় সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক পিতার সন্তান সকল মানব এ কথা অন্তরে স্বীকার করিয়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে এক আত্মার সহিত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না; তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যক্তিগত ও সাধারণ উন্নতির নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছিল তিনি পাশ্চাত্যজ্ঞান বিজ্ঞান প্রাচ্যজ্ঞান কে অবহেলা করিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। কুপ্রথাকে তিনি মানব প্রকৃতির বিরোধী বলিয়া দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সংঘটন দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলিয়াছে রামমোহন রায় তাহার পশ্চাতে মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন! যে প্রেম শ্রীচৈতন্য হরিভক্তিদ্বারা এদেশে আপামর সাধারণের মনে সঞ্চার করিয়া সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই ভ্রাতৃপ্রেম রামমোহন রায় এদেশে প্রচার করিয়া সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। আজ সমাজ গঠনের ইহাই মূল উপাদান হইয়া রহিয়াছে।

শ্রী মুণীন্দ্রনাথ রায়।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়!

মহিলার পাঠিকা ও পাঠকগণ ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শনে

অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। এই বিদ্যালয় দীর্ঘকাল উচ্চআদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অতি সামান্যভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন এখন বিধাতার কৃপায় ইহা আমাদের উদার গবর্ণমেণ্ট ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং সরকার হইতে মাসে ৪২৫৲ টাকা সাহায্য পাইতেছে। কুচবিহারের মহারাণী বহুদিন হইতে এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাণীও সাহায্য করিতেছেন। বিদ্যোৎসাহী উদার ও সুবিজ্ঞ মহারাজা মুণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বিদ্যালয়কে বিশেষ কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। এই সকল সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার বিশেষ উন্নতিকল্পে ইহাকে এক রাজপ্রাসাদ-সদৃশ বাটীতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। সর্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সী, আই, ই, মহাশয় অল্পদিন পূর্ব্বে যে অতি সুন্দর, মূল্যবান প্রশস্ত তৃতল গৃহে বাস করিতেছিলেন গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিন হইতে বিদ্যালয়ের জন্য সেই গৃহ মাসিক ৪০০৲ টাকা ভাড়ায় লওয়া হইয়াছে। ইহাতে ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই গৃহের চারিদিকে অনেক উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর দেশীয় ভদ্র পরিবারের বাস, এবং বর্ত্তমান সময়ে সকলেই বালিকাগণকে শিক্ষাদান করিতে উৎসুক। এই নূতন বাটীতে স্কুল যাইবার পর দেড়মাসে ৩০টি নূতন বালিকা ভর্ত্তি হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে স্কুল এক বাটীতে ও বোর্ডিং অন্য বাটীতে ছিল এজন্য অসুবিধা হইতেছিল। এ বাড়ীতে আসিবার পরই বোর্ডিংএ ছাত্রীসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং আশা হয় আগামী গ্রীষ্মের অবকাশের পর বোর্ডিংএ ছাত্রীসংখ্যা ত্রিশের অধিক হইবে। বোর্ডিংএর অভিভাবক ও অভিভাবিকার যত্নে ও সুব্যবস্থাতে বর্ত্তমানে বালিকাগণ অতি আনন্দে আছে এবং প্রধান ও দ্বিতীয়া শিক্ষয়িত্রী বোর্ডিংএ বাস করাতে তাহাদিগের পাঠশিক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্যও উত্তম হইতেছে। সীবন, সঙ্গীত রন্ধন প্রভৃতি যথারীতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের যে বিশেষভাব যে উচ্চশ্রেণীতে বালিকাগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে উৎসাহিত না করিয়া তাহাদিগের ভাবীজীবনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইবে। এবিষয় এতদিন বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই, এখন সেদিকে বিশেষ যত্ন করা হইতেছে। যে বালিকাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিতে বিশেষ ইচ্ছা করে তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যাহারা তাহা ইচ্ছা না করিবে তাহাদিগকে এই বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট উচ্চশ্রেণীর পুস্তকাদি পাঠ করান হইবে।

গৃহিণীগণের মানসিক উন্নতি ও শিক্ষার জন্য সরল বাংলা ভাষায় বক্তৃতা হওয়া একটি বিশেষ কার্য্য চিরদিন এই বিদ্যালয়েই হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগেরও বিশেষ উন্নতি হইবে আশা

করা যায়। এখন যে পল্লীতে স্কুলটি উঠিয়া গিয়াছে সেখানে অনেক ভদ্র পরিবার আছেন। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহারা ইচ্ছা জানাইলেই তাঁহাদিগের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের পরিবারের মহিলাগণকে বক্তৃতা শ্রবণের জন্য গাড়ী পাঠাইয়া আনাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

গত ২৬শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, মহা সমারোহেয় সহিত এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। স্কুল গৃহের মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রশস্ত দরবার শামিয়ানা খাটাইয়া একটি সুসজ্জিত বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। স্কুলের হিতাকাঙ্ক্ষিনী ইংরাজ ও ভারতীয় ভদ্রমহিলাগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ, বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তাঁহাদিগের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ দ্বারা স্থানটি পূর্ণ হইয়াছিল। মহামাননীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিং মহোদয়ের পত্নী কৃপা করিয়া পুরস্কার বিতরণের কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সভার নির্দ্দিষ্ট সময় অপরাহ্ণ ঠিক সাড়ে চারি ঘটিকার সময় তাঁহার মোটর গাড়ী বিদ্যালয়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এই সময়েই বড়লাট বাহাদুরের সভার শিক্ষাবিভাগের সদস্য সার্ হারবার্ট বাটলার মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। বালিকাগণ কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে বাদ্যযন্ত্রের সহিত কিছু ক্রীড়াকৌতুক দেখাইল এবং সঙ্গীত করিল। তাহার পর সম্পাদক বার্ষিক সংক্ষেপ কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন তাহাতে বিবিধ বিষয়ে অনেক উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং এখনও যে বিদ্যালয়ের অনেক অভাব আছে তাহাও উপস্থিত সকলের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। অতঃপর লেডী হার্ডিং ৬টি বালিকাকে প্রশংসাসূচক পদক দান করেন। শীতাংশুপ্রভা মহালানবীশ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্বর্ণপদক, রাজলক্ষ্মী গুপ্ত, শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও. স্বর্ণপদক, কুন্তলাবালা মিত্র মহালানবীশ, রৌপ্যপদক, মৈত্রেয়ীদাস রমেশচন্দ্র রৌপ্যপদক, মণিকুন্তলা সেন, মণিপ্রভা রৌপ্যপদক, ভক্তিমতী বসু, গঙ্গামণী রৌপ্যপদক। প্রথম তিনটি পদক প্রসংশনীয় ব্যবহারের জন্য, চতুর্থ ও পঞ্চমপদক সঙ্গীতে পটুতার জন্য ও ষষ্ঠ পদক রন্ধনকার্য্যে উৎকর্ষতার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বশুদ্ধ ৮৫টি বালিকা বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার জন্য পুস্তক ও অন্যান্য সামগ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল বালিকাগণ বিশেষ প্রসংশার পুরস্কার প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা বড়লাট পত্নীর হস্ত হইতে পুরস্কার গ্রহণের আনন্দলাভ করিতে পারে নাই কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালিকাকে উপহারস্বরূপ কিছু কিছু খেলনা দেওয়া হইয়াছে। পুরস্কার বিতরণের পর সভাপতি সর্ হারবার্ট বাটলার একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতাতে স্কুলের উন্নতি দর্শনে আনন্দপ্রকাশ করিলেন এবং বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষা যোগ না করিয়া যাহাতে এই বিদ্যালয়ের আদর্শানুরূপ প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। অবশেষে সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সি,আই,ই, মহাশয় বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে লেডী হার্ডিং ও সার্ হারবার্ট বাটলার মহোদয়কে ধন্যবাদ দান করেন। লেডী হার্ডিং বিদ্যালয় হইতে চলিয়া যাইবার সময় প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কুমারী লীলাবতী ঘোষ বি, এ, মহাশয়াকে ডাকিয়া স্কুলের সকল কার্য্যের এবং পুরস্কার বিতরণসভার সুব্যবস্থাতে একান্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঘোষ এণ্ড সন্স্।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১॥০, ১৸০, ২৲, রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০, "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অন্য রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮॥০, ১॥০, ৩॥০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভাইজার ফ্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হান্টিং "আর্ম্মি" ১৫৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯॥০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস হণ্টিং ঘড়ি ৫।০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২।০, ২॥০, ৩৲, ৩॥০ টাকা।

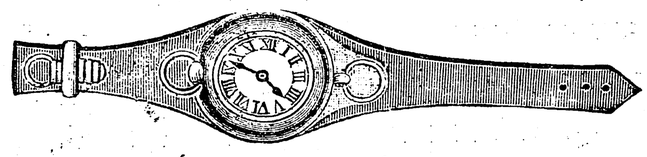

লেদারষ্ট্যাম্পসহ রূপার রিষ্ট ওয়াচ ৫॥০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ২৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩২৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে ঊর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে ঊর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১।০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি, ক্লক্, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ।/০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।

আর্য্য ঔষধালয়।

৫০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ।

শ্বাস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর যদি জরাগ্রস্ত হয়, দেহ কাশ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগপ্রবণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ ও শরীর বলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ-রসায়ণ সেবন করাই প্রশস্তকল্প।

সামান্য সর্দ্দি কাশি হইতে দুঃসাধ্য হাঁপানি, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মহৌষধ সুদুর্লভ।

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কড্‌লিভারঅয়েল গ্লিমণ্টসিরাপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়েন বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ ফললাভ করেন, সেই সেই উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ সেবনে আশাতীত ফল লাভ করা যায়।

অধুনা প্রায় সকলেই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্তুত করেন না, সেই জন্য চ্যবনপ্রাশের
সুফল সর্ব্বত্র ফলে না। আমি সাধ্যানুর... যত্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চ্যবনপ্রাশ
প্রস্তুত করিয়া থাকি, এতদ্... আয়ুর্ব্বেদো... যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধভাবে
প্রস্তুত আছে। মফঃস্বল হই... হইতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধআনার টিকিট
সহ রোগের অবস্থা জানাইলে বি... ব্যবস্থা পত্র ও ক্যাটালগ পাঠান হয়
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ।
কবিরাজ।

স্থাপিত সন ১২৮২ সাল।

"ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

সুগন্ধে স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিস্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। ইহা মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য "লক্ষ্মীবিলাস" কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, বোতল ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী এসেন্সের চূড়ান্ত! **গোলাপ সার** ঘরে ঘরে বাদসাই আমোদ!!

অত্যুৎকৃষ্ট সৌগন্ধযুক্ত গোলাপফুল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, এইরূপ মনোহর নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। "গোলাপ সারের" সৌরভে ও স্নিগ্ধতায় সকলেই বিমোহিত হইবেন। ইহার কয়েক ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিলে উত্তম গোলাপ জলে পরিণত হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত "তথা কথিত স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করিতে চান নাই, তাঁহারা অবাধে "গোলাপ-সার" ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং
ম্যানিফ্যাকচারীং পারফিউমারস্
কলিকাতা ১২।২ নং পুরাতন চিনাবাজার

তিনটী আবশ্যকীয় কথা।

প্রথম— আমাদের কেশরঞ্জন তৈল সুগন্ধে অতুলনীয়। প্রত্যহ ইহা ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে—মস্তিস্ক কার্য্যক্ষম হয়, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা প্রভৃতি যেন মন্ত্রবলে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়— বঙ্গরমণীর অঙ্গরাগের সহস্র উপকরণ থাকিলেও— সুগন্ধির জন্য কেশবৃদ্ধির ক্ষমতার জন্য, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণ করিবার জন্য কেশরঞ্জন ভিন্ন দ্বিতীয় উপকরণ নাই।

তৃতীয়— মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিতে—গভীর মস্তিস্ক আলোচনা ক্ষেত্রে মস্তিস্ককে সবল ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে আমাদের "কেশরঞ্জন" অদ্বিতীয়।

ছোট এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ৷৵০ পাঁচ আনা।
বড় এক শিশির মূল্য ৩৲ তিন টাকা, মাশুলাদি ॥৵০ এগার আনা।
(ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে।)

অশোকারিষ্ট।

স্ত্রীরোগমাত্রেরই অশোকারিষ্ট অমোঘ মহৌষধ। আমাদের অশোকারিষ্ট উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তুত। অশোকছাল ইহার প্রধান উপকরণ। কষ্টকর ও দোষজনক ঋতুর সহজস্রাব করানই অশোকারিষ্টের প্রধান কার্য্য। এ সম্বন্ধে ইহা অমোঘ ও অব্যর্থ। ইহা সেবনে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে দুরারোগ্য ভীষণ সূতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

এক কৌটার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ সাত আনা।

গবর্ণমেণ্টমেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল
সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও
লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুবিধা হারাইবেন না।

পশার বাড়িলেই ভিজিট্ বাড়ে! দুই টাকার কত ডাক্তার পশারের জোরে ষোল টাকা লইতেছেন! বাজারে যেসব কেশ-তৈলের নামডাক আছে, তাহাদের এক ছটাকের মূল্য এক টাকা। ঈশ্বরেচ্ছায় "সুরমার" যেরূপ আদর বাড়িয়াছে, তাহাতে সুরমার ভিজিটও শীঘ্র বাড়িতে পারে। সময় থাকিতে সুবিধা হারাইবেন না। এখনও সুরমার মূল্য ৸৹ বার আনাই আছে। কিন্তু "সুরমার" শিশি আকারে দ্বিগুণ। সুরমা দামে সস্তা, কিন্তু উপকারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুরমা চুল বাড়ায়, চুল কাল, ঘন ও কোমল করে এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখে। সুরমার সৌরভও অতি মনোহর। অনেক লোকেই এখন অন্য তৈল ছাড়িয়া সুরমা ব্যবহার করিতেছেন। একবার পরীক্ষা করিলে, আপনিও ব্যবহার করিবেন। এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র। মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

সূতিকারিষ্ট।

সূতিকারিষ্ট সূতিকা রোগের মহৌষধ। প্রসবের পর যেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাকে সূতিকা-রোগ বলে। সূতিকারোগমাত্রই দুঃসাধ্য ও নিতান্ত কষ্টদায়ক। এই ঔষধ অল্পদিন সেবন করিলেই জ্বর, উদরাময়, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য সূতিকা-রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে। প্রসবের পূর্ব্ব হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, যথাকালে সুপ্রসব হয়, এবং ভবিষ্যতে কোনরূপ সূতিকা-রোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। গর্ভের প্রথম অবস্থা হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, গর্ভকালীন বমন, অরুচি, গ্লানি প্রভৃতি উপসর্গের আশঙ্কা থাকে না। এরূপ নির্দ্দোষ মহোপকারী ঔষধ প্রত্যেক গৃহস্থেরই সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

REG No. C 30

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] চৈত্র, ১৩১৮। এপ্রিল, ১৯১২। [৯ম সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা ১৯৩
হালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা ১৯৪
এ্যালিস আয়ারস্ ১৯৯
স্বর্গীয়া কুমারী যোগপ্রভা মজুমদারের সংক্ষিপ্ত দৈনিক লিপি... ... ২০২
ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয় ২০৫
স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ২১০
মহিলার রচনা—কেন আমি এসেছি হেথায় ২১৩
" " বর্ষ বিদায় ২১৪
বিবিধ প্রসঙ্গ ২১৫

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

রূপে গুণে বঙ্গমহিলার তুলনা নাই।

এই স্বভাবজাত রূপপ্রভাকে আরও উজ্জ্বলিত করিতে হইলে নিত্য স্নানের সময় আমাদের মহা সুগন্ধি "কুন্তলবৃষ্য তৈল" তাহাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। কুন্তলে কুন্তলের শোভাবর্দ্ধন করে, রূপের প্রভা বাড়ায়, কেশের কমণীয়তা বৃদ্ধি করে, স্বভাবসুন্দর কেশরাশিকে আরও কোমল সুকৃষ্ণ ও সুচিক্কণ করে। নিত্য কবরী রচনা কালে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিবাহ ব্যাপারে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। কেন বাজে এসেন্স কিনিয়া উপহার দিয়া পয়সার অপব্যয় করেন? কুন্তলবৃষ্য তৈলের সুগন্ধের নিকট পারিজাতের গন্ধও হারি মানে। প্রায় চল্লিশবৎসর কালের উপর কুন্তলবৃষ্য দেশের ও দশের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। অতএব কুন্তলবৃষ্য আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। মায় ডাকব্যয় ১৷৵০ তিন শিশি ২৷৷০ ডজন ৯৲ টাকা।

কল্যাণীরূপিণী বঙ্গরমণীর রক্ষার উপায়।

রমণীগণের স্বভাবসুলভ কতকগুলি কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ব্যাধি আছে। সেগুলির প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। কুচিকিৎসায় বা অচিকিৎসায় রোগ বাড়িয়া উঠে, শেষে প্রাণ লইয়া টান পড়ে। জরায়ুঘটিত ব্যাধি রক্তগুল্ম প্রভৃতি কখনই উপেক্ষনীয় নহে। মনে জানিয়া রাখিবেন আমাদের আয়ুর্ব্বেদসম্মত মহৌষধ "অশোকারিষ্ট" এই সমস্ত মহারোগের একমাত্র প্রতিকারক। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ দেড়টাকা। মায় ডাকব্যয় ১৸৵০।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা
ভীষকরাজ।

প্রধান চিকিৎসক
কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন
ও
কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

নব্যভারত

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] চৈত্র, ১৩১৮। এপ্রিল, ১৯১২। [৯ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে প্রেমময়, তুমি অনন্ত প্রেমের আকর, তুমি কৃপা করিয়া নরনারীর মনে প্রেম দিয়াছ, তাই তাহারা ভালবাসিতে শিখিয়াছে, নারীজাতি যে প্রেমে ভূষিত হইয়া পৃথিবীকে এত সুন্দর করিয়াছেন তাহা তোমারই প্রেমের কণা ভিন্ন আর কি? যত কন্যা পিতামাতাকে ভক্তি করেন, যত ভগিনী ভাইকে অকৃত্রিম প্রেম দেন, যত স্ত্রী স্বামীকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, যত মাতা আপনার পুত্রকন্যাগণকে প্রাণাপেক্ষা প্রেম করেন, যত নারী দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া কাতর হন সে সকল ভালবাসা তোমারই অনন্ত ভালবাসার বিন্দু বিন্দু প্রকাশ মাত্র। যখন এই সকল প্রেমের বস্তুর দুঃখ ক্লেশ রোগ মৃত্যুতে নারীহৃদয় আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহাও তোমার প্রেমের বিধান। কারণ পৃথিবীতে কাহারও প্রিয় চিরদিন একরূপ থাকিবে না—তুমি চাও যে এখানে প্রেম আরম্ভ হইয়া অশরীরী আত্মার প্রতি তাহা স্থাপিত হইবে এবং এই প্রেম এই কারণে ও আরও অসংখ্যভাবে প্রস্ফুটিত ও উন্নত হইবে। কিন্তু দেখ প্রেমময়, তোমার নিকট হইতে প্রেম পাইয়া প্রেমিকের যখন প্রেমে আঘাত লাগে, যখন নারীগণের প্রেমের বস্তু ক্লেশ পায় বা এখান হইতে চলিয়া যায়, তখন তোমার কন্যাগণ মনে করেন তাহাদেরই কেবল প্রেম আছে, তোমাতে প্রেম নাই, তুমি যেন মানুষের সুখ দুঃখে জীবন মরণে উদাসীন, এই মহা ভ্রান্তিতে আজ তোমার প্রেমের অবতার তোমার কত কন্যা কত দুঃখে নিরাশায় সংসারে জীবন ধারণ করিতেছেন। তাঁহাদের এই দুঃখ কে দূর করিবে? তাঁহারা প্রেমস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন অথচ প্রেম দেখিতে পাইতেছেন না—তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে দাও যে অগ্রে তোমার নিত্য প্রেম ও তাহারই কণামাত্র

প্রেম পাইয়া তাঁহারা একটু প্রেম করিতে শিখিয়াছেন। হে প্রেমময়, তুমি তাঁহাদিগের নিকট আপনার সুন্দর প্রেমমুখ প্রকাশ কর এবং আশীর্ব্বাদ কর যে তাঁহারা পৃথিবীতে প্রেম করিতে করিতে যে আঘাত প্রাপ্ত হন তাহা কেবল তোমার স্বর্গীয় প্রেম দর্শন করিবার অবসর মাত্র। দয়াময়ী জননী, সকল নারীর প্রেমের যাতনা ও ভয়কে তোমার চরণে প্রার্থনায় পরিণত কর যে, তাঁহারা সকল ভয় ও ভাবনার সময়ে তোমার প্রেমমুখ দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারেন।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তাহারা পুনরায় সেই রাত্রি সেই "তারা" হোটেলে অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রত্যুষে তাহারা আপনাদের নূতন গৃহসজ্জ লইয়া তাহাদের নূতন বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। সেদিন জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে তাহাদের সমস্তদিন ব্যস্ত থাকিতে হইল। জেন এখন হইতে দুঃখের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে প্রস্তুত হইতেছিল—সে ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে এখন কোন পরিচারক নিযুক্ত করিল না। আয় সম্বন্ধে সুবিধা হইলে অনায়াসেই চাকর রাখিতে পারা যাইবে। আপাততঃ একটী ঠিকা বালিকা ঝি রাখিলেই চলিবে—সে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য আসিয়া আবশ্যক কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিয়া যাইবে।

প্রাতঃকালের মধ্যেই পূর্ব্বদিনের সেই "কোয়েকার" রমণীর সুন্দর প্রফুল্ল মুখখানি উদ্যানের পশ্চাৎবর্ত্তী দ্বার দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখা গেল। সে একটী গেরুয়া রংএর গাউন পরিয়াছিল এবং তাহার গলায় গাউনের নিম্নে একখানি রুমাল ক্রুশের আকারে জড়িত দেখা গেল। তাহার মস্তকে কোয়েকার সম্প্রদায়ের বিশেষত্বসূচক অদ্ভুত আকারের টুপিও ছিল।

সে জেনকে বলিল—"যদি আমার দ্বারা তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার গুছাইবার কোন সাহায্য হয়, তাই জানিবার জন্য আমি আসিলাম। তোমাদের আজ অনেক কাজ আছে, জিনিষপত্র সমস্ত গুছাইয়া লইতে হইবে। তোমার স্বামীর শরীরও তেমন সবল বোধ হইতেছে না। যদি বল, আমি তোমার কতকটা সাহায্য করি।"

জেন রমণীর সরলতায় মুগ্ধ হইয়া বলিল—অপরিচিতের সুবিধা অসুবিধার দিকে তোমার এতদূর লক্ষ্য—ইহাতে তোমার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

রমণী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—তোমরা আমাকে "পেসেন্স" বলিয়া ডাকিতে পার। আমি স্যামুয়েল লিন্ ও তাঁহার কন্যার সহিত তোমাদের পাশেই বাস করি। তাঁহার পত্নী একটী কন্যা প্রসবের কিছুদিন পরেই মারা যায়। আমি তাঁর সেই পত্নী

অ্যানালিনের কুটুম্ব। যখন অ্যানা মৃত্যু-শয্যায়, তখন সে আমাকে ডাকাইয়া বলে—"যতদিন পর্য্যন্ত আমার স্বামী দার-পরিগ্রহ না করেন ততদিন তুমি আমার কন্যাকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারিবে না।". কিন্তু এখন দেখিতেছি স্যামুয়েলের দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের কোন ইচ্ছাই নাই। তিনি কন্যাকে বড় ভালবাসেন—কন্যাটী যথার্থই তাঁর নয়নের পুত্তলি।

জেন জিজ্ঞাসা করিল—মিঃ লিনের কি কোন কারবার আছে?

"তাঁর নিজের কোন কারবার নাই। যৌবনের আরম্ভে তিনি দস্তানা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অধিক মূলধন না থাকায় যখন ফরাসী দেশের দস্তানা ইংলণ্ডে অবাধে প্রবেশাধিকার লাভ করিল তখন সহরের অন্যান্য বহু সওদাগরের মত তাঁহারও ব্যবসায়টী নষ্ট হইয়া গেল। যাহাদের প্রচুর মূলধন ছিল কেবল তাহারাই সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিল।"—

"আর সকলে কোথায় গেল?"

"যাবে আর কোথায়?—ধ্বংসের পথে! আহা! আমার সে কথা এখনও স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। সেটা বোধ হয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের কথা। যে লণ্ডন সহরে তার পূর্ব্বে কত জাঁকজমক ধূমধাম—সেই সহরে সেই ঘটনায় যে শোকের মর্ম্মভেদী হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা আমি তোমার কাছে ঠিক বর্ণনা করিতে পারিব না। ব্যবসায়ীরা রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে "হা অন্ন! হা অন্ন" করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

"এরূপ কষ্টের অবস্থা কি অনেক দিন ধরিয়া ছিল?"

"সপ্তাহের পর সপ্তাহ—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—এই ভাবেই মানুষের কষ্ট চলিতে লাগিল। হায়! এ বিষয়ে এ সহর আর বোধ হয় কখনও পূর্ব্বের মত সৌভাগ্যশালী হইবে না। স্যামুয়েল খুব খাঁটি লোক ছিলেন—তিনি পাওনাদারদের পাওনা চুকাইয়া আপনার ব্যবসা গুটাইয়া লইলেন এবং টমাস্ অ্যাশ্‌নির কুঠীতে কার্য্যনির্ব্বাহকের পদ গ্রহণ করিলেন। অ্যাশ্‌নির পিতা এই সহরের একজন খ্যাতনামা সওদাগর ছিলেন। পুত্রটীও তাঁরই মত এখন এই সহরের একজন বিখ্যাত সওদাগর হইয়াছেন। যখন তোমাদের এই স্থান ও এখানকার স্থানীয় লোকেদের সহিত আলাপ পরিচয় হইবে তখন দেখিতে পাইবে যে এই হেল্‌ষ্টন্‌লিতে টমাস্ অ্যাশ্‌নির মত সম্মানিত ও পূজনীয় ব্যক্তি কেহই নাই।"

"আমার বোধ হয় তিনি একজন খুব ধনী লোক।"

"হাঁ—তিনি বড় লোক নিঃসন্দেহ। তাঁর সংসারের ব্যয়ও প্রচুর। তাঁর অনেক জুড়িগাড়িও আছে। কিন্তু অ্যাশ্‌নির খাতির তাঁর ধনের জন্য নহে—কিন্তু সে সম্মান তাঁর উচ্চ চরিত্রের জন্য। তাঁর মত ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক ও কোমল-হৃদয় লোক সংসারে একান্ত বিরল। আপন কর্ম্মচারীদের প্রতি এমন স্নেহশীল ব্যবহার এ সহরে আর অন্য কোন সওদাগরের

নাই। তিনি আপনার কর্ম্মচারীদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন দেন—কখনও তাদের উপর কোন অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে। সেই পুত্রটীর দায়ে কিন্তু তাঁর অনেক অর্থব্যয় হয় এবং তাঁর মনেও শান্তি নাই।"

"কেন, ছেলেটীর স্বভাব চরিত্র বুঝি তেমন ভাল নয়।"

পেশেন্স হাসিয়া উত্তর করিল—"আরে সর্ব্বনাশ! তা নয়, তা নয়। সেজন্য তাঁর অশান্তি নয়। সে এখনও বালকমাত্র। যখন সে ১৪ মাসের ছেলে তখন সে তার ধাত্রীর কোল হইতে পড়িয়া যায়। প্রথমে সকলেই মনে করিল তাহার বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই—ডাক্তারেরাও সেইরূপ ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। উরুতে সে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। এখন সেই স্থানে তাহার সর্ব্বদাই বেদনা আছে—সে বোধ হয় চিরজীবনের জন্য খোঁড়া হইয়া গেছে! সেই উরুতে একটীর পর একটী করিয়া ক্রমাগতই ফোড়া হইতেছে। তাহাকে সমুদ্রের ধারে লইয়া যাওয়া হইল—লণ্ডনের ভাল ভাল ডাক্তার দেখান হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অতি সুন্দর বালকটী—কিন্তু ক্রমাগত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বেচারা এখন খিট্‌খিটে স্বভাবের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে পুস্তক পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসে। একজন সুপণ্ডিত শিক্ষক প্রতিদিন তাহাকে পড়াইয়া যান—কিন্তু বেচারা প্রায়ই ব্যারামে কাতর হইয়া পড়ে। টমাস্ ছেলেটীর জন্য বড়ই মনঃকষ্টে আছেন। তাঁহারা—একি! অ্যানা!—তুমি ওখানে কি কর'ছ?'

জেন ও পেশেন্স পাকশালে বাসনপত্র গুছা'ইতেছিল। জেন মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একটী অতি কোমল লাবণ্যময়ী সুন্দরী বালিকা! তাহারই নাম অ্যানালীন। টানা টানা ভ্রূযুগলের নীচে সুনীল চক্ষু দুটী যেন আনন্দে হাস্য করিতেছিল। সুগোল—কুন্দশুভ্র দন্তপাঁতি সূক্ষ্ম লোহিত ওষ্ঠাধরের ব্যবধানে দীপ্তি পাইতেছে। নিবিড় কেশগুচ্ছ কুঞ্চিত আকারে গ্রীবা-দেশ বেষ্টন করিয়া দোদুল্যমান। জেন এমন নিরুপমা সুন্দরী বালিকা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দর্শন করে নাই। তাহার আপন কন্যা জ্যানিও সুন্দরী ছিল—কিন্তু সম্মুখস্থ সেই সৌন্দর্য্য প্রতিমাখানির পার্শ্বে জ্যানির চিত্র যেন একান্ত ম্লান বলিয়া মনে হইল।

পেশেন্স একটু রাগতঃ ভাবে বলিল—অ্যানা আবার তুমি টুপি খুলে ফেলেছ? এমন কথার অবাধ্য হ'তে তোমার একটুও লজ্জা করে না? ছিঃ ছিঃ খোলা মাথায় বেড়িয়ে বেড়াতে তোমার এত ভাল লাগে।"

অ্যানা অতি ধীরে উত্তর করিল—"টুপিটী যে আমার মাথা হ'তে খুলে গেল।" বালিকার কথাগুলিতে কেমন একটী সুকোমল মাধুর্য্য ছিল—তাহার চাল চলন যেন বিনয়-মণ্ডিত!

"দেখ অ্যানা, শুধু শুধু মিছে কথা ব'লো না। টুপি মাথাতে বাঁধা থাকলে

অম্নি কখনও মাথা হ'তে খুলতে পারে? নিজে খুলেছ তাই বল না। যাও বাড়ী গিয়ে টুপি পর গে। তার পর এসো। না হ'লে এঁরা তোমাকে এঁদের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে দেবেন না। তোমার ফ্রেঞ্চ পড়া মুখস্থ হ'য়েছে?

"বেশ ক'রে হয় নি, এখনও"—এই বলিয়া বালিকা বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ঠিক পেশেন্সের মাথায় যেমন টুপি ছিল সেই রকম একটী সাদা টুপি মাথায় দিয়া অ্যানা ফিরিয়া আসিল। সেই সুন্দর কেশদাম তখন সেই টুপির নীচে সযত্নে প্রচ্ছন্ন করা হইয়াছে।

পেশেন্স জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার চিরুণী কোথায়?"

"চুলের ভেতর আছে।"

পেশেন্স তখন বালিকার টুপি খুলিয়া চিরুণি দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দুইটী বেণী বন্ধন করিল—সেই বেণীদ্বয় সে বালিকার ললাটের দুই পার্শ্বে বিলম্বিত করিয়া দিল। তাহার পর সে আবার টুপিটী তাহার মাথায় পরাইয়া দিল। তখন জেন অ্যানার হাত ধরিয়া তাহার নিজের ছেলেমেয়েদের নিকট তাহাকে লইয়া গেল।

পরে জেন পেশেন্সকে বলিল—আহা! কি সুন্দর অ্যানার চুলগুলি! অমন চুলকে টুপি দিয়ে ঢেকে রাখ কেন?"

"ওটা আমাদের নিয়ম। অ্যানার চুল খুব নরম—আর কোঁকড়ান। যতই আমি ব্রুশ দিয়ে আঁচড়াই না কেন—কোঁকড়ান থাকবেই। আমি না দেখলেই অ্যানা টুপি খুলি ফেলবে! বড় দুঃখের বিষয় যে অ্যানার পিতা এ সম্বন্ধে বেশী মনোযোগ দেন না—ওর মাথায় টুপি না থাকলেও ওর পিতা খোলা মাথাতেই নিজের কাছে ব'সে থাকতে দেন—মেয়েকে কিছু ব'লবেন না।

তাঁর মনে হয় তাঁর মেয়েটি যা করে তা কখনও খারাপ হ'তে পারে না। আমি এ সম্বন্ধে কতবার তাঁকে ব'লেছি।

জেন সাগ্রহে বলিল—"সত্যি এমন সুন্দরী মেয়ে আমি কখনও দেখিনি!"

অ্যানা যে সুন্দরী সে কথা সত্য। কিন্তু এখন তার ১০ বৎসর বয়স হ'য়েছে—এখন তার অহঙ্কারের ভাবকে দমন করা উচিত। কখনও কখনও অ্যাশনির বাড়ীতে তার নিমন্ত্রণ থাকে। সেখানে সে সেই বাড়ীর মেয়ে মেরির সাজ পোষাকের ধরণ-ধারণ দেখে আসে—আজকালকার নূতন ফ্যাশন্ দেখে তারও মনে মনে ঐরকম পোষাক পরতে সাধ যায়। স্যামুয়েল লীন আমার কোন কথায় কান দেন না—তাঁর মেয়ে মেরি অ্যাশনির সমকক্ষ ভাবে চলে এ দেখতে মনে বোধ হয় আহ্লাদ হয়। তাঁর নিজের আগেকার সৌভাগ্যের কথা তিনি এখনও ভুলতে পারেন নি।

"অ্যানাকে কে পড়ায়?"

"আমাদেরই সম্প্রদায়ের একটী ছোট স্কুলে সে পড়তে যায়। এখন স্কুলের ছুটী। ওর পিতা নিজে ওকে যত্ন ক'রে পড়ান। অ্যানা এখন ফরাসী ভাষা ও অঙ্কন শিখছে।—খুব সাবধান, ও ভারি

টেবিল তুমি কি একলা সরাতে পার? দাঁড়াও আমি ধরি।"

তাহার পর তাহারা হ্যালিবার্টনের পড়িবার ঘরটা গুছাইল। জেন সেই সুন্দরী বালিকাটীর মুখ হইতে কিছুতেই আপনার চক্ষু ফিরাইতে পারছিল না—আহা! কি সুন্দর সে মুখখানি!

পরদিন প্রাতঃকালে যখন জেন আপনার ঘরের জানালার খড়খড়ি তুলিল তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বহিঃপ্রকৃতির যে সৌন্দর্য্যময় চিত্রখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তেমন মনোহর দৃশ্য সে কখনও জীবনে দর্শন করে নাই। পূর্ব্বদিন আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ছিল—কোন পদার্থই সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় নাই; আজ প্রভাতে আকাশ মেঘমুক্ত—সুনির্ম্মল। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির মধুময়ী দৃশ্যরাজি—হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র—স্বর্ণ শস্যগুচ্ছ কলনাদিনী স্বচ্ছ তটিনীর রজতময়ী ধারা, কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষরাজিশোভিত বনানী—তরঙ্গায়িত ভূমিভাগের স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম উত্থান পতন—সকলই মধুর দর্শন, সকলই সুন্দর। কিন্তু এ সকল সৌন্দর্য্যকে পরাভূত করিয়া দূরে চক্রবাল-কোলে সেই লোকবিশ্রুত ম্যান্‌ভারণ্‌ শৈলশ্রেণী মালার আকারে চতুর্দ্দিকের ভূভাগকে আবেষ্টন করিয়া বিরাজিত। প্রভাতের সূর্য্য আপনার মধুর আলোক লইয়া যখন সেই শৈলরাজির উপরে প্রতিফলিত হইতেছিল তখন কত না বিচিত্র বর্ণ সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে তাহাদের উপর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল—নীল, পীত হরিৎ ধুসর কত অদ্ভুত বর্ণের সমাবেশ! উন্নত গিরিগাত্র প্রভাতের কনককিরণে নির্ম্মল আকাশের কোণে যেন চিত্রপটে অঙ্কিত মনোমোহন ছবির মত প্রতিভাত হইতেছিল আর সেই পর্ব্বতের পাদদেশে বৃক্ষরাজির অন্তরালে সূর্য্যালোকিত শান্ত পল্লীগুলি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে রমণীকুলের মধুর মুখগুলির মত কি অনুপম শোভায় ফুটিয়া উঠিতেছিল। জেনের মনে হইল বুঝি চিরদিন ধরিয়া এ দৃশ্য দেখিলেও নয়ন মন কখনও ক্লান্তি বোধ করে না।

মিঃ হ্যালিবার্টন তখনও শয্যা হইতে উত্থান করেন নাই। জেন সোচ্ছ্বাসে শয্যার দিকে ফিরিয়া বলিল—"এডলার! এই জানালার ভিতর দিয়া যে প্রকৃতির ছবিখানি বাহিরে ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন দৃশ্য তুমি কখনও জীবনে দেখ নাই—আমার খুব বিশ্বাস লণ্ডনের লোক কখনও এমন সৌন্দর্য্যের কল্পনাও করিতে পারে না।"

জেন এ কথার কোন উত্তর পাইল না। সে ভাবিল—হয়তো স্বামী এখনও ঘুমাইতেছেন। কিন্তু শয্যার নিকটে গিয়া সে দেখিল যে তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে।

হ্যালিবার্টন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—জেন আমি অসুস্থ হ'য়েছি।

জেনের বুকের ভিতর কে যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—অসুস্থ?

"আমার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা।

মাথায় অতন্ত যন্ত্রণা! সমস্ত রাত্রি খুব জ্বরভোগ হ'য়েছে।

জেন অবনত হইয়া স্বামীর গাত্রে হাত দিয়া দেখিল—উঃ কপাল কি গরম! গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে!

যাহাতে স্বামীর মন চঞ্চল না হয় সেই জন্য জেন অন্তরের অস্থিরতাকে দমন করিয়া কোনরূপ ভয়ের চিহ্ণ প্রকাশ না করিয়া ধীরভাবে বলিল—"তা হ'লে এক জন ডাক্তার ডাকা উচিত। আমি পেশেন্সকে জিজ্ঞাসা করি—সে যাঁকে ডাকতে বলবে তাঁকেই ডেকে আনব।"

হাঁ, এখনই একজন ডাক্তারকে দেখান ভাল। জেন আমাদের কি উপায় হবে? যদি এই ব্যারামে আমি অনেক দিন প'ড়ে ——"

"ছিঃ, এখন ওসব দুশ্চিন্তাকে মনে স্থান দিও না। জানই তো মনের বলেই অর্দ্ধেক আরোগ্যের কাজ করে। সে দিন গাড়ীর উপরে ব'সে সারা পথ ভিজে এসেছিলে সেই জন্য এটা হ'য়েছে।"

পেশেন্স্ তাহাদের নিজেদের ডাক্তার মিঃ প্যারির কথা বলিল। তিনি নিকটেই থাকিতেন—চিকিৎসা ব্যবসায়ে তাঁর প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন:—

"বাত সংযুক্ত বিষম জ্বর।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

এ্যালিস আয়ারস্।

জাতীয় ইতিহাসে এমন কতকগুলি লোকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁদের জীবিতাবস্থায় হয়তো আত্মীয় ব্যতীত আর কেহই জানিতে পায় না, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁহাদিগকে দেশ দেশান্তরের লোকেরাও শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করে। এঁদের মধ্যে অনেকেই সামান্য অবস্থাপন্ন ও সাধারণ লোকের মত সাংসারিক সুখ দুঃখের ভিতর দিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন! কিন্তু মৃত্যুর আলিঙ্গন এমন কোনও আকস্মিক ঘটনার ভিতর দিয়া আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়নিহিত সদ্গুণরাশিকে প্রকাশ করে যে ইহাই তাঁহাদিগকে অক্ষয় কীর্ত্তি ও জয়মাল্য দিয়া যায়।

মিস এ্যালিস আয়ারস্ও এই শ্রেণীভুক্ত। লণ্ডনের এক অংশে গ্র্যাডেল লেন ও ইউনিয়ন ষ্ট্রীটের কোণে মিষ্টার চ্যাণ্ডলারএর একটী দোকান ছিল। তাহাতে বিক্রয়ার্থ নানারকমের তৈল ও রং থাকিত। মিস আয়ারস্ সেই দোকানে সহকারিণীর কার্য্য করিতেন। বিশেষ তিনি মিষ্টার চ্যাণ্ডলারএর দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া ছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে মিসেস চ্যাণ্ডলারএর সহিত সাংসারিক কাজ কর্ম্মে ও তাঁহাদের চারিটী অল্পবয়স্ক সন্তানের পর্য্যবেক্ষণে অনেক সময়ে নিযুক্ত থাকিতে হইত। তাঁহার ভালবাসা ও সুন্দর ব্যবহারের গুণে বালকবালিকাগুলি তাঁহার খুব অনুরক্ত ছিল ও তাঁহাকে প্রায়ই

পিসিমা বলিয়া ডাকিত। মিস্ আয়ারস্ এর বয়ঃক্রমও বেশী ছিল না।

১৮৮৫ সালের ২৪শে এপ্রেল, শুক্রবার অন্যান্য দিনের ন্যায় সন্ধ্যার সময় দোকান বন্ধ করা হয়। রাত্রি ভোজনের পরে সকলে বিশ্রামার্থ আপন আপন ঘরে যান। দ্বিতলস্থ একটী ঘরে মিস্ আয়ারস্-এর সহিত অল্পবয়স্ক বালকবালিকা তিনটী শয়ন করিত ও আর একটীতে চ্যাণ্ডলার ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট জ্যেষ্ঠ সন্তানটী শয়ন করিত। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় শীঘ্রই সকলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় এক জন পথিক ঐ দোকানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দরজার ঝিলমিলীর ভিতর হইতে আগুন ও ধোঁয়া বাহির হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আগুন! আগুন! বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন। পাহারাওয়ালা সেই রব শুনিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া দমকল আনিবার জন্য খবর দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে যে দমকল ছিল তাহাও সেখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ছিল।

ইত্যবসরে সেখানে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল ও তাহাদের চীৎকারে এ্যালিসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে ধোঁয়া দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন যে তাঁহাদেরি বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। এবং কি উপায়ে যে বালকবালিকাগুলিকে বাঁচাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ছোট শিশুটীকে কোলে লইয়া ও অন্য দুটীকে সঙ্গে করিয়া তিনি যতশীঘ্র সম্ভব চ্যাণ্ডল্যারের ঘরে গিয়া তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন ও আগুনের কথা বলিলেন।

তারপরে তিনি নিজের ঘরে আসিয়া সন্তান তিনটীকে বিছানায় বসাইয়া রাস্তার পার্শ্বস্থ জানালা খুলিয়া দিলেন। লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া যাহাতে তিনি রক্ষা পান সে বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এদিকে ততক্ষণে দোকানটী অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে সেই জানালাটী ছাড়া জ্বলন্ত বাড়ীটা হইতে বাহির হইবার আর কোনও পথ নাই। লোকেরা নিজেদের কোট, শাল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দোলনার মত দু দিক ধরিয়া তাহারি মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে এলিসকে বারবার অনুরোধ করিল। কিন্তু তাঁহার পরোপকারী স্নেহপ্রবণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হৃদয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলে নাই যে ছোট ছোট শিশুগুলির জীবন রক্ষার ভার তাঁহারি উপর অর্পিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে আগুন দ্বিতলেও বিস্তৃত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি আর দেরী না করিয়া ধোঁয়ার ভিতর দিয়া কোনও রকমে বিছানার কাছে গিয়া অসামান্য শক্তির সহিত ভারী গদীটী উঠাইয়া জানালার কাছে টানিয়া আনিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন. রাস্তা হইতে লোকেরা আবার বলিয়া উঠিল "শীঘ্র লাফাইয়া পড়, শীঘ্র লাফাইয়া পড়; আর কিছুর জন্য অপেক্ষা করিও না তাহা হইলে তোমার বাঁচিবার সকল উপায় ফুরাইবে।"

কিন্তু সকলে আশ্চর্য্যের সহিত দেখিল যে তিনি আবার সেই বর্দ্ধনশীল ধূমরাশির ভিতর প্রবেশ করিলেন। বালক বালিকাগুলির মধ্যে সকলের বড় বালিকাটীর কাছে গিয়া তাহাকে ধরিয়া জানালার কাছে আনিলেন। তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিবেন ইহা বুঝিতে পারিয়া সে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল ও কাতরস্বরে বলিতে লাগিল "ও পিসিমা! আমাকে ওপর থেকে এমনি করে ফেলে দিও না, তা'হলে আমি নিশ্চয়ই পড়ে গিয়ে মরে যাবো।" তাহার এই কাতরোক্তিতে মিস আয়ার্স ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত হইলেন ও অন্য কোনও উপায়ে তাহাকে নামাইয়া দেওয়া যায় কি না ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলেন এইরূপে ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। তখন এডিথাকে নানা রকমে বুঝাইয়া খুব সাবধানতার সহিত গদীটীর উপর ফেলিয়া দিলেন। এডিথ অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইল। এইরূপে দ্বিতীয় সন্তানটীকেও রক্ষা করিলেন। আবার সেই আগুন ও ধোঁয়ার ভিতর ঢুকিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুটীকেও আনিলেন কিন্তু মানসিক উত্তেজনায় ও শারীরিক পরিশ্রমে তিনি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে যখন তাহাকে গদীর উপর ফেলিয়া দেন তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠে। তাহাতে শিশুটী গুরুতর আঘাত পায় ও পরে তাহার জীবনলীলা শেষ হইয়া যায়।

যখন দুইটী বালক বালিকা অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইল ও অপরটীর জন্য চেষ্টা করা হইয়া গেল তখন সকলে দেখিল এ্যালিস খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে কেবল আগুন ও ধোঁয়া; তাহারি মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি কাঁপিতেছেন। ইহা দেখিয়া লোকেরা তাঁহার পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল ও বারবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "শীঘ্র লাফাও! নিজেকে বাঁচাও।"

কিন্তু আবার তাঁহাকে মিষ্টার চ্যাণ্ডল্যারের ঘরের দিকে যাইবার জন্য ফিরিতে দেখা গেল। সকলে বুঝিল যে তিনি অপর সন্তানটীকেও বাঁচাইবার ইচ্ছা করিতেছেন কিন্তু শক্তি পাইতেছেন না। পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, দুর্গন্ধ গ্যাসের গন্ধে ও ধোঁয়ায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া তিনি কোনও রকমে জানালার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার সকলে সেই পালকের গদীটী তুলিয়া ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন এ্যালিস লাফাইয়া পড়িলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া লাফাইতে পারেন নাই। তাহাতে গদীটীর উপর পড়িবার আগে দোকানের কার্ণিসের উপর যে লোহার কার্ণিস ছিল তাহা দ্বারা পৃষ্ঠে গুরুতর আঘাত পান। সেই আঘাতই তাঁহাকে একেবারে অজ্ঞান করিয়া দেয় ও তাঁহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়।

তারপরে দমকলগুলি আসিয়া পড়িল ও খুব জোরের সহিত কাজ করিতে করিতে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পরে আগুন নিবাইতে সক্ষম হইল। কিন্তু আর প্রাণও বাঁচিল না কিম্বা কোনও জিনিষও রক্ষা পাইল না। দেখা গেল মিঃ চ্যাণ্ডলারের

প্রাণশূন্য-দেহ ক্যাশবাক্স লইয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া আছে। তাঁর পত্নী জ্যেষ্ঠ সন্তানটীকে জড়াইয়া ধরিয়া মিস আয়াসএর ঘরের সেই জানালাটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মিস্ এ্যালিস আয়ার্সকে গ্রে হাঁস-পাতালে লইয়া যাওয়া হয়। যাহাতে তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন তাহার জন্য সকল রকমে চেষ্টা করা হইল কিন্তু সকলি বৃথা হইল। কেবল কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল সেই সময়ে আপন পিতাকে তিনি এই সব কথা বলিয়া যান—কি রকম করিয়া, কত কষ্ট করিয়া সে সন্তান কয়টীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন সমস্তই বলিয়া যান। যে দিন তিনি সেই গুরুতর আঘাত পান তাহার প্রায় দশ দিন পরে তিনি মরণের স্নিগ্ধ কোলে স্থান পান। কিন্তু শেষ কয়দিন প্রায়ই তিনি অজ্ঞানাবস্থায়ই থাকিতেন ও সেই রকম অবস্থাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

৪ঠা মে ইস্‌লেওয়ার্থের গোরস্থানে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। অনেক লোক—দেশের যত গণ্যমান্য লোক—তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিবার নিমিত্ত তাঁহার কফিনের সহিত গমন করেন। কুড়ীটী কুমারী বালিকা শ্বেত-পরিচ্ছদ পরিয়া শ্বেত-ফুলের মালা ও তোড়া লইয়া শবাধারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান। যখন কফিন কবরে নামাইয়া দেওয়া হয় অনেকে তাহার মধ্যে ফুল দেন।

এখনও তাঁহার সেই সামান্য সমাধি ইস্‌লেওয়ার্থের গোরস্থানে আছে। তাহার উপরে লিখিত কথা অল্প; দেখিতেও ইহা তত সুন্দর নয়; কিন্তু যে অমূল্য রত্ন ইহার গর্ত্তে নিহিত আছেন তাঁহাকেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্য আজও অনেকে তাহা দেখিতে যান। লণ্ডনের যে অংশে তিনি বাস করিতেন সেই অংশের অনেকের কাছে এখনও তাঁর এই সাহস, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের বার্ত্তা প্রতিদিনের আলোচ্য বিষয় হইয়া আছে। আজ আমরাও তাঁহাকে স্মরণ করি; আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দি।

শ্রী অকিঞ্চনবালা পাল।

স্বর্গীয়া কুমারী যোগপ্রভা মজুমদারের

সংক্ষিপ্ত দৈনিক লিপি।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

"প্রভো! তোমার এ কি ভাব? শরীরের সামর্থ্য কেড়ে নিয়ে কাজের ভার চাপিয়ে দিলে, আমি কি করি? সামর্থ্যের অভাব আমার প্রতিপদে মনকে বিচলিত করে। তুমি দয়া করে এইটুকু বিশ্বাস দিয়েছ যে, তোমার নিয়োগের প্রতীক্ষা করে থাকলেই সময়ে সুফল ফলবে ও সুখী হব। কিন্তু দুর্ব্বল মন বিচলিত হয়, আমি দিশাহারা হই, বল দাও। আমি পদে পদে আমার কর্ত্তব্য বুঝেও তা সম্পন্ন করিতে পারি না, আমায় ধৈর্য্য দাও।"

"জননি, কর্ত্তব্য বড় কঠিন। কিন্তু এখন বুঝেছি ইহাই অবশ্য ও একমাত্র কর্ত্তব্য।

আর বুঝি অল্প দিনই ইহা করতে হবে, ভবিষ্যতে আর কখনও করতে হবে না। আমরা যে মার মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি, তাঁর সেবা আরও পূর্ণরূপে করিতে দাও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কত ত্রুটি হয়ে যায়, শেষে কষ্ট পাই। শরীর মনে বল দাও, যা হয় হোক্, প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করি, এই আশীর্ব্বাদ কর।"

"সব শেষ হয়ে গেল! এত কষ্ট, যন্ত্রণা, সংগ্রাম এত দিন থেকে হচ্ছিল, কেবল একটি মুহূর্ত্ত, একটী নিঃশ্বাস, তার পর সব শূন্য, জড়। সুখ দুঃখ অভাব তৃপ্তি, পার্থিব কোন অভাব আর নাই, সব নিষ্ফল। এ তোমার কি রহস্য? কেউ জানে না, বোঝে না কি ব্যাপার, এ দেখে লোকে ভীত, ত্রস্ত, নির্ব্বাক। প্রভো! তোমার এ মহা প্রভুত্বের অন্তরালে কি আছে বল। শরীরের ভিতর তোমার যেটুকু অংশ ছিল তা কোথায়? শুনি যে আত্মা তোমারি মধ্যে, কিন্তু সে কিরূপ তা বুঝি না, দয়া করে বুঝিয়ে দাও। এই সব দেখে শুনে সংসার এতই অনিত্য বোধ হয়, কিন্তু সবের ভিতর যে তুমি নিত্যরূপে রয়েছ। জ্ঞানী ভক্তেরা তোমার যে ভাব দেখে জগতে প্রচার করেছেন, সে ভাব আমার অন্তরে প্রকাশিত কর, আমায় সংসারে মুগ্ধ হতে দিও না। এ সংসারে শোক বা দুঃখের কিছুই নাই, এ ভাবে অন্তর পূর্ণ কর। কেবল সেই যে আত্মা, তোমার অংশ, সকল সদ্‌গুণের সমষ্টি, তাই আত্মস্থ করতে দাও, এই ভিক্ষা।"

"আমার হৃদয়ের দেবতা! আমি জানি তুমি আমায় রক্ষা করবে, কিন্তু এমন সহজে, মানবের অবোধ্য অতি সহজ এমন উপায়ে যে কর তা জানতাম না। আমার কিছুই বিশ্বাস নাই তাতেই এত, তবে যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার কাছে প্রার্থনা করলে তো তুমি আমাকে পরিপূর্ণ করে ছাপিয়ে দেবে। বিশ্বাসকে খুব বাড়িয়ে দেও।"

"মঙ্গলময়ি! আজ জীবনের আর একটী দিন কাটলো, আমার জীবনের আর একটী ব্রত উদ্‌যাপিত হোলো। আমার এ দুর্ব্বল হৃদয় কত আঘাতে চূর্ণ করলে, কত রোগ ভোগ করলাম. কত কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি হলো। সবের ভিতর দিয়ে তুমি কত শিক্ষা দিলে. এখন আমাকে স্বাস্থ্য দেবার জন্য তুমি এখানে আনলে, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। আমার এই শরীর দিয়ে তোমার জগতের যেটুকু কাজ হয় তা সম্পন্ন করে লও। সকলের কত সেবা কত যত্ন পেয়েছি, এখন আমাকে প্রাণভরে সকলকে সেবা করতে দাও। আমার হৃদয় খুব উদার প্রশস্ত কর, সংসারের কর্ত্তব্য সাধন, আর তোমাতে নির্ভর, এই দুটী বিশেষরূপে করে দাও।

আমাদের মার ন্যায় সহিষ্ণুতা, প্রসন্নতা, বৈরাগ্য দাও। মোহ দূর করে হৃদয়কে তোমার আলোকে উজ্জ্বল কর, তোমার শ্রীচরণে ব্যাকুল হৃদয়ে এই ভিক্ষা।"

"জননি! এই সংসার বড়ই পরীক্ষাপূর্ণ। আমি দুর্ব্বল, সর্ব্বদাই টলমল করি। তুমি সর্ব্বদা উচ্চের দিকে টানছো, অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে একপদ অগ্রসর হতে না

হতে সংসার এক আঘাতে দশ পদ নীচে ফেলে দিচ্ছে। তখন নিরাশায় হৃদয় ভেঙ্গে যায়। তুমি বল দেও। বড় কষ্ট পাই, কত অন্যায় করি, কিছুই বুঝতে পারি না। দয়াময়ি! তুমি সহায় হও। তোমার মঙ্গল হাতের এই বেদনাযুক্ত দানের পরিবর্ত্তে যেন মুক্তি না চাই। তুমি সহিবার শক্তি দাও, বল দাও, তোমার পথে নিয়ে চল।"

"চিরমঙ্গলময়! তোমার পরিচালনা আমাদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিল। আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছা পূর্ণ হোলো, চিরজীবন তাই হোক। কিন্তু এখন ভাবছি আমাকে কেন রাখলে, আমি অজ্ঞান, কি বুঝবো, তুমি বুঝিয়ে দাও। তোমার আরো কি গূঢ় ইচ্ছা আছে তা আমি জানি না। ধীর ভাবে আমাকে তা বুঝিতে দাও। এই রম্য স্থানের চারি দিকে স্নেহময় আত্মীয় স্বজন, এঁদের চরিত্রের মধ্যে থেকে সদ্‌গুণ যা শিক্ষণীয় তা শিখিতে দাও। সকলের সহিত স্বর্গীয় আসক্তিবিহীন প্রেমে বদ্ধ হতে দাও। সর্ব্বোপরি তোমাকে আরো ভাল করে জানতে ও বুঝতে দাও। তোমার চরণে এই প্রাণের ভিক্ষা, তুমি পূর্ণ কর।"

"জননি! বিচিত্র তোমার লীলা? এতদিন রোগশয্যায় রাখ্‌লে, রোগশয্যাতেই আমার জীবনের একটী নূতন দিন চলে গেল। এ কেন করলে তুমিই জান। সে দিনে আত্মীয় স্বজনের কত অযাচিত আশীর্ব্বাদ, শুভ ইচ্ছা, আর তোমার দান অসুস্থতা! তাও মন্দ লাগে নাই। তার ভিতরেও বেশ একরকম নির্ম্মল শান্তি ভোগ করছিলাম। আমার সহজেই মনে হয় এই দুর্ব্বল শরীরে কোন কাজই হবে না, কারো সেবা করতে পারব না, কেবল সেবা নিতে হবে, আর সকলেরই কষ্ট, কারো সুখ হবে না। তবে এ শরীরে প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমার অভিপ্রায় কি জানি না, কেন যে রেখেছ, আমার দ্বারা কি কাজ যে হবে, জানি না। তবে হোক, আর যে কয়দিন রাখ্‌বে শীঘ্র শীঘ্র সে কাজ করিয়ে নাও। আর আমার মনকে বেশ প্রশান্ত বিকারশূন্য কর।"

"দেবতা! তোমার কৃপায় দিনগুলি মন্দ যাচ্ছে না। মনটা একটু দৃঢ় হয়েছে, আরও দৃঢ় কর। তোমার চিন্তায় অন্তরকে আরও পূর্ণ কর। উৎসাহ উদ্যমের অভাব দেখছি, তাতে কোন কাজ এগোবে না, আরো বল দাও। আমার মনকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দাও। ধীরতা দাও, যেন উদ্দীপ্ত ক্রোধকে শান্ত করতে পারি।"

"মঙ্গলময়ি মা! তোমার বিধান মঙ্গলপূর্ণ। এই কয়দিন তোমার এই কয়টী সাধককে আমাদের মধ্যে এনে কত উচ্চ ভাব, উচ্চ জীবন, মধুর উপাসনা, এ সব লাভ করবার সুযোগ দিলে, কেমন সুন্দর নূতন শিক্ষা দিলে ও কত নূতন ভাব মনে হোলো, কিন্তু ইহা যেন ক্ষণিক না হয়। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন এর ভিতর থেকে নূতন বিষয় সব শিখতে পারি। জীবনকে উন্নতির দিকে নিয়ে চল, মনকে আরও স্থির কর, সংসারে অবিচলিত কর, আশীর্ব্বাদ কর, তোমাতে বিশ্বাস খুব বাড়াও।"

"দিন, সপ্তাহ, মাস গিয়ে গিয়ে একটী বৎসর কিভাবে কাটলো মা তুমি যেমন জান, আমি তেমন জানি না। এ বৎসর কত রোগ, দুঃখ, মানসিক কষ্টের মধ্যে কত বিদ্বেষভাব, অসৌহৃদ্য মনকে কলঙ্কিত করেছে। যা কখনো জানতাম না, তা মন কখনো চিন্তা করবে ইহা ভাবি নাই। এ ভাবে আমার দিন কেটেছে. সে জন্য যড়ই ব্যথিত হইয়াছি। লোকের প্রতি কত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, কত রাগ করেছি তার শেষ নাই, মন শিথিল, সংসার অপ্রীতিকর।

কিন্তু মা! তোমার কাছে সেই জন্য কাঁদি, আমি কি কোরবো বলো—সর্ব্বদাই বর্ত্তমান অবস্থা ভাল লাগে না, এ যে আর এক মহাপাপ। আমি কি তবে তোমার বিধান অবহেলা করে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে ইচ্ছুক? তাও তো নয়। এত অধৈর্য্যের মধ্যেও তোমার দয়া অনুভব করছি। যখন মন বড় অশান্ত হয়, তখন তুমিই তো শান্তি দাও, তখনকার জন্য তুমিই একটু বুঝতে দাও যে, এত বিপদসঙ্কুল অবস্থায় পড়িছি তাই তো সংসারে অনাস্থা। ভবিষ্যতে যদি সংসারে প্রতিষ্ঠিত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তখনও যেন এমনি অনাসক্তির সঙ্গে সংসারে থাকতে পারি এই করো।

এবৎসর এই প্রাণের ভিক্ষা যে, আমার মনকে খুব স্থির কর্ত্তব্যশীল কর। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পাপীর জন্য তুমি অনেক যত্ন করছো, আমায় তার উপযুক্ত কর, আর আমার হৃদয়কে অবনত কর, সকলের সেবা করবার উপযুক্ত কর। তোমার সঙ্গে কিরূপ যোগে যুক্ত হতে হয় তা শিখাও। তোমার শ্রীচরণে ভিক্ষা করি আমার প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।

১৬ই মার্চ্চ, ১৯১২।

স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়।

আজ আপনাদিগের নিকট যাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি তাঁহাকে হয়তো আপনারা সকলেই জানিতেন এবং অনেকে আমাপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল তাঁহাকে দেখিয়াছেন ও তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা জানেন। আমরা তাঁহাকে জানিতাম সে একরূপ সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু আজ তাঁহার সহিত আমাদিগের পৃথক্ সম্বন্ধ। তিনি সাধু ব্যক্তি, স্বর্গে গিয়াছেন; আমরা আজ তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিয়া সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান দান করিতে আসিয়াছি। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ধম্মপদ নামক গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে যাহার অর্থ এই:—যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া সহস্র পদার্থ দ্বারা মাসে মাসে যজ্ঞ করে এবং সেই ব্যক্তিই যদি অন্য এক জন ধর্ম্মপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে এক মুহূর্ত্ত মাত্রও পূজা করে তবে শত বৎসরের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।

মাসে মাসে সহস্রেণ যোযয়েথ সতং সমং।
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহূর্ত্তমপি পূজয়ে
সায়েব পূজনা সে সোয্যা যঞ্চেবস্ন শতহুতং

সাধুচরিত্রকে শাস্ত্র এত মান্য করিয়াছেন কেন তাহা হয়তো আপনাদের মনে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, এ বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন—যদি কোন লোক ধর্ম্মার্থে প্রতি মাসে সহস্র উপকরণ সমিৎ পুষ্প কুশ তীর্থাদির জল দ্বারা হোম করে, তাহাতে সে বিবিধ উপকরণের চিন্তা করিল—অর্থব্যয় ক্লেশ স্বীকার করিল শাস্ত্রে লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পুরোহিত তাহার নামে যজ্ঞ করিলেন। শত বৎসর এইরূপ যজ্ঞ করিলে শত বৎসরই এই পার্থিব উপকরণের সংগ্রহের জন্য সে ব্যক্তি ব্যয় করিল, ইহাতে তাহার মন কোন উচ্চ ভাব, কোন নিত্য বস্তু পাইল না। আর মুহূর্ত্ত কোন চরিত্রবান লোকের পূজা করিল, অর্থাৎ তাঁহার সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণত হইল। এই কার্য্যে সে পৃথিবীর অতীত সাধুতার প্রতি দৃষ্টি করিল, ইহাতে আত্মা ক্ষণকাল মধ্যেও একটা উন্নতি লাভ করিল। এই বিষয় আলোচনা করিতে সাধু কি? সাধু কেন? এ কথাটি একটুকু গভীর রূপে চিন্তা করিবার বিষয়। আমরা সকলেই জানি যে আমাদের শরীর রক্ষা করিতে ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের জন্য অন্ন গ্রহণ করিতে হয়—এই অন্নের উপাদান সকল আকাশে বাতাসে মাটিতে আছে, অশেষ পরিমাণে আছে, কিন্তু আমরা বাতাস বা মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে পারি না। বৃক্ষাদি বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে সেই সকল উপাদান সংগ্রহ হইয়া পুষ্ট হয়, আমরা তাহাদিগের ফল গ্রহণ করিয়া আমাদিগের শরীর রক্ষা করি; এজন্য আমরা জানি যে উদ্‌ভিদ্ না থাকিলে জীবজন্তুর প্রাণরক্ষা হয় না। ভগবানের বিধানে বৃক্ষ যেমন আমাদিগের শরীর রক্ষার উপায় তেমনই আমাদিগের আত্মার রক্ষা ও পুষ্টি সাধনের জন্য সাধু উপায়, সাধুগণ আমাদের আত্মার অন্নপান। আমরা বিশ্বাস করি পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরেতে সত্য, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি আত্মার উপকরণ অনন্ত পরিমাণে আছে কিন্তু আমাদিগের আত্মার এমন গঠন যে আমরা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের নিকট হইতে আত্মার প্রয়োজনীয় উপকরণ গ্রহণ করিতে পারি না। যখন অন্য মানুষ সত্য ন্যায় প্রেমাদি জীবনে লাভ করিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশ করে তখন আমরা তাহা সহজে গ্রহণ করিতে পারি। সাধারণ সকল মানুষই ভগবানের জ্ঞান শক্তি প্রেম পুণ্য প্রভৃতি আমাদিগকে কোন না কোন ভাবে ধরিতে শিক্ষা দেয়—কিন্তু সাধুগণ বিশেষ ভাবে অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপের কোন কোন স্বরূপ আমাদিগের আকর্ষণের বস্তু করিয়া উপস্থিত করেন এবং সাধুকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে যাইয়া সাধুতা বা দেবত্বকে শ্রদ্ধা করি ও গ্রহণ করি।

আমরা আজ যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতে আসিয়াছি তাঁহার চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভাব আমাদিগের অনেকেরই চক্ষের

উপরে রহিয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় সকল বিষয়ে কত সংযম সাধন করিতেন তাহা অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন—আমরা ক্ষুধাতে কত অধীর হই, ক্ষুধাতে কে না অধীর হয় এবং অধীর হওয়াটাই স্বভাব সকলে মনে করে, কিন্তু এত বৎসর তাঁহাকে দেখিয়াছি কখনও ক্ষুধার কথা বলিতে অথবা আহারের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে কখনও দেখি নাই। আমরা বলিব রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করিলে ক্ষুধার জন্য ব্যাকুল হইতেই হয়—উপাধ্যায় দেখাইয়া গেলেন এরূপ সংযম অভ্যাস করা যাইতে পারে যাহাতে বাহিরে কোন ব্যস্ততা প্রকাশ হয় না। ইনি নববিধানে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ছিলেন এবং চিরদিন হিন্দু যোগীর ন্যায় সাধন করিতেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রভাব এত ইঁহার জীবনে ছিল যে শত কার্য্যের মধ্যেও সময়ের কার্য্য সময়ে করিতেন, কখনও কোথাও বিলম্বে উপস্থিত হইতেন না। এই মহিলাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয় যেন আপনাকে ক্রীতদাস মনে করিতেন। অবৈতনিক বক্তা পাওয়া অনেক সময়েই কঠিন হইত, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিলে তিনি বিনা আপত্তিতে সম্মত হইতেন এবং গাড়ী করিয়া আসা যাওয়া করিতে অনুরোধ করিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না—এবং বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠিক উপস্থিত হইতেন। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিত, সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনাতে ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু যখন যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তখনই তিনি অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন। কোন লোক দেখা করিতে গেলে ইনি যেরূপ বিনয় ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন সেরূপ মিষ্ট ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না। এরূপ সম্ভ্রম প্রদর্শন কেবল গণ্য মান্য লোকের প্রতি ছিল তাহা নয়, বাড়ীর ক্ষুদ্র শিশুগণও তাঁহার নিকট একটা মান্য পাইত—যাঁহার ভিতরের কোমলতা, সরলতা ও মিষ্টভাব শিশুগণ অজ্ঞাতসারে অনুভব করিত এবং সাহস করিয়া নিকটে যাইত। প্রচারাশ্রমের সকল কার্য্যভার আশ্রমের অভিভাবক মহাশয়ের উপর ছিল, কিন্তু অবস্থানুসারে যখন এই কার্য্যভার উপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পড়িত, ইনি অতি নিপুণতার সহিত সে কার্য্য করিতেন। ফলে উপাধ্যায় মহাশয় অন্য সকল লোকের মত এক জন ছিলেন—অথচ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার অপর সকল বৃত্তি প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া কেবল সাধনের অনুকূল বিষয় ও বৃত্তিগুলিকে ব্যবহার করিতেন।

গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের এই সাধন ব্যাপার এক সমস্ত জীবনব্যাপী সংগ্রাম বলিতে হয়। তিনি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও বাল্যকালে পিতৃব্যের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, ভগবদ্গীতা পাঠ করেন। ইহাতে একটি শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই যে, "বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালকে, গো হস্তী এবং কুক্কুরকে পণ্ডি-

তেরা সমান দৃষ্টিতে দেখেন।" এই শ্লোকের ভাব অনুসারে গৌরগোবিন্দ স্থির করেন যে, তবে জাতিভেদ কিছু নয়—সকল মানুষই মূলত সমান—এই জ্ঞান উদয় হইবার পর ইনি জ্ঞানের পথে অগ্রসর হন। যখন নানাশ্রেণীর জ্ঞানী দার্শনিকগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিতেছেন এমন সময়ে ভগবানের বিধানে স্বর্গীয় অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় ইঁহার কর্ম্মস্থান রংপুরে প্রচার করিতে গমন করেন। এই সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তিকা True Faith প্রকৃত বিশ্বাস প্রকাশিত হয়। গৌরগোবিন্দ এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া এবং অঘোরনাথকে দর্শন করিয়া জীবনে বিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করেন। প্রকৃত বিশ্বাস পুস্তিকাতে যে কয়েকটী সার সত্য আছে তাহা গৌরগোবিন্দের অন্তরে এক প্রলয় উপস্থিত করে। সে কথাগুলি এই (১) বিশ্বাস সাক্ষাৎ দর্শন, ইহা দ্বারা ঈশ্বর ও পরলোক দর্শন হয়। (২) ন্যায়পরায়ণতাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা, (৩) আমি পারি না একথা বিশ্বাসী কখনও বলে না, (৪) বিশ্বাসীর অন্নজলের চিন্তা হয় না, (৫) বিশ্বাসের অর্থ ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি। গৌরগোবিন্দ ব্রাহ্মসমাজের এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্বাসী দর্শন করিতে ব্যস্ত হইলেন। সাধু অঘোরনাথের সহিত কলিকাতাতে আসিয়া সকল ব্রাহ্মকে এই প্রকৃত বিশ্বাসের লোক মনে করিতে লাগিলেন এবং আপনিও এই বিশ্বাস সাধন করিতে যত্নবান হইলেন। কেশবচন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসিরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে আপনার জীবন বিশ্বাসের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে যখন নববিধানে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে মহাজ্যোতি লাভ করিলেন তখন তাঁহার দেহ মন প্রাণ সমস্ত এই বিশ্বাসের হাতে চিরদিনের জন্য সমর্পণ করিলেন। এই ধর্ম্ম পূর্ণ ধর্ম্ম, ইহা লাভ করিলে আর মানুষের কোনরূপ অভাব থাকিতে পারে না। এই ধর্ম্মের বিশ্বাসিমণ্ডলীতে যোগ দান করিলে আর কোন ভয় নাই, কোন অংশে কখনও অপূর্ণতা আসিতে পারে না, ইহাকে স্বীকার করা অর্থাৎ আপনাকে অস্বীকার করা—এখানে কোনরূপ স্বার্থ-অন্বেষণ, নাম যশের স্পৃহা, স্বাধীনতা কিছুই থাকিতে পারে না। অনন্তজ্ঞান প্রেমময় আপনি যাহাদিগের সকল ভার লইয়াছেন তাহাদের কখনও কোন অভাব হইতে পারে না। এই বিশ্বাস গৌরগোবিন্দকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি আপনাকে ধর্ম্মমণ্ডলীর বাহিরে ভাবিতে পারিতেন না—তিনি পূর্ণ ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্ম দ্বারা পূর্ণরূপে গ্রস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর উপাধ্যায় মহাশয় বহু বৎসর কার্য্য করিয়াছেন, ধর্ম্মসমাজের মঙ্গলের জন্য লোকের সহিত কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন, সময়ে সময়ে যেন উগ্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন—কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন সমস্তই ধর্ম্মের জয়ের জন্য ও বিশ্বাসিমণ্ডলীর মঙ্গল সাধনের জন্য করিয়াছেন। বহুবৎসর ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা সম্পাদন করিয়া কত সত্য প্রচার করিয়াছেন—

বড় বড় গ্রন্থ রচনা করিয়া কত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, আপনার উচ্চজীবনের জন্য কতস্থানে মান্য শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোন জ্ঞান, কোন যশ, কোন অর্থ তিনি আপনার মনে করিতেন না। এই ভাবে পূর্ণধর্ম্মবিধানে যাঁহারা আহূত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের কিরূপ ভ্রাতৃভাব ছিল তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবী অধিক দেখিতে পায় নাই। যে কয়টি বন্ধু ভগবানের আহ্বানে তাঁহার ধর্ম্মসাধনে ও প্রচারে আহূত হইয়াছিলেন সকলে মিলিয়া যেন একজন, এক ঘনিষ্ঠমণ্ডলী। বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন গুণ জ্ঞান শক্তি ছিল, এজন্য একজনের অভাব অন্যের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ হইত। যদিও অকালে এ দল বাহ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তথাপি শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসীর পক্ষে উচ্চ ধর্ম্মভূমিতে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ভ্রাতৃমণ্ডলী দেখিবার অবকাশের অভাব হয় নাই। যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাও সর্ব্বান্তঃকরণে এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিয়াথাকেন। আমি পরে আসিয়াছি, ইহার পূর্ণাবস্থার সৌন্দর্য্য তত দেখি নাই, কিন্তু গৌরগোবিন্দ ও কান্তিচন্দ্রের ভ্রাতৃভাব দেখিয়াছি। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে এ দুজনের প্রকৃতি ভিন্ন, শিক্ষা ভিন্ন, কার্য্য ভিন্ন, রুচি ভিন্ন, কোন বিষয়েই যেন মিল নাই; কিন্তু এই দীর্ঘজীবনে এক অন্যকে কোমল ভালবাসা বিশ্বাস শ্রদ্ধাদ্বারা আপনার করিয়া রাখিয়াছিলেন। কি যেন প্রেমের টান ছিল, যাহাতে সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রভুর পূজাতে ও তাঁহার মণ্ডলীর সেবাতে উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া চিরকাল জীবনযাপন করিলেন। যাহাকে বলে বিনা সূতায় বাঁধা, এ দুজন সেই বিনা সূতায় বাঁধা। গৌরগোবিন্দ কান্তিচন্দ্রের প্রতি আপনার ও পুত্রগণের বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছেন, আর কান্তির আপনার কেহ নাই অথচ উহাদিগকে লইয়াই সংসার করিতেছেন। গৌর কান্তির প্রদত্ত অন্ন না পাইলে গ্রহণ করিবেন না, কান্তি গৌরের মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া যে তৃপ্তি যে শান্তি অনুভব করেন তাহা আর কাহারও মুখে ভগবানের নাম শুনিলে হয় না। এ দুজনের অলৌকিক প্রেমসম্বন্ধ কত কোমল, কত মধুর, কত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই দুজনের জীবনে যাহা অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে এই দলের অন্য সকলের সহিতও ঠিক এই সম্বন্ধ আছে; যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এখনও আছেন ইঁহাদের মধ্যে একটা অপার্থিব প্রেমসম্বন্ধ যাহা কেবল ভগবানের ভিতর দিয়া আসিয়াছে ইহা গৌরগোবিন্দ চিরদিন অনুভব করিতেন। শুধু যে কান্তিচন্দ্রের সহিত এই মিষ্ট ও সত্যসম্বন্ধ ছিল তাহা নয় তাঁহার অন্তরে সকলের জন্যই এইরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে এ দলের সম্বন্ধ নিত্য। এই নিত্য সম্বন্ধের কথা বলিতেই বিবাহের কথা মনে হয়। এইরূপ সম্বন্ধ অনেকাংশে বিবাহের ন্যায় সম্বন্ধ। ইহাতে প্রভেদ এই যে বিবাহ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বর কন্যা বলেন, তোমার হৃদয় আমার হউক,

আমার হৃদয় তোমার হউক—এইরূপে মিলিত হইয়া আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক। ধর্ম্মমণ্ডলীতে আত্মায় আত্মায় মিলনের নিয়ম একটু ভিন্ন, এখানে দুজন হউন, দশজন হউন প্রত্যেকে বলেন আমার হৃদয় ঈশ্বরের হউক, তোমার হৃদয় ঈশ্বরের হউক, ঈশ্বরের ভিতর দিয়া আমরা পরস্পরের হই। বিশ্বাসরাজ্যে এই আত্মিক বিবাহ একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান, এখানে শুধু স্বামী-স্ত্রীতে বিবাহ হয় তাহা নয়; ভাই ভাই, ভাই বোন, বোন বোন, পিতা পুত্র মাতা কন্যা, সম্পর্কিত বা নিঃসম্পর্কিত যে আত্মা ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন তখন ভগবান্ তাহার আত্মার যোগ্য সখাকে আনিয়া দেন। এইরূপে মিলিত মণ্ডলী ঈশ্বরের পরিবার হন এবং ঈশ্বরের মহিমা জগতের নিকট প্রকাশ করেন। নববিধানে এই ধর্ম্মক্ষেত্রে বিবাহ হইয়াছে—উপাধ্যায়ের জীবনে ইহা দেখিয়াছি কিন্তু ইহা প্রত্যেকের পক্ষে প্রয়োজন—যাঁহারা ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়া আত্মায় বন্ধু পান তাঁহারা ধন্য। ভগবান্ উপাধ্যায়ের জীবনের স্বর্গীয় রত্নে আমাদের সকলকে ভূষিত করুন।

স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পুরুষকার—আমাদের উপাধ্যায় মহাশয় চিরজীবন অকিঞ্চনতার সাধক ছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তিনি অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অটল-হৃদয় বীরপুরুষ ছিলেন। তৃণ-পেক্ষা সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া যিনি চিরজীবন ধর্ম্মসাধন করিলেন তিনিই আপনার কোন আসক্তি প্রবৃত্তি প্রভৃতি দমন করিতে এবন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন যে প্রাণ গেলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ধর্ম্মসাধন করেন কিন্তু মনে হয় অনেকের জীবনেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অভাব। উপাধ্যায়ের জীবনের দু চারিটা বাহিরের কথা বলিলে পাঠক পাঠিকা এরূপ দৃঢ়তা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা বাঙ্গালী, সকলেই গরম মুড়ী ও সন্দেশ রসগোল্লা খাইতে ভালবাসি; গৌরগোবিন্দও তাহা ভাল বাসিতেন। তাঁহার মনে ধারণা হইল এই সকল খাদ্যবিষয়ে তাঁহার লোভ আছে, অমনই এই তিনটি বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্য ত্যাগ করিলেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম তাঁহার জীবনে কখনও দেখা যায় নাই। আভ্যন্তরিক সাধন বিষয়েও তাঁহার এইরূপ দৃঢ়নিষ্ঠা ছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তিনি এক বৎসরকাল বিশেষ সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, কমলকুটীরের বাহিরে গমন করেন নাই এবং ধ্যান চিন্তা পাঠে প্রায় সময় ব্যয় করিতেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যোগানন্দ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন, এমন কি তাঁহার জীবনের আশা থাকে না; উপাধ্যায় এরূপ অবস্থাতেও কমলকুটীরের বাহিরে যাইয়া পুত্রকে দেখিলেন না। তাহার পর আরও

কয়েকবার বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ সাধনের জন্য একাসনে প্রায় সমস্ত দিন ধ্যান-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, প্রতিদিন ১৪।১৫ ঘণ্টা একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান-চিন্তায় ব্যয় করাতে কত মনের বলের প্রয়োজন তাহা যাঁহারা সাধন করেন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। যখন বহুলোকের মান্য, অর্থসাহায্য, নানা-রূপে সমাজের সুবিধা এক দিকে এবং আপনার ও সমবিশ্বাসিগণের অন্তরের ধর্ম্মবিশ্বাস অপরদিকে হইল—গৌরগোবিন্দ লোকের অসন্তুষ্টিভাজন হইয়া, অর্থসম্বন্ধে ক্ষতি স্বীকার করিয়া শতরূপ অসুবিধা স্বীকার করিয়া অন্তরের আলোকের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

নববিধান সমাজে সমবেত প্রত্যাদেশ নেতা হইবে, প্রত্যাদিষ্টদিগের সভা-শ্রীদরবার এ যুগেও সম্ভব এ সত্য একদিকে উপাধ্যায়ের বিশ্বাস ও অপরদিকে তাঁহার পুরুষকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মসাধনে একদিকে কুসুমের ন্যায় কোমল হইতে হয় অপরদিকে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইতে হয় এই সত্য গৌরগোবিন্দের জীবনে অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও শাস্ত্রলেখন—উপাধ্যায় সমস্ত জীবন বিদ্যার্থী ছিলেন। যখন অন্য লোকে অন্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত, অন্য কাজ করিতেছে, অন্য কথা বলিতেছে, উপাধ্যায় পাঠে বা লিখনে নিযুক্ত রহিয়াছেন এই রূপই সর্ব্বদা দেখা যাইত। প্রচারাশ্রমের আফিস ঘরে কত লোক কত কথা লইয়া আসিতেছে, পুস্তক বিক্রয় হইতেছে, লোকের বাড়ীতে বিবাহ শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা হইতেছে, নানাবিষয়ে তর্কবিতর্ক হইতেছে ইহার মধ্যে উপাধ্যায় স্থাণুবৎ আপনার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমরা দেখিয়াছি যে ওরূপ স্থানে বসিয়া আমরা একদণ্ডও কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না, কিন্তু গৌরগোবিন্দ যেন নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন। চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল হইল যখন ব্রহ্মানন্দের নিদেশে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু ও উপাধ্যায় ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত মাঙ্গালোরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য গমন করেন তখন প্রথমোক্ত দুইজন উৎসাহের সহিত বক্তৃতাদি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন—গৌরগোবিন্দ সেখানেও অধ্যয়ন ও পুস্তক প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। মাঙ্গালোরের স্থানীয় ভাষা দক্ষিণ কেনারীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষাতে উপাসনা-প্রণালী গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহু পরিশ্রম করিয়া যে ভাষাটি শিক্ষা করিয়া তাহাতে পুস্তক লিখিয়াছিলেন পরে কিন্তু তাহার একটি বর্ণও তাঁহার মনে ছিল না। সে পুস্তক এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। উপাধ্যায় যখন গীতার সমন্বয় ভাষ্য লিখিতেছিলেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, এই সময়ে তিনি ভাষ্য সহিত সমস্ত বেদ পাঠ করেন এজন্য বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা

পরিশ্রম করিতেন। যতদিন তাঁহার শরীর কার্য্যক্ষম ছিল ততদিন তিনি প্রতিদিন ১২।১৩ ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে উপাসনা আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে যে সময় যাইত তাহা বাদে সমস্ত সময়ই লেখা ও পড়ায় তিনি ব্যয় করিতেন।

স্ত্রীজাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করা উপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র মহিলাগণের শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে ইনি নিয়মমত অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। তাহার পর প্রথম যখন ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহাতে প্রতিদিন সাধারণতঃ দুই ঘণ্টাকাল শিক্ষাদান করিতেন। মহিলাগণের জন্য যখন নিয়মিত বক্তৃতা দান করা আরম্ভ হয় গৌরগোবিন্দ অতি নিষ্ঠার সহিত বিবিধ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। চারি পাঁচ বৎসর হইল একদিন মহিলাদিগের সভাতে বক্তৃতা করিতে করিতে তাঁহার বলিবার শক্তি হঠাৎ চলিয়া যায়। সেইদিন হইতে বক্তৃতা দান করা আর হয় নাই। তাহার পর বলিবার শক্তি অনেকটা ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি বলিতেন "বিধাতা আমার উপদেষ্টৃত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন।" আর কখনও তিনি উপদেশ দেন নাই। যদিও উপাধ্যায় চিরজীবন পুস্তক পত্রিকাদি লিখিয়াছেন—ইহা একটি অতি আশ্চর্য্য বিষয় যে তিনি নিজে কোন বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই। যিনি নববিধান ধর্ম্মালোক লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন, সমস্ত জীবন তাহার গৌরব কীর্ত্তন করিলেন, তিনি নিজে একখানি বিধানতত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে তিনি সমস্ত জীবন যাহা কিছু লিখিয়াছেন সে সমস্তই বিধানতত্ত্ব আলোচনা—বিধান প্রচার। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদকতা করিয়াছেন, কয়েক বৎসর ইউনিটী ও মিনিষ্টার ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ সকল সম্বন্ধে যখন যাহা লিখিতেন তাহাই তাঁহার জীবনের বিশ্বাসের ও দর্শনের কথা লিখিতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র নামে যে বৃহৎ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে যদিও তিনি অপরের কথাও বিশেষ আচার্য্যের কথাতেই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং নববিধানের অভ্যুদয়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে তিনি কেবল আপনার দর্শন, আশা ও বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের সমন্বয় ভাষ্য লিখিয়া ভারতবর্ষে ও ইউরোপে পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি পণ্ডিতের মান্য প্রাপ্ত হইতে এসকল পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই। বিধানের আলোকে এই সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া গেলেন যে তাহারা যে ধর্ম্মের কথা বলে তাহার পূর্ণতা এই মহাসমন্বয়ের ধর্ম্মে রহিয়াছে। তিনি যে ধর্ম্মবিধান সকলের পূর্ব্বাপর যোগ ও ক্রমবিকাশে বিশ্বাস

করিতেন তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিবার এরূপ সুযোগ আর কোথাও হইতে পারিত না। উপাধ্যায় মহাশয় অতি কোমল সংস্কৃত শ্লোকে আপনার একখানি ক্ষুদ্র জীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা আত্মজীবনী পাঠ করিয়া সুখী হইবেন কিন্তু আমাদের বিশ্বাস উপাধ্যায়ের জীবন নববিধান ধর্ম্মের ধর্ম্মসমন্বয়ের একখানি ভাষ্য। যাঁহারা যে যুগে তাঁহার লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি পাঠ করিবেন ও তাঁহার জীবন শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিবেন তাঁহারা শ্রীভগবানের নববিধানের আলোক লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন।

আমাদের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র উপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা তাঁহার চরিত্রের বাহিরের কথা কয়েকটি লিপিবদ্ধ করিলাম মাত্র। তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, ভগবানের প্রতি, তাঁহার বিধান সকলের প্রতি ও বিশেষভাবে নববিধানের প্রতি অতি গভীর বিশ্বাস, সাধনের অনন্যসাধারণ ভাব, তাঁহার গভীর যোগ, তাঁহার নিষ্কামকর্ম্ম, তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি এ সকল বিষয় কিছুই বলা হইল না। এরূপ অসম্পূর্ণ জীবনী মহিলাতে প্রকাশ করিবার দুইটি কারণ আছে—প্রথম কারণ এই যে বর্ত্তমান লেখকের সে সকল উচ্চজ্ঞান ও সাধনের বিষয়ে প্রবেশ নাই, দ্বিতীয় কারণ এই যে মহিলার পাঠক ও পাঠিকাগণের হয়তো তাহা রুচিকর হইত না। আমরা আশা করি উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান কোন জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বন্ধু শীঘ্রই তাঁহার একখানি পূর্ণ-জীবন-চরিত শীঘ্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির সম্মাননা করিবেন।

মহিলার রচনা।

কেন আমি এসেছি হেথায়?

সংসারের কোলাহল ছাড়ি
আসি যবে তোমার আলয়,
এই প্রশ্ন উঠে বার বার
কেন আমি এসেছি হেথায়?

চারি দিকে দেখি তাকাইয়া
প্রকৃতির মূরতি মোহন,
নিতি নিতি করিছে কেবল
আপনার কর্ম্ম সাধন!

কাননেতে দেখি ফুল হ'তে
গন্ধ লয়ে চলেছে পবন,
অন্ধ শুধু আপনার কাজে
আপনাতে আপনি মগন।

লতিকার কোমল অঙ্গেতে
দেখি ফুল থাকে যে ফুটিয়া,
সুখ দুঃখ জানেনা তো কিছু
কাজ শুধু যায় সে করিয়া।

নদীতীরে দেখি ঊর্ম্মিবালা
হেলে দুলে বেলাভূমি চুমে,
প্রান্তরেতে দেখি তৃণ ফুল
নমে শির লুটাইয়া ভূমে।

অভ্রভেদী অচল ভেদিয়া
ধায় নদী সাগরেরি পানে,
সাধ্য কার রোধে গতি তার
পুন তারে ফিরাইয়া আনে।

বিধাতাগো তুমি যার তরে
করেছ যে কাজ মনোনীত,
সাধ্য নাহি এজগতে কারো
লওয়াইতে তার বিপরীত।
পশু পক্ষী তরু লতা যত
সকলেই এজগত মাঝে,
দিবানিশি ব্যস্ত অনুক্ষণ
তোমারই মনোনীত কাজে।
তুচ্ছ তৃণ হতে উচ্চ প্রভু
নারী জন্ম দিয়াছ আমায়,
তবে কেন প্রশ্ন উঠে মনে
কেন আমি এসেছি হেথায় ?
এজগতে আমাদের লাগি
কত কাজ রয়েছে পড়িয়া,
তার মাঝে কোন কাজে মোরে-
মনোনীত লয়েছ করিয়া ?
কত দুঃখী কাঁদিছে বসিয়া
অনাহারে মলিন বয়ানে,
জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ কলেবর
অশ্রুকণা ঝরিছে নয়নে।
অভাগার নয়নের জল
মুছাইতে কে আছে বলনা ?
আমাদেরি কাজ এসকল
একথাতো কখন ভাবি না !

বর্ষ বিদায়।

মনে পড়ে সেই দিন এসেছিলে যবে,
নবীন সজ্জায় দেহ আবরি নীরবে,
নব বধূটীর মত। হৃদয়ের মাঝে
এনেছিলে কত আশা, প্রতিজ্ঞার বল,
কত প্রীতি, ভালবাসা, নির্দ্দোষ সরল।
নিয়োজিতে সবাকারে সংসারের কাজে।

(২)

সবার হৃদয় তুমি অপূর্ব্ব আলোকে।
পূর্ণ করি দিয়েছিলে নবীন পুলকে;
শেষ তাহা হয়ে গেছে আজি অলক্ষিতে
পরিপূর্ণ আজি তব জীবনের কাল
ঘিরিয়া এসেছে আজি তাই তমোজাল
লুকায়ে লইতে তোরে আপন কুক্ষিতে।

(৩)

দিনেকের ফের ফারে কত দূরে তুমি
চলিয়া যাইবে ছাড়ি পুরাতন ভূমি,
অতীত বিস্মৃতি-বক্ষে চিরদিন তরে—
লুপ্ত হবে ক্ষুদ্র অই অস্তিত্ব তোমার
রহিবেনা হেথা তব কোন চিহ্ন আর
বাঁধিয়া লইয়া যাবে পুরাতন চোরে।

(৪)

আজি এ বিদায় দিনে বাজিতেছে ব্যথা
জাগিয়া উঠিছে মনে আজি কত কথা।
জড়িত রয়েছে কত হাসি অশ্রু শোকে
আজিকে তোমার সাথে মুছে লয়ে যাও
মরমের অশ্রুধারা। আজিকে ডুবাও
সকল বাসনা-বহ্নি বিস্মৃতির লোকে।

(৫)

পুরাতন যাহা কিছু রাখিওনা আর
হৃদয়ের অন্তঃপুর করিয়া আঁধার
নিরাশের অশ্রুম্বেরা ভীষণ তুফান
মর্ম্মঘাতী শোক তাপ কামনা জঞ্জাল
মায়া মোহ বাসনার তীব্র হলাহল
আজিকে তোমার সাথে হউক নির্ব্বাণ।

২০ চৈত্র।
জয়পুর, হাওড়া। } শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গত ডিসেম্বর মাসে ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে মহা দরবার করিয়া যে সকল আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন তাহা ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এতদিন কলিকাতা সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এখন আর এ নগরের সে উচ্চপদ নাই, এখন হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল এখন কলিকাতা কেবল বাঙ্গালা দেশের রাজধানী রহিল। কলিকাতার এই পদচ্যুতিতে সকলেরই দুঃখ, বিশেষ কলিকাতাবাসিনী মহিলার পাঠিকাগণ হয়ত কলিকাতার দুঃখে বড়ই দুঃখবোধ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রজাবৎসল সম্রাট্ আমাদিগের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া এই ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি বঙ্গদেশের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছাতেই মন্ত্রিগণের পরামর্শ-অনুসারে এই আজ্ঞা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ এই দেশের উন্নতির জন্য নানা প্রকারের রাজনৈতিক অধিকার প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত অধিক অধিকার প্রার্থী হইয়াছিলেন তাঁহারা কেবল সময় সময় বলিয়াছিলেন যে এদেশকে স্বরাজ দেওয়া হউক। দেশের গণ্যমান্য লোক এমন কি যাঁহারা বক্তৃতা করিতে বা প্রবন্ধ লিখিতে স্বরাজ চাহিতেন তাঁহারাও হয়ত আশা করেন নাই যে বিদেশের রাজা বঙ্গদেশকে শীঘ্রই স্বরাজ দিতে ইচ্ছা করেন এবং ক্রমে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদের অভিপ্রায়। রাজা পঞ্চম জর্জ যে রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠাইয়া লইয়া গেলেন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে রাজপ্রতিনিধি কলিকাতা নগরে বাস করিলে কলিকাতা সাক্ষাৎভাবে তাঁহারই শাসনাধীন থাকিবে তাহা হইলে এদেশের গবর্ণর ও তাঁহার সহকারিগণ আপনারাও সুস্থভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন না এবং এদেশের উন্নতিশীল রাজনীতিজ্ঞগণ আপনাদিগের উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সাহস করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে উন্নতিশীল রাজনীতি ভাবাপন্ন লর্ড কারমাইকেল এদেশের গবর্ণর হইলেন। তিনি তিনজন সহকারীযোগে সরকারী ও বেসরকারী সভ্যগণ লইয়া এদেশের জন্য আইন ও বিধিব্যবস্থা করিবেন, রাজপ্রতিনিধি কেবল দেখিবেন যে দেশের লোক সম্রাটের বিশ্বস্ত প্রজা হইয়া আইন বিধি প্রভৃতি পালন করিয়া দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশের লোকের পক্ষে এই সময়ে এক মহাসুযোগ ভগবান্ উপস্থিত করিয়াছেন। এখন দেশ ভারত সম্রাটের অধীনে নিরাপদে থাকিয়া স্বাধীনভাবে আপনাদিগের জীবন, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, ধন, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিবে। এখন বঙ্গদেশের সকল পুরুষ আপনার ও প্রতিবেশীর উন্নতি সাধনে তৎপর হউন। মহিলা পাঠিকাগণের এখন যথাসাধ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কবি সত্যই বলিয়া গিয়াছেন।—

তোরা না জাগিলে ভারত ললনা।
এ ভারত কভু জাগে না জাগে না॥

কাল ঝামার মত কতকগুলি কুদৃশ্য বস্তু প্রতিদিন মহিলাগণকে দেখিতে হয়। সে গুলি কয়লা—দেখিতে যদিও সুন্দর নয় কিন্তু আমাদের প্রাণ রক্ষার ও রসনার তৃপ্তিসাধনের অন্ন ব্যঞ্জন এই কয়লার আগুনে রন্ধন হয়। সেই সামান্য জিনিষ কয়লার দাম যদি ছয় আনার স্থানে বার আনা হয়, আমরা বিরক্তির সহিত চমকিত হই। যে লোকগুলি কালী মাখা হইয়া কয়লা বহিয়া খনি হইতে বাহির করে বা আমাদের গৃহ পর্য্যন্ত উপস্থিত করে তাহাদিগকে আমরা গ্রাহ্যই করি না। কয়লার খনির মজুরের খবর আর কে লয়? এবার আমাদের রাজজাতির ধনী দরিদ্র সকল লোক এমন কি স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত এই কয়লার মজুরদের ধর্ম্মঘটের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই মজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল তাহাতে সমস্ত ইংলণ্ড এমনকি ইউরোপেরও অনেক দেশ টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। রেলকোম্পানীগুলির রেল চলিতে কেবল কয়লার উপরে নির্ভর—কয়লা কমিয়া যাওয়াতে অনেক ট্রেণ বন্ধ করিতে হইয়াছিল—তাহাতে লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল—অন্য অনেক প্রকারের ব্যবসায়ের কার্য্য ভাল চলিতেছিল না—ইহাতে সকলেই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল; পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা কয়লার মজুরগণের আবদার শুনিয়া তাহাদের হিতকর আইন করিতে অগ্রসর হইলেন—এদিকে মজুরদের ও খনিওয়ালাদের লোক সকল বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া দিতে লাগিল। অপর দিকে গরিব মজুরগণ জিদ করিয়া কার্য্য বন্ধ করিল, অল্প দিনের মধ্যে আপনাদের সঞ্চিত সামান্য অর্থ ও তাহাদের মিলিত সম্বল ফুরাইয়া গেল—শিশু স্ত্রীলোক পুরুষ অনাহারে মহা ক্লেশ পাইতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রধান মন্ত্রী সাহস করিয়া বিধি প্রস্তাব করিলেন, তাহাও সহজে গৃহীত হইল না। দেশে যেন একটা মহা যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ বা মহামারী আরম্ভ হইল। গত কয়েক সপ্তাহ বিলাতের তারের সংবাদ কেবল হাজার লোকের কার্য্য বন্ধ করিবার ও অনাহারে ক্লেশ পাইবার সংবাদ আসিতেছিল। কয়লার খনির কালীমাখা মজুর যে কত প্রধান ব্যক্তি তাহা আর কাহারও জানিতে বাকি থাকিল না। ধর্ম্মবিধান তাই শিক্ষা দেন যে সেবকের স্থান অতি উচ্চ, তাহার প্রতি সুবিচার না হইলে ধর্ম্ম সহ্য করিবেন না। এই মহা পরীক্ষায় আর একটি মহা লাভ হইয়াছে। কোন কোন রেলকোম্পানী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কয়লা না হইলেই রেল চলিবে না এ কথা সত্য নয়। কেরোসিন তৈলের মত তৈল ব্যবহার করিলে রেলের ও অন্যান্য কলের ইঞ্জিন বেশ চলিতে পারে। ইহাতে এখন সকলেরই সাহস বাড়িয়াছে। তাই দূরদর্শী পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, এবার যেমন কয়লার খনির মজুরগণের মহা ধর্ম্মঘট হইয়াছে ভবিষ্যতে এরূপ আর কখনও হইবে না।

আর্য্য ঔষধালয়।
৫০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ।

শ্বাস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর যদি জরাগ্রস্ত হয়, দেহ কাশ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগপ্রবণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ ও শরীর বলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ-রসায়ণ সেবন করাই প্রশস্তকল্প।

সামান্য সর্দ্দি কাশি হইতে দুঃসাধ্য হাঁপানি, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মহৌষধ সুদুর্লভ।

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কড্‌লিভারঅয়েল গ্লিমল্টসিরাপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়েন বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ ফললাভ করেন, সেই সেই উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ সেবনে আশাতীত ফল লাভ করা যায়।

অধুনা প্রায় সকলেই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্তুত করেন না, সেই জন্য চ্যবনপ্রাশের সুফল সর্ব্বত্র ফলে না। আমি সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া থাকি, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত আছে। মফঃস্বল হইতে চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধআনার টিকিট সহ রোগের অবস্থা জানাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র ও ক্যাটালগ পাঠান হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ।
কবিরাজ।

স্থাপিত সন ১২৮২সাল।

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

সুগন্ধে স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। ইহা মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য "লক্ষ্মীবিলাস" কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, বোতল ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী এসেন্সের চূড়ান্ত! **গোলাপ সার** ঘরে ঘরে বাদসাই আমোদ!!

অত্যুৎকৃষ্ট সৌগন্ধযুক্ত গোলাপফুল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, এইরূপ মনোহর নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। "গোলাপ-সারের" সৌরভে ও স্নিগ্ধতায় সকলেই বিমোহিত হইবেন। ইহার কয়েক ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিলে উত্তম গোলাপ জলে পরিণত হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত "তথা কথিত স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করিতে চান নাই, তাঁহারা অবাধে "গোলাপ-সার" ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

মাতলাল বসু এণ্ড কোং
ম্যানিফ্যাক্‌চারীং পারফিউমারস্
কলিকাতা ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার

ঘোষ এণ্ড সন্‌স্।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১৷৷০, ১৸০ ২৲; রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০, "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অস্ত রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮৷৷০, ১৷৷০, ৩৷৷০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভাইজার ফ্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হান্টিং "আর্মি" ১৫৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯৷৷০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস হন্টিং ঘড়ি ৫৷৷০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২।০, ২৷৷০, ৩৲, ৩৷৷০ টাকা।

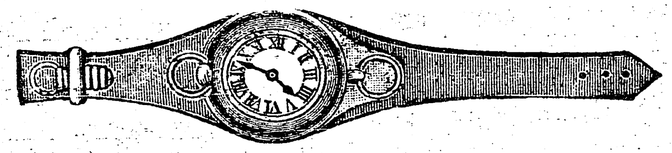

লেদারষ্ট্র্যাপসহ রূপার রিষ্ট ওয়াচ ৫৷৷০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ২৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩২৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে উর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে উর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১।০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি, ক্লক্, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।৵০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।
৫০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

তিনটী আবশ্যকীয় কথা।

প্রথম—আমাদের কেশরঞ্জন তৈ[...] অতুলনীয়। প্রত্যহ ইহা ব্য[...] মাথা ঠাণ্ডা থাকে—মস্তিষ্ক কার্য[...] ক্ষম হয়, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা প্রভৃতি যেন মন্ত্রবলে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়—বঙ্গরমণীর অঙ্গরাগের সহস্র উপকরণ থাকিলেও—সুগন্ধির জন্য কেশবৃদ্ধির ক্ষমতার জন্য, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণ করিবার জন্য কেশরঞ্জন ভিন্ন দ্বিতীয় উপকরণ নাই।

তৃতীয়—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিতে—গভীর মস্তিষ্ক আলোচনা ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে সবল ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে আমাদের "কেশরঞ্জন" অদ্বিতীয়।

ছোট এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

বড় এক শিশির মূল্য ৩৲ তিন টাকা, মাশুলাদি ৸৵০ এগার আনা।

(ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে।)

অশোকারিষ্ট।

স্ত্রীরোগমাত্রেরই অশোকারিষ্ট অমোঘ মহৌষধ। আমাদের অশোকারিষ্ট উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তুত। অশোকছাল ইহার প্রধান উপকরণ। কষ্টকর ও দোষজনক ঋতুর সহজস্রাব করানই অশোকারিষ্টের প্রধান কার্য্য। এ সম্বন্ধে ইহা অমোঘ ও অব্যর্থ। ইহা সেবনে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে দুরারোগ্য ভীষণ সূতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

এক কৌটার মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৵০ সাত আনা।

গভর্ণমেণ্টমেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল
সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও
লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুবিধা হারাইবেন না।

পশার বাড়িলে ই ভিজিট্ বাড়ে! দুই টাকার কত ডাক্তার পশারের জোরে ষোল টাকা লইতেছেন! বাজারে যেসব কেশ তৈলের নামডাক আছে, তাহাদের এক ছটাকের মূল্য এক টাকা। ঈশ্বরেচ্ছায় "সুরমার" যেরূপ আদর বাড়িয়াছে, তাহাতে সুরমার ভিজিটও শীঘ্র বাড়িতে পারে। সময় থাকিতে সুবিধা হারাইবেন না। এখনও সুরমার মূল্য ৷৹ বার আনাই আছে। কিন্তু "সুরমার" শিশি আকারে দ্বিগুণ। সুরমা দামে সস্তা, কিন্তু উপকারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুরমা চুল বাড়ায়, চুল কাল, ঘন ও কোমল করে এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখে। সুরমার সৌরভও অতি মনোহর। অনেক লোকেই এখন অন্য তৈল ছাড়িয়া সুরমা ব্যবহার করিতেছেন। একবার পরীক্ষা করিলে, আপনিও ব্যবহার করিবেন। এক শিশির মূল্য ৷৹ বার আনা মাত্র। মাশুলাদি ।৴৹ সাত আনা।

সূতিকারিষ্ট।

সূতিকারিষ্ট সূতিকা রোগের মহৌষধ। প্রসবের পর যেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাকে সূতিকা-রোগ বলে। সূতিকারোগমাত্রই দুঃসাধ্য ও নিতান্ত কষ্টদায়ক। এই ঔষধ অল্পদিন সেবন করিলেই জ্বর, উদরাময়, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য সূতিকা-রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে। প্রসবের পূর্ব্ব হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, যথাকালে সুপ্রসব হয়, এবং ভবিষ্যতে কোনরূপ সূতিকা-রোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। গর্ভের প্রথম অবস্থা হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, গর্ভকালীন বমন, অরুচি, গ্লানি প্রভৃতি উপসর্গের আশঙ্কা থাকে না। এরূপ নির্দ্দোষ মহোপকারী ঔষধ প্রত্যেক গৃহস্থেরই সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৴৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

REG No. C. 3?

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩১৯। মে, ১৯১২। [৯ম সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা ২১৭
নববর্ষের গান ২১৮
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা... ... ... ২১৮
স্ত্রীচরিত্রের বিশেষত্ব ২২২
পাশ্চাত্যদেশীয় রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থিনী রমণী ২২৭
স্ত্রীশিক্ষা ২৩২
টাইট্যানিকের নিমজ্জন ২৩৫
বিবিধ প্রসঙ্গ ২৩৭

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

রূপে গুণে বঙ্গমহিলার তুলনা নাই।

এই স্বভাবজাত রূপপ্রভাকে আরও উজ্জ্বলিত করিতে হইলে নিত্য স্নানের সময় আমাদের মহা সুগন্ধি "কুন্তলবৃষ্য তৈল" তাহাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। কুন্তলে কুন্তলের শোভাবর্দ্ধন করে, রূপের প্রভা বাড়ায়, কেশের কমণীয়তা বৃদ্ধি করে, স্বভাবসুন্দর কেশরাজিকে আরও কোমল সুকৃষ্ণ ও সুচিক্কণ করে। নিত্য কবরী রচনাকালে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিবাহ ব্যাপারে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। কেন বাজে এসেন্স কিনিয়া উপহার দিয়া পয়সার অপব্যয় করেন? কুন্তলবৃষ্য তৈলের সুগন্ধের নিকট পারিজাতের গন্ধও হারি মানে। প্রায় চল্লিশবৎসর কালের উপর কুন্তলবৃষ্য দেশের ও দশের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। অতএব কুন্তলবৃষ্য আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। মায় ডাকব্যয় ১।৵০ তিন শিশি ২।০। ডজন ৯৲ টাকা।

কল্যাণীরূপিণী বঙ্গরমণীর রক্ষার উপায়।

রমণীগণের স্বভাবসুলভ কতকগুলি কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ব্যাধি আছে। সেগুলির প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। কুচিকিৎসায় বা অচিকিৎসায় রোগ বাড়িয়া উঠে, শেষে প্রাণ লইয়া টান পড়ে। জরায়ুঘটিত ব্যাধি রক্তগুল্ম প্রভৃতি কখনই উপেক্ষনীয় নহে। মনে জানিয়া রাখিবেন আমাদের আয়ুর্ব্বেদসম্মত মহৌষধ "অশোকারিষ্ট" এই সমস্ত মহারোগের একমাত্র প্রতিকারক। মূল্য প্রতি শিশি ১।০ দেড়টাকা। মায় ডাকব্যয় ১৸৵০।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা	প্রধান চিকিৎসক
ঔষধরাজ।	কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন ও কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩১৯। মে, ১৯১২। [১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে নিত্য সত্য পরমেশ্বর, আমরা কেহই ছিলাম না, প্রত্যেকেই তোমার ইচ্ছায় জন্মলাভ করিয়াছি এবং তোমারই কৃপায় বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন করিতেছি যে আমরা অচিরে এই ক্ষণিক সংসার ত্যাগ করিয়া তোমার চিদানন্দময় রাজ্যে বাস করিব। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখিতে দিতেছ যে কেহ এই পৃথিবীতে চিরদিন থাকিতে আসে নাই, প্রত্যেকেই একদিন না একদিন এই মর্ত্তধাম ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে যাইবে। কিন্তু আমরা এই সত্যে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। তুমি যদিও মৃত্যুর জন্য কোন সময়কে স্থির করিয়া দেও নাই, আমরা আপনারা ধরিয়া রাখিয়াছি যে বৃদ্ধ হইয়া মরা ভাল, অন্য সময়ে মরা মন্দ রোগ হইয়া মরা ভাল, হঠাৎ মরা মন্দ। অথচ তুমি আমাদের এ সকল কল্পনা গ্রাহ্য কর না, তোমার প্রেরিত স্বর্গের দূত মৃত্যু, সকল বয়সে, সকল আকারে, সকল সময়েই আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয় ইহাতে আমরা একেবারে হতচৈতন্য ও মর্ম্মাহত হই। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি তুমি আমাদিগের বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেও, আমরা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাই যে ইহলোকেও তোমার কৃপাতে জীবিত থাকি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র আশীর্ব্বাদ ভোগ করিতেছি এবং যথাসময়ে স্বর্গে যাইব এবং সেখানেও আমরা তোমা হইতে জীবন ও শত আশীর্ব্বাদ লাভ করিব। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে শিক্ষা দেও, যেন আর কখনও মৃত্যু ও দুঃখ দেখিয়া অবসন্ন না হই। তোমার কৃপায় আমরা আর এক বৎসর জীবিত থাকিয়া অশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি; এখন এই প্রার্থনা করি যেন এই নববর্ষে সেই বিশ্বাস লাভ করি, যাহা দ্বারা আমরা

তোমার নিত্য মঙ্গলস্বরূপে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করিয়া আশা ও উৎসাহের সহিত তোমার মঙ্গল কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি।

নববর্ষের গান।

বরষ চলিয়া গেল,
নবীন বরষ এল,
প্রাণে প্রাণে বহে সরস গান ॥
নবীন তপন সনে
আশার প্রীতির তানে
শুভ মধুর মিলনে পুরিল পরাণ ॥
অতীত গৌরব স্মৃতি
করি জীবনের সাথি
করহ প্রচার ভবে চিরযশ গান ॥
এস সাজি নব সাজে
নব হর্ষে, নব ভাবে,
নূতন জীবন লয়ে হই আগুয়ান ॥
অতীতের দুঃখ ব্যথা
আসিতে নারিবে হেথা ;
বিভুর আশীষে হব ভবে গরীয়ান ॥

শ্রীমতী সরোজিনী হালদার।

১৯০২।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। নারীগণ এখনকার মত অবরুদ্ধ অবস্থায় শিক্ষাহীন হইয়া জীবনযাপন করিতেন না। নারীজাতি সমাজে আপনাদের প্রভাব পূর্ণরূপে বিস্তার করিতেন, জ্ঞানে এবং কর্ম্মে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া সমাজে যশোলাভ করিতেন! ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন তৎকালীন নারীসমাজ সে গৌরবের অধিকারী।

মনু প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কন্যাকেও পুত্রবৎ পালন করা ও শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা কন্যাকে শিক্ষাসম্বন্ধে নিম্নস্থানে রাখিয়া অজ্ঞতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে কখনও ইচ্ছা করেন নাই। শিক্ষালাভ হইলে উপযুক্ত পাত্রে কন্যাকে সম্প্রদান করা হইত। গৃহকার্য্যের নিপুণতা ও জ্ঞানলাভ উভয়ই কন্যার শিক্ষার বিষয় ছিল। মহাভারতে বর্ণিত দ্রৌপদীর চরিত্র তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দ্রৌপদী যেমন গৃহকার্য্যে লক্ষ্মীরূপিণী, তেমনি জ্ঞানেও সরস্বতীর ন্যায় ছিলেন। তিনি নিজে সে সম্বন্ধে যে সকল আশ্চর্য্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহার উন্নত মনের ও চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। তিনি জ্ঞানের প্রকৃত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং নারীজীবনে সকলের সেবার নিমিত্ত জ্ঞান কতদূর প্রয়োজন তদ্‌সম্বন্ধেও সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্রৌপদীর ন্যায় চরিত্রই ভারতের নারীসমাজের আদর্শ-চরিত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু যে গুণের সমাবেশে দ্রৌপদীর চরিত্র এমন বিভূষিত হইয়াছিল তাহার প্রধান আভরণ জ্ঞান ; আজ ভারতে নারীসমাজ সহজে তাহা লাভ করিতে পারিতেছেন না।

প্রাচীন ভারতের সামাজিক রীতি স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত প্রায় সকল নারীই উপযুক্ত বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল না এরূপ অনেকেরই মত। শিক্ষার পক্ষে বাল্যবিবাহ একটি বিশেষ বাধা। স্ত্রীগণ সমাজে পুরুষের সাহায্যকারিণী হইতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহার পক্ষে বাল্যবিবাহ বিশেষ প্রতিবন্ধক। সংসারে বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানলাভের সুযোগ প্রায় থাকে না। এবং যে জ্ঞানলাভ ভিন্ন সংসারের সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না সে জ্ঞান সংসার প্রবেশের পূর্ব্বেই লাভ করা উচিত প্রাচীন ভারতীয় সমাজ তাহা বুঝিয়াছিলেন। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত স্ত্রীজাতির পরিণত বয়সে পাণিগ্রহণ সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। ভারতের রামায়ণ ও মহাভারতের নারীচরিত্র আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, সুভদ্রা ইঁহারা কেহই অল্পবয়সে পরিণীতা হয়েন নাই তাহা কাব্যে বর্ণিত বিষয় হইতেই জানা যায়।

যে স্ত্রীজাতি সামাজিক শক্তির আধার, যে নারীগণ সকল সভ্য ও শিক্ষিতদেশে সন্তানের শিক্ষাদায়িনীরূপে তাহার শরীর ও মনের গঠনের ভার তাহার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই গ্রহণ করেন সে স্ত্রীজাতি যে অজ্ঞ ও হীন অবস্থায় থাকিয়া সেরূপ মহৎ-কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে না প্রাচীন ভারতের সমাজসংস্কারকগণ তাহা বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই মহাভারতের কালের পূর্ব্বে যদি বৈদিক যুগের বিষয় আলোচনা করি সেকালেও উজ্জ্বল স্ত্রী-চরিত্র সকল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়! বিশ্ববারা, অদিতি, উর্ব্বশীর নাম অনেকের পরিচিত।

সভ্যজগতের উষাকালে ভারতের তপোবন ও গিরিপাদমূল হইতে যখন ঋষিগণ প্রাতঃসূর্য্যকে দেবতার প্রকাশ বলিয়া বন্দনা করিলেন, যখন প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিয়া গম্ভীর-স্বরে মিলিতকণ্ঠে বেদবর্ণিত মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন, ভারতের সে ঋষিগণও সে মন্ত্রের সঙ্গে আপনাদের প্রাণমন সংযোগ করিয়া তাহা গান করিতেন। তাঁহাদের কতজন সে সকল মন্ত্র রচনা দ্বারা দেবস্তুতি করিতেন। ভারত ইতিহাসের কত অতীত স্তর ভেদ করিয়া বিশ্ববারা, বাক্, উর্ব্বশী প্রভৃতি ঋষিকন্যাদিগের নাম সুদূর আকাশের নক্ষত্রের মত ক্ষীণালোক একাল পর্য্যন্ত বিস্তার করিতেছে। ঋগ্বেদে ইঁহাদিগের রচিত শ্লোক সকল চিরকালের সম্পত্তিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশ্ববারা উষাকালে ঘৃতপাত্রহস্তে অগ্নির অর্চ্চনায় নিযুক্তা। তিনি বিবিধ ভাবে অগ্নিকে গৃহের ও দেবতাগণের মঙ্গল বিধানের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বাক্‌দেবী বিশ্ববারা অপেক্ষা অধিক পরিচিতা। তাঁহার রচিত মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদে দেবীসূক্ত নামে পরিচিত। এদেশে চণ্ডীমাহাত্ম্য বাক্‌দেবীর রচিত মন্ত্রের ভিত্তির উপরে বর্ণিত হইয়াছে। বাক্‌দেবীর জ্ঞানের প্রভাব ভারতবর্ষে

চণ্ডীমাহাত্ম্যের সঙ্গে বিজড়িত হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য যে দার্শনিক মতের দ্বারা এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বাক্‌দেবীর রচিত একটি প্রাচীন সূত্রই তাহার মূলে! ইহা হইতে বাক্‌দেবীর গভীর জ্ঞানের পরিচয় লাভ হয়। উর্ব্বশীর নাম এদেশের আখ্যায়িকায় কাব্যে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তিনি সৌন্দর্য্যের আদর্শরূপিণী বর্ণিত হইয়াছেন, কারণ তিনি অপ্সরা কন্যা। স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা আখ্যায়িকা। তিনি কালক্রমে বুধের পুত্র পুরুরবার পত্নীত্ব স্বীকার করেন। ঋগ্বেদে উর্ব্বশী ও পুরুরবার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে আরও কতিপয় গরীয়সী নারীর সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করা যায়। সে যুগের জ্ঞানের অংশী নারীগণ পুরুষের সহিত সমভাবেই হইয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

কালক্রমে হিন্দুজাতির উন্নতির স্রোত যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া সভ্যতা ও জ্ঞানের তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া চলিল, সেই কালেও আমরা অনেক বিদুষী স্ত্রীচরিত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের হিন্দুগণ যখন দর্শনে, জ্যোতিষে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন সেই সময়েই মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা, লীলাবতী, আত্রেয়ী প্রভৃতি সর্ব্বজনপরিচিত নারীচরিত্র সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

মৈত্রেয়ী একজন বিদুষী ছিলেন। উপনিষদে তাঁহার উচ্চজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ্ মুনি যাজ্ঞবল্ক্যের পাণিগ্রহণ করেন। এতবড় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তিনি যে সকল গভীর ও জটিল প্রশ্নের আলোচনা করিতেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সংসারাশ্রম ত্যাগ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার বিষয় মৈত্রেয়ী ও তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর মধ্যে বিভাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে মৈত্রেয়ীর সহিত তাঁহার বিষয় সম্পত্তির অসারতার সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হয়। সেই আলোচনায় মৈত্রেয়ী পার্থিব বিষয় সম্পত্তির মূল্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন তাহা অতি আশ্চর্য্য জ্ঞানে পূর্ণ! "এই ধন দ্বারা পরিপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি আমার অধীন হয় তবে কি তাহাতে আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—না তাহা হইবে না। মৈত্রেয়ী তখন বলিলেন "যাহা দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ না করিতে পারি তাহা লইয়া আমি করিব?" মৈত্রেয়ীর উচ্চারিত সেই অমূল্য বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ করিতে ক জন সক্ষম? তিনি জগতের নরনারীর হৃদয় নিস্থত যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন আজিও তার সামান্য ঝঙ্কার প্রাণে শান্তি ও অমৃতের আস্বাদ প্রদান করে—অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও, হে স্বপ্রকাশ তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও, তোমার যে অপার করুণা তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" রমণীর

কণ্ঠে প্রথম এ প্রার্থনা এই ভারতের আকাশে ধ্বনিত হইয়াছিল, আজও তাহার ঝঙ্কার আকাশে বাজিয়া উঠিয়া ভারতের নারীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

গার্গী মৈত্রেয়ীর নাম পাশাপাশি হইয়া রহিয়াছে। গার্গী জ্ঞানে গরীয়সী ছিলেন। রাজর্ষি জনকের সভায় কোনও জটিল প্রশ্নের মীমাংসার সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলী এবং অনেক বিদুষী রমণীও উপস্থিত থাকিতেন এবং পুরুষের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। রাজর্ষি জনক এক যজ্ঞে নানা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞের শেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিকে এক সহস্র গাভী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। গাভী গ্রহণ করিবার জন্য কেহই সাহস করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে সকলেই ভীত হইতে লাগিলেন। তখন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই গাভী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সাহস দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে অভিমানী বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত সমকক্ষতা করিতে সাহসী হইলেন না। সভার সকল পণ্ডিতগণকে বিস্মিত করিয়া গার্গী তখন যাজ্ঞবল্ক্যের স্পর্দ্ধা খণ্ডন করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে তিনি তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় দিবার জন্য সভামধ্যে আহ্বান করিলেন। গার্গী ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়া সমস্ত সভাকে বিস্মিত করিলেন। যেমন ব্রহ্মজ্ঞানে মৈত্রেয়ী গার্গীর নাম বিখ্যাত তেমনি অঙ্ক ও জ্যোতিষশাস্ত্রে খনা ও লীলাবতী প্রসিদ্ধা। খনার বচন এখনও এদেশে উচ্চারিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ বরাহের পুত্র মিহিরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। খনা স্বামী অপেক্ষা জ্যোতিষ ভাল জানিতেন। বিক্রমাদিত্য আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা গণনার ভার বরাহের উপর প্রদান করিলে পুত্রবধূ সে প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে শিখাইয়া দেন। সভামধ্যে পুত্রবধূর নাম করিলে বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রত্নের স্থান দিতে চাহেন। সেই লজ্জার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বরাহ খনার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবার জন্য পুত্রকে আদেশ করেন। কথিত আছে, খনা তাঁহার বিদ্যাবলে তাহা জানিতে পারিয়া স্বেচ্ছায় সেই কার্য্য স্বামীকে সম্পন্ন করিতে দিলেন।

লীলাবতী জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। তিনি কন্যাকে নক্ষত্র গণিয়া বিবাহ দিলেও তাঁহার অকালবৈধব্য নিবারণ করিতে পারিলেন না। পরে কন্যাকে আপনার কাছে রাখিয়া আপনার বিদ্যা তাহাকে শিক্ষা দিলেন।

আমরা এ সকল বিদ্যাবতী নারীর চরিত্র আলোচনা করিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাই ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে স্ত্রীগণও কেমন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রমে নারীজাতির হীনাবস্থার সঙ্গে জাতীয় জীবনেও হীনতা উপস্থিত

হইয়াছিল। নারীজাতির উচ্চ-অধিকার-দান ভিন্ন পুরুষের উন্নতি, কি গৃহে কি সমাজে কোথাও সফলতা লাভ করিতে পারে না, ইহা আমরা এদেশে অন্যান্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও দেখিতে পাই।

প্রাপ্ত।

স্ত্রীচরিত্রের বিশেষত্ব।

শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ভগিনীগণ, আপনাদের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আমার পরিচয় হয় নাই, হওয়ার তেমন কোন সুযোগও ঘটে নাই। আজ সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় শ্রদ্ধেয় বন্ধুর আহ্বানে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। আশা করি, আপনাদের স্বাভাবিক, সরল, পবিত্র লজ্জাশীলতার যথোপযুক্ত পার্থক্যের মধ্যে যথার্থ পরিচয় দানে ও পরিচয় গ্রহণে কৃতকৃতার্থ হইব।

বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের ইঙ্গিতে তাঁহার বিশেষ বিশেষ ইচ্ছা পালনোদ্দেশ্যে তদুপযোগী শক্তিগুণসমন্বিত চিদচিৎ পদার্থনিচয়ের অভিব্যক্তি হইলে অন্যান্য বিশেষত্বপ্রকাশক নামরূপে তাহারা জগতে পরিচিত ও অভিহিত হয়। ইতিহাসের সুদূর প্রাচীনত্বের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমরা ইহাই উপলব্ধি করিতে পারি যে, সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রাচীন ঋষিগণ দিব্যজ্ঞানে পদার্থনিচয়ের স্ব স্ব বিশেষত্ব পরিদর্শন করিয়া বিচিত্র সৃষ্টির অন্তর্ভূত যাবতীয় চিদচিতের গুণস্বভাবানুসারে বিশেষ বিশেষ অভিধা প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান মনুষ্যজগতে ব্যক্তিগত নামের ভিতরে অর্থহীনতা ও যথেচ্ছচারিতার আভাস দেখিতে পাওয়া গেলেও বিশ্বাসদৃষ্টিতে সৃষ্টির আদিমকালের জাতিগত নামের যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না।

ভগবানের বিশিষ্ট-সৃষ্টি মনুষ্যজাতি। বাহ্য শারীরিক মানসিক আকৃতি প্রকৃতি ভেদে নরনারী দুই শ্রেণী; কিন্তু আধ্যাত্মিক অন্তর্জগতে এক। দৃশ্য ভেদের সঙ্গে অদৃশ্য অভেদের মহাসম্মিলনে সংসারের পূর্ণতা। উভয়েরই প্রয়োজন; দৃশ্য পত্র-পুষ্পশোভিত বৃক্ষ অদৃশ্য ভাবিফল, দৃশ্য সমাজ অদৃশ্য পরিবার, দৃশ্য সংসার অদৃশ্য স্বর্গরাজ্য। এই যে বিচিত্রতা, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহার ইচ্ছাতে সংসারে আগমন; তাঁহাতে জীবিত থাকিয়া তাঁহারই প্রেরণাতে সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধন এবং পর পর আদান প্রদান ও ভাববিনিময়যোগে অদৃশ্য মহান লক্ষ্যের অভিমুখীন হওয়া পরমসাধন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নাম অর্থহীন নহে; তাহার যাথার্থ্যসাধনই জীবন্ত জীবন ধর্ম্ম। ভগিনীগণ, আপনাদের জাতিগত অভিধার সুস্পষ্ট ও যথার্থ পরিচয়লাভের জন্য এই দীন-ভ্রাত আপনাদের চরণপ্রান্তে সমুপস্থিত; আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হবে কি? অথবা যদি স্বাভাবিক চিত্তসঙ্কোচ-জন্য তদ্বিষয়ে অপারগ হন, তবে দুর্ব্বল ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহা নিবেদন করিতে অনুমতি চাহিতেছি; আশা করি, অনুমোদনানুমোদনে ভ্রান্তি দূর করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

'স্ত্রী' সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি, তাহা দেখা যাক্। স্ত্রী = স্তু + ড্রই, স্ত্রীং ঈ; স্তুধাতুর অর্থ স্তব করা। কার স্তব? স্বামীর স্তব; সংসারের স্বামী নহে, পরমপতি পরমেশ্বর। যাঁহাকে স্তব করা যায়, তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর চাই; সহজ, স্বাভাবিক বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতীত আন্তরিক স্তুতি অসম্ভব। স্বভাবতঃ দেখা যায় আমরা যাঁহাকে সর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস করি, তাঁহাকে হৃদয়-বেদিকায় বসাইয়া প্রতিনিয়ত প্রেমভক্তিফুলে পূজা করি, আত্মস্বার্থসুখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সেবা ও আদেশপালনে তাঁহার তুষ্টিসাধনে তৎপর থাকি এবং সর্ব্বদা তৎসঙ্গে থাকিয়া তৎস্বরূপের ভিতর ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। অতএব দেখা যায়, যেখানে বিশ্বাস, সেইখানে প্রেম ও পুণ্য বিদ্যমান। বিশ্বাস, প্রেম ও পুণ্য একসূত্রে গ্রথিত। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, স্ত্রীশব্দের মূলে ভগবদ্বিশ্বাস, প্রেম ও পুণ্য বিদ্যমান। নামের সঙ্গে যদি বিশ্বাস, প্রেম, পুণ্য জড়িত, তবে স্বভাব কি তাই নয়? অথবা "স্ত্রী" এই সংজ্ঞা অর্থহীন উক্তিমাত্র? আচ্ছা দেখা যাক্, কোন নারীচরিত্রে ঈদৃশী অভিব্যক্তির আভাস পাওয়া যায় কি না।

সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা সাবিত্রীদেবী আপনাদের সকলের নিকট পরিচিত। তিনি একমাত্র পতিপরায়ণতা দ্বারাই ধর্ম্মরাজের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া মৃত-স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত, শ্বশুর ও শাশুড়ীর অন্ধতা দূর প্রভৃতি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; এই ঐতিহাসিকতার প্রকৃত অর্থ কি, অনুসন্ধাতব্য। সাবিত্রীদেবী সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীয় সুখশান্তি পরিহারপূর্ব্বক পতিসেবাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। দৃশ্যতঃ পতিসেবার মধ্য দিয়া পরমপতির সেবার্থে আত্মাহুতিদানই তাঁহার জীবনব্রত ছিল; সংসারের অপূর্ণ দৃশ্য পতি উপায়, অদৃশ্য পূর্ণ পরমপতি লক্ষ্য ছিল। অপূর্ণের জন্য এতটা আত্মদান অসম্ভব, যদি লক্ষ্যে পূর্ণ না থাকে। সংসারের পরমার্থহীন নৈতিকরাজ্যেও যাহা কিছু তুলাদণ্ডে মাপা হয়। তুমি যতটা দিলে, ঠিক ততটা তোমার প্রাপ্য; এতদতিরিক্ত তুমিও চাহিতে পার না, আমিও দিতে চাহি না। লক্ষ্যে পরমবস্তু না থাকিলে আমরা যত কেন আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে জগতকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করি না কেন, এক জায়গায় নয় এক জায়গায় তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সাবিত্রী পরমপতির দর্শনাভিলাষে নিতান্ত ব্যাকুলভাবে লালায়িত ছিলেন বলিয়াই এত দুঃখ কষ্ট বহন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। সাধ্বী স্ত্রীর পতি-বিরহ যে অসহ্য; তল্লাভে জগতে অসহনীয় তাঁহাদের কিছুই নাই। যথাসময়ে পতিপরায়ণা সতী সাবিত্রীদেবীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল; পরমপতিকে লাভ করিয়া পরমানন্দে কৃতকৃতার্থা হইলেন। তদনুগামিনী সতী পৃথিবীর পতি, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতির দুঃখতাপ দূরীকরণে অবিশ্রান্ত তৎসমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; একমাত্র প্রার্থনাবলে মৃতপতি জীবন পাইলেন—

সংসারের জীবন নয় স্বর্গীয় উচ্চজীবন, শ্বশুর শাশুড়ীর অন্ধতা ঘুচিল—সংসারের মোহ যবনিকা দৃশ্য চক্ষুর অন্তরাল হইতে অপসারিত হইল—দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। এখানে সাবিত্রীর কোন আমিত্ব নাই, সবই পরমপতির কৃপা; স্বয়ং তদীয় কৃপালাভ করিয়া অপরকেও তৎকৃপালাভে সমর্থ করিবেন। সাবিত্রীদেবী, তুমি ধন্য; তোমার পরমপতিও ধন্য। নারীনামের যথার্থ তাৎপর্য্য তোমার জীবনবেদে ব্যাখ্যাত হইল। সেই ব্যাখ্যা চিরদিন নারীগণের আদর্শ। এইরূপে সীতা সতী, ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী, বর্ত্তমানযুগের রেড্‌ক্রস সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী কুমারী নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি পূত-চরিত নারীগণের জীবনে তাহারই প্রতিধ্বনি। অতএব আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, নারীগণের জীবনের উদ্দেশ্য, বিশেষত্ব তাঁহাদের নামের সঙ্গেই অনুস্যূত।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সঙ্গে নারীজীবনের সাদৃশ্য কি, তাহা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিশ্বাস, প্রেম, শুদ্ধতার সম্মিলন। এই তিনটিই নারীজীবনের স্বভাবনিষ্ঠগুণ। সুতরাং নারীজীবন বিশ্বাস, প্রেম, শুদ্ধতার মহাসম্মিলনে নববিধানের উচ্চাদর্শ। এই তিনের সাধনেই নারীজীবনের পূর্ণতা। বিশ্বাস—তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, প্রেম—তাঁহারই প্রেরণায় জগতের সেবা, শুদ্ধতা—তৎস্বরূপে অবস্থান, পরম সৌন্দর্য্যলাভ। বিশ্বাস—মূল, প্রেম—বৃক্ষ, শুদ্ধতা—ফল, বিশ্বাস—জীবন, প্রেম—সাধন, শুদ্ধতা—সিদ্ধি।

বিশ্বাসঃ বৃক্ষের মূল, গৃহের ভিত্তি জীবনে বিশ্বাস পরস্পর সদৃশ। মূলে বৃক্ষের সজীবতা, শাখাপ্রশাখাযোগে বৃদ্ধি, পত্রপুষ্পশোভিত হইয়া ফলধারণক্ষমতা বিদ্যমান। মূলাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ অচিরে শুষ্ক ও নীরস হইয়া হীনকার্য্যোপযুক্ত হয়; বৃক্ষের মুখ্যউদ্দেশ্য সুফলদানে মানবের তৃপ্তিসাধন, তদভাবে বৃক্ষনামের ব্যর্থতা। ভিত্তিহীন গৃহ আকাশকুসুমবৎ অলীক। জীবনমূলে বিশ্বাসও তদ্রূপ; বিশ্বাসই প্রকৃত জীবন, বিশ্বাসই প্রকৃত শক্তি। জীবন বিশ্বাসনিরপেক্ষ হইয়া মৃতবৎ জড়। বিশ্বাসের মূলে আমি তাঁহাতে, তিনি আমাতে—বিকাশে জগৎ তাঁহাতে, তিনি জগতে—পূর্ণতায় আমি জগতে, জগত আমাতে। তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে সব অভাব দূরীভূত হয়; এই জন্যই তাঁহার প্রিয় পুত্র যীশু ঘোষণা করিলেন "অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পশ্চাৎ যাহা কিছু আবশ্যক পাইবে।" জীবনের মূলে বিশ্বাস, বিশ্বাস মূলে তিনি। তিনিই রস, তিনিই প্রাণ, তিনিই আমাদের অমৃতপান। বিশ্বাস বিনা যেমন আমরা বাঁচিতে পারি না, তেমন বিশ্বাসের মূলে তিনি না থাকিলে সে মৃতবিশ্বাস জীবনগঠনে ফলোপধায়ী হয় না। বিশ্বাস-মূলে তাঁহা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া জীবনবৃক্ষ সজীব থাকে, এবং নানা সদ্‌গুণাবলীতে বিভূষিত হইয়া চিরবসন্তের সরসতা প্রকটন করে। তাহার শোভায় জগৎ মুগ্ধ হয় এবং লীলাকারী ভগবানের অপার মহিমা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। বিশ্বাসের অভাবে বা অল্পতায় জীবন গঠিত

হয় না, সুদৃঢ় হয় না। গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসমান হইয়া কোথাও স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে না, জীবনে স্থায়িফল কিছুই প্রাপ্ত হয় না। আমরা অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়া থাকি, সাময়িক ঘটনাপ্রসঙ্গের মধ্য দিয়া অলক্ষিতভাবে অনেক সময়ে কত ভাবের লবকিসলয় ও কুসুমকলিকার উদ্গম হয়, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য যে ফললাভ—জীবনগঠন, তাহা হয় না; ইহার মূলীভূত কারণ বিশ্বাসহীনতা। অনেক জীবনে এইরূপ সাময়িক কোমল, মধুর ভাবাবেশের মুগ্ধতা দেখিয়া কত আশান্বিত হই, কিন্তু অচিরেই শূন্যতা ও নীরসতা দেখিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া যাই। আজকাল সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই বিষয়টি বিশেষরূপে সমাজের সর্ব্বসাধারণের ভাবিবার বিষয়। স্বকীয় প্রাণগত যত্নে রক্ষিত গৃহবাগানের এই যে ক্ষুদ্র কোরকটি—প্রথম প্রকাশেই যাহার এত মধুরতা, এত সৌন্দর্য্য—না ফুটিতেই শুকাইয়া গেল, ইহা দেখিয়া কার না প্রাণ ব্যথিত হয়? আর ঔদাসীন্যের সময় নাই; তজ্জনিত যথেষ্ট দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। তবুও কি ঘুম ভাঙ্গিবে না? প্রাণে চেতনা আসিবে না? একবার সাড়া দিয়া উঠিয়া আপন আপন কর্ত্তব্যমাঝে জীবনাহুতি দিবে না? অদ্য আমি যাঁহাদের নিকট সমুপস্থিত, তাঁহাদিগকে এই বিষয়টি ভাবিবার জন্য তাঁহাদের কোমল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যে স্বভাবতঃ কোমল-হৃদয়া, পরদুঃখকাতরা; অন্যের দুঃখে যে তাঁহারা প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়া থাকেন। ভগিনীগণ, আজ স্থিরচিত্তে জীবনের অবস্থা, গৃহের অবস্থা, সমাজের অবস্থা, দেশের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন। বিধাতাপুরুষ যে আপনাদের হস্তে গুরুতর দায়িত্বভার সমর্পণ করিয়াছেন। এই যে সরবে নীরবে তাঁহার আহ্বান-বাণী আসিতেছে, তাহা বিবেককর্ণে শুনিয়া উদ্বুদ্ধ হউন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যে আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, দেশহিতৈষিগণ তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছেন। আপনারা না জাগিলে যে এদেশ আর জাগে না। অনেক উপায় করা হইয়াছে, আপনাদের সহযাত্রী পুরুষপ্রকৃতি এতদিন এইজন্য কঠোর সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, অনেকে জীবনাহুতি দিলেন, পবিত্র রক্তদানে জগতের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তবুও হইল না, এবার আপনাদিগকে জীবনাহুতি দিতে হইবে। বহুদিন হইতে দুর্ব্বলা অবলা নামে পরিচিত; কোমল প্রাণে বিশ্বাসের কত বল, কত তেজ, তাহা প্রদর্শন করিয়া সে ভ্রান্তি দূর করিতে হইবে। এই দেখুন, ইউরোপবাসিনী, আমেরিকাবাসিনী, চীনবাসিনী কোমলাঙ্গিনীগণ আজ রণবেশে বদ্ধপরিকর। আপনাদিগকেও রণবেশে নামিতে হইবে। উদ্দেশ্য এক নহে, আপনাদের উদ্দেশ্য আরও গুরুতর। উপরোক্ত রমণীগণ পৃথিবীর আধিপত্যাভিলাষিণী; আপনাদের উদ্দেশ্য তুচ্ছ পৃথিবী নয়, স্বর্গ—নরকের বিভীষিকাময় সংসারে স্বর্গরাজ্যস্থাপন। মহদুদ্দেশ্যসাধনে মহা

আহ্বান। আপনারা স্বভাবতঃ বিশ্বাসিনী; পূর্ণ বিশ্বাসবলে অবিশ্বাসান্ধকার দূর করিতে হইবে। এতদিন সংসারের পুরুষাপেক্ষিণী হইয়া দুর্ব্বলা নামে পরিচিত ছিলেন। আজ ভগবদ্‌বিশ্বাসিনী হইয়া তেজস্বিনী। একমাত্র মানুষের উপর নির্ভর করাতে আপনাদের জীবনে ও জগতে অনেক পাপ, অকল্যাণ রাশীকৃত হইয়াছে; ভগবদ্‌-বিশ্বাসের মহাবন্যায় তাহা বিধৌত করিতে হইবে। বিশ্বাসের অটলভূমিতে জীবন-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পতিসোহাগিনী স্ত্রী নামের অন্বর্থতা প্রতিপাদন করুন। পূর্ণবিশ্বাসে সাক্ষাৎ পরমপতির দর্শনলাভ পূর্ব্বক প্রেম-ভক্তি-ফুলে পূজা করিয়া জীবনের কৃতার্থতা সাধন করুন। বিশ্বাসে পরমপতিরূপে তাঁহাকে দর্শন, বিবেককর্ণে তাঁহার সুমিষ্ট-বাণী শ্রবণ, তাঁহার নিদেশে সমাজের অবিশ্বাসান্ধকার দূরীকরণে আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে জগতে মহিমান্বিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বর্গরাজ্য-স্থাপনে ব্যবহৃতা হউন।

প্রেম—বিশ্বাসচক্ষে অপরূপরূপ দর্শন, বিবেককর্ণে প্রেমময় মধুর সম্ভাষণ শ্রবণ করিলে স্বতঃই মনোভৃঙ্গ সেই সত্য শিব সুন্দর শ্রীহরির চিরবিকসিত পাদপদ্মে মগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু আত্মহারা নহে, মুগ্ধ বোধ। এইরূপ বিশ্বাসে জীবন তাঁহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎস্বভাবানুকরণ, তদিচ্ছা-প্রতিপালনই জীবনের অন্নপান, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়। ভগিনীগণ, আপনারা প্রেমময় ভগবানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের উৎস (ফোয়ারা)। সংসারের প্রেমে আপনারা সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; ইহাতে দেশের মহা অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সংসার নরকের মহাবিভীষিকার স্থান হইয়াছে। নারীর প্রেমে যেমন সংসার নরকে পরিণত হইতেছিল, তেমনি নারীর স্বর্গীয় প্রেমেই সংসার স্বর্গে পরিণত হইবে, সব দুঃখ তাপ ঘুচিয়া যাইবে। আত্মপ্রেম বিসর্জ্জন দিতে হইবে। প্রেমময়ের দানে, সাক্ষাদ্‌ভাবে তাহার সঙ্গে কথোপকথনে তাঁহার প্রেম আত্মস্থ করিয়া সেই প্রেম সকলকে বিলাইতে হইবে। এই প্রেমের অদ্ভুত শক্তি। এই প্রেমে ক্ষুদ্র-হৃদয় কত উদার হয়, জগৎকে আপনার করিয়া লয়। প্রচলিত কথা আছে 'দানে বৃদ্ধি', "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" প্রেমিকজন আপন ক্ষুদ্র জীবন দান করিয়া, অমনি জগৎ শুদ্ধ লাভ করে। দানে লাভ একগুণ নহে, শতগুণ নহে—অনন্তগুণ। ভগিনীগণ, ইহার অর্থ অক্ষরে অক্ষরে নিজজীবনে প্রদর্শন করিতে হইবে। আত্মদানে, প্রেমের উচ্চাদর্শে সকলকে মুগ্ধ করিয়া মহা প্রেমের সম্মিলনে একখানা হইয়া যাইতে হইবে, সকলকে একখানা করিতে হইবে, বহুদিনের সঞ্চিত বাদবিসংবাদ দূরীভূত করিতে হইবে। প্রেমে শত-হৃদয়ের মিলন যেখানে, সেইখানেই স্বর্গ; তাহার অপার সৌন্দর্য্য, বিশ্বাসী প্রেমিকজন দর্শন করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। আপনাদেরও তাহা করিতে হইবে। মহা প্রেম-পরিবার গঠন করিয়া ধরাতলে স্বর্গ-স্থাপনে জীবন উদ্যাপন করিতে হইবে।

শুদ্ধতা—বিশ্বাসপূর্ণ জীবনে প্রেমের অবতরণে যে কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, তাহার মাহাত্ম্য জগৎ চিরদিন ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। প্রথমে আত্মবলি, তৎপর গ্রহণ—প্রথমে স্বকীয় স্বার্থনাশ তৎপর পৃথিবীর স্বার্থে জীবনধারণ—প্রথমে শূন্যতা, তৎপর পূর্ণতা—প্রথমে কর্ত্তব্য, তৎপর শান্তি। ভগিনীগণ, আপনারা ব্রহ্মকন্যা; ধরাতলে স্বর্গস্থাপনোদ্দেশ্যে ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত। পৃথিবী এতদিন চিনিতে না পারিয়া যথার্থ মর্য্যাদা দিতে পারে নাই, মহা অপরাধ হইয়াছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনাদিগকেই করিতে হইবে। স্বর্গীয় প্রভাবে আত্মপরিচয় দান করিয়া আত্মমর্য্যাদাতে তাঁহারই মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করুন। শুভসময় এসেছে; শুভমুহূর্ত্তে "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" এই প্রারম্ভিক উদ্বোধনগীতির স্বরলহরী সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহেন্দ্রক্ষণে আত্মপরিচয় আত্মপ্রতিষ্ঠিত করুন; দেবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সকলকে তদ্‌ভাবে সুসংযত করুন। পবিত্র প্রেম-বাতাসে, পবিত্র প্রেমোৎসের সুশীতল জলদানে সকলের শান্তি আনয়ন করিয়া স্বর্গের সুসমাচার দান করুন। সংসারের প্রসবিনী মাতৃদেবী স্বর্গপ্রসবিনীরূপে জগতে গৃহীত হইবেন; আমরা সেই স্বর্গের আশায় আছি। প্রেমময়ের প্রেম পর্গে আপনাদের মধ্যে স্বর্গরূপী দেবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার শুভ-প্রকাশ পাইতেছি, সময়ে তাহা প্রসূত হইবে। তাহা যাহাতে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হইবে। দেবনন্দনের জন্ম আপনাদিগ হইতে, রক্ষণ ও প্রতিপোষণও আপনাদিগ হইতে। এই গুরুতর দায়িত্ব ভার আপনাদের হস্তে পতিত। সকলেই সাবধান থাকিবেন, যেন এই দেবকুমারের রক্ষণাবেক্ষণে কোনরূপ ত্রুটী না হয়। বিশ্বাস, প্রেম, পুণ্য এই দেবকুমারের আহার পান, অঙ্গের ভূষণ। স্বাভাবিক-প্রেম-পুণ্য-বিশ্বাস-মাখা মাতৃশোণিতে পরিপুষ্ট হইয়া প্রেম, পুণ্য, বিশ্বাসে পরিশোভিত হইয়া দেবকুমার ভূমিষ্ঠ হইবে। এইরূপে মাতা পুত্রের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে এই মরলোকবাসী অমৃতত্বের আস্বাদ পাইয়া জীবনকে ধন্য করিবে। ইহাই স্ত্রীচরিত্রের বিশেষত্ব।

দীন নিবেদক—

শ্রীঅ—

পাশ্চাত্যদেশীয় রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থিনী রমণী।

প্রিয় ভগ্নীগণ,

আমি আপনাদের "মহিলায়" পাশ্চাত্য নারীদিগের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা করিতেছি, আমার মনে হয় আমার পক্ষে এই কাজটী কিছু কঠিন। আমি আপনাদের ভাষা এবং প্রচলিত রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং আমি যাহা বলিতে ইচ্ছুক তাহা বলিতে সমর্থ হইতেছি কি না তাহা আমার জানিতে পারা সহজ নয়।

এই কারণে আমার প্রবন্ধের ত্রুটীর

জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি এবং এই আশা করিতে সাহসী হইতেছি যে আপনারা (১) যেখানে কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, (২) আপনাদের মনোমত কোনও বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এবং (৩) আমাদের কার্য্য ও মতের সমালোচনা করিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন।

ইতি।

আপনাদের

মাবেল ওয়াল্টার।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল দেশের নারীগণের মধ্যে যে একটী আন্দোলনের ভাব আসিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। কোন কোন দেশে এই আন্দোলন বিশিষ্ট আকারে পরিণত হয় এবং কোন কোন দেশে ইহা অপরিণত আশা এবং আকাঙ্ক্ষাতেই পর্য্যবসিত হয়।

তুষারাবৃত আইস্‌ল্যাণ্ড হইতে ভূমধ্য সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত এবং বৃটনদ্বীপের পশ্চিম সীমা হইতে ইউরোপীয় রুশিয়ার শেষাংশ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ইংরাজ সমাজে এবং ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে নারীদিগের জন্য "ভোট" দিবার বা স্বীয় মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারপ্রার্থিনী স্ত্রীলোকদিগের এক একটী দল আছে। অন্তঃপুরবাসিনী পূর্ব্বদেশীয়া মুসলমান মহিলাদিগের মধ্যে, চীন ও জাপানবাসী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এবং আপনাদিগের সুন্দর দেশের অন্তঃপুর সমূহেও সময়ে সময়ে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই।

কিন্তু এই অশান্তির উৎপত্তি কোথায়? নারীহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে পূর্ণ মুক্ত জীবনের ও আত্মার পূর্ণ বিকাশের একটী আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ উদ্দীপিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ হইতে সংসার বৃহত্তর তাঁহাদের জ্ঞানলিপ্সাও বর্দ্ধিত হইতেছে এবং যাহারা কেবলমাত্র স্বজনবর্গকে সেবা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আর্ত্ত ও পরিত্যক্তের সেবাভিলাষিণী হইয়াছেন।

এই ভাবের সহিত মাতা ও ভার্য্যার কর্ত্তব্যের ধারণা ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হইয়াছে। যাহা একসময়ে কাল্পনিক আশা মাত্র ছিল তাহা এক্ষণে নিশ্চিত সত্যে পরিণত হইয়াছে যে, নারী কেবলমাত্র আত্মীয় পরিজনের সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হন নাই, ভগবান তাঁহাদিগকে উচ্চতর মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। নারী যে কেবলমাত্র পতির সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন সে বিশ্বাস এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে।

এইরূপে মাতার দায়িত্বের আদর্শও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছে। সন্তানের জন্মদান, তাহাকে লালন পালন করা এবং তাহার শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টির সীমাতেই মাতার দায়িত্ব আবদ্ধ নহে। শারীরিক স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের মানসিক কল্যাণ সাধনের সহায়তা করা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহাকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত করাই মাতার প্রধান ও প্রথম চিন্তা। এই মতাবলম্বিনী হইয়া রমণীগণ সন্তানকে সুশিক্ষাদান ও ভবিষ্যদ্বংশের উপযুক্ত জনকজননীরূপে গঠন করিবার জন্য

নিজেরাও সুশিক্ষালাভে ব্রতী হইয়াছেন।

কিছুকাল উচ্চশিক্ষা লাভের একটী ফল এই হইয়াছে যে, পাশ্চাত্যজগতের রমণীগণ প্রতিদিন নানাপ্রকার সামাজিক দুর্নীতি ও তাহাদিগের বিস্তার জানিতে পারিয়াছেন। আমরা উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কার পরিপূর্ণ সামাজিক রীতিনীতির বিকৃতি-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি এবং তৎসমুদয় বর্জ্জন করিতে ও তাহাদের কারণ জানিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। পতিতা নারীদিগকে উদ্ধার, মদ্যপান নিবারিণী সভা এবং দুঃখীর দুঃখ, ব্যাধি, দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য আমরা বহু বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগকে অধিকাংশ সময়েই অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে। অপরিমিত অর্থব্যয়, প্রভূত চেষ্টা, এমনকি কোন কোন স্থলে জীবন উৎসর্গ পর্য্যন্ত বিফল হইয়াছে। আপনাদের মনে হয়তো এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, কেন আমরা অকৃতকার্য্য হইয়াছি। আমরা বলি রমণীদিগকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই এই অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ।

এই কথাটী আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য আমাদের দেশের শাসনপ্রণালীর কথা কিছু বলিতেছি।

বৃটীশ ব্যবস্থাপক সভা একজন রাজা এবং প্রজাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ দুইটী দল লইয়া গঠিত; ইহার একদল হাউস অফ্ লর্ডস্ এবং অপর দল হাউস অফ্ কমন্স নামে অভিহিত। হাউস অফ্ লর্ডস্এর সভ্যগণ লর্ড উপাধিধারী এবং তাঁহারা বংশানুক্রমে সভ্য পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হাউস অফ্ কমন্সএর সভ্যবর্গকে সাধারণে মনোনীত করিয়া সভ্যপদভুক্ত করা হইয়া থাকে। এজন্যই এই দলটীকে হাউস অফ্ কমন্স (অর্থাৎ সাধারণের সভা) বলা হয়। সমগ্র ইংলণ্ড সভ্য মনোনীত করিবার অধিকারপ্রাপ্ত প্রায় ৭০০ ভাগে বিভক্ত। নির্ব্বাচন কালে সভ্যপদপ্রার্থিগণ উপস্থিত হইলে পর সাধারণের নিকট হইতে ভোট লওয়া হয় এবং ভোটের সংখ্যা অনুসারে কোন প্রার্থী পদের উপযুক্ত তাহা নির্ব্বাচন করা হয়। প্রত্যেক পুরুষ নিজ ইচ্ছামত প্রার্থীকে ভোট দিতে সমর্থ।

দেশের কল্যাণের জন্য কোনও নিয়ম কিম্বা ব্যবস্থা বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে তাহা হাউস অফ্ কমন্সের সভ্যদিগের করিতে হয়। ঐ বিষয়ে বহু বাদানুবাদের পর ইহার পক্ষে অধিকাংশের মত হইলে হাউস অফ্ লর্ডস এর নিকট ঐ প্রস্তাব প্রেরিত হয়। তাঁহারা অনুমোদন করিলে সর্ব্বশেষ তাহা রাজার নিকট প্রেরিত হয় এবং তাঁহার মত হইলেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। যদিও দুই দল ক্ষমতাতে নিয়মানুসারে সমান তথাপি হাউস অফ্ কমন্সএর ক্ষমতাই বেশী। দুই পক্ষেরই যদি মতানুযায়ী হয় তাহা হইলেই রাজার অনুমতি গৃহীত হয়, যদিও কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

যদি একদল লোক কোনও নূতন আইন প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে

তাহারা কিরূপে অগ্রসর হইতে পারে? ঐ আইনপ্রার্থিগণ পার্লেমেণ্টের আপন আপন প্রতিনিধির শরণাপন্ন হয় এবং সভায় ঐ আইন বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে পর উহার পক্ষ সমর্থন করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিনিধির পদ তাহার মনোনীতকারিগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে এবং নানা কারণে এই পদ একটী লোভের বস্তু। সুতরাং বিষয়টী প্রতিনিধিদিগের সমধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে; প্রতিনিধি স্বয়ং ঐ নূতন প্রস্তাবের বিপক্ষে থাকিলেও অথবা উহাতে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি না থাকিলেও তাঁহাকে নির্ব্বাচনকারীদিগের ইচ্ছার অধীন হইতে হয়। অবশ্য এই প্রস্তাব কোনও কালে আইন হইবে কি না তাহা সমর্থনকারী প্রতিনিধিদিগের উপর নির্ভর করে কারণ পার্লেমেণ্টে অধিকাংশের মতেই সমস্ত কার্য্য হয়।

এক্ষণে আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে যাঁহারা সভ্য মনোনীত করিয়া থাকেন তাঁহাদের হস্তেই শাসনকার্য্যের সমস্ত শক্তি ন্যস্ত। এই সমস্ত অধিকার কেবল পুরুষদিগের জন্য। কিন্তু নিজ স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার অধিকার কেবল পুরুষদিগেরই আছে, স্ত্রীলোকদিগের নাই। ইহাতে দেশের নারীদিগের ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে আমাদের কোনও অধিকার না থাকায় দেশের আইনকর্ত্তাগণের চক্ষে আমাদের বস্তুতঃই কোন স্থান নাই। (কেহ কেহ অবশ্য আছেন যাঁহারা আমাদিগকে এত হেয় মনে করেন না, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অল্প।) পার্লেমেণ্টে নির্ব্বাচিত সভ্যগণ বলেন যে যাঁহারা তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন কেবল তাঁহাদেরই মতামতে কর্ণপাত করিতে তাঁহারা বাধ্য, সুতরাং নারীদিগের কোনও মতানুযায়ী কার্য্য করিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন।

একটী উদাহরণ দিলেই এ কথাটী পরিষ্কার হইবে। কিছুদিন হইল মাঞ্চেষ্টারের একটী মহিলা আমাদিগকে এই ঘটনাটী বলিয়াছেন, এবং এদেশে নারীগণ এবং সমাজসংস্কারেচ্ছু মহিলাদিগের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা হয় এই ঘটনাটী তাহার একটী প্রকৃত নমুনা।

তিনি বলেন যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে স্ত্রীলোকেরা কাগজের বাক্স প্রস্তুত করে তাহাদিগের সাহায্যের জন্য কার্য্য করিতেছিলেন; সকল প্রকার শ্রমজীবীদিগের মধ্যে বোধ হয় ইহাদের পারিশ্রমিক সর্ব্বাপেক্ষা কম। যে অবস্থায় ইহাদের কাজ করিতে হইত তাহা অতি ভয়ানক, এবং সপ্তাহে ছয়দিন, প্রতিদিন ১২ হইতে ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এক একটী স্ত্রীলোক সপ্তাহে ৪ কিম্বা ৫ শিলিং পারিশ্রমিক পাইত। কার্য্যে সামান্য কোনও ত্রুটী হইলে তাহাদের বেতন কাটিয়া লওয়া হইত, এমন কি সময়ে সময়ে অর্থদণ্ড। তাহাদের সপ্তাহের সমস্ত পারিশ্রমিক ফুরাইয়া যাইত। এই ব্যবসায়ের অধিকারীদিগের নিকট হইতে এই দুঃখী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অধিকতর

দয়ার্দ্র ব্যবহার পাইতে অপারগ হইয়া, সহানুভূতিকারিণী কয়েকজন ভদ্রমহিলা নূতন কোনও আইন প্রণয়ন করাইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। এই মনস্থ করিয়া সেই বিভাগের নির্ব্বাচিত পার্লেমেণ্টের সভ্যের নিকট উক্ত মহিলাকে প্রেরণ করা হয়। মহিলাটী বলিলেন, "আমি এই ভদ্রলোকটীর জন্য কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়াছিলাম, আমার সময় এবং অর্থ ব্যয় করিয়াছিলাম, এমন কি তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়া সাধারণে বক্তৃতা পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। সুতরাং আমরা সেই বিভাগের শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে সামান্য ন্যায়সঙ্গত উপকার করিতে চাহিতেছিলাম তাহাতে তাঁহার সাহায্য পাইতে যে কোনও প্রকার অসুবিধা হইবে তাহা আমি আশা করি নাই। কিন্তু অদ্ভুত কথা এই যে, ঐ ভদ্রলোকটী কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারি যে তাঁহার সময় এবং অর্থ তিনি এই সামান্য কার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে পাবেন! তিনি আরও বলিলেন যে তাঁহার সময় এবং শক্তি কেবল যাহারা নির্ব্বাচন করিতে অধিকারী তাহাদেরই জন্য—অর্থাৎ কেবল পুরুষদিগের জন্য।

"ক্রমান্বয়ে আমি পার্লেমেণ্টের আরও তিনটী সভ্যের নিকট ঐ বিষয়ের জন্য প্রস্তাব করিলাম কিন্তু সকলেই এক কথা বলিলেন, সকলেই পুরুষদিগের জন্য কাজে ব্যস্ত; কয়েক মাস পরিশ্রমের পর এবং সমস্ত দেশ অন্বেষণ করিয়া একজন সভ্যকে পাওয়া গেল যিনি স্ত্রীলোকদিগের উপকারের জন্য কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তথাপি ঐ শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য যাহা করা হইল তাহা অতি সামান্য। তখন আমি এই লজ্জার কথা জানিতে পারিলাম যে আইনের চক্ষে স্ত্রীলোকদিগের কোনও স্থান নাই, কেবল ট্যাক্স দিবার সময় তাহাদের স্থান আছে, এবং সেই সময়েই কেবল স্ত্রীলোককে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষদিগের সমকক্ষ মনে করা হয়।'

এইরূপে নারীদিগের কোনও অধিকার না থাকাতে প্রায় সমস্ত সামাজিক উন্নতির আয়োজনে, বিশেষতঃ যেখানে স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের জন্য আইন প্রয়োজন এমন বিষয়ে আমাদিগকে পদে পদে বাধা পাইতে হয়। পাপ এবং দুর্নীতির অন্ধকারে, রোগ এবং দুঃখের আলয়ে, পীড়িত এবং দলিতদিগের উদ্ধারের সমস্ত কার্য্যে নিরাশা আসিয়া পথ বন্ধ করে, কারণ এই সমস্ত দুঃখ এবং দুর্নীতি দূর করিবার প্রধান অস্ত্র আমাদের হাতে নাই।

"আমরা যে কেহ নই" এই অবস্থার পরিস্ফুট জ্ঞান গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আমাদিগকে এই দাবী করিতে বাধ্য করিয়াছে যে আমাদের দেশে যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিতে স্ত্রীলোকদিগকে অধিকার দেওয়া হউক। "স্ত্রীলোকদিগের অধিকারের" দাবী দেশে দেশে ঘোষিত হইয়াছে এবং স্বাধীনতা, সাম্য এবং সর্ব্ববিষয়ে সমকক্ষ-

তার এই শব্দ আধুনিক জগৎকে জাগরিত এবং চমকিত করিয়াছে।

লণ্ডন। মাবেল ওয়ালটার।

স্ত্রীশিক্ষা *।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবাহ আসে। তাহার পূর্ব্বে বালিকা বিদ্যালয় ছিল না, ছেলেদের পাঠশালাতেই মেয়েরা পড়িত। কিন্তু সে বিদ্যাও এত সামান্য ছিল যে অক্ষর পরিচয় ও বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই শিক্ষা শেষ হইত। আমাদের দিদিমা ঠাকুরাণীরা সামান্য পড়িতে ও নামসহি করিতে পারিতেন মাত্র। অবশ্য সব কালেই এমন দুই একটী বিদুষী রমণীর আবির্ভাব হয়, যাঁহারা নিজের চেষ্টা ও যত্নে বিদ্যা লাভ করিয়া চারদিকের নারীগণকে ছাড়াইয়া উঠেন। কিন্তু ২।১টি শিক্ষিতা মহিলার আবির্ভাবে সমস্ত সাধারণ নারীজাতির উপকার হয় না, তাঁহারা বহু বহু দিন অন্তর কোন কোন বিখ্যাত ধূমকেতুর ন্যায় কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া আবার অন্তর্ধান করেন। এই কারণে স্ত্রীশিক্ষা বুঝিতে হইলে ভারতবর্ষের, অন্ততঃ বঙ্গদেশের,—যেখানে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র—সমস্ত নারীজাতির শিক্ষা বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত যুবকেরা অনেকস্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় বালিকা বিদ্যালয়ও এদেশে স্থাপিত হয়। চিরস্মরণীয় বেথুন মহোদয়ের উদ্যোগে কলিকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয় সত্য, কিন্তু দেশপূজ্য স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারিচরণ সরকার অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সহানুভূতি ও সাহায্য না পাইলে তিনি একাকী কখনই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সফল হইতে পারিতেন না। রাজধানীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও উহার সূত্রপাত হইল। জমিদার মহাশয়গণ নিজ নিজ গ্রামে বালকদের স্কুলের পাশে মেয়েদের শিক্ষালয়ও বসাইলেন, আর অধিকাংশস্থলে নিজেরাই উহার ব্যয়ভার বহন করিতেন।

বৎসর কয়েক পরে ঐ সব বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের তিরোধানের সঙ্গে বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও শিথিল হইয়া আসিল। কলিকাতার স্কুলগুলিতে ছাত্রী সংখ্যা কমিয়া গেল, আমাদের গ্রামে যেখানে আমরা প্রায় ৪০ জন মেয়ে পড়িতাম, সেখানে আমাদের কন্যাস্থানীয়দের মধ্যে ১০টী মাত্র ছাত্রী দেখিলাম। মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু উপায় কি? আমাদের পিতৃস্থানীয়েরা যতদূর স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন, ভ্রাতৃস্থানীয়েরা সেরূপ নহেন, মেয়েরা শিখিল কি না সে বিষয়ে পুরুষেরা বড় গ্রাহ্য করিতেন না। আর স্ত্রীলোকেরাও তখন এতদূর অগ্রসর হন নাই যে পুরুষদের সাহায্যের অপেক্ষা না

* ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের দ্বিতীয় বৎসরে ত্রৈমাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করিয়া নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার ভার লইবেন। সুসময়ের অপেক্ষায় চুপ করিয়া রহিলাম।

সমস্ত জগৎ, সকল দেশ ও সব জাতিই স্ত্রী পুরুষ এই দুইটী অঙ্গ লইয়া গঠিত। একটীকে বাদ দিয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া অপরটী কখনই বাঁচিতে বা বাড়িতে পারে না। ক্রমশঃ হিন্দুসমাজের একটী অঙ্গ অবশ হয়ে যাচ্ছে দেখে অপর অঙ্গটী অধিক মাত্রায় জাগিয়া উঠিছে। শিক্ষিত যুবকেরা সুশিক্ষিতা স্ত্রী খুঁজিতেছে। সর্ব্বত্রই একটা শিক্ষা ও জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে। অভিভাবকগণ কন্যা ও বধূদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য উৎসুক হয়েছেন. সেই ঔৎসুক্যের ফলে আজ ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল দেশের সর্ব্বত্র শাখা স্থাপিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

কিন্তু কি রকম শিক্ষা আমাদের কন্যা ও বধূদিগের উপযোগী হইবে সেই বিষয়ে আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। আমার মতে হিন্দু ভিত্তির উপর পাশ্চাত্য শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের অধিক উপযোগী ও উপকারক হইবে। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুচরিত্রের যে কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট গুণ আছে—যেমন সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার, দয়া, কোমলতা, আতিথেয়তা, বিনয় প্রভৃতি—সেই গুণগুলি না হারাইয়া উহার সঙ্গে—সাহস, মনের বল, দৃঢ়তা, কার্য্যশক্তি, আত্মনির্ভরতা—এই গুণগুলি যোগ করিতে পারিলে আমরা অতি সহজেই সুন্দর চরিত্রবতী নারীজাতি গড়িয়া তুলিতে পারিব। অবশ্য অনেকে বলিবেন, শেষের গুণগুলি কি আমাদের ছিল না? উহা এককালে হিন্দু নারীদের ছিল সত্য, আর এখনও দুই একটী মহিলার আছে। এখনও আমরা পাড়াগাঁয়ের কোন কোন স্ত্রীলোকে সাপ মারিয়াছে বা বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে শুনিতে পাই, এখনও কোন কোন প্রবীণা গ্রামের যুবক সম্প্রদায়কে শাসিত রাখেন সত্য, কিন্তু সাধারণ মেয়েদের মধ্যে ঐ গুণগুলি প্রায় দেখা যায় না। এই এক বৎসর আমি হিন্দু ও ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ও তাঁহাদের মধ্যে কাজ করিয়া দেখিতেছি—প্রথম গুণগুলির কতক দেশীয় ভগিনীদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু শেষের গুলির বড়ই অভাব। আর ঐ সব গুণের অভাব বশতঃই আমরা কার্য্যক্ষেত্রের একপাশে পড়িয়া রহিয়াছি।

আজকাল দেশের অনেক মেয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন. কেহ কেহ ২।৩টা পাশও করেছেন—কিন্তু আত্মনির্ভরতা শিখেছেন কজন? বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে যদি মনের বল ও কার্য্যশক্তি যোগ না হয় তাহলে শিক্ষা আমার মতে একটী বহুমূল্য দ্রব্যেপূর্ণ তালাবন্ধ সিন্ধুকের মত হইল—উহা কাহারই কোন কাজে আসিবে না। এদেশে যথেষ্ট অকর্ষিত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু দেশের মেয়েদের শক্তি ও একটু ত্যাগস্বীকারের অভাবে কোন বীজবপন বা ফসললাভ হইতেছে না। 'পোড়ো' জমিগুলি পড়িয়া পড়িয়া আগাছায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যাশিক্ষাকে যথার্থ কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে আত্মনির্ভরতার সঙ্গে আত্মত্যাগ শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন।

বিদ্যা বল, জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, সবই শিক্ষার দরকার। বিনাপরিশ্রমে ও বিনা-শিক্ষায় কোন সদ্বৃত্তি মানুষের অন্তর্গত হয় না।

আমাদের দেশের পিতা মাতারা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে কেবল বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকগুলির আবৃত্তি করিলেই মানুষের শিক্ষা হয় না। জ্ঞানশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানব মনের প্রসার ও হৃদ্বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধন। হৃদ্বৃত্তিগুলি পূর্ণভাবে বিকাশ পাইলেই মানুষ জ্ঞানের চরমসীমায় উঠিতে পারে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ঐ সব মানসিক শক্তি ও হৃদ্বৃত্তির চালনাদ্বারা মানব-চরিত্র দৃঢ়তা লাভ করে। ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে জন্ম-কালে সকল জন্তুর মধ্যে মানবসন্তান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসহায় থাকে, আবার শিক্ষারবলে মানুষই সকল জন্তুকে অধীনে রাখে। হাস্তী বল, বাঘ বল, সিংহ বল, সবাই মানবের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে। কিন্তু এই মনের বল কেবল সংযম শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতে পারে।

জগতের রক্ষণশীল লোকেরা এত সংকীর্ণমনা হয়ে পড়েছেন যে তাঁরা মনে করেন স্ত্রীজাতি সুশিক্ষা পাইলে নারী-সুলভ সমস্ত কোমল গুণ হারাইয়া ফেলেন ও স্ত্রীশিক্ষার অপব্যবহার করেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যেও দেখিতে পাই যে প্রকৃত শিক্ষা পাইলে নারীরা জীবনের কাজ অধিকতর বুদ্ধি, চতুরতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে করিতে পারেন। অবশ্য বিবেক ও জ্ঞানের অভাবে ইউরোপে ও আমাদের দেশেও ২৪টী স্ত্রীলোক শিক্ষার অপব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাদ দিলে সুশিক্ষিতা ইংরেজ ও ফরাসী গৃহিণীদের সংসারে যেমন নিয়ম, পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা দেখা যায় অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীদের মধ্যে সেরূপ সুব্যবস্থা কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর জগতে নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন হাজার লেখাপড়া শিখিলেও তাঁহারা কখন ঈশ্বরের সে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাবেন না।

অনেকে আবার ভাবেন বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকেরা নারীত্ব হারাইয়া পুরুষের সকল কাজে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আমরা আশা করি দেশের সুশিক্ষিতা মহিলারা এরূপ সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাবেন, যাহা দ্বারা দেশীয় পুরুষদের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ঐ বিরোধভাব বন্ধুভাবে পরিণত হইবে। আর ইহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না যে স্ত্রীজাতির নম্রতা, সরলতা ও লজ্জাশীলতা প্রভৃতি গুণই সর্ব্বত্র আদৃত হয় কিন্তু অজ্ঞতাকে কেহই মান্য করে না। সেই হেতু প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা স্ত্রীদের ঐ সব গুণের আরও উৎকর্ষ লাভ ব্যতীত অপকর্ষ লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অন্যদিকে সুশিক্ষা মার্জ্জিতা স্ত্রীকে আরো মার্জ্জিতা, ও সুন্দরকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলে। প্রকৃত শিক্ষাই নারীকে স্বামীর সহায় ও উপযুক্ত ভার্য্যা করিতে পারে, পরস্পরের প্রেম অধিকতর বিশুদ্ধ ও পরস্পরের সঙ্গকে অধিকতর সুখপ্রদ করে। উহাই জননীকে তাঁর কর্ত্তব্যে অধিক পারদর্শিনী করে। সুশিক্ষিতা মায়ের সুরুচি ও সৎদৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদের কচি মনগুলি সহজেই ভাল আদর্শের দিকে ধাবিত হয়।

সে কারণে স্ত্রীজাতির শিক্ষাই জাতীয় সদ্গুণের ও সচ্চরিত্রের প্রধান ভিত্তি আর উহাই ব্যক্তিবিশেষ হইতে সমস্ত জগতের উন্নতির একমাত্র কারণ। নারীদের শিক্ষা দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনের ন্যায় সামাজিক সুখেরও বৃদ্ধি হয়। উহা দ্বারাই সাধারণ লোকের নীতিশিক্ষা হইয়া থাকে আর উহাই মানব-গৃহকে প্রকৃত সুখ ও শান্তির আবাস করিতে পারে।

টাইট্যানিকের নিমজ্জন।

উনবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের শতাব্দী। বিংশ শতাব্দীর এই প্রারম্ভকালে আমরা যে সমস্ত সুখ ও সচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছি এবং যে সমস্ত অভিনব বৈজ্ঞানিক ব্যাপার চারিদিকে দেখিতেছি ইহার সকলই বিগত শতাব্দীর সাধনার ফল। বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত উৎকর্ষ শিক্ষিত জগতকে যেন এক মহা মোহের মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি আটলান্টিক বক্ষে যে মহা দুর্ঘটনা হইয়া গেল ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের গর্ব্বকে এক প্রচণ্ড আঘাত পাইতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যতদূর সামর্থ্য ছিল সমস্তই টাইট্যানিক জাহাজের নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। যে পোতখানির বিষয়ে মত ছিল যে, বরং একখণ্ড কর্ক জলে ডুবান সহজ হইবে কিন্তু এই পোতখানি ডুবান সম্ভব নহে, দুই ঘণ্টার মধ্যে অগাধ বারিরাশির ভিতরে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার আর লেশমাত্র রহিল না।

এই বৃহৎ জাহাজখানি প্রায় দুই বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছিল; গত দুই বৎসর কেবল ইহাকে সাজ সজ্জা ও সচ্ছন্দতা এবং বিলাসের সামগ্রী দিয়া শোভিত করিতে কাটিয়া গিয়াছে। ঐ সকল বিষয়ে আধুনিক মানবের ধারণা যতদূর যাইতে পারে তাহা সমস্তই এই জাহাজখানিতে ছিল। আহার বিহার, ব্যায়াম ক্রীড়া, পাঠ, সংবাদপত্র মুদ্রণ প্রভৃতি যাহা প্রয়োজনীয় এবং যাহা কিছু স্বচ্ছন্দতা আনয়ন করিতে পারে তাহার সমস্তই ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং সুখপ্রয়াসী নরনারীগণ অনেকেই আশা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন যে এই পোতখানির প্রথম যাত্রাতেই ইহার বিলাস সামগ্রীর সুখ ভোগ করিবেন। এ সমস্ত বিলাসের সামগ্রী ভিন্ন বিজ্ঞানের চরম শিক্ষা সকল ইহাকে নিরাপদ করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু তখন কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে ইহার প্রথম যাত্রাই ইহার শেষ যাত্রা হইবে? যে বিজ্ঞানের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া সমস্ত জগত ভাবিতেছিল যে, টাইট্যানিক জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ, মহাসমুদ্রে ভাসমান তুষারগিরির একটী আঘাত সকলকে স্মরণ করাইয়া

দিল যে, মানুষের আয়ত্তাধীন সেই বিজ্ঞান-টুকু কত হেয় এবং তুচ্ছ; আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত গৌরব সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইল; এত সাবধানতা, এত কৌশল সমস্ত শ্লেষপূর্ণভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়া বারিধি যেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু উন্নতির একটী প্রধান সহায় বাধা এবং বিঘ্ন; যে বস্তু আমাদিগের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করে, কালে তাহাই আমাদের সোপানস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে আদর্শের নিকটতর স্থানে উন্নীত করে। এখানেও কি তাহাই সত্য নহে? সত্য বটে যে বিজ্ঞানের সমস্ত গর্ব্ব অভাবনীয় ঘটনায় খর্ব্ব হইল, সত্য বটে যে গভীর মোহ ভঙ্গ হইল, কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনা আর কখনও না হইতে পারে পাশ্চাত্য-জাতিগণ সেই উপায় অবলম্বনের চেষ্টা আরম্ভ করিবেন? কত বৈজ্ঞানিক কত নূতন উপায়, নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া সমুদ্রযাত্রার পথ আরও নিরাপদ করিবেন। ইহাই তো মানবের গৌরব। এক দিকে যেমন ভয়ানক দুর্ঘটনায় শিক্ষিত-জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, অপর দিকে এখনই ইহার প্রতীকারের জন্য নূতন চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্যজাতি-গণ কি কোনও কালে নিশ্চেষ্ট কিম্বা ভীত হইবেন? তাহা তো নয়। এ পর্য্যন্ত নব নব আবিষ্কারে কত প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, এখনও কত লোকে বায়ুমণ্ডলের জয়লাভেচ্ছু হইয়া প্রাণ দান করিতেছেন; সেইরূপ সমুদ্রযাত্রা বিষয়েও প্রকৃতির শান্ত এবং ভীষণ সমস্ত শক্তিকেই জয় করিবার এবং ব্যবহারে আনিবার জন্য পুনরায় কত চেষ্টা হইবে।

এই দুর্ঘটনা একদিকে যেমন একটী অত্যন্ত শোকের ঘটনা অপর দিকে ইহা পাশ্চাত্য জাতিসকলের চরিত্রের মাপকাঠি; তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কতদূর গঠিত হইয়াছে তাহা এই ব্যাপার সকলেরই চক্ষের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। প্রথমতঃ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সকলের স্থিরবুদ্ধিতা দেখিয়া আমাদিগকে অবাক্ হইতে হয়। এমন ঘোরতর সঙ্কটে পড়িয়াও সকলের কি ধীর ও প্রশান্ত ভাব। প্রতি মুহূর্ত্তে জাহাজখানি অল্পে অল্পে বারি-রাশির অন্তরালে প্রবেশ করিতেছে মৃত্যু সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কর্ম্মচারিগণ তথাপি স্থিরভাবে যে উপায় অবলম্বন করিলে অন্ততঃ কয়েকজনের প্রাণরক্ষা হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন।

তাহার পর জাহাজের অধ্যক্ষের আজ্ঞাপালন জাতীয় শক্তির আর একটী অদ্ভুত নিদর্শন। অধ্যক্ষ যাহাকে যাহা করিতে বলিতেছেন সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাই সম্পন্ন করিতেছে। কেহ নৌকা নামাইতে সাহায্য করিতেছে, কেহ বা স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে নৌকাতে বসাইতে সাহায্য করিতেছে, আবার কয়েকজন সকলের মনকে প্রফুল্ল করিবার এবং সান্ত্বনা দিবার জন্য মৃত্যুর করালগ্রাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাজনা বাজাইতেছে। এইরূপে স্থিরভাবে আজ্ঞাপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আর একটী দিক।

মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া কয়জন কর্ত্তব্য কার্য্য অবিচলিতভাবে সম্পাদন করিতে পারেন? কিন্তু এই বিপদের মধ্যে পড়িয়া জাহাজের কেহই কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। অধ্যক্ষ নিজে শেষপর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ যতদূর সম্ভব আরোহীগণের প্রাণরক্ষা করিয়া প্রশান্তভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তারহীনবার্ত্তাপ্রেরক শেষ পর্য্যন্ত নিজকক্ষে স্থিরভাবে বসিয়া চতু-র্দ্দিকে ক্রমাগত বিপদের সংবাদ এবং সাহায্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহার কক্ষ ক্রমে জলে পরিপূর্ণ হইল তথাপি তিনি নিজস্থান ত্যাগ করিলেন না। শেষে অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে নিষ্কৃতি দিলেন কিন্তু তখন আর প্রাণরক্ষা করিবার উপায় নাই।

আর একটী বিষয়ের ইহা একটী নিদর্শন—তাহা প্রকৃত শক্তি ও বল। যে শক্তি কেবল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় ব্যয়িত হয় তাহা প্রকৃত শক্তি নহে; মনের বল সেই স্থানেই প্রকাশ পায় যেখানে নিজের ক্ষতিস্বীকার করিয়া দুর্ব্বল এবং অসহায়কে সম্মান দেওয়া হয় এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করা হয়। টাইট্যানিকের ঘটনায় আমরা এই প্রকৃত বলের পরিচয় দেখিতেছি। যখন বিপদের বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রহিল না তখন সকলে স্ত্রীলোক এবং শিশু, যাঁহারা এই বিপদে নিজেদের রক্ষা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অক্ষম তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথমে নৌকায় প্রেরণ করিলেন। যাহারা নিজপ্রাণ রক্ষা করিতে অপারগ তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ-রক্ষার সুযোগ দান করা, দুর্ব্বলের সম্মান করা ইহা সত্যই মনের আশ্চর্য্য বলের পরিচয়। কত ধনীলোক কত বলবান পুরুষ ঐ পোতখানিতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা জ্ঞাতসারে মৃত্যু বাছিয়া লইলেন। এই ত্যাগস্বীকারের মূল্য আমরা কি বুঝিতে পারি? এই মনের দৃঢ়তা আমরা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি? প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আমাদের কি আছে? কিন্তু স্ত্রীলোক এবং শিশুর প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা! প্রাণ অপেক্ষাও ইঁহাদের মূল্য অধিক মনে করিয়া সকলে প্রথমতঃ ইঁহাদিগকে নিরা-পদে করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাই প্রকৃত ত্যাগস্বীকার বটে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে যে মহৎ জাতীয়-চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রকৃত মহত্ত্ব আয়ত্ব করিবার সাধ্য আমাদের নাই। এই চরিত্র একদিন বা এক বৎসরের ফল নয়; এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং ত্যাগস্বীকার জাতীয় জীবনের মজ্জা-গত করিতে কত বৎসর, কত যুগ, কত শতাব্দীর সাধনা প্রয়োজন হইয়াছে তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু এই মহৎ ব্যাপার যে চিরকাল আমাদের চমৎকৃত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পারিতোষিক বিতরণ।—

বিগত ১৭ই এপ্রিল বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯৷৷০ ঘটিকার সময় কুচবিহারস্থ সুনীতি

কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় ল্যান্স ডাউন হলে মাননীয়া মহারাণী বালিকাদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে মাননীয়া রাজকুমারী সুধীরা, মিসেস্ ঘোষ, মিসেস্ এ ন, সেন, মিসেস্ পি সেন এবং আরো কয়টী ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং স্থানীয় জজ মিষ্টার এন সেন, পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিঃ জি নারায়ণ এবং সুনীতি কলেজের সম্পাদক মিঃ এ, এল সেন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ এন সেন কলেজের বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিয়াছিলেন। পারিতোষিক গ্রহণার্থ ১৮০টী বালিকা উপস্থিত ছিল। বিগত ১৯১০ সালে কুমারী শৈলবালা সেন নামক যে বালিকা ইংরাজি বাঙ্গালা উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথমস্থান গ্রহণ করিয়াছিল এবং ১৯১১ সালের ঐ পরীক্ষায় কুমারী বিদ্যুৎলতা দেবী নামক যে বালিকা ঐরূপ স্থান গ্রহণ করিয়াছিল উভয় বালিকাই মহারাণী মহাশয়া প্রদত্ত মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

***

প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা।—

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য মাননীয় গোখলে মহোদয় এবার ব্যবস্থাপক সভায় এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন যে ভারতের যে সকল নগরের মিউনিসিপালিটী ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা আপনাদের নগরের অধিবাসী সকল লোককে প্রাথমিক বিদ্যালাভ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। এইরূপ আইন হইলে সমৃদ্ধ নগরগুলি বাধ্য করিয়া সকল বালক বালিকাকে শিক্ষাদান করিত এবং দেশের বর্ত্তমান মহা অজ্ঞানতা ক্রমে দূর হইবার পথ হইত। বড় দুঃখের বিষয় যে এই পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয় নাই। কিন্তু মাননীয় গোখলে যেরূপভাবে এই বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার ও তাহার বাহিরের সকল চিন্তাশীল লোকই বুঝিতে পারিয়াছেন যে এইরূপে শিক্ষাবিস্তার করা একান্ত প্রয়োজন। যদিও এমন আইন করিয়া শিক্ষাদান করিবার নিয়ম হইতে হয়ত আরও দশ বৎসর বিলম্ব হইবে কিন্তু দীন দুঃখী ও নীচজাতিদিগকেও শিক্ষা দিতে হইবে একথা এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সরকার বাহাদুরও সেই বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নির্য্যাতিত জাতি সকলের শিক্ষার ও উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে আমাদের বঙ্গদেশের নানাস্থানে এজন্য সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা ভগবানের কৃপায় সচ্ছল অবস্থায় ও সুস্থভাবে জীবনযাপন করেন এবং যাঁহাদের সময় থাকে তাঁহারা যদি বৃথা কাজে বৃথা কথায় বৃথা পাঠে বা বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করিয়া দীন দুঃখীগণের বালকবালিকাগণকে শিক্ষাদান করেন তাহা হইলে আপনারা অন্তরে তৃপ্তি ও সুখলাভ করিতে পারেন এবং প্রতিবেশীর ও দেশের একটী শ্রেষ্ঠ সেবা করিতে পারেন। আমাদের কোন

কোন পাঠিকা আপনার অবসর সময় ব্যয় করিয়া বালিকাগণের শিক্ষার সাহায্য করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে যদি অপর সকলের দৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে বড় সুখকর ব্যাপার হয়। আমাদের কতকগুলি যুবক বন্ধু মিলিয়া কলিকাতায় শ্রমজীবীদিগের জন্য বিদ্যালয় করিয়াছেন; গত ৩ বৎসর তাঁহারা আপনাদিগের অবসর সময় জনহিতকর কার্য্যে এইরূপে ব্যয় করিয়া বহু দরিদ্র শ্রমজীবীকে অল্প অল্প শিক্ষাদান করিয়া সুখী হইয়াছেন এবং আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। নগরে আরও কতশত যুবক আছেন যাঁহারা সপ্তাহে ২।৩ ঘণ্টা করিয়া এইরূপে দীনসেবায় ব্যয় করিলে বড় বড় নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া সহস্র দীন দুঃখী বালক বালিকার শিক্ষার পথ হইতে পারে। মহিলাগণের এদিকে দৃষ্টি পড়িলে বিশেষ উপকার হইবে।

***

(২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নারীগণের রাজনৈতিক অধিকার।—

আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা বহির্জগতের সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন যে এখন ইংলণ্ডে "সাফ্রাজেট্" অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থিনী রমণীদিগের মধ্যে খুব আন্দোলন চলিতেছে। তাঁহারা রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য বদ্ধপরিকর এবং সেই চেষ্টায় করাগারে যাইতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাঁহাদের প্রকৃত দাবী কি এবং কিসের জন্য তাঁহারা এরূপ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সাক্ষাৎভাবে "মহিলার" পাঠিকাগণকে জানাইবার জন্যই কুমারী মাবেল ওয়াল্টার কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। কুমারী ওয়াল্টার লণ্ডনের কোনও স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং একজন উৎসাহী "সাফ্রাজেট্"। ইঁহাদের মত এবং আদর্শের সহিত কাহারও মিলিতে পারে কাহারও বা না মিলিতে পারে; তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু নূতন আদর্শ ও ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অন্যতম উপায় জানিয়া আমরা এই প্রবন্ধটীকে সাদরে "মহিলাতে" স্থান দিতেছি। ইঁহাদের ভাবে, আদর্শে ও চেষ্টায় যাহা সত্য এবং সুন্দর তাহাই ধারণা করিতে পারিলে পাঠিকাদিগের যথেষ্ট লাভ হইবে।

এই সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া আমরা "মহিলাতে" পত্রাবলীর জন্য কিছু স্থান দিতে চাই। পাঠিকাগণ তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য এবং বক্তব্য কিছু থাকিলে তাহা যদি কুমারী ওয়াল্টারের নিকট লিখিত পত্রের আকারে "মহিলায়" প্রকাশ করেন তাহা হইলে কুমারী ওয়াল্টার ঐ সকল বিষয়ে যাহা বলিবার আছে "মহিলাতেই প্রকাশ করিবেন। আশাকরি আমাদের পাঠিকাগণ ইংলণ্ডের রমণীগণের প্রকৃত অবস্থা জানিবার এই সুযোগ হারাইবেন না।

***

কুমারী ইভান্স টাইটানিকের একজন যাত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহার তিন মামী শ্রীমতী কর্ণেল, শ্রীমতী আপেণ্টন ও

শ্রীমতী ব্রাউনের সহিত আমেরিকা যাইতেছিলেন। কুমারী ইভান্‌সের বয়স ৩১ বৎসর, বেশ ঐশ্বর্য্যশালিনী, দেশ ভ্রমণ করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছেন। শ্রীমতী কর্ণেল ও শ্রীমতী আপেল্টন এক নৌকায় শ্রীমতী ব্রাউন ও কুমারী ইভান্স অন্য এক নৌকায় উঠিলেন। যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এই শেষ নৌকা ছিল। কিন্তু নৌকায় অতিরিক্ত লোক থাকাতে তাহা জলে ডুবিবার সম্ভাবনা হইল। তখন নাবিকেরা বলিল, "একজনকে নৌকা হইতে নামিতে হইবে।" যিনি নামিবেন, তাঁহার আর জীবনরক্ষা হইবে না, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। কুমারী ইভান্স তৎক্ষণাৎ নৌকা পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; তাঁহার মামী বলিলেন "না মা, তুমি থাক, আমি জাহাজে ফিরিয়া যাই।" তিনি ইভান্সকে বলপূর্ব্বক নৌকায় রাখিয়া জাহাজে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ইভান্স বলিলেন "না, মামী, আমিই নৌকা হইতে নামিয়া যাইব। তুমি নৌকায় থাক। বাড়ীতে তোমার পুত্র কন্যা আছে। আমার কেহ নাই।" এই বলিয়া ইভান্স এক লম্ফে নৌকা হইতে জাহাজের উপর উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই টাইটানিক জলমগ্ন হইল। কুমারী ইভান্স সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

কুমারী বেন্থাম গভীর নিদ্রায় অচেতন, এমন সময় টাইটানিকের সহিত বরফ ক্ষেত্রের সংঘর্ষণ হয়। একজন ভৃত্য আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, যদি বাঁচিতে চাও অবিলম্বে শয্যাত্যাগ কর। বেন্থাম গরম কাপড় পরিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। একজন লোক তাঁহাকে নৌকায় উঠাইয়া ছিল। নৌকায় অনেক বেশী লোক ছিল। একজন নাবিক স্থানাভাব বশতঃ জলে পা দিয়া নৌকার পার্শ্বে বসিয়াছিল। বরফ জলে তাহার পদদ্বয় অসাড় হইয়া গেল, তবু সে বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া সেই অবস্থাতেই নৌকা বাহিতে লাগিল। তাহার আসন্নমৃত্যু দেখিয়া বেন্থাম আপনার স্থানে নাবিককে বসাইয়া স্বয়ং জলের উপর পা দিয়া অতি ক্লেশে বসিয়া রহিলেন।

কুমারী মেরি ইয়ং যখন এক নৌকায় আরোহণ করেন তখন জাহাজ জলমগ্ন হয়; সে নৌকায় ২৬ জন আরোহী ছিল। ইয়ং দেখিলেন জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে বহুলোক সমুদ্রে ভাসিতেছে। তিনি আরও ১৪।১৫ জনকে নৌকায় উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। নাবিকেরা বলিল, "এই নৌকায় ২৬ জনের বেশী ধরিবে না, যদি বেশী লোক উঠে, নৌকা ডুবিয়া যাইবে।" ইয়ং তেজের সহিত বলিলেন "যা হইবার হউক, আরও লোক লইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে সমুদ্রগর্ভ হইতে অনেক লোককে নৌকায় তুলিয়া লইয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন।—"সঞ্জীবনী"।

তিনটী আবশ্যকীয় কথা।

প্রথম—আমাদের কেশরঞ্জন তৈল সুগন্ধে অতুলনীয়। প্রত্যহ ইহা ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে—মস্তিষ্ক কার্য্যক্ষম হয়, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা প্রভৃতি যেন মন্ত্রবলে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়—বঙ্গরমণীর অঙ্গরাগের সহস্র উপকরণ থাকিলেও—সুগন্ধির জন্য কেশবৃদ্ধির ক্ষমতার জন্য, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণ করিবার জন্য কেশরঞ্জন ভিন্ন দ্বিতীয় উপকরণ নাই।

তৃতীয়—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিতে—গভীর মস্তিষ্ক আলোচনা ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে সবল ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে আমাদের "কেশরঞ্জন" অদ্বিতীয়।

ছোট এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।
বড় এক শিশির মূল্য ৩৲ তিন টাকা, মাশুলাদি ।৶০ এগার আনা।
(ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে।)

অশোকারিষ্ট।

স্ত্রীরোগমাত্রেরই অশোকারিষ্ট অমোঘ মহৌষধ। আমাদের অশোকারিষ্ট উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তুত। অশোকছাল ইহার প্রধান উপকরণ। কষ্টকর ও দোষজনক ঋতুর সহজস্রাব করানই অশোকারিষ্টের প্রধান কার্য্য। এ সম্বন্ধে ইহা অমোঘ ও অব্যর্থ। ইহা সেবনে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে দুরারোগ্য ভীষণ সূতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

এক কৌটার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুবিধা হারাইবেন না।

পণর বাড়ি নই ভিজিট বাড়ে! দুই টাকার কত ডাক্তার পশ্মারের জোরে ষোল টাকা লইতেছেন! বাজারে যেসব কেশতৈলের নামজাক আছে, তাহাদের এক ছটাকের মূল্য এক টাকা। ঈশ্বরেচ্ছায় "সুরমার" যেরূপ আদর বাড়িয়াছে, তাহাতে সুরমার ভিজিটও শীঘ্র বাড়িতে পারে। সময় থাকিতে সুবিধা হারাইবেন না। এখনও সুরমার মূল্য ৸৹ বার আনাই আছে। কিন্তু "সুরমার" শিশি আকারে দ্বিগুণ। সুরমা দামে সস্তা, কিন্তু উপকারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুরমা চুল বাড়ায়, চুল কাল, ঘন ও কোমল করে এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখে। সুরমার সৌরভও অতি মনোহর। অনেক লোকেই এখন অন্য তৈল ছাড়িয়া সুরমা ব্যবহার করিতেছেন। একবার পরীক্ষা করিলে, আপনিও ব্যবহার করিবেন। এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র। মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

সূতিকারিষ্ট।

সূতিকারিষ্ট সূতিকা রোগের মহৌষধ। প্রসবের পর যেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাকে সূতিকা-রোগ বলে। সূতিকারোগমাত্রই দুঃসাধ্য ও নিতান্ত কষ্টদায়ক। এই ঔষধ অল্পদিন সেবন করিলেই জ্বর, উদরাময়, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য সূতিকা-রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে। প্রসবের পূর্ব্ব হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, যথাকালে সুপ্রসব হয়, এবং ভবিষ্যতে কোনরূপ সূতিকা-রোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। গর্ভের প্রথম অবস্থা হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, গর্ভকালীন বমন, অরুচি, গ্লানি প্রভৃতি উপসর্গের আশঙ্কা থাকে না। এরূপ নির্দ্দোষ মহোপকারী ঔষধ প্রত্যেক গৃহস্থেরই সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করি যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

REG No. C. 32

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। জুন, ১৯১২। [১১শ সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা ২৪১

ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার আরম্ভ ও প্রসার ২৪২

রমণীদিগের রাজনৈতিক অধিকার ২৪৫

ইউরিপিডীসের এলসেষ্টিস ২৫০

অমরত্বের অভ্যাস ২৫৫

জগতের বন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ষ্টেড ২৬০

প্রেরিতপত্র ২৬৪

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

রূপে গুণে বঙ্গমহিলার তুলনা নাই।

এই স্বভাবজাত রূপপ্রভাকে আরও উজ্জ্বলিত করিতে হইলে নিত্য স্নানের সময় আমাদের মহা সুগন্ধি "কুন্তলবৃষ্য তৈল" তাহাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। কুন্তলে কুন্তলের শোভাবর্দ্ধন করে, রূপের প্রভা বাড়ায়, কেশের কমণীয়তা বৃদ্ধি করে, স্বভাবসুন্দর কেশরাশিকে আরও কোমল সুকৃষ্ণ ও সুচিক্কণ করে। নিত্য কবরী রচনা-কালে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিবাহ ব্যাপারে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। কেন বাজে এসেন্স কিনিয়া উপহার দিয়া পয়সার অপব্যয় করেন? কুন্তলবৃষ্য তৈলের সুগন্ধের নিকট পারিজাতের গন্ধও হারি মানে। প্রায় চল্লিশবৎসর কালের উপর কুন্তলবৃষ্য দেশের ও দশের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। অতএব কুন্তলবৃষ্য আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। মায় ডাকব্যয় ১।৶০ তিন শিশি ২৷০। ডজন ৯৲ টাকা।

কল্যাণীরূপিণী বঙ্গরমণীর রক্ষার উপায়।

রমণীগণের স্বভাবসুলভ কতকগুলি কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ব্যাধি আছে। সেগুলির প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। কুচিকিৎসায় বা অচিকিৎসায় রোগ বাড়িয়া উঠে, শেষে প্রাণ লইয়া টান পড়ে। জরায়ুঘটিত ব্যাধি রক্তগুল্ম প্রভৃতি কখনই উপেক্ষনীয় নহে। মনে জানিয়া রাখিবেন আমাদের আয়ুর্ব্বেদসম্মত মহৌষধ "অশোকারিষ্ট" এই সমস্ত মহারোগের একমাত্র প্রতিকারক। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ দেড়টাকা। মায় ডাকব্যয় ১৸৶০।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা — ভৈষজরাজ।

প্রধান চিকিৎসক — কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন ও কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

হ্যানিমান ফার্ম্মাসি।

২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হারিসন রোডের মোড়)

পৃষ্ঠপোষক—ডাক্তার—আর, সি, নাগ, এম্ ডি। জি, সি, দাস, এম্, ডি।
" " বি, বি, চাটার্জ্জি এম্, বি।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ এবং ১০৪ শিশি ঔষধ, ড্রপার ও একখানি পুস্তক সমেত যথাক্রমে ২৲ ৩৲ ৩৷০ ৫৶০ ৬৷০ এবং ১১৷৷।
তালিকার জন্য আবেদন করুন।

ডাঃ ইউ, এন, সরকার।

অন্তঃপুর

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। জুন, ১৯১২। [১১শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

নীরব দেবতা এসগো নামিয়া,
হৃদয়েতে মোর আজি।
শূন্য-হৃদয় তোমারি লাগিয়া,
দিবানিশি আছে জাগি।
শুনে তব নাম এ ক্ষুদ্র পরাণ
পারে না থাকিতে আর,
লভিতে তোমার চরণ-কমল
চিত্ত ব্যাকুল তার।
মম হৃদয়ের বীণার তন্ত্রে
বাজিয়া উঠুক গান,
তব নাম সুধা মধুর মন্ত্রে
আকুল করুক প্রাণ।
নমিয়া তোমার চরণ কমলে
জুড়াই তাপিত প্রাণ
দাও অন্তর্য্যামি হৃদয় স্বামী
অভয় চরণ দান।
মম জীবনের নিভৃত কুঞ্জে
থেকো চিরদিন স্বামী,
তব নির্ম্মল অভয় চরণ
যতনে পূজিব আমি।

ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার আরম্ভ ও প্রসার।

যখন ইংলণ্ডের স্ত্রীশিক্ষা কেবলমাত্র ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তেই ছিল, সে সময়ে আমাদের দেশের সাধারণ বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের ন্যায় বালিকাগণের কয়েক বৎসর মাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ হইত। এই সকল বিদ্যালয় (nuns) কৌমার্য্যব্রতধারিণী ধর্ম্মপ্রাণ মহিলাগণ চালাইতেন, অতএব প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী মঠ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলাতে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। মঠ ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই অনেকস্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য সাধারণ লোকের দ্বারা পরিচালিত অনেক বিদ্যালয় হইয়াছিল, সুতরাং বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাগণের শিক্ষার অধিক ক্ষতি হইয়াছিল এবং সে সময়ে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা পুনরায় আনয়ন করিতে প্রায় তিনশত বৎসর লাগিয়াছিল।

ইংলণ্ডের অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বটে কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ কোন যত্ন করা হয় নাই কারণ সে সময়ের লোকেরা ভাবিতেন যে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্ত্রীত্ব এবং মাতৃত্ব ভিন্ন আর অন্য কোন অবস্থা হওয়া উচিত নহে, সেইজন্য তাঁহাদের শিক্ষারও কোন আবশ্যকতা তাঁহারা দেখেন নাই। অন্য একটী কারণ এই যে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের গৃহস্থালীর কার্য্য এত বেশী করিতে হইত যে তাহার সহিত আর কোন প্রকার বিদ্যাচর্চ্চার সময় থাকিত না। সে সময় সচরাচর গৃহকর্ম্ম ও রন্ধন ভিন্ন সূতাকাটা বস্ত্রবয়ন, জ্যাম্, চাট্‌নী, সুগন্ধি, এমন কি মোমবাতীও প্রস্তুত করিতে হইত, ডাক্তারি ও অস্ত্রচিকিৎসা কিছু পরিমাণে এবং কাপড়ধোয়া, শেলাইকরা ইত্যাদিও করিতে হইত। ক্রমে এই কাজের অনেকগুলি বাজারে হইতে লাগিল সুতরাং গৃহকার্য্য অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া আসিল। যদিও মহিলাদিগের এইরূপ অবসর বৃদ্ধির সহিত বিদ্যালাভে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তথাপি পুরুষগণ এবিষয়ে একেবারে উদাসীন রহিলেন। ইয়োরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে যে Renascence, (অর্থাৎ জাতীয় জীবন এবং সাহিত্যের পুনর্জন্ম) হইয়াছিল এবং যাহার দ্বারা সমগ্র ইয়োরোপে নূতন জীবন সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ইংলণ্ডে নারী জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তবে উনবিংশতি শতাব্দীতে উহার ফল কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সে সময়ে ইংলণ্ডের পুরুষগণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য নিজেরাত কোন চেষ্টা করিতেনই না বরং মহিলাগণ স্বীয় চেষ্টাতে কিছু করিলেও বিদ্রূপ করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লোকের মনে স্থান পাইয়াছিল, এবং তখন অনেকেই ইচ্ছা করিতেন যে নারীদিগকে নানা প্রকার ক্রীড়া, নৃত্য, গীত, বিদেশীয় ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হউক। সেই সময় হইতে পুরুষ ও নারী উভয়েই নারীদিগের

শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মেরী অষ্টেল নাম্নী জনৈক ভদ্রমহিলা পুরুষ নারীকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বালিকাবিদ্যালয়ে বালিকার সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৭০৪—১৭১৪ এই দশ বৎসরের মধ্যে সাতশত হইতে সতেরশততে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই যে স্ত্রীশিক্ষার আরম্ভ ইহা কেবল নারীগণের যত্নেই হইয়াছিল, কারণ এসময় পর্য্যন্ত প্রায় সকল পুরুষেরাই স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ক্রমশঃ অধিক হইতে থাকিলেও শিক্ষিতা নারীগণকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত। সুইফট, কনগ্রীভ প্রভৃতি এমন কি এডিসন ও ষ্টীলের ন্যায় লোকেরাও শিক্ষিতা মহিলাগণকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। মূর নামক জনৈক ডাক্তার তাঁহার কন্যা হ্যানার মেধাশক্তি দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ল্যাটিন ভাষা ও গণিতশাস্ত্র শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এত বাধা ও বিপদ সত্ত্বেও বিদুষী এবং চিন্তাশীলা নারীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হ্যানা মূর এবং তাঁহার বন্ধু কুমারী হ্যারিসন নিজগৃহে কখনও বা বারান্দার উপর কখনও বা রন্ধনশালার পশ্চাতে দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু ইহাতেও অনেকেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদের দেশে যেমন এখনও দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদান করিবার বিপক্ষে অনেকে অনেক প্রকারের যুক্তি, তর্ক প্রয়োগ করিয়া থাকেন সেকালে ইংলণ্ডেও সেইরূপ ছিল। কেহ বলিতেন দরিদ্র এবং শ্রমজীবিদিগকে শিক্ষিত করিলে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইবে, কেহ বা বলিতেন যে বাড়ীর ঝি চাকরেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে গৃহকর্ত্তার পত্রাদি পড়িবে অথবা জাল জুয়াচুরী করিবে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় সকলের অবস্থা পরীক্ষার্থে যে সভা নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার সভ্যগণ অনেক বিচারের পর স্থির করিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র পুরুষদিগকে শিক্ষা দিবার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে পুরুষ ও নারী উভয়কেই শিক্ষা না দিলে কোন জাতির প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না। সেই সময় হইতে স্ত্রীশিক্ষার বাধা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ক্রমে ইংলণ্ডে মধ্যবর্ত্তী লোকের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বেকার ন্যায় আর খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি সস্তা থাকিল না অতএব পরিবারস্থ প্রায় সকলকেই বাহিরে চাকরী করিতে হইল। বাড়ীর কন্যাগণকে দোকানে ডাকঘরে ইত্যাদি নানাস্থানে কাজ করিতে হইত। তখন অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা মহিলাদিগের পক্ষে জীবনসংগ্রাম বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থাতেও স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে অনেক পুরুষ বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতেন। অতএব আমেরিকা বা ইয়োরোপের অন্যস্থান হইতে লোকেরা

ইংলণ্ডে বেড়াইতে আসিলে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখিতেন, এমন কি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে একজন আমেরিকার লোক বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ড কেবল পুরুষদিগেরই স্বর্গধাম এবং আর একজন ভদ্রমহিলা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডে পুরুষ স্ত্রীগণের উপর রাজত্ব করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র যে পুরুষগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের লোকেরা যত্নবান হইতেন তাহার আরও প্রমাণ এই যে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বিদ্যালয়গুলি ভাল করিবার জন্য চেষ্টা হয় তাহাতে বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। নূতন নূতন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনেক ব্যয় হইত বলিয়া অনেকে বালকদিগের বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে পড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও বিশেষ বাধা পাইতে হইয়াছিল। হ্যারো নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সময় সর্ত্ত ছিল যে ইহাতে বালিকারা পড়িতে পারিবে না। কেহ কেহ এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে অন্য সকল বিদ্যালয়ে যেখানে বালিকাদিগের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা নাই সেখানে তাহারা পড়িতে পারে; কিন্তু যদিও বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণের এ বিষয়ে কোন আপত্তি ছিল না তথাপি এত শীঘ্র এরূপ অনুমতি দিতে ভয় পাইয়াছিলেন।

ক্রমে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদিগের বালিকাবিদ্যালয়ের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে সময় কেবলমাত্র দুইটী বালিকাবিদ্যালয় ভাল অবস্থাতে ছিল—কুয়ীনস্ কলেজ এবং বেড্‌ফোর্ড। এই দুইটী বিদ্যালয় নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু প্রথমে উচ্চশিক্ষালাভেচ্ছু বালিকার অভাবে উচ্চপ্রাথমিক পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর পার্লামেণ্টের সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রসার আরম্ভ হইল এবং ক্রমে বালিকাবিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার কলেজ ইত্যাদি শীঘ্র শীঘ্র হইতে লাগিল। ইঁহারা নানাবিধ উপায়ে স্ত্রীশিক্ষাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন এবং ধনীদিগকে অনুরোধ করিয়া অনেক নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৬০—১৮৭০ এই দশ বৎসরের মধ্যে এত অধিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল যে পূর্ব্ব অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

কিন্তু ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা যেরূপ ছিল আমাদের দেশে এখন সেইরূপ—অর্থাৎ পুরুষগণ এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে উদাসীন, মহিলাগণও গৃহকার্য্যে সমস্তদিন ব্যাপৃত থাকাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে পারেন না। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সেই শিক্ষারূপ মহারত্ন অন্য সকলকে দিবার এমন কি তাহার চর্চ্চা রাখিবারও চেষ্টার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। বিলাতে স্ত্রীলোকদিগের অনেক পরিমাণে মুক্তভাব ও স্বাধীনতা

থাকা সত্ত্বেও যখন এত বাধা এবং বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল তখন আমাদের দেশে যেখানে সে মুক্তভাবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না সেখানে আরও অধিক বাধা এবং বিদ্রূপ পদে পদে ভোগ করিতে হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কিছু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে নারীগণ উদ্যোগ করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে ইংলণ্ডে কখনও স্ত্রীশিক্ষা এত শীঘ্র বিস্তৃতি লাভ করিত না, সুতরাং এখানেও সেই চেষ্টার আরও অধিক প্রয়োজন। তবে ইহাতে নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই এবং এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুর মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করিতে যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা যুগপৎ প্রশংসার্হ ও আশাজনক।

শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
এম্, এ,।

রমণীদিগের রাজনৈতিক অধিকার।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি নারীজাতির মধ্যে আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্য দেশে সে অশান্তি নারীগণের রাজনৈতিক ব্যাপারে অধিকার প্রার্থনার আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই রাজনৈতিক অধিকার দেখিতে সামান্য হইলেও ইহার শক্তি অমোঘ এবং এই অধিকার লাভের চেষ্টা কেবল অধিকারের জন্য নহে কিন্তু আমাদের অন্যান্য মঙ্গলকার্য্যে এই অস্ত্র আমাদের সহায় হইবে এই ইচ্ছায়।

কিন্তু এ অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কি? প্রথমতঃ জাতীয়জীবন গঠনকার্য্যে আমাদের অধিকারের অংশ প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ সমাজগঠনের সমস্ত বিষয়ে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই অভিজ্ঞতা ও মতামত সমানভাবে ব্যবহার করা। দ্বিতীয়তঃ নারীজাতির উন্নতিকল্পে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা রক্ষা করিতে যত্নশীল হওয়া।

প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের তত্ত্বাবধানে নারীজাতি যে অত্যন্ত পটু এই কথাটী খুব ঠিক। নারীজীবন মানবজীবনের কোমলতার প্রকাশ এবং জননীরূপে নারী যে ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন সেই ক্লেশই বোধ হয় নারীহৃদয়ে দয়া এবং কোমলতা গ্রথিত করিয়া দেয়।

মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যিনি "দীপধারিণী মহিলা" নামে সুপ্রসিদ্ধ *, তাঁহার

* রুষের দক্ষিণস্থ ক্রিমীয়া দেশে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল করুণাপ্রণোদিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। ঐ সময়ে প্রায়ই রাত্রিকালে তিনি দীপ হস্তে প্রত্যেক আহত ও রোগী সৈনিকের নিকটে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। দূর হইতে তাঁহার প্রদীপ দেখিলেই সকলের মন আশা ও আনন্দে পূর্ণ হইত, এবং সেইজন্য ক্রমে তাঁহাকে সকলে Lady of the Lamp অর্থাৎ দীপধারিণী মহিলা নামে অভিহিত করিয়াছিল। ম, সং।

অসমসাহসী চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষা বিষয়ে কি মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করে নাই? কারাগৃহে আবদ্ধ, পতিত, ঘৃণিত এবং সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত কয়েদীদিগের প্রতি এক্ষণে যে কথঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার দৃষ্ট হয় এলিজাবেথ ফ্রাইএর পতিত এবং ঘৃণিতদিগের প্রতি ঐকান্তিক যত্নই তাহার একমাত্র কারণ। পুনরপি, মিসেস্ হেরিয়েট বীচর ষ্টো একটী মহিলা যিনি দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার সংগ্রামে আপনার ক্ষমতাশালিনী লেখনী প্রভাবে বহুলোককে ন্যায়ের পক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের সংস্কারকদিগের মধ্যে মিসেস্ যোসেফাইন বাটলার অপেক্ষা কে অধিক সম্মান লাভ করিয়াছেন! ইতিপূর্ব্বে আর কখনও নারীজাতির সম্মান এবং নারী জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এরূপ সাহসিকতার সহিত তাহাদের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক সংগ্রাম এই মহামনা নারীর ন্যায় আর কেহ করেন নাই। ১৮৬৬ সালে যখন পুশিশের উপর যাবতীয় পাপ নিবারণের ভার অর্পণের চেষ্টা হইয়াছিল তৎকালে এই যোসেফাইন বাটলারই পাপ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

অগ্রণীদিগের মধ্যে আমি কেবলমাত্র চারিজনের নাম করিতেছি যাঁহারা লোকনিন্দা, অপমান এবং সর্ব্বপ্রকারের নির্য্যাতনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক পাশ্চাত্য দেশে ন্যায়ানুরাগীদিগের নিকট সম্মানার্হ হইয়াছেন। নারীজাতির সহানুভূতি কোন দিকে প্রধাবিত এবং কার্য্য করিবার পূর্ণস্বাধীনতা পাইলে নারীশক্তি কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তাহা ইহা হইতে যথেষ্ট বুঝা যাইতেছে।

স্ত্রীর সাহায্য লইয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য করা এবং সন্তানগণের লালনপালন ও সুশিক্ষা দানকরা অপেক্ষা স্ত্রীর সাহায্য না লইয়া এ সকল করা সহজ ভাবিয়া লওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি এতদিন পরেও নারীদিগের সাহায্য অপেক্ষা তাঁহাদিগের সাহায্যব্যতিরেকে পুরুষেরা যে উৎকৃষ্টতররূপে দেশ শাসন করিতে পারিবেন তাহা মনে করাও অসম্ভব। কারণ জাতি অর্থে একটী বৃহৎ পরিবার ভিন্ন আর কি বুঝায়? এই পরিবারের প্রত্যেক ভাগের নিজের নিজের এক একটী কর্ত্তব্য আছে, প্রত্যেকের বিশেষ অভাব আছে এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রত্যেকেরই সাম্য এবং বৈষম্য উভয়ই আছে। কোন বিশেষ দল কিম্বা ভাগকে তাহার দায়িত্ব হইতে অপসারিত করিলেই পরিবারের ঐক্য এবং পূর্ণতা খর্ব্ব হয়।

রাজকীয় মহাসভাতে,—অন্য কথায় বলিতে গেলে পারিবারিক সমিতিতে,—বিচারিত হইবার জন্য যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহার কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। সেগুলি কি কি?

কর কাহারা দিবে? অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর উপর অথবা ভোগবিলাসের দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য হইবে?

কি প্রণালীতে কর ধার্য্য হইবে?

বালক বালিকারা কত বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে এবং কতদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে?

কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে?

বালক এবং বালিকার শিক্ষা এক অথবা বিভিন্ন প্রকারের হইবে?

শিশুদিগের ভয়ানক অকালমৃত্যু নিবারণের জন্য কি করা কর্ত্তব্য? শ্রমজীবি নারী এবং পুরুষের পরিশ্রমের নিয়ম ইত্যাদি কি প্রকারের হইবে?

কার্য্যবিহীন, পীড়িত, উন্মাদরোগগ্রস্ত এবং অনাথদিগের সাহায্যকল্পে কি কর্ত্তব্য?

রাজদণ্ডে দণ্ডিত স্ত্রী এবং পুরুষদিগের চরিত্র কি উপায়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে সমাজের সহায়রূপে ব্যবহৃত করা যাইতে পারে?

বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণকে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্যস্থলে কর্ম্ম করিতে দেওয়া উচিত কি?

পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে এই সমস্ত এবং এইরূপ শত সহস্র প্রশ্নের উত্তর পুরুষেরা আপনারাই দিতে অগ্রসর হইয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এখনও বহুলোক নিতান্ত নিস্বঃঅবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও নারী ও পুরুষ, বিশেষতঃ নারীগণ, সপ্তাহে কয়েক শিলিংমাত্র উপার্জ্জন করিয়া থাকে। শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা অতীব ভয়াবহ। যে কারাগৃহে অপরাধী সংশোধনের নিমিত্ত প্রেরিত হয় সেই সংশোধনাগারগুলিই পাপ এবং দুষ্কার্য্যের আগার।

নারীগণ যতই এ সমস্ত পাপের কারণ অবগত হইতেছেন ততই তাঁহাদের হৃদয় গভীর বেদনা পাইতেছে এবং এই সকলের সংশোধন কার্য্যে তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের অংশ দাবী করিতেছেন।

কিন্তু যখন যে সকল বিধি নারীদিগের জন্য বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন এই সকল বিধি প্রণয়নের অধিকার হইতে নারীদিগকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা আরও অধিক মূঢ়তার কার্য্য মনে হয়।

আমরা বলি "কোন ব্যক্তি এ প্রকার সৎ হইতে পারেন না যাঁহাকে অন্য এক জনের উপর অবাধ কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইতে পারে; এবং সমাজের কোনও বিশেষ শ্রেণী বা ভাগ এ প্রকার সৎ হইতে পারেন না যাঁহাকে অন্য শ্রেণী বা ভাগের উপর অবাধ কর্ত্তৃত্ব করিতে দেওয়া যাইতে পারে।"

আমরা এ কথা কখনই বলি না যে যদি অতীতকালে স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির সামাজিক অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থার বিপরীত হইত তাহা হইলে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দেরা যে সকল ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন আমরাও সে সকলে পতিত হইতাম না। তাহা নয়; কিন্তু এখন হইতে যদি নারী এবং পুরুষ উভয়েই পরস্পরের সাহায্যে ঐক্য সহকারে কাজ

করিতে পারেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে এরূপ ভ্রমপ্রমাদ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে।

বর্ত্তমানে নারীদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ভুল ধারণা বোধ হয় এই যে নারীগণ সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে কথা কার্য্যের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে তাহার কোনও মূল্য নাই। পৃথিবীর সমস্ত কাজে, জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, পুরুষ তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বতঃসিদ্ধ স্থির করিয়া লন, এবং নারীও ঐরূপ বিশ্বাসে শিক্ষালাভ করার জন্যই হউক কিম্বা এ ভিন্ন অন্য উপায়ে সমাজে স্থান পাইবার উপায় নাই জানিয়া হউক, এই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া লন। সকল পুরুষের পক্ষে ইহা সত্য না হইতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ যাহা দেখা যায় তাহাতে ইহাই সত্য।

ইংলণ্ডে স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন যে কতদূর মিথ্যা এ দেশের বিবাহপদ্ধতি ও বিবাহবিধিই তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখানে বিবাহ দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়, ১ম আইনসঙ্গত ব্যবস্থা দ্বারা, ২য় অন্ততঃ কোনও ধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতি দ্বারা। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাতে আমরা বিবাহিত জীবনের পবিত্রভাবের একটি উচ্চ আদর্শ দেখিতে আশা করিতে পারি। কিন্তু তাহাই কি আমরা দেখিতে পাই? অনুষ্ঠানকালে পুরোহিত বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কি, এই প্রশ্নের তিনটী উত্তর দেন। তাহার একটী এই :—"পাপ এবং ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ মনুষ্য সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, যাহাতে যে সকল লোকে পবিত্রতা রক্ষা করিতে অসমর্থ তাঁহারা বিবাহ করিয়া সমাজের নীতিপালনপূর্ব্বক জীবনযাপন করিতে পারেন।" অর্থাৎ স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে বিবাহ দুশ্চরিত্রতার একটী আবরণবিশেষ। ইহা কাহারও কাহারও পক্ষে সত্য হইতে পারে বটে এবং সাধারণের বিশ্বাসও তাহাই। কিন্তু কোনও পূতশীলা নারী কিম্বা মহানুভব পুরুষের পক্ষে এরূপ জঘন্য মত অপেক্ষা বিসদৃশ বস্তু আর কি হইতে পারে? যদিই বা বহুপূর্ব্বে কোনও কালে ইহা সত্য হইয়া থাকে, এখন কি সময় আসে নাই যে আমরা বিবাহের পবিত্র এবং আধ্যাত্মিকভাবকে মহামূল্য মনে করিব না? আমরা বলি যে যাহা পাপ তাহা সামাজিক বা ধর্ম্মবন্ধনের, মধ্যে কিম্বা বাহিরে, যে স্থানেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন তাহা চিরকালই পাপ থাকিবে।

পুনশ্চ, বিবাহপদ্ধতির সর্ব্বস্থানে, প্রার্থনায় এবং উপদেশে যেখানেই কন্যার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেইখানেই "বাধ্য হইবে" এই কথা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাধ্যতার কোনও সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই, "সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হইবে" কন্যার প্রতি এই অলঙ্ঘনীয় আদেশ এবং এই আদেশ বিনা আপত্তিতে তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে। এখন এরূপ বাধ্যতায় সময়ে সময়ে কোন অন্যায় কার্য্য করিতেও হইতে পারে, কিন্তু যে স্ত্রী তাঁহার ভাগ্যবিধাতা এবং স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয়েন তিনি কারণ যাহাই হউক

না কেন, তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারিণী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ইহা কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবা যাইতে পারে যে, যে নারী ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে এরূপ দাসত্বের অবস্থা স্বীকার করিয়া লন তিনি কখনও সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্র হইবেন? সহজ বুদ্ধিতেই ইহার উত্তর "না, হইতে পারেন না।"

আবার বিবাহভঙ্গের যে বিধি আছে তাহাতেও ব্যবস্থা অতি অদ্ভুত। স্বামী অপরাধিনী স্ত্রীকে আইনের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু সেই একই দোষে অপরাধী স্বামীকে ত্যাগ করিবার অধিকার স্ত্রীর নাই; অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে দুশ্চরিত্র স্বামীর সহিত সংসার করিতে হয়। যে দেশের বিবাহবিধি এইরূপ পক্ষপাতপূর্ণ এবং যে দেশের স্ত্রী এবং পুরুষের জন্য নীতির এরূপ ভিন্ন আদর্শ প্রচলিত সে দেশে নারীজাতি যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মান লাভ করেন ইহা স্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। যদি মিলিতভাবে অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের মতামত গ্রাহ্য করিয়া এই বিবাহবিধি গঠিত হইত তাহা হইলে কখনও এরূপ অন্যায় বিধি প্রচলিত হইত না। এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে পুরুষদিগের সাজ্ঞাতিক একদেশদর্শিতাই তাহার জন্য দায়ী।

আমরা যদি বলি যে আমাদের স্রষ্টা স্ত্রী এবং পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নীতির আদর্শ দিয়াছেন তাহা হইলে স্রষ্টার অবমাননা করা হয় কারণ নীতির আদর্শ এক এবং অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু এই বিবাহবিধির এই অদ্ভুত ব্যবস্থার জন্য কত পরিবারে কত দুঃখ রহিয়াছে, কত স্ত্রীর কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে এবং কত মাতা রোগক্লিষ্ট সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন।

এই সমস্ত পাপ, দুঃখ এবং পীড়নের কথা জানিতে পারিয়া আমরা আর অধিককাল নীরব থাকিতে পারি না। এই অন্যায় বিধি পালন করিয়া আমরাও কি পাপের ভাগী হইতেছি না? এপর্য্যন্ত আমরা নীরবে যে সমস্ত কার্য্যে সায় দিয়াছি তাহাতেই পাপ এবং দুর্নীতি অধিকতররূপে প্রসারিত হইয়াছে; আমাদের ভীরুতা জাতির অধঃপতনের একটী মূলকারণ হইয়াছে।

আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে দুঃখ এবং পীড়নের জ্বালা হইতে দূরে আছেন তাঁহাদেরই আরও উচিত যে তাঁহারা নারীজাতির স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিবেন, কারণ আমরা জানি যে এসকল দুঃখ এবং কষ্ট হইতে সহজেই সকলকে রক্ষা করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন জীবনের যত সুখ এবং সচ্ছন্দতা আমরা নিজেরাই ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারি না। দারিদ্র্য এবং অন্ধকারের মধ্যে যাহারা নিত্য বাস করিতেছে আমাদিগকে তাহাদের নিকট যাইতে হইবে, এবং তাহাদের নিকট জ্ঞান এবং সত্যের আলোক লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। কেবলমাত্র মিলিতভাবে এ কর্ত্তব্য সাধন করিলেই আমরা উন্নতির আশা করিতে

পারি। সুতরাং বিদ্বেষের ভাবে নহে কিন্তু প্রেমের ভাবে আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমরা পুরুষজাতিকে ভালবাসি সেইজন্যই আমরা পাপ এবং দুর্নীতির দুর্গ আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেছি, এবং তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যে আদর্শ এখন অস্পষ্ট-ভাবে দেখা যাইতেছে তাহারই নিকটতর স্থানে সকলে অগ্রসর হইব। কিন্তু বিনা অস্ত্রে আমরা যুদ্ধ করিতে পারি না. সেই জন্যই বলিতেছি,"নারীদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দাও;"—এই রব দিন দিন শক্তিতে এবং প্রসারে বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং ইহাকে নীরব করে এ সাধ্য কাহারও নাই। *

লণ্ডন। মাবেল ওয়াল্টার।

---

* গত সংখ্যায় আমরা কুমারী মাবেল ওয়াল্টারের ইংলণ্ডে রমণীদিগের রাজনৈতিক অধিকারের চেষ্টা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের পাঠিকাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয়ে 'মহিলায়" পত্রাবলী প্রকাশ করিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও পত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই। এ সংখ্যায় পুনরায় আমরা কুমারী ওয়াল্টারের অপর একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম। ইংলণ্ডের রমণী-দিগের মধ্যে কি ভাব প্রবল "মহিলার" পাঠিকাগণ তাহা জানিতে পারেন ইহাই আমাদের ইচ্ছা। সকলেরই নিকট ইঁহা-দিগের চেষ্টায় কিছু ভাল এবং কিছু মন্দ মনে হইবে। সকলে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া যদি "মহিলাতে" প্রেরণ করেন তাহা হইলে কুমারী ওয়াল্টার তাঁহার পক্ষে যাহা বলিবার আছে বলি-বেন। আশা করি কুমারী ওয়াল্টারের গত সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রখানি বৃথা যাইবে না।—ম, স।

ইউরিপিডীসের এলসেষ্টিস।

গ্রীসীয় নাট্যসাহিত্যের চরম উন্নতি-কালে যে তিন জন মহারথীর অভ্যুদয় জানা গিয়াছে তাহার মধ্যে ইউরিপিডীস একজন। ইনি বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসীয় নাটকের মহা ভাব প্রায় তিরোহিত হইয়াছিল। অবশ্য অন্য অনেক সাহিত্যিক সে সময়ে এথে-ন্সের রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে অধিক কিছু এখনও জানা যায় নাই। ঈস্কিলস এবং সোফো-ক্লীসের ন্যায় নাট্যসম্রাট না হইলেও ইউরিপিডীস ঐ দুইজনের সহিত সাহিত্য জগতে প্রায় একই স্থান অধিকার করিয়া-ছেন, এবং করুণভাব উদ্রেকে ও কমনীয় নারীচরিত্র অঙ্কণে তাঁহার নৈপুণ্য সকল-কেই স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জানা যায় যে তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং পুত্রের শিক্ষায়ও যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। বিদ্যারম্ভকালে তিনি গণকের নিকট পুত্রের ভাগ্যগণনা করিয়া লন; গণক বলে যে ইউরিপিডীস মল্লযুদ্ধে এবং মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হইবেন। সেই অনুসারে পিতা বালককে

নানাপ্রকার মল্লক্রীড়ায় নিযুক্ত করেন, কিন্তু বালক যে কোনকালেও ইহাতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা মনে হয় না। এ সকল ত্যাগ করিয়া ইউরিপি-ডীস ব্যাকরণ, সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেন এবং পরে কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেন। শেষোক্ত শাস্ত্রচর্চ্চায় তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেন। ঐ সময়ে আনাক্সা-গোরাস নামক এক মহাপণ্ডিত নানাভ্রম-পূর্ণ প্রচলিত বিশ্বাস ও মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, এবং অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি খণ্ডন করিয়া অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ নিরাকার ব্রহ্ম এবং সেই পূর্ণজ্ঞান হইতে সমস্ত সৃষ্ট-পদার্থের উৎপত্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, কিন্তু ইউরিপিডীস ইঁহারই নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে আনাক্সাগোরাস সূর্য্যকে অগ্নিপিণ্ডমাত্র বলিয়া প্রচার করাতে তাঁহার বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ আসে এবং বিচারে তাঁহার অর্থদণ্ড এবং নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হয়। ইঁহার নিকট অধ্যয়ন হেতু ইউরিপি-ডীসকে চিরকাল এক শ্রেণীর লোকের নিকট নাস্তিকতার অপবাদ বহন করিতে হইয়াছিল।

তাঁহার ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ইউ-রিপিডীস রঙ্গমঞ্চে প্রথম নাটক প্রদর্শন করেন। সেই বৎসরেই ঈস্কিলসের মৃত্যু হয় এবং ইহাতে নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রসিদ্ধির পথ যে সুগম হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম বারের প্রতিদ্বন্দ্বি-তায় তিনি তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং যুবকের পক্ষে সকলেই ইহা সৌভাগ্যজনক মনে করিয়াছিল। এই সময় হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত তিনি পঁচাত্তরটী মহা নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র সপ্তদশটী সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। জীবনে তিনি মাত্র চারিবার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। শেষ দুই বৎসর ইউরিপিডীস এথেন্স হইতে বিদায় লইয়া উত্তরস্থিত ম্যাসিডোনিয়া রাজ্যের রাজা আর্কিলসের আতিথ্যগ্রহণ করেন। কি কারণে যে তিনি বিদেশবাসী হইলেন তাহা জানা যায় নাই; ইহাতে মনে হয় যে ইহা তাঁহার স্বেচ্ছানির্ব্বাসন। আর্কিলসের নিকট তিনি যথোচিত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং বিদেশেই পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে সময়ে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ এথেন্সে আসিল তখন সোফোক্লীস তাঁহার একটী ট্র্যাজেডী অভিনীত করাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তিনি এবং অভিনেতারা সকলে শোক-বেশে রঙ্গমঞ্চে আগমন করেন। এথেন্স-বাসীগণ ইউরিপিডীসের মৃতদেহ লইয়া আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু ম্যাসি-ডোনিয়ারাজ আর্কিলস তাহাতে সম্মত হইলেন না; ঐ দেশেরই দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে কবির সমাধি হইল।

তাঁহার চরিত্র লোকপ্রিয় হইবার মতন ছিল না। সাধারণতঃ তাঁহার প্রকৃতি রুক্ষ এবং বিমর্ষ ছিল, পাঠেই অধিক সময় যাপন করিতেন এবং সঙ্গপ্রিয় ছিলেন না; কেহ কখনও তাঁহাকে উচ্চহাস্য করিতে

শুনে নাই, এবং মুখ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিত। লোকপ্রিয় না হইলেও তাঁহার চরিত্র অতি উন্নত ছিল এবং পণ্ডিত সক্রেটীস্ এবং কবি সোফেক্লীসের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু আচরণে কোনও বিশেষত্ব থাকিলেই লোকের শত্রু হয়, তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল; হাস্যকবি এরিষ্টোফেনিস ইউরিপিডীসের জীবিতকালে নিজের নাটকগুলিতে ক্রমাগত তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ইউরিপিডীসের মৃত্যুর পরেও সে চেষ্টা হইতে বিরত হন নাই।

আমাদের কবি জনসাধারণের নিকটেও প্রিয় হইতে পারেন নাই, কারণ নাট্যের বিষয়নির্ব্বাচনে এবং লিখনপ্রণালীতে তিনি প্রায়ই সাধারণের মতের বিরুদ্ধে যাইতেন। এক এক সময়ে এমন হইত যে দর্শকদিগকে স্বয়ং তিনি অনুনয় বিনয় করিয়া শেষপর্য্যন্ত শুনিবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাদিগকে ভর্ৎসনাও করিতেন। একবার দর্শকেরা সকলে নাটকের কোনও বিশেষ স্থানে আপত্তি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে তোমরা আমাকে শিক্ষা দিতে আস নাই, কিন্তু আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।" যদিও সাধারণতঃ তিনি লোকের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন, তথাপি এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন তিনি নিজেকে নিশ্চয়ই গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। গ্রীসের এক বিপুল সৈন্যদলের অধিকাংশ সিসিলি-দ্বীপস্থিত সিরাকিউজ নগরের আক্রমণ-চেষ্টায় পরাজিত এবং হত হয়। সেই সময়ে যাহারা যুদ্ধে বন্দীরূপে ধৃত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যে কেহ ইউরিপিডীসের গীত কিম্বা কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিল সকলকেই বিজেতৃগণ বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে তাঁহার কবিতা এবং নাটক বিদেশেও কিরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল।

তাঁহার নাটকের মধ্যে এলসেষ্টিস একটী। এই গল্পের একটী ঘটনার সহিত মহাভারতে যযাতিরাজার উপাখ্যানের সহিত সামান্য সাদৃশ্য দেখা যায়। গ্রীসের অন্তর্গত থেসালি প্রদেশস্থ ফিরীরাজ্যের অধিপতি এড্‌মীটাস পিতার বর্ত্তমানকালেই পিতাকর্ত্তৃক রাজ্যশাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজ্যারম্ভকালে সূর্য্যদেব এপোলো কোনও কারণে দেবরাজ জুপিটারের শাপে দেবসমাজ হইতে এক বৎসরের জন্য পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত হইয়া কোনও মানবের দাসত্ব করিতে বাধ্য হন এবং এড্‌মীটাসের দাসত্ব স্বীকার করেন। ফিরীরাজ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান এবং সমাদর করাতে দুইজনে সখ্যভাব স্থাপিত হয়। এপোলোদেবের স্বর্গপ্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরে এড্‌মীটাস দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলেন। আরোগ্যের কোনও সম্ভাবনা না দেখিয়া সূর্য্যদেব ভাগ্যনিয়ন্ত্রী দেবতাদিগের নিকট হইতে এই সর্ত্তে বন্ধুর প্রাণ ভিক্ষা লইলেন যে রাজপরিবারের অন্য কোনও নিকট আত্মীয় তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রাণদান করিবেন। কিন্তু

ইহাতে এক মহাসমস্যা উপস্থিত হইল; এড্‌মীটাসের বৃদ্ধ পিতামাতা কিম্বা বন্ধুগণের কেহই প্রাণের বিনিময়ে ফিরীরাজকে জীবনদান করিতে সম্মত হইলেন না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার পত্নী এলসেষ্টিস স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে স্বয়ং যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

নাটকারম্ভেই এলসেষ্টিসকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য যমরাজদূত রাজপ্রাসাদে উপস্থিত এবং সঙ্গে সূর্য্যদেব এপোলো আসিলেন। এপোলোকে দেখিয়া যমরাজদূতের ভয় হইল, পাছে বা পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও তিনি যমরাজকে তাঁহার প্রাপ্য প্রাণ হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু সে ভয় করিবার কোনও কারণ ছিল না কারণ সূর্য্যদেব বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। এদিকে এলসেষ্টিস মরণাপন্ন; তাঁহাকে লইবার জন্যই যমদূত উপস্থিত, ক্রমেই তাঁহার শেষ বিদায়ের সময় নিকটতর হইতেছে। স্বামীর মঙ্গলার্থিনী হইয়া তিনি প্রাণ দিতে বসিয়াছেন ইহা সত্য কিন্তু সেইজন্য কি প্রাণের মায়া হৃদয় হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে? এইখানেই ইউরিপিডীস তাঁহার নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ তাঁহার নিকট অতি মধুর; স্বামী, পুত্র কন্যা, গৃহ, এমন কি পরিবারস্থ দাসদাসী সকলেরই সহিত তিনি মায়া ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ; তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত বটে কিন্তু এ মায়া ও স্নেহের কোমলতা তাঁহার হৃদয় হইতে যায় নাই। যদি কঠোর হৃদয়ে কোনও শোক দুঃখ অনুভব না করিয়া তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিতেন তাহাতে মনের দৃঢ়তা কিম্বা বীরত্ব প্রমাণ হইত বটে কিন্তু আমাদের নিকট কিছুই মিষ্ট হইত না। প্রত্যেকটী স্নেহের বন্ধন তিনি একে একে ছিন্ন করিতেছেন, কিন্তু কঠোর হৃদয়ে নহে, অশ্রুজলে বদনকমল প্লাবিত করিয়া। সতী পতিকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, মাতা পুত্রকন্যাকে চিরদিনের মতন ফেলিয়া যাইতেছেন, গৃহিণী অতিপ্রিয় গৃহ ও সংসার এবং দাসদাসী ত্যাগ করিতেছেন, এ সকল কি অশ্রুবর্ষণের কারণ নহে? এই ক্রন্দনের মিষ্টতা কঠোরভাবে কর্ত্তব্য পালন অপেক্ষা মহান তাই কবি এইভাবে এলসেষ্টিসচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

এলসেষ্টিস ক্রমে মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, এবং এডমীটাস বৃথা শোকের ক্রন্দন করিতেছেন। এডমীটাসের চরিত্র অতি বিরক্তিজনক। পত্নীর প্রাণের বিনিময়ে নিজের প্রাণরক্ষা করিতে যাহার লজ্জা বোধ হইল না, সে কোন্ মুখে এখন গতায়ু পত্নীর জন্য আর্ত্তনাদ করিতে সাহসী হয়? এই কারণে এডমীটাসের বিলাপ প্রকৃত এবং অকৃত্রিম মনে হয় না। যাহা হউক মৃত্যুকালে তাঁহার শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া এলসেষ্টিস মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

ইতিমধ্যে মহাবীর হার্কিউলিস তাঁহার বন্ধু ফিরীরাজের আলয়ে আতিথ্য-গ্রহণের জন্য উপস্থিত। এলসেষ্টিসের মৃত্যুর সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছায় নাই, সেইজন্য তিনি সহাস্যবদনে বন্ধুকে অভিবাদন

করিলেন কিন্তুদেখিলেন যে গৃহে শোকের চিহ্ন অথচ কাহার জন্য এই শোক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ফিরীরাজ আতিথ্য-সংকারের অবমাননা হইবে এই চিন্তা করিয়া হার্কিউলিসকে স্পষ্ট কোনও উত্তর না দিয়া তাঁহাকে এই জানিতে দিলেন যে দূরসম্পর্কিত কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে হার্কিউলিস নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ-প্রাসাদের এক অংশে পানভোজনে মত্ত হইলেন। কিন্তু ক্রমে ভৃত্যদিগের বিমর্ষভাব নিরীক্ষণ করিয়া শোকের প্রকৃত কারণ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ হইল, এবং ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন যে এই শোকচিহ্ন স্বয়ং গৃহকর্ত্রীর জন্য। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি বন্ধুর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন যে এডমীটাস এইভাবে প্রকৃত কারণ গোপন করিয়াছেন। যাহাই হউক যখন তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন তখন এই মহাবিপদে বন্ধুকে সাহায্য না করিলে নয়; কিন্তু এমন মহাবীর কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন? তিনি স্থির করিলেন যে যমালয় হইতে বাহুবলে এলসেষ্টিসকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

এদিকে এডমীটাস সহচরবর্গের সহিত স্ত্রীর জন্য নিষ্ফল আর্ত্তনাদে সময় কাটাইতেছেন। স্ত্রীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং পরেই পিতার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি নিজে মৃত্যুভয়ে ভীত এবং কাপুরুষ, পিতার সহিত এই অভদ্র বাদানুবাদ একেবারেই তাঁহার শোভা পায় নাই। বৃদ্ধ ফিরীস কেন তাহার পরিবর্ত্তে যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইলেন না ইহাই এডমীটাসের আক্রোশের কারণ; কিন্তু যে নিজে মৃত্যুভয়ে ভীত, তাহার পিতাকে একথা বলিবার অধিকার একেবারে নাই।

ইহার কিছুকাল পরেই হার্কিউলিস এলসেষ্টিসকে ছদ্মবেশে আবৃত করিয়া যমালয় হইতে রাজপ্রাসাদে আনিয়া উপস্থিত। প্রথমেই শোকের প্রকৃত কারণ গোপন করিবার জন্য এডমীটাসকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং পরে আপাদমস্তক আবৃতা এলসেষ্টিসকে তিনি ফিরীরাজকে উপহার দিলেন। ফিরীরাজ কিছুতেই প্রথমে এলসেষ্টিসকে লইতে সাহস করিলেন না, কিন্তু শেষে অতিথিরূপে যখন তাঁহাকে নিজগৃহে স্থান দিতেছেন তখন মুখ দেখিয়া বুঝিলেন যে ইনিই এলসেষ্টিস। এইরূপে যমালয় হইতে হার্কিউলিসের বাহুবলে রক্ষা পাইয়া নিজ জীবনদানের পুরস্কারস্বরূপ এলসেষ্টিস পুনরায় স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন।

গ্রীকগণ এই নাটককে আতিথ্যসংকারের মহত্ত্ববর্ণনার জন্য লিখিত মনে করিতেন। সূর্য্যদেব এপোলোর প্রতি সদ্ব্যবহার করাতে এডমীটাস মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আবার হার্কিউলিস যদিও অসময়ে এডমীটাসের গৃহে আসিয়াছিলেন তথাপিও ফিরী-অধিপতি অতিথিকে নিজগৃহে স্থান দিয়াছিলেন সেই সংকার্য্যের ফলস্বরূপ তিনি পুনরায় নিজ স্ত্রীকে ফিরাইয়া পাইলেন। ইহাতে অবশ্যই অতিথিসৎকারের মহত্ত্ব

প্রকাশিত হয়; কিন্তু আধুনিক সময়ে আমরা অতিথিসৎকারের মর্ম্ম এত বুঝিতে পারি না সুতরাং এ নাটকের এদিক আমাদের নিকট তেমন বিশেষত্বপূর্ণ মনে হয় না। তাহা হইলেও এলসেষ্টিসচরিত্র ইউরিপিডীস্ যে মাধুর্য্য ও কমনীয়তা সহকারে পরিস্ফুট করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহাই সুন্দর মনে হয়। এই কোমলতাপূর্ণ স্বার্থত্যাগ কবির বিশেষ সৃষ্টি।

আবার আমাদের আধুনিক মতে ইহা করুণরসাত্মক কি হাস্যরসাত্মক তাহা বলা কঠিন, কারণ হাস্যরসাত্মক নাটকের যে চিহ্ন, যে গন্তব্যান্তে পুনরায় মিলন হয়, তাহা ইহাতেও আছে। কিন্তু এ কথা আমরা সহজেই বুঝি যে ইহার শেষে যদিও মিলন এবং মধ্যে কিছু কিছু হাস্যোদ্দীপক ঘটনাও আছে, তথাপি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই নাটক গভীর দুঃখের একটী আবরণে আবৃত; সুতরাং অন্তে যদিও এডমীটাস ও এলসেষ্টিসের মিলন হইল তথাপি ইহাকে আমাদের করুণরসাত্মক নাটক বা ট্র্যাজেডী বলিতে হইবে।

অমরত্বের অভ্যাস।

যদিও চিরকালই আমি সন্দেহবাদী, যদিও বাল্যাবস্থা হইতেই কখনও অন্য কাহারও মত নিজের বলিয়া গ্রহণ করি নাই, এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকারের মতামত কঠিনরূপে পরীক্ষা করিয়া পরে যেগুলি সত্য বোধ হইয়াছে সেইগুলিই স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তথাপি দুইটী জিনিষে আমার বিশ্বাস কখনও টলে নাই; এবং যতদিনের কথা আমি মনে করিতে পারি যেন দুইটীই আমার নিজের রক্ত-মাংস বলিয়া বোধ হইত। সে দুইটী ঈশ্বর এবং অমরত্ব।

একথা আমি কখনও অবিশ্বাস করিতে পারি নাই যে আমার একটী মহাসঙ্গী আছেন যাঁহার কাছে আমি এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র এবং মহান্ সখ্যতার জন্য যাইতে পারি।

এবং একথাও আমি কখনও সন্দেহ করিতে পারি নাই যে আমি "আমি," যে আমি আমার শরীরের অতীত একজন ব্যক্তি, এবং যদিও আমি সপ্ততি বৎসর এই শরীরে বাস করিতেছি, তথাপি যাহা কিছুতে প্রকৃত জীবন হয় তাহাতে আমি পূর্ব্বেও যেমন সজীব ছিলাম এখনও আমি সেইরূপ সজীব, বরং আমার আশা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং বিশ্বাস আরও গভীর হইয়াছে।

ধর্ম্মযাজক হইবার পূর্ব্বে আমি এসকল প্রশ্ন কখনও নিজেকে করি নাই, কিন্তু তাহার পরে যখন আমাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর কেন? তুমি অমরত্বে বিশ্বাস কর কেন? তখন আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি এখানে অমরত্বে বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দিব না কিন্তু আমার অমরত্বে বিশ্বাস করিবার অভ্যাস কি করিয়া যে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহারই একটী ক্ষুদ্র ইতিহাস দিব।

যখন আমি সাত বৎসরের তখন আমার মাতার মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর সহিত আমাদের সংসার ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। কেবলমাত্র তাঁহার স্মৃতির ছায়াটুকু আমার মনে আছে। তথাপি তাঁহার স্বর্গগমনের পর প্রায় দশ-বৎসর পর্য্যন্ত তিনি আমার সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। আমার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যেন আমার সুখে দুঃখে সমস্ত বিষয়ে আমি তাঁহাকে সুখী ও দুঃখী অনুভব করিতাম। ভগবানকে ভয় করিতাম বটে কিন্তু মাকে ভালবাসিতাম। "মা কি ভাবিবেন" এই ভাবনাই আমার বেশী হইত। এইরূপে আত্মার অমরত্ব একটা মত বা বিশ্বাসের মতন না ভাবিয়াই আমি সর্ব্বদাই আমার মাতার অদৃশ্য আত্মার উপস্থিতির সম্মুখে বাস করিতাম। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার ভাব আমার মনে অবশ্য আসিত না, কিন্তু অদৃশ্য আত্মার সহযোগে বাস করাই যদি প্রকৃত প্রার্থনা হয় তাহা হইলে সর্ব্বদাই আমি প্রার্থনার ভাবে থাকিতাম, কারণ মার আত্মার সম্মুখে বাস করাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা ও আলোক ছিল।

একথা তখন আমি জানিতাম না কিন্তু এখন পশ্চাতে অতীতের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি যে শৈশব হইতেই অদৃশ্য জীবনের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল। যখন কোনও গল্প পড়িতাম তখন লেখক কিম্বা লেখকের নৈপুণ্যের কথা আমি ভাবিতাম না, কেবল গল্পে যাহাদের কথা পড়িতাম তাহাদেরই কথা আমার মনে জাগিত। গল্পের কৃত্রিম জগৎ আমার নিকট অতি সত্য মনে হইত। প্রাত্যহিক জীবনে যেমন নানা লোকের সংস্পর্শে আসি, তেমনি এই সকল নরনারীকেও আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইত।

যখন ইতিহাস পড়িতাম তখন আমি ঐতিহাসিকের চক্ষে কখনও অতীতের ঘটনাগুলি দেখি নাই; আমার মনে হইত যেন ইতিহাসে বর্ণিত সমস্ত বীর এবং মহাপুরুষের সঙ্গে আমি কখনও যুদ্ধে যাইতেছি, কখনও বা কোনও বিদ্রোহী সৈন্যদলের সহিত কোনও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি। অতীতের এই মহাপুরুষগণ এখনও আমার জীবন ভরিয়া বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহাদের অনেকেরই ছবি আমার পাঠাগারে আছে। এই ছবিগুলি সত্য কি মিথ্যা তাহা জানিবার প্রয়োজন আমার নাই; আমি এইটুকু জানি যে তাঁহাদের বর্ত্তমানতা আমার নিকটে সত্য এবং আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের সহবাসে বাস করি।

কবিতা কখনও বেশী পড়ি নাই, কিন্তু যতটুকু পড়িয়াছি তাহা মানবজীবনের কবিতা। কবিতার ছন্দ এবং ভঙ্গী কখনও আমাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু যে কবিতা মানবের মন এবং জীবনকে আমার নিকট স্পষ্টতররূপে প্রকাশ করিয়াছে, সেই কবিতাই আমার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে। মানবের মনে যে অদৃশ্য ভাব, আশা ও উৎসাহের স্রোত আছে তাহা চিরকালই আমার আদরের বস্তু। অদৃশ্য জগতের প্রতি এই

আকর্ষণ চিরকাল আমার উপর প্রভুত্ব করিয়াছে। চিত্রকলা চরিত্র-অঙ্কনের সাহায্য বলিয়া আমার মনে হয়। যখন চিত্রশালায় যাই, তখন যে চিত্র আমাকে মানবমনের অন্তর্জ্জগৎ দেখায় সেই চিত্রই আমি দেখি। সমস্ত জীবন আমি অল্পে অল্পে পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি এবং আপাততঃ আমার প্রায় পাঁচ হাজার পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু এসকল আমার নিকট পুস্তক নহে; তাহারা আমার শিক্ষক, না হয় বন্ধু। যাহারা শিক্ষক তাহাদের নিকট আমি শিক্ষার জন্য যাই এবং যাহারা আমার বন্ধু তাহাদের নিকট অবসর সময়ে বিশ্রামের জন্য যাই। আমার হাতে এই যে পুস্তকখানি রহিয়াছে ইহা তো পুস্তক নয়, এ যে মহাদার্শনিক গেটে আমার সহিত আলাপ করিতেছেন। কার্লাইল লিখিত 'ফ্রান্সে রাজ্যবিপ্লবের ইতিহাস' যখন পড়ি তখন আমি পুস্তক দেখি না, কিন্তু দেখি আমার সম্মুখে এক মহান্ রাজ্যব্যাপী নাটক অভিনীত হইতেছে। শুধু তাই নয়, আমার মনে হয় যেন আমিও সেই অভিনেতাদিগের মধ্যে একজন, আমিও বিপ্লবকারীদলের আশা এবং ভয়, উৎসাহ এবং তেজ লইয়া চলিতেছি।

এ পর্য্যন্ত আমার অনেক বন্ধু লাভ হইয়াছে, এবং কালের সহিত আরও সংখ্যা বাড়িতেছে। বন্ধুদের মধ্যে কেহ বা জীবিত আছেন কেহ বা পরপারে নীত হইয়াছেন, কেহ বা স্বদেশে কেহ বা বিদেশে। কাহারও কাহারও ছবি আমার ঘরে আছে। কিন্তু আমি সে ছবি গ্রাহ্য করি না, আমার বন্ধুদের মুখ মনে রাখিতে চেষ্টা করি না। আমি চাই এই সকল আত্মার ছবি আমার স্মরণে থাকে। আমি যদি ছবি আঁকিতে জানিতাম তবে আমি কখনই মন হইতে কোনও নিকটতম বন্ধুর ছবিও আঁকিতে পারিতাম না। কিন্তু আত্মার ছবি আঁকিতে বল আমি এখনই আঁকিব, এবং আমি প্রায়ই তাহা করি; আমি সর্ব্বদাই অদৃশ্য আধ্যাত্মিক ছবি দ্বারা বেষ্টিত থাকি, এবং আমার অন্য কোনও ছবির প্রয়োজন নাই।

এইরূপে শৈশব হইতেই আমি এক অদৃশ্য জগতে বাস করিয়া আসিতেছি। এ জগত কি কেবল ভাব এবং ধারণা পূর্ণ? না, তাহা নয়, ইহা ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ। আমার যেন মনে হয় আমি একজন অদৃশ্য আত্মা অন্যান্য অদৃশ্য আত্মাদিগের সহিত অবস্থান করিতেছি, এবং ইঁহাদের ভাষা পরস্পরের নিকট কখনও ভাবসকল ব্যক্ত করে, কখনও বা লুকাইয়া রাখে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কখনও ব্যক্ত করে না। এ নিশ্চয় যে অতীতকালের কবি এবং মহাপুরুষেরা আমি যাহা দেখিতেছি তাহা হইতে অধিক দেখিয়াছিলেন, এবং আমি যাহা অনুভব করিতেছি তাহা হইতে অধিক অনুভব করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতার বিষয়ে আমি নিজের যা কিছু বলিতে পারি, এবং তাঁহারা যা কিছু বলিতে পারেন সে সমস্ত হইতে এই অদৃশ্য বন্ধুগুলি আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। আমি নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশও করিতে পারি না,

প্রতিবাসীকেও পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি না। অদৃশ্য জীবন আমাদের প্রকাশিত জীবনের বহির্ভূত।

আমি কি তবে এক মিথ্যার এবং কল্পনার জগতে বাস করিতেছি। না; আমি আমার কল্পনাকে এক অদৃশ্য কিন্তু অতি সত্য জগতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যবহার করিতেছি। কারণ কল্পনাই দৃষ্টি; ইহা সৃষ্টি করে না কিন্তু নূতন নূতন জিনিষ প্রদর্শন করে, এবং পরে যাহা দেখিয়াছে তাহা কবিতার মানসপটে অঙ্কিত করে। আমি যা বলিতেছি মিথ্যা নয়; কবি বুঝিতে পারেন যে প্রকৃতি জড় নহেন, সচেতন, এবং সেইজন্য তাহার নিকট বৃক্ষলতা, আকাশ, মেঘ এবং হিমাদ্রি সমস্তই ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

ভাবপ্রধান ব্যক্তিগণ.—কবি এবং মহাপুরুষেরা অদৃশ্য জগৎ দর্শন করেন; কিম্বা বোধ হয় বলা উচিত যে অনুভব করেন; এবং তাঁহাদের নিকট যাহা প্রকাশিত হয় যাহাতে সকলে তাহা বুঝিতে পারে তাহার জন্য সকলের বোধগম্য ভাষায় তাহা ব্যক্ত করেন। এ যুগে অমরত্বের বিশ্বাস এত কমিয়া যাইবার একটী কারণ এই যে পদার্থবিজ্ঞান এবং পার্থিব উন্নতি সকলের দৃষ্টিকে জড়জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উদার শিক্ষা ফিরিয়া আসিলেই অমরত্বে লুপ্তবিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসিবে।

আমি স্বপ্ন এবং কল্পনাপূর্ণ কোনও অলীক জীবনের কথা বলিতেছি না। এই অদৃশ্য জীবনই প্রকৃত এবং অক্ষয় জীবন।

কোনও কথা লিখিয়া যদি মুছিয়া ফেলি তাহা হইলে সে কথা নষ্ট হয় না; অক্ষরগুলি অদৃশ্য হয় বটে কিন্তু যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা অদৃশ্যরূপে বাঁচিয়া থাকে। আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা কিছু তাহা চক্ষুর অগোচরেই অদৃশ্য জীবনে থাকে। এই জীবন অদৃশ্য এবং অমর। তেমনি চক্ষুগোচর সমস্ত বিষয়েই এই কথা সত্য। বাদ্য পুড়াইয়া ফেল, সঙ্গীত থাকে; পুস্তক পুড়াইয়া ফেল, সাহিত্য থাকে; চিত্র পুড়াইয়া ফেল, সৌন্দর্য্য থাকে; শরীর পুড়াইয়া ফেল, জীবন থাকে।

নিশ্চয়ই, জীবন থাকে কিন্তু ব্যক্তিত্ব, তাহাও কি থাকে? কেন থাকিবে না? কোনও মহাপণ্ডিতকে তাঁহার কোনও ছাত্র যদি জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি অমরত্বে বিশ্বাস কেন করেন?" তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "মৃত্যু আছে ইহা তুমি কেন বিশ্বাস কর?" বাস্তবিক "মৃত্যু আছে" এ কথা আমরা বিশ্বাস করিব কেন?

সজ্ঞানাবস্থার অস্তিত্বের উপর ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব নির্ভর করে না।

শিশুর তন্দ্রা বোধ হইতেছে। অল্পে অল্পে তাহার জ্ঞান চলিয়া যাইতেছে। সে যদি কথা বলিতে পারিত তাহা হইলে বলিত, "এ আমার কি হইতেছে? আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছি।" কিন্তু নিদ্রা জীবনকে হারান নয়, জীবনকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া। রোগীকে ক্লোরাফরম করিবার সময় তাহারও সেই ভয় হয়। মনে হয় যে জ্ঞান চলিয়া গেলেই যেন

তাহার ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হইবে। কিন্তু তাহা কখনই সত্য নয়। নিদ্রায় এবং ক্লোরোফরমে জ্ঞান চলিয়া যাওয়া যেমন বিনাশের প্রমাণ নয়, তেমনি মৃত্যুসময়ে জ্ঞানলুপ্ত হওয়াও বিনাশের প্রমাণ নয়।

আমাদের শরীরের উপর আমাদের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে না।

সতেরো বৎসর বয়সে যে "আমি" ছিলাম সত্তোর বৎসর বয়সেও সেই "আমিই" আছি, কিন্তু শরীর আমার একই নাই। বোধ হয় তখনকার শরীরের এক কণাও এখন আমার শরীরে নাই, কারণ এ পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক অংশ কত ক্ষয় পাইয়াছে এবং পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এইজন্য এক একটী শরীরের বয়স সাধারণতঃ দশ বৎসর বলেন। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত আমার সাতটী শরীর হইয়াছে কিন্তু আমি এখনও সেই একই ব্যক্তি আছি। আমি একথা তবে কেন ভাবিব যে, যে "আমি" এতগুলি শরীরের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছি, আর একবার এই শরীরের কিছু অধিক পরিবর্ত্তন হইলেই (অর্থাৎ মৃত্যু হইলেই) সেই "আমি" বিনাশ প্রাপ্ত হইব?

একথা ভাবিবারও কোনও কারণ নাই যে মস্তিষ্ক চিন্তা করিবার যন্ত্র সুতরাং মস্তিষ্কের বিনাশ হইলেই চিন্তারও বিনাশ হইবে।

মস্তিষ্ক কি চিন্তা উৎপাদন করে? না কেবল চিন্তা প্রকাশ করিবার একটী উপায় মাত্র? বিজ্ঞান সে কথা কিছু বলিতে পারে না, কারণ যাহা দেখা যায় কেবল তাহাই বিজ্ঞান বলিতে পারে, কিন্তু চক্ষুর অগোচর যে মানসরাজ্য তাহার কথা বিজ্ঞান অনুমান করিতে পারে মাত্র। মস্তিষ্ক যে চিন্তার যন্ত্র তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মস্তিষ্কের নানাস্থানে যে আমাদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের নানা বিষয় সম্পন্ন হয় তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনও যন্ত্রকে কখনও যে শক্তি তাহাকে চালিত করিতেছে তাহার সহিত এক ভাবা যাইতে পারে না। বাস্তবিক কেহ কেহ বলেন যে যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট বলবতী হয় তাহা হইলে আমার মস্তিষ্ককে ইচ্ছামত পুনর্নির্ম্মিত করিতে পারি। অবিশ্রান্ত অভ্যাস দ্বারা আমরা নূতন নূতন কেন্দ্র মস্তিষ্কে সৃষ্টি করিয়া লইতে পারি। সুতরাং মস্তিষ্ক সর্ব্বপ্রধান না হইয়া ব্যক্তিত্বের যে শক্তি তাহাকে চালনা করিতেছে তাহাই প্রধান বলিতে হয়।

মৃত্যু আত্মার বিনাশ নয়, কিম্বা আত্মার দীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক নিদ্রা নয়, কিন্তু যাহাতে আত্মা অশরীরী অবস্থায় এক বৃহত্তর, উন্মুক্ত জীবনে অগ্রসর হইতে পারে তাহার জন্যই শরীর হইতে আত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়াই মৃত্যু।

আমার মতগুলির একবার পুনরাবৃত্তি করি। আমরা দুইটী ভিন্নজগতে বাস করি, তাহার একটী দৃশ্য, অন্যটী অদৃশ্য; একটী জড় অন্যটী আধ্যাত্মিক। চক্ষুর অগোচর জগতই বাস্তব জগৎ, প্রধান জগৎ এবং অক্ষয় জগৎ। জড়জগৎ

অনিবার্য্য ক্ষয়ের অধীন; আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষয় নাই। আমি একটী অদৃশ্য ব্যক্তি, এবং আমি অন্যান্য অদৃশ্য ব্যক্তিগণ, যাহাদের মধ্যে কেহ বা দেহে আছেন কেহ বা বহুকাল হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ। দৃশ্য জগতের সহিত অদৃশ্য ব্যক্তিগণকে সংস্পর্শে আনিবার জন্য শরীর একটী যন্ত্রবিশেষ, এবং প্রধানতঃ শরীর দ্বারাই আমরা দেহী কিম্বা অদেহী অদৃশ্য ব্যক্তিগণের সহিত নিকটতর যোগে যুক্ত হই। তাঁহাদের সহিত আদান-প্রদানের অন্য কোনও উপায় আছে কি না তাহা আমি এ স্থলে বিবেচনা করি নাই। অবশ্য আমার বিশ্বাস যে অন্য উপায়ও আছে, কারণ আমি প্রার্থনার ফলে বিশ্বাস করি। এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে জড়জগতের সহিত দৃশ্যভাবে সম্পর্ক কাটিয়া গেল বলিয়া অদৃশ্য ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয়। বিনাশ বা মৃত্যুর প্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব। এবং যে কেহ আমাদের জীবনের যে সকল বস্তু চক্ষুর অগোচর এবং অমর সে সকলের বিষয়ে চিন্তা করিতে অভ্যাস করিবেন তিনিই ঐরূপ করিতে করিতে ক্রমে অমরত্বে বিশ্বাস করিবার অভ্যাস প্রাপ্ত হইবেন এবং এই অভ্যাস হইতেই আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস লাভ করা যায়। কারণ কোনও কূটতর্ক দ্বারা অমরত্বে বিশ্বাস জন্মে না; ইহা মনের একটী অভ্যাস বিশেষ। *

* ইংরাজী হইতে গৃহীত।

জগতের বন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ষ্টেড।

যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের নিয়ম জীবজগতের সর্ব্বত্রই খাটে। যাহার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা আছে জীবন-সংগ্রামে দশজনকে ধ্বংস করিয়া যে সেই যোগ্যতা লাভ করিয়াছে সেই এই জগতে টিঁকিয়া থাকিবার অধিকারী। আর যাহার সে শক্তি নাই, তাহার জন্য বিনাশের মুক্তদ্বার অনন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, সে সেই পথে যাইবে, কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না! ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ইতর জীব যখন মানবের পদবীতে প্রথম প্রবেশ করে তখনই যে হঠাৎ এই নিয়ম স্থগিত হইয়া যায়, তাহা নয়। তাহা যদি হইত তবে 'দারৈরপি' আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না। সুতরাং মানুষ কোন অবস্থাতেই উক্ত নিয়মের অতীত নহে। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ (Natural man) ও নৈতিক মানুষে (Moral man) একটী অনতিক্রমণীয় পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল এই নৈতিক মানুষেই ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। এই মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিকশিত হয় যাহার আলোকে দেখিতে পাওয়া যায়, সে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের নিয়ম নীচ হইয়া গিয়াছে, তাহার রাজত্বের অবসান হইয়াছে। এমন যদি কোন স্থান থাকে যেখানে দাঁড়াইয়া জড় বলিতে পারে, যে, সে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অতিক্রম করিয়াছে, তাহা হইলে যেরূপটী হয়, নৈতিক জীবনে প্রবেশ করিয়া মানবও সেইরূপ জীবজগতের এই

মাধ্যাকর্ষণী শক্তির অতীত হইয়া যায়। এখানে আসিয়া মানব যেন একটা বিপরীত ভাবাপন্ন নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে। যে 'অযোগ্য', শক্তিতে যে হীন অথবা রুগ্ন, দুর্ব্বল, আহত, অক্ষম ইহাদিগেরই যেন বাঁচিবার দাবী বেশী দাঁড়াইয়া যাইতেছে। সমর্থের সমস্ত শক্তি অক্ষমের উদ্ধারে নিয়োগ করিতে হইবে; নতুবা ক্ষমতার সার্থকতা হইল না, তাহার অপব্যবহারই হইল। মানুষের মনে এ ভাব এতই প্রবল যে সে ইহার ব্যভিচার সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্যই দুর্ব্বলের জন্য সবলের আত্মত্যাগ এমন করিয়া মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তাই তো, যাঁহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াও আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অপারগ নারী ও শিশুদিগের জন্য স্থান করিয়া দিয়া, সে দিন 'টাইটানিকে'র সঙ্গে অতলান্তিক মহাসাগরের অতল গর্ভে আত্মবিসর্জন করিলেন, তাঁহাদিগকে মানুষ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। উঁহারা প্রাকৃতিক নিয়ম অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলতাতে নহে, কিন্তু আত্মত্যাগের জন্য যে স্পৃহা, তাহারই মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত।

স্ব স্ব জীবন রক্ষার উদ্যমে পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নিয়মের বাহ্যপ্রকাশ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। তাহাতে সহসা মনে হইতে পারে যে, সভ্যতার শ্রেণীবিভাগে উক্ত সভ্যতা সভ্যতার নিম্নস্তরে অবস্থিত। কিন্তু 'টাইটানিক নিমজ্জন' আমাদিগকে অন্য বার্ত্তা শুনাইতেছে। অদৃষ্টবাদী যখন হঠাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন সে ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ আত্মসম্বরণ করিতে সমর্থ হয় তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য হইবার নাই। উহাতে তাহার শিক্ষার মর্য্যাদাই রক্ষিত হয়। কিন্তু দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত আজন্ম সুখের ক্রোড়ে লালিত পুরুষকারবাদী যখন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় অকস্মাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও আত্মহারা হয় না, পরন্তু আত্মরক্ষার সামর্থ্য সত্ত্বেও আনন্দিত মনে দুর্ব্বলের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া নির্ভীকচিত্তে "আমি আমার কর্ত্তব্য করিলাম" এই আত্মপ্রসাদের মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, তখন বুঝিতে হয় যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাহ্যাবরণ লইয়াই শিক্ষা ও সভ্যতা মনুষ্যত্বের অতি উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। কি নারী কি পুরুষের মধ্যে দেশকালের বিচারের অতীত হইয়া যে সমস্ত সুকুমার বৃত্তির বিকাশ হইলে মানুষকে আমরা মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, 'টাইটানিক' যদি চকিতে তাহা দেখাইবার অবসর দিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করিয়া দিয়া থাকে, তবে য়ুরোপ ও আমেরিকা কোটী কোটী টাকা তাহার জন্য বৃথাই ব্যয় করে নাই।

এই টাইটানিকের নিমজ্জনে জগৎময় একটা মহা হাহাকার উত্থিত হইয়াছে। এ হাহাকার কিসের জন্য? কত লক্ষপতি ক্রোড়পতি আপনাদের অর্থের স্তূপের মধ্যে

বসিয়াই ডুবিয়া গেলেন তাহাতেই কি এই শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে? মানুষ আসে মানুষ চলিয়া যায় ইহা নিত্য ঘটনা। নিত্য ঘটনা হইলেও এত বড় একটা দুর্ঘটনায় মানুষ শোক না করিয়া পারে না। কত অর্থ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। শোক কি সেই জন্য? ক্রোড়পতি লক্ষপতি গিয়াছেন, আবার কত ক্রোড়পতি লক্ষপতি রহিয়াছেন. অর্থ গিয়াছে সে ক্ষতি পূরণ হইতে বেশী দিন লাগিবে না। মানুষের জন্য মানুষের ক্রন্দনও থামিবে। কিন্তু টাইটানিক এক জনকে লইয়া সাগরগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে যাঁহার দোসর আর চক্ষে দেখিতেছি না। আর যে সত্বর দেখিব সে আশাও হইতেছে না। তাই শোক সম্বরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মনের মধ্যে এ ক'দিন একটা হাহুতাশ লাগিয়াই রহিয়াছে। মানুষ তো সকলেই। কিন্তু সময়ে সময়ে এক একজন এমন মানুষ দেখিতে পাই যাঁহারা সাধারণ জনমণ্ডলী হইতে একটু উচ্চ ভূমিতে বাস করেন। আর্কিমিডিস্ বলিয়াছিলেন, আমায় পৃথিবীর বাহিরে একটু স্থান দাও আমি পৃথিবীটা উল্টাইয়া দিতেছি। যাঁহারা পৃথিবীর গায়ে ধাক্কা দেন, যাঁহারা পৃথিবীকে নাড়াচাড়া দেন তাঁহারা যে পৃথিবী ছাড়িয়া একটা স্বতন্ত্র স্থানে উপবিষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহারা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারেন না। টাইটানিকের মধ্যে এমনই একজন লোক ছিলেন। সুতরাং সমস্ত জগৎ আজ শোক বসন পরিধান করিয়াছে। আর্ত্তের বন্ধু, নিপীড়িতের সহায়, জগৎ-বিখ্যাত Review of Reviews পত্রের সম্পাদক মহামন ষ্টেড্ সাহেব এই জাহাজে ছিলেন। যখন কাগজে পড়িলাম 'কার্পেথিয়' একদল যাত্রীকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছে, তখন ক্ষণকালের জন্য একটা আশার ক্ষীণ রশ্মি হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে হইল অসম্ভব। যতক্ষণ না শেষ একটী পর্য্যন্ত জীবনরক্ষার বোটে নিরাপদে আশ্রয় পাইতেছে, ততক্ষণ ষ্টেড্কে কেহ জাহাজ হইতে বাহির করিতে পারিবে না, তাহা নিশ্চিত! যিনি সমস্ত জীবন অন্যের জন্য জীবনপাত করিলেন, তিনি আসন্নকালে অন্যের উপরে আপনার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইবেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব। তখনই বুঝিলাম কোন আশা নাই। পরে তাহাই প্রমাণিত হইল। ভিড়ের মধ্যে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। একবার মাত্র তিনি স্বীয় কামরার দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ব্যাগার বুঝিয়া নিঃশব্দে নির্ভীকচিত্তে স্বীয় বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তারপর সব ফুরাইয়া গিয়াছে। শেষ খবর যাহাদের নিকট পাওয়া গিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে ভগ্ন কাষ্ঠাবলম্বনে ভাসমান দেখিয়াছে। আত্মরক্ষার চেষ্টা তো করিতেই হয়। "আত্মানমেব সততং গোপায়িত" তাহা সত্য, কিন্তু "দারৈরপি' নহে।

এবার যখন এপ্রিল মাসের Review of Reviews হাতে আসিল, অতর্কিতে হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, নেত্রকোণে অশ্রুবিন্দু আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তো শেষ বার ষ্টেডের লেখা

পড়িতেছি। অত্যাচারীর মস্তকের উপর উদ্যতবজ্র সেই সতেজ লেখনীর জ্বালাময়ী ভাষা আর তো পড়িতে পাঁরিব না! ভাষার তেজ অনেকেরই থাকিতে পারে কিন্তু হৃদয়ের রক্ত দিয়া না লিখিলে তাহা হৃদয়কে আঘাত করে না। Review of Review-এর প্রথম কয় পৃষ্ঠার মন্তব্যের মধ্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রের সকল কথাই থাকিত, যাহা অন্য কাগজেও থাকিতে পারে; কিন্তু ভাষা ও বিষয়ের অন্তরালে এমন কিছু থাকিত যাহা অন্য কোনও কাগজে পাই না। কি তেজ কি বীর্য্য! যেন বিশ্বেশ্বরের প্রধান সেনাপতি, হটিবার সম্ভাবনাই নাই। যাঁহার সত্যের জয়ে ধ্রুববিশ্বাস নাই, যাঁহার বিশ্বাস নাই যে সত্যের পশ্চাতে বিশ্বপতির অনন্তশক্তি কার্য্য করিতেছে, তাঁহার লেখনী এরূপ ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। ষ্টেড্ সাহেবের কলমের সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্নই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই। সত্যের পক্ষ সমর্থনে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষায় তাঁহার লঘুগুরু জ্ঞান ছিল না। যেখানে অত্যাচার, অত্যাচারী যতই বড় হউক না, ষ্টেড্ সেখানে বজ্রহস্তে উপস্থিত। নিপীড়িত যতই ক্ষুদ্র হউক না, ষ্টেডের সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত নয়। অত্যাচারপীড়িত যিনিই কেন হউন না,—মহামহিমান্বিত "রুমের বাদ্‌শা" অথবা সামান্য "বিপিন পাল"—ষ্টেডের সহানুভূতির কাছে সকলেই সমান। তিনি সর্ব্বদাই মনুষ্যত্বের উচ্চভূমিতে বিচরণ করিতেন, তাই কোন দিন ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় স্বার্থ কখনও তাঁহার দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্যায় সর্ব্বাবস্থাতেই অন্যায়। তিনি কখনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে বিরত হন নাই। সাংসারিক লোকে ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সুবিধার (Expediency) খাতিরে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় স্বার্থের জন্য অন্যায়কে চাপা দিতে চেষ্টা করে, অসত্যকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের এই চিহ্নিত পুরোহিত, সত্যের সেবক ও ন্যায়ের অনুচর কখনও এই সাংসারিকতার দোষে দুষ্ট হন নাই। তাঁহার মত দুর্ব্বলের এমন প্রবল সহায় আর কে ছিল। তাই বলিয়া তিনি দুর্ব্বলের অন্যায় কখনও সমর্থন করেন নাই। শ্রীমতী এনি বেশান্ত এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনকেই পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াও বিলাতে যাইয়া রাজনৈতিক অধিকার প্রয়াসিনী রমণীদিগের জানালা আর মাথা ভাঙ্গা সমর্থন করিতে বসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ষ্টেড্ নারীজাতির সর্ব্বপ্রকার অধিকার সম্প্রসারণের এক প্রধান পাণ্ডা হইলেও রমণীগণের এই কার্য্য তিনি সমর্থন করেন নাই! যাহা ন্যায়, যাহা সত্য তাহারই সমর্থন করিতে হইবে, যাহা অন্যায়, যাহা অসত্য তাহারই প্রতিবাদ করিতে হইবে, কাহার দ্বারা কৃত তাহা দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। সেই জন্যই তিনি ভারতবাসীর স্বায়ত্বশাসনের দাবী সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু আমাদের সামাজিক অন্যায়ের সমর্থন করেন নাই। তিনি পারস্যে অবিচারের প্রতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক স্বার্থপ্রণোদিত অন্যায় আবদার কখনও সমর্থন করেন নাই। রুসিয়ার প্রতি অবিচার না হয় সেজন্য তিনি সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া 'পোলিশ'দের উপর রুসিয়ার ব্যবহার কখনও তিনি মার্জ্জনীয় মনে করেন নাই। তিনি যাহা সত্য বুঝিয়াছেন তাহারই সমর্থন করিয়াছেন, যাহা ন্যায় বুঝিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন—ধনীর ভ্রূকুটী বা দরিদ্রের গালাগালি কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি একবার সামাজিক দুর্নীতি দমন করিতে যাইয়া জেলে গিয়াছেন। ইংলণ্ডের বড়লোকেরা কেমন করিয়া রমণীদিগকে কুপথে লইয়া যায়

তাহার বিরুদ্ধে তিনি একবার ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করেন। মানুষ চুরি করা কেমন সহজ তাহা হাতে কলমে দেখাইতে যাইয়া তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রুক্ষেপও নাই। কেন না, যিনি মানবজাতির মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, নিজের কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর কোথায়? বুয়ার যুদ্ধের সময় যখন তাঁহার সমস্ত দেশবাসী একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল, যাঁহারা পূর্ব্বে বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও যখন যুদ্ধের পক্ষপাতিদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন একমাত্র ষ্টেড্ সাহেব তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। তিনি যখন বুঝিয়াছেন এ যুদ্ধ অন্যায়, তখন আর কে তাঁহাকে প্রতিবাদ হইতে নিরস্ত করে? স্বজাতির সম্ভ্রম বা ব্যক্তিগত লাভালাভ কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। Cecil Rhodes এর উত্তরাধিকারী বুয়র যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া বার ক্রোড় টাকা হইতে বঞ্চিত হইলেন। যাঁহারা কি সত্য, কি ন্যায় তাহা জানিয়া সুবিধার (Expediency) অনুরোধে অগ্রসর হইতে অসমর্থ তাঁহারা মানবজাতির এই অগ্রজ (First born) ভ্রাতার তর্পণের অধিকারী নহেন। এবং যাঁহারা ষ্টেডের অশ্রু গ্রহণ করিতে অসমর্থ তাঁহাদিগকে নিতান্তই কৃপাপাত্র মনে করিতে হইবে।

মাতা বসুন্ধরা এমন পুত্ররত্ন হারাইয়াছেন! মানবাকাশ হইতে এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে! মনুষ্যত্বের অগ্রদূত আজ চলিয়া গিয়াছেন। সে বীর্য্য, সে তেজ আজ অতলান্তিক মহাসমুদ্রের বিশাল বক্ষে বিশ্রামলাভ করিয়াছে। ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। সে বহ্নি মহাসাগরের বারিরাশি ভিন্ন আর কিছুতে নির্ব্বাপিত হইলে বুঝি তাহার যথেষ্ট সম্মান হইত না! সে তেজ যিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার সম্বরণ করিলেন, তাঁহারই নাম ধন্য হউক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

প্রেরিত পত্র।

প্রিয় ভগ্নী!—

রাজনৈতিক অধিকার প্রার্থিনী রমনীদিগের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এ বিষয়ে আমি যতটুকু ভাবিয়াছি তাহাতে তাদের প্রতি কোনও বিরুদ্ধভাব আমার মনে আসে নাই। কিন্তু আমি তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী কিছুই জানি না। আমার মনে হয় অনেকেই জানেন না। সুতরাং আপনি যদি প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার দাবীর জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানান তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের মত এবং কার্য্যপ্রণালী পরিষ্কার করিয়া জানিতে পারিব এবং সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারিব। সংক্ষেপে প্রথমতঃ আমি তাঁহাদের আন্দোলন বিষয়ে কিছু বিবরণ জানিতে চাই।

দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডে যাঁরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের এই বিরুদ্ধভাবের কারণ কি? নারীগণ এই অধিকার পাইলে তাঁহাদের কি ক্ষতি হইবে তাঁহারা মনে করেন তাহাও আমাদের জানা দরকার। বিপক্ষদল কেন এই আন্দোলনকে অন্যায় বলিয়া মনে করেন? কারণ তাঁহারা যে গুলিকে বাধা বলিয়া মনে করেন রমনীগণ সেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে অতিক্রম করিতে পারেন কি না তাহাও বিশেষ করিয়া দেখা দরকার। ভবিষ্যতে আমার আরও জিজ্ঞাসা করিবার এবং স্বীয় মতামত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। আপনাদের ভগিনী

চট্টগ্রাম। সুশীলা সেন।

ঘোষ এণ্ড সন্‌স্।

জুয়েলার্স।

৭৪ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।—(ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।)

অর্ডার দিলে সকল রূপ দেশী ও বিলাতী ধরণের অলঙ্কার ভাল সোণার খুব কম পান মরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ঘড়ি এবং পাথরের চশমা আছে। রূপার সুন্দর ব্রোচ ১॥০, ১৸০ ২৲, রূপার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ৸৵০, গিনি সোণার বন্দে মাতরম্ ব্রোচ ২০ , "সুখে থাক" ২০৲, সোণার অন্য রূপ ব্রোচ ৬৲ হইতে নানাবিধ মূল্যের আছে। কানফুল ৮॥০, ১ ॥০, ৩॥০। ইহা ভিন্ন নানারূপ সোণার গহনা ও উপহার দিবার বিবিধ জিনিষ আছে। ৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘড়ি ও চশমার ক্যাটালগ পাঠান যায়। গহণার ক্যাটালগ মূল্য ১৲। পুরাতন গ্রাহকগণ ৵০ টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

বিবাহের ঘড়ি, চেইন, আংটি।

ঘড়ি।

রূপার ক্রুভাইজার ফ্রেরিস ১৩৸০ হইতে ১৭৲। রূপার ওয়েষ্টএণ্ড হাণ্টিং "আর্মি" ১৫৲ ও ১৮৲। নিকেল মুখখোলা "ওমেগা" ১৬৲ ও ১৮৲। রেডিয়ম ওয়াচ—ইহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোর সাহায্যে সময় দেখা চলে ৯॥০। রূপার সাপ্তাহিক ওয়াচ ঘড়ি—এক দমে ৭ দিন চলে, মুখখোলা ১০৲। হোয়াইট মেটাল কেস হণ্টিং ঘড়ি ৫।০।

পরীক্ষিত মজবুত ঘড়ি, অথচ দরে সস্তা

নিকেল ওপনফেস কিলেশ রস্কোপ ওয়াচ মূল্য ২।০, ২॥০, ৩৲, ৩॥০ টাকা।

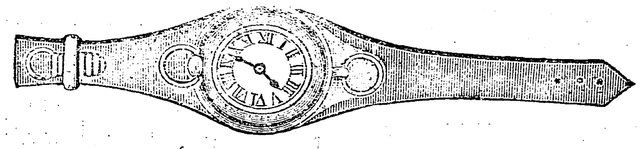

লেদারষ্ট্র্যাপসহ রূপার রিষ্ট ওয়াচ ৫॥০।

সকল ঘড়ির গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর।

চেইন।

১৪৲ দরের সোণার চেইন ২৫৲ হইতে ৬০৲ এবং ১৮৲ ঐ ঐ ঐ ৩২৲ হইতে ১০০৲ আরও নানা রকমের সোণারূপার চেইন আমাদের দোকানে পাওয়া যায়।

আংটি, নাকছাবি ও ফুল।

১৪৲ টাকা দরের সোণার শিল আংটি ৬৲ হইতে উর্দ্ধ এবং ১৮৲ দরের পাথরবসান ১০৲ হইতে উর্দ্ধ। সোণার পালিশকরা নাকছাবি মূল্য ১৲, ঐ ঐ পাথরবসান ১।০ হইতে ৩৲। কাণের পাথরবসান সোণার ফুল, পালিশ টাব প্রভৃতি ৫৲ হইতে ২০৲।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ঘড়ি, ক্লক্, জুয়েলারি গহনা বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।৵০ আনা।

শ্রীরাসবিহারী দাস, জুয়েলার।

৫০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্য্য ঔষধালয়।

৫০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ।

শ্বাস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শরীর যদি জরাগ্রস্ত হয়, দেহ কাশ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগপ্রবণ হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ ও শরীর বলভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে চ্যবনপ্রাশ-রসায়ণ সেবন করাই প্রশস্তকল্প।

সামান্য সর্দ্দি কাশি হইতে দুঃসাধ্য হাঁপানি, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, রক্তনিষ্ঠীবন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় মহৌষধ সুদুর্লভ।

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কড্‌লিভারঅয়েল গ্লিমল্টসিরাপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়েন বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ ফললাভ করেন, সেই সেই উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ সেবনে আশাতীত ফল লাভ করা যায়।

অধুনা প্রায় সকলেই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্তুত করেন না, সেই জন্য চ্যবনপ্রাশের সুফল সর্ব্বত্র ফলে না। আমি সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া থাকি, এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত আছে। মফঃস্বল হইতে চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধআনার টিকিট সহ রোগের অবস্থা জানাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র ও ক্যাটালগ পাঠান হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ।

কবিরাজ।

স্থাপিত সন ১২৮২সাল।

"ব্রহ্মচারী প্রদত্ত" **লক্ষ্মীবিলাস তৈল।** "ব্রহ্মচারী প্রদত্ত"

সুগন্ধে স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। ইহা মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য "লক্ষ্মীবিলাস" কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, বোতল ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী এসেন্সের চূড়ান্ত! **গোলাপ সার** ঘরে ঘরে বাদসাই আমোদ !!

অত্যুৎকৃষ্ট সৌগন্ধযুক্ত গোলাপফুল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, এইরূপ মনোহর নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। "গোলাপ-সারের" সৌরভে ও স্নিগ্ধতায় সকলেই বিমোহিত হইবেন। ইহার কয়েক ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিলে উত্তম গোলাপ জলে পরিণত হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত "তথা কথিত স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করিতে চান নাই, তাঁহারা অবাধে "গোলাপ-সার" ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

মাতলাল বসু এণ্ড কোং

ম্যানিফ্যাকচারীং পারফিউমারস্

কলিকাতা ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার

কুন্তলা! তোমার এত অভিমান কেন?

বাপ মায়ের একমাত্র আদরিণী কন্যা "কুন্তল-মালা"। কুন্তলা আজ বড়ই রাগ করিয়াছে। সকালে খাবার খায় নাই—মধ্যাহ্নে ভাত খায় নাই—স্কুলে পড়িতে যায় নাই। তাহার বই, শ্লেট, ছবি, খেলনা সব মেঝেয় ফেলিয়া দিয়াছে। কুন্তলার মাতা কত বুঝাইয়াছেন, তবু সে শান্ত হয় নাই। বুড়ো-ঝি মোক্ষদা তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে—তাহার কথাতে সে ঠাণ্ডা হয় নাই,—আরো ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। ব্যাপার কি জানেন? কুন্তলার একটী ক্ষুদ্র বাক্সে এক শিশি "কেশরঞ্জন" ছিল, কুন্তলার দাদা প্রমোদ তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছে। প্রমোদ বড় দুষ্ট ছেলে। কিছুতেই স্বীকার করিবে না যে সে রাখিয়াছে। কুন্তলার পিতা ছোট আদালতের একজন উকীল। তিনি বাড়ী আসিয়াই কন্যার অবস্থা দেখিলেন। আদরিণী কন্যার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"কুন্তলা! তোমার এত অভিমান কেন?" সে কারণ বলিল, তখন তিনি প্রমোদকে ডাকাইয়া তিরস্কার করিবামাত্রই সে লুকান কেশরঞ্জনের শিশিটী বাহির করিয়া দিল। কুন্তলার কচি মুখে হাসি ধরে না। সে সেই সাধের হারান রতন ফিরিয়া পাইয়া—হাসিতে হাসিতে খাবার খাইল—শান্ত হইল। যে "কেশরঞ্জনের" জন্য কুন্তলার এত অভিমান—আপনি আপনার স্নেহময়ী কন্যার জন্য তাহার এক শিশি কিনিয়া রাখুন। তাহা হইলে আর আপনাকে কুন্তলার পিতার মত অত হাঙ্গামে পড়িতে হইবে না।

এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

তিন শিশির মূল্য ২৷৷০ দুই টাকা চারি আনা। মাশুলাদি ॥৵০ এগার আনা।

অশোকারিষ্ট।

আমাদের অশোকারিষ্ট উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তুত। অশোকছাল ইহার প্রধান উপকরণ। ইহার সেবনে বাধক, উদরে বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া, জরায়ু পরিশোধিত হইয়া থাকে এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে, দুরারোগ্য ভীষণ সূতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

এক শিশি "অশোকারিষ্ট" ও এক কৌটা (১৬টী) বটিকার মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা।

গভর্ণমেণ্টমোডকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

২৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুরমা মর্ত্তের পারিজাত।

পুরাণের আখ্যানেই সাধারণে শুনিয়াছেন যে, স্বর্গে—ইন্দ্রের নন্দনে, দেবভোগ্য পারিজাত আছে। এই পারিজাত—দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর সোহাগের বিলাসভোগ। পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মনমাতান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের প্রত... সৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় সুরমা ... করুন। আমরা ভরসা ক... বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা মর্ত্তের পারিজাত। সন্দেহটা মিটাইয়া লউন না কেন? সুরমার মূল্যও ত কম। একবার একটা শিশি পরীক্ষা করিয়া দেখায় ক্ষতি কি? যদি অলাভ বুঝেন, "সুরমার" গন্ধ আপনার চিত্তরঞ্জন না করে শত পারিজাতের সুবাস না ঢালিয়া দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সুরমা না হয় আর নাই কিনিবেন? "সুরমা"—সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা। ডাক-মাশুল ও প্যাকিং।৵৹ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২ দুই টাকা। মাশুলাদি ৸৵৹ চৌদ্দ আনা।

সোমবল্লী ও সালসা।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত সোমলতার গুণ এবং আধুনিক সালসার ফল তুলনা করিয়া দেখিলে, সালসাকে সোমলতাজাতীয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। প্রভেদ শুধু,—সোমলতার ন্যায় সালসা একা এক মানুষকে নূতন জীবন দিতে পারে না। অনেক জিনিষ মিশাইয়া সালসার মশালা প্রস্তুত হয়। যে সালসায় রক্ত পরিষ্কার করিয়া বিশুদ্ধ রক্ত উৎপাদন করে, দেহের দূষিত রক্তজনিত ক্ষত, বিকৃত দাগ, বাত, দুর্ব্বলতা ও বর্ণের মলিনতা প্রভৃতি দূর করিয়া দেয়, তাহাই প্রকৃত সালসা। আমাদের সোমবল্লীকষায়ের ঐ সমস্ত গুণ বহুস্থলে পরীক্ষিত হইয়াছে। কাহাকেও এই ঔষধ সেবন করিয়া অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। এক শিশি সেবন করিলেই ইহার পক্ষপাতী হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র। মাশুলাদি ব্যয় ৷৵৹ এগার আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং।
ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

REG No. C. 32

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৭শ ভাগ] আষাঢ়, ১৩১৯। জুলাই, ১৯১২। [১২শ সংখ্যা।

সূচী।

প্রার্থনা ২৬৫
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ২৬৬
শক্তি ২৭৪
দুই চারিটী মনের কথা ২৭৬
প্রতিচ্ছবি ২৭৯
জগতের স্রষ্টা জীবের জীবন পরমেশ্বরকে চিনিয়া লও ২৮০
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৮৩
মহাপুরুষের উক্তি ২৮৬
নিবেদন ২৮৮

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা মাত্র।

রূপে গুণে বঙ্গমহিলার তুলনা নাই।

এই স্বভাবজাত রূপপ্রভাকে আরও উজ্জ্বলিত করিতে হইলে নিত্য স্নানের সময় আমাদের মহা সুগন্ধি "কুন্তলবৃষ্য তৈল" তাহাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিৎ। কুন্তলে কুন্তলের শোভাবর্দ্ধন করে, রূপের প্রভা বাড়ায়, কেশের কমণীয়তা বৃদ্ধি করে, স্বভাবসুন্দর কেশরাজিকে আরও কোমল সুকৃষ্ণ ও সুচিক্কণ করে। নিত্য কবরী রচনা-কালে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিবাহ ব্যাপারে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। কেন বাজে এসেন্স কিনিয়া উপহার দিয়া পয়সার অপব্যয় করেন? কুন্তলবৃষ্য তৈলের সুগন্ধের নিকট পারিজাতের গন্ধও হারি মানে। প্রায় চল্লিশবৎসর কালের উপর কুন্তলবৃষ্য দেশের ও দশের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। অতএব কুন্তলবৃষ্য আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। মায় ডাকব্যয় ১।৵০ তিন শিশি ২।০। ডজন ৯৲ টাকা।

কল্যাণীরূপিণী বঙ্গরমণীর রক্ষার উপায়।

রমণীগণের স্বভাবসুলভ কতকগুলি কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ব্যাধি আছে। সেগুলির প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। কুচিকিৎসায় বা অচিকিৎসায় রোগ বাড়িয়া উঠে, শেষে প্রাণ লইয়া টান পড়ে। জরায়ুঘটিত ব্যাধি রক্তগুল্ম প্রভৃতি কখনই উপেক্ষনীয় নহে। মনে জানিয়া রাখিবেন আমাদের আয়ুর্ব্বেদসম্মত মহৌষধ "অশোকারিষ্ট" এই সমস্ত মহারোগের একমাত্র প্রতিকারক। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ দেড়টাকা। মায় ডাকব্যয় ১৸৶০।

ঋষিকল্প কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা — ভীষকরাজ।

প্রধান চিকিৎসক
কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন
ও
কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন।

হ্যানিম্যান ফার্ম্মাসি।

২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হারিসন রোডের মোড়)

ড্রাম—৴৫ ও ৴১০ পয়সা।

পৃষ্ঠপোষক——ডাক্তার—আর, সি, নাগ, এম্, ডি। জি, সি, দাস, এম্, ডি।
" " ঋি, বি, চাটার্জ্জি এম্, বি।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৩৮, ৬০ এবং ১০৪ শিশি ঔষধ, ড্রপার ও একখানি পুস্তক সমেত যথাক্রমে ২৲ ৩৲ ৩॥০ ৫।৵০ ৬।০ এবং ১১॥।

তালিকার জন্য আবেদন করুন।

ডাঃ ইউ, এন, সরকার।

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"

১৭শ ভাগ] আষাঢ়, ১৩১৯। জুলাই, ১৯১২। [১২শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে সনাতন পরব্রহ্ম, তুমিই আমাদের নিত্যনব দেবতা, যে তুমি সৃষ্টির প্রথম হইতে মাধ্যাকর্ষণ বিধি স্থাপন করিয়াছ সেই তুমি মনুষ্য জীবনকে প্রেম শক্তিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। তোমার আলোকে আমরা দেখিতেছি তোমার এক প্রেম আমাদের সমাজে, পরিবারে ও জীবনে কত শত আকার ধারণ করিয়া সহস্র বিধকার্য্য করিতেছে। আরও দেখিতেছি যে তোমার প্রেমের বিধি এখনও শেষ হয় নাই, প্রেম আজও নবভাবে প্রকাশিত হইয়া জগতের মঙ্গল করিতেছে, তাই তব পাদ পদ্মে প্রার্থনা করি তুমি তোমার কন্যাগণকে প্রেমের বিচিত্র স্বর্গীয় ব্যবহার সকল বুঝিতে দেও। তোমার নির্ব্বিকার প্রেম কেমন বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়া মানব হৃদয়কে মুগ্ধ করিতেছে এবং প্রেম সাগরে ডুবাইয়া স্বর্গে লইয়া যাইতে চায় তাহা তুমি আমাদের সকলকে দেখাইয়া দেও। তোমার সকল কন্যাগণ যেন তোমার নিত্য অশেষ প্রেমে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকল অবস্থায় জগৎকে শুদ্ধ প্রেম দিয়া তোমাকে মহিমান্বিত করিতে পারেন। কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার প্রেম রাজ্য সকল নারীর জীবনে সমাগত হউক।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য।

প্রাচীন কালে এদেশের সকল উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থা আসিত, কারণ শিক্ষার সময়ের নামই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমস্ত ধর্ম্ম সাধনের অবস্থার নাম ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মচর্য্যের নাম বড় শুনা যায় না, ব্রাহ্মণ কুমার উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর তিন দিন মাত্র ব্রহ্মচারী হইয়া থাকেন, অন্য সময়ে আর ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন নাই; এখন পাঠ্যাবস্থার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যার কোন সম্পর্ক নাই। কেবল উচ্চ জাতিয় বিধবা গণের প্রতিই চির জীবনের ব্রহ্মচর্য্য বিধি প্রচলিত আছে। কোন জাতির ইতিহাস জাতীয় স্বভাবের বিকাশের পরিচয় দেয়। এদেশের প্রাচীন কালের মনস্বীগণ জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে যে সকল বিধি করিয়াছিলেন, কালে জাতীয় ভাব ও প্রয়োজন অনুসারে সে সকলের পরিবর্ত্তন হইয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত নিয়মে পরিণত হইয়াছে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিধি বহু কালাবধি প্রতিপালিত হইয়া এখন এরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে যে দর্শনমবর্ষিয়া বালিকাও বিধবা হইলে অমনই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে প্রস্তুত হয়। কথায় বলে স্বভাবের পরেই অভ্যাস প্রবল, একথার সত্যতা আমরা এই ব্যাপারে অতি স্পষ্ট দেখিতে পাই।

বিধবাকে সামাজিক শাসন দ্বারা ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখাতে সমাজের মঙ্গল হয়। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইলে বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন সমাজ যে নিয়মে চলিয়া আসিতেছে তাহার বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে, অথবা বিধবা ব্রহ্মচারিণী না হইয়া ভোগ বিলাসে জীবন কাটাইলে দেশে পাপ স্রোত প্রবাহিত হইবে। অথবা স্বামীর শোকে মগ্ন হইয়া জীবন ধারণ করিলেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা হয়।—এ সকল ভাবিয়া যে বিধবাগণ ব্রহ্মচারিণী হইয়া জীবন যাপন করেন তাহা একবারেই নয়। বিধবাগণ কোন তর্ক-যুক্তি উপস্থিত না করিয়া, কোন ওজর আপত্তি না করিয়া আপনার শোকের গভীরতা না জানিয়া, এমন কি এরূপ ব্রত পালন করা সাধ্যায়ত্ত কি না, তাহাও চিন্তা না করিয়া এতকাল এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, এবং শত সহস্র বিধবা এই মহাতপস্যা করিয়া জীবনে সংযমের শুদ্ধতা ও শান্তি লাভ করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এখনকার নর নারী যাহা করেন তাহা বুঝিয়া করিতে ইচ্ছা করেন। যে ব্রত গ্রহণ করিতে হয় তাহা পালন করা সম্ভব কি না, অথবা তাহা পালন করা প্রয়োজন কি না তাহা বুঝিয়া করিতে ইচ্ছা করেন। এখন দৈনিক জীবনেও জ্ঞানালোক প্রবেশ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

প্রাচীন সমাজের প্রচলিত প্রথানুসারে স্বামী-পুত্রহীনা নারীর পক্ষে কোনরূপ সামাজিক জীবন ব্যবস্থা নয়। জনাকীর্ণ নগর কিম্বা বহু আত্মীয় কুটুম্ব পূর্ণ পরিবারে বাস করিয়াও বিধবা দ্বীপান্তরিত

কারাবাসিনী অথবা সমাজচ্যুত "একঘরে" মানুষ। সমাজের এ বিচারের বিরুদ্ধে আপীল নাই যে ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা তুলিবে সমাজ তাহাকে অবিনীতা বলিবে, কিছু বাড়াবাড়ি করিলে তাহাকে অসংযমের অভিযোগ করিবে। আমরা অবশ্য স্বীকার করিব এতদিন পর্য্যন্ত এ ব্রহ্মচর্য্য বিধি এ দেশকে অনেক অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছে। অতি সংযত-ভাবে একাহার করাতে, ভোগবিলাস হইতে অতি দূরে থাকাতে ও মধ্যে মধ্যে উপবাস করাতে শোণিত মাংস সংযত থাকে এবং বিষয় লালসাহীন হইয়া দিন চলিয়া যায়। ইহার প্রমাণ এ দেশের গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে মানুষ কি কেবল শোণিত মাংস পিণ্ড? অল্পাহারে ও সামাজিক নির্ব্বাসনে নারীকে শারীরিকভাবে পাপ হইতে দূরে রাখিলেই কি নারী জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল? এরূপ শাসনে বিধবাকে রাখিলে তাহাকে কি জীবন্তে মৃত করিয়া রাখা হইল না? মৃত স্বামীর চিতাতে জীবন্ত স্ত্রীকে দগ্ধ করা প্রথা এখন উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে প্রথা এখন প্রচলিত আছে তাহা সতী দাহ হইতে অত্যধিক উন্নত নহে। বিধবা স্বামীর চিতায় দগ্ধ হয় না কিন্তু তাহার বৈধব্য জীবন একটি জ্বলন্ত চিতানল। সমাজের হিতের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে ক্লেশ পাইতে হয় একথা সত্য কিন্তু বিধবাকে শাসনে রাখিতে যাইয়া তাহার শরীর মনকে শুষ্ক ও বিকাশ হীন করিয়া রাখিবার অধিকার কাহারও হইতে পারে না।

আমরা বলি না যে বিধবা, সধবা, কুমারী সকল নারীই এক অবস্থায় সমাজে সকল অধিকার লাভ করিবে। কারণ অবস্থাগুলি সত্য সত্যই অত্যন্ত পৃথক এবং অবস্থা অনুসারে ব্যবহার পৃথক অবশ্যই হইবে। বিধবার পক্ষে সংযম প্রয়োজন, কিন্তু তাহা সর্ব্বপ্রথম কথা বা সর্ব্বপ্রধান কথা হইতে পারে না। প্রথম কথা এই হওয়া উচিত বিধবা বুঝিতে পারিবেন যে তিনি সংসারে যেরূপ বিষয় ভোগ করিতেছিলেন স্বামীর পরলোকগমনে তাঁহার সে অবস্থা শেষ হইয়াছে। ইহাতে হৃদয় কঠিন আঘাত পাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন সে অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাকেই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত অবস্থা বিশ্বাস করিয়া সেই অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিধবা অবশ্য আত্ম চিন্তা করিয়া, অন্যান্য নারীর এরূপ অবস্থার জীবনের বিষয় আলোচনা করিয়া ও অন্তরের শুভ বুদ্ধির ইঙ্গিত বুঝিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। চিন্তাশীলা নারীর পক্ষে ইহা দায়িত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ অধিকার। জীবনের এই পরীক্ষার অবস্থাতে যিনি শ্রেষ্ঠপথ অবলম্বন করিবেন, তিনি সকল সাধু সাধ্বীগণ ও স্বর্গের দেবতার আশীর্ব্বাদ পাইবেন। কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগের পরিবর্ত্তিত অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করিতে পারেন না তাঁহাদিগের বিষয় আর কি বলা যাইতে পারে? তাঁহারা

তাঁহাদের শ্রদ্ধার পাত্রী ধর্ম্মশীলা নারীগণের বা সাধু বন্ধুগণের পরামর্শ অনুসারে চলিবেন, কারণ তাঁহাদের পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে চলিতে যাওয়া ভয়ের কারণ। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক চিন্তাশীলা সধবার পক্ষে স্বীয় বৈধব্য অবস্থার বিষয় স্থির করিয়া রাখা উচিত। হয়ত সধবা অবস্থায় বিধবার জীবনের সকল দিক দেখা যাইবে না, তথাপি যতদূর সম্ভব এ বিষয়ে মন প্রস্তুত ও পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। বিশেষতঃ যখন কোন শিক্ষিতা চিন্তাশীল নারী এই অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনি গভীররূপে আত্ম পরীক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেন। ফলে মৃত স্বামীর শোক কিছুকাল পর্য্যন্ত মনকে আচ্ছন্ন ও মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে এবং তাহা স্বাভাবিক কিন্তু সে অবস্থার মধ্যেও নারী আপনার অন্তরের উচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবেন। শোকের প্রথম আবেগে যে ভাব উপস্থিত হয়, যে প্রতিজ্ঞা মনে আসে ভবিষ্যতের জন্য যেরূপ জীবন স্থির করা হয়, তাহা অধিকদিন থাকিতে পারে না। এজন্য শোকবেগ কতকটা উপশম হইলে নূতন অবস্থার উপযুক্ত জীবনযাপনের প্রণালী স্থির করাই শ্রেয়স্কর। প্রাচীন সমাজ নারীজীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে যত্নবান হইয়া বিশেষভাবে শরীরের সংযমের ভিতর দিয়া মনঃসংযমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি যে ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। শরীর, মন ও আত্মা লইয়া মানুষ। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি শরীর প্রথম ও প্রধান, কারণ শরীর রক্ষা না হইলে মন ও আত্মাও রক্ষা হইল না, শরীরকে পূর্ব্বে রক্ষা করিয়া তাহার পর মন ও আত্মাকে রক্ষার চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু গভীররূপে দর্শন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পরমাত্মার সন্তান ও দাস আত্মাই মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শক্তি, কারণ মন ও দেহ পৃথিবীর সহিত সংস্পৃষ্ট, তাহার মধ্যে শরীর অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ, বরং মনই কতকটা জড়ের অতীত। যাঁহার নিকট একথা সত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে তিনি জানেন যে পৃথিবীতে আগমন করা কেবল শরীরে বাস করিবার জন্য নহে অথবা কেবল চিন্তা করিবার জন্য নহে, কিন্তু আত্মাকে উন্নত জাগ্রত ও তৃপ্ত করিয়া পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য। পৃথিবীতে নরনারী যাহা কিছু প্রাপ্ত হন সে সমস্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরকে জানিয়া বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার প্রেমে মত্ত হইয়া, তাঁহার আশ্রয়ে চিরদিনের তরে পড়িয়া থাকা তাঁহাকে লাভ করা তাহাই জীবনের পরম মঙ্গল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এই সত্যে বিশ্বাস হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে জীবনের পক্ষে কেবল পাপ হইতে দূরে, কেবল শরীর সম্বন্ধে নির্দ্দোষ থাকা, যথেষ্ট নয়, ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন কিন্তু শ্রেষ্ঠ বস্তু নয়। যেমন কোন মানুষের মঙ্গলের পক্ষে কারাগারে আবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়, কারাগারে থাকিলে দুষ্কার্য্য

করিবার অবসর পায় না ইহা ভাল, কিন্তু সমাজে থাকিয়া যে দুষ্কার্য্য করে তাহাকে কারাগারে রাখিলে তাহার ততটুকু মঙ্গল হয় যে সে দুষ্কার্য্য করিবার অবসর পায় না, অথচ কারাগারে থাকিলে তাহার দ্বারা সমাজের কার্য্যও উত্তমরূপে হইতে পারে না। তাহার মনের উন্নতি চরিত্রের উন্নতি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিও হইতে পারে না। তেমনই নারীকে বৈধব্য দশাতে জীবন্মৃত করিয়া রাখিলে তাহার দ্বারা দুষ্কার্য্য হইল না সত্য, কিন্তু তাহার যে সৎকার্য্য করিবার, চরিত্র বা দেবত্ব লাভ করিবার শক্তি ছিল তাহার বিকাশ হইল না। এ জন্য বিধবা সমগ্র যত্নে আপনার শরীর মনকে শুদ্ধ রাখিতে যথাসম্ভব সংযম ও শাসনের বিধি স্থাপিত করিবেন, কিন্তু জীবনের উন্নতির বিষয় কখনও বিস্মৃত হইবেন না।

আমাদের মনে একটা সংস্কার আছে যে নারীজীবনের একমাত্র পথ স্বামী পুত্র লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব জ্ঞান লাভ করা, পরসেবাদি দ্বারা প্রেম, ঈশ্বরে ভক্তি সাধন করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করা। কিন্তু আমরা যদি সংসারের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে অর্দ্ধেকের অধিক নারীর পক্ষে এরূপ ঘটে না। গার্হস্থ্য জীবনের একটা পূর্ণতার আদর্শ সকলের মনেই আছে কিন্তু কার্য্যত তাহা সংসারে অল্পই দেখা যায়। যদি উচ্চ-চরিত্র, পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম লাভ করিবার পক্ষে গার্হস্থ্য জীবনই একমাত্র পথ হইত তাহা হইলে শত সহস্র নারীর পক্ষে উচ্চ-অবস্থা ও স্বর্গীয় ধর্ম্ম লাভের পথ চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হইয়া যাইত। যখন আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের ভিক্ষুনীগণ, রোমান কাথলিক ধর্ম্মসমাজের বৈরাগিনী নানগণের কথা, আমাদের দেশের সন্ন্যাসিনী ও বৈরাগিনীগণের কথা স্মরণ করি তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে গার্হস্থ্য জীবন ভিন্নও উন্নতি লাভের পথ আছে। যখন অহল্যাবাই, মীরাবাই, রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণের কথা চিন্তা করি তখনও বুঝিতে পারি স্বামী পুত্র লইয়া সংসার করিতে না পারিলেই নারীর উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হয় না। প্রকৃত পক্ষে আমরা সকলেই অবগত আছি যে এরূপ অনেক নারী এখন জীবিত আছেন, বা অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন যাঁহারা গার্হস্থ্য জীবনের সুখ ও সাহায্য না লইয়াও নিঃস্বার্থ প্রেমসাধন ও উচ্চ চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং যদিও মানবের লিখিত ইতিহাসে তাঁহাদের নাম কখনও উঠিবে না কিন্তু শত শত হৃদয়ে তাঁহাদের চরিত্রের প্রেম পুণ্যের জ্যোতি প্রকাশিত রহিয়াছে এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরের মঙ্গল কার্য্যের মহা ইতিহাস গ্রন্থে তাঁহাদের নাম চিরদিন লিখিত থাকিবে।

নারীজীবন বিষয়ে এইরূপ সত্য অবস্থা ও বর্ত্তমান সময়ের বিবিধ প্রকারের উন্নতি লাভের বিষয় আলোচনা ও চিন্তা করিলে বিধবা সহজেই বুঝিতে পারিবেন

যে গার্হস্থ্য জীবন, স্বামীর সহিত একত্র বাস করিয়া জীবন পথে উন্নতি লাভ করা অত্যন্ত সুখের ও স্বাভাবিক হইলেও ইহা একটি মাত্র পথ, এবং এ পথ ভিন্ন উন্নতির পথ অনেক আছে। যখন চিন্তা করিয়া দেখি যে অনেক নারী স্বামী পুত্র লইয়া, ধন জন লইয়া বহুদিন বাস করিয়াও বিশ্বাসে প্রেম পুণ্যে অগ্রসর হন না, এমন কি বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিক ভাবে স্বামী হারাইয়াও একান্ত অধীরা হইয়া পড়েন এবং জীবনে শত সুখ সম্ভোগ করিয়াও অন্যকে সুখী করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস লাভ করেন না এবং সর্ব্ব-সুখদাতাকেও চিনিতে পারেন না অথবা আপনার বিপদের সময় তাঁহার চরণাশ্রয়ে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করিতে পারেন না; তখন মনে হয়, স্বামী পুত্র লইয়া, ধনে জনে সম্পন্ন হইয়া জীবন যাপন করাতে অনেকের আত্মার চেতনাই হয় না, তাঁহারা সংসারের মোহে এত মুগ্ধ হইয়া থাকেন যে এ সংসার যে ক্ষণিক, এখান-কার মিলনের পরে যে বিচ্ছেদ আছে, জীবনের পরে যে মৃত্যু আছে, এ সকল সত্যের সঙ্গে যেন তাঁহাদের পরিচয়ই হয় নাই। তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলময় বিধাতার এত আশীর্ব্বাদ, এত কৃপা সকলই যেন বৃথা হইয়াছে। তবে কি গার্হস্থ্য জীবন সুখের হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টের কারণ হইয়াছে? এরূপ কথা বলিতে অবশ্য সাহস হয় না, কারণ মানুষের পক্ষে গার্হস্থ্য জীবন বিধাতার বিধান, ইহাতে অনিষ্ট হইতে পারে না, তবে শ্রেষ্ঠ সাম-গ্রীর অপব্যবহার করিলে মহা অপকার হয় ইহা তাহারই একটা দৃষ্টান্ত।

আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে একথা প্রতিপন্ন হই-য়াছে যে ভগবান্ যে উচ্চ অভিপ্রায়ে নরনারীকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, তাহা কেবল সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা বা বিষয় ভোগ নহে। নরনারী তাঁহার পুত্র কন্যা, তাহাদিগকে পৃথিবীতে নানারূপ অবস্থার ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে তিনি তাহাদিগকে আপনার জ্ঞান প্রেম পুণ্য শান্তি প্রভৃতির পরিচয় দিয়া, ক্রমে তাহাদিগকে সেই সকল দেবগুণে ভূষিত করিয়া স্বর্গে তুলিয়া লইবেন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। অথচ সংসার যে কেবল স্বর্গে যাইবার শুষ্ক মরুময় পথ তাহা নয়, এখানেও অনেক রসভোগ, অনেক সুখ শান্তি প্রেম পুণ্যের আদান প্রদান আছে। তিনি যাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন সেই অবস্থায় তাহার সঙ্গে আছেন, এবং আপনার পরিচয় দিতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। এই সত্য জানিয়া দিন দিন আপনার বাহিরে ভিতরে তাঁহাকে দেখা, তাঁহার সাধু সাধ্বী পুত্র কন্যাগণের চরিত্রে তাঁর প্রকাশ দেখিয়া সেই সকল সাধুতা গ্রহণ করা এবং তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়া ইহাই প্রত্যেক পুরুষের ও প্রত্যেক নারীর জীব-নের প্রকৃত কর্ত্তব্য ও স্বর্গীয় অধিকার।

বিধবার জীবনের একটা পথ হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল, স্বামীকে লইয়া সুখে সংসার করিতে ছিলেন স্বামী চলিয়া

গেলেন। এখন তাঁহাকে নূতন অবস্থার উপযোগী হইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে একথা তাঁহার মনে থাকা উচিত যে নির্ব্বিকার ঈশ্বরের প্রেমের কোন পরি-বর্ত্তন হয় নাই, সধবা অবস্থাতেও নারী যেমন ঈশ্বরের প্রিয়তমা কন্যা বিধবা অবস্থাতেও ঠিক সেইরূপ। পৃথিবীর উদারচিত্ত সাধুদিগের হৃদয়েও তাঁহার প্রতি গভীর প্রেম ও সহানুভূতি রহি-য়াছে। অর্থাৎ বিধবার নিকট স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত এবং পৃথিবীর সৎকর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। এই আশা ও বল লইয়া তাঁহাকে নূতন অবস্থাতে মঙ্গ-লের পথ অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে।

আমরা এই প্রবন্ধটির শিরোনাম ব্রহ্মচর্য্য রাখিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য কথাটি অনেক অর্থে ব্যবহার হয়। পূর্ব্বকালে কুমারগণ ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পাঠের সময় যেরূপ আচরণ করিতেন তাহাকেই নাকি ব্রহ্মচর্য্য বলা হইত কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্রহ্মচর্য্য কথার অর্থ এই ধরিয়া লইয়াছি — যেরূপ আচরণ করিলে ব্রহ্মকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমদেবতাকে লাভ করা যায় সেইরূপ আচরণ পদ্ধতি। বিধবা আপনার পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে কিরূপ আচরণ করিলে সেই অমৃতস্বরূপ পুণ্যময় পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন তাহা তাঁহাকে স্থির করিয়া লইতে হইবে। বিধবার পক্ষে যে অবস্থা উপস্থিত তাহাতে কোন কোন বিষয়ে পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। যখন তিনি সধবা ছিলেন তখন তাঁহার পক্ষে যে সকল চিন্তা কার্য্য বাক্য প্রভৃতি প্রয়োজন ছিল পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে তাহা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় শুধু তাহা নয়, অনিষ্টকরও। সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু সমাজ তেমনই রহিল। পূর্ব্বে বিষয় ভোগের ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট সংসারে ভগবানের ভালবাসা ও আদরের সংবাদ আসিত এমন বিষয়-বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া ঠিক সেই সকল সত্য প্রকাশ হইবে। পূর্ব্বে সংসারে ডুবিয়া সংসারের সুখভোগ করিতেছিলেন এখন দূর হইতে লোকের সুখভোগ দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া সুখী হইবেন। সকল সুখসম্ভোগ ভগবান্ দিতেছেন, এবং তাঁহার পুত্র কন্যাগণ সম্ভোগ করিতেছে ইহা দেখিয়া ও যথাসম্ভব অন্যকে সুখী করিয়া তিনি সুখী হইবেন। পূর্ব্বে যেমন ব্যস্ততা ছিল এখন তদপেক্ষা অল্প নহে, বরং অধিক, কিন্তু পূর্ব্বে তিনি ছিলেন অভিনেতৃ এখন হইয়াছেন দর্শক। বিধবা যদি সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া দূরে চলিয়া যান তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইবে। যদি নিজের বিষয় সুখের কল্পনা পোষণ করেন মন দুর্দিনে অধীর হইয়া উঠিবে। তাঁহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত। এই অবস্থায় একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার মঙ্গল হইবে। তিনি বিধবা হইয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। দিনে একবার মাত্র অন্নাহার করিলে অথবা প্রতিপক্ষে একদিন উপবাস করিলে অথবা অন্যান্য উপায়ে শরীরকে নির্য্যাতন করিলেই ব্রহ্মচর্য্য হইল তাহা বলা যায় না। বরং মনে হয় যাঁহারা প্রাচীন

সমাজের অনুকরণে কেবল শরীরকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা মন ও আত্মাকে উপযুক্ত সম্মান দান করেন না। বিধবা কি কেবল দেহ. বিধবা যে ব্রহ্মকন্যা, আত্মা। যে সকল বিধবা আত্মা ও মনকে উচ্চবিষয়ে নিযুক্ত রাখিলেন না, কেবল শরীরকে সংযত রাখিতে যত্ন করিলেন তাঁহাদিগের সহিত তিনি এক হইবেন কিরূপে? যে বিধবা মনে করিবেন যে আহার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে ২৩টি বিধি পালন করিলেই বৈধব্য-ব্রত যথাযথ পালন করা হইল তিনিত মনুষ্যের উচ্চ অধিকার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যে সকল নারী মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক জীবনের আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহারা আপনাদিগের বৈধব্যকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মচর্য্যে পূর্ণ করিবেন। সধবা স্বামী পুত্র লইয়া প্রেম পুণ্যের আচরণ করিতেছেন ইহা সুন্দর ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট পথ। এ দিকে বিধবা চক্ষু নিমিলিত করিয়া অনন্ত প্রেম পুণ্যের লীলাস্পর্শ অনুভব করিয়া আত্মতৃপ্ত হইয়া জগতে নিঃস্বার্থ প্রেম দান করিতেছেন ইহাও পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি। যাঁহাদিগের পরলোকগত স্বামীর সহিত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক হইয়াছিল তাঁহাদিগের পক্ষে বৈধব্য অবস্থাতে ব্রহ্মচর্য্য সাধন অনেকটা সহজসাধ্য হইবে কিন্তু সকল বিধবার পক্ষেই যখন ইহলোক পরলোকে প্রেম সাধন একমাত্র উন্নতি লাভের পথ তখন বিধবার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মসাধন একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে গভীর উপাসনা, ধ্যান, যতক্ষণ সম্ভব, ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করা সাধনের এক অঙ্গ, অপর অঙ্গ জগতের দুঃখ দেখিয়া সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়া সেবা করা—স্বামী সেবার জন্য সতী স্ত্রী যেমন সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়া পরিশ্রম করেন যে বিধবা অন্তরে ব্রহ্মপ্রেমস্পর্শ উপলব্ধি করিয়া অন্যের দুঃখের লাঘব বা মঙ্গলের জন্য যখন সেইরূপ পরিশ্রম করিবেন তখন অবশ্য জগৎ বলিবে এই নারী পূর্ব্বে একভাবে প্রেমময়ের প্রেমের আরাধনা করিতেছিল এখন সেই প্রেমময়ের ভিন্ন ভাবে আরাধনা ইঁহার পক্ষে ঠিক সেই আরাধনা। ইহা ব্রহ্মচর্য্য—স্বর্গলাভের সাধন।

বিধবার পক্ষে একমাত্র উচ্চ-পথ এই যে তিনি আত্মসুখ ত্যাগ করিয়া জগতের সুখে সুখী হইবেন এবং অনাসক্ত হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে মঙ্গলময়ীর সেবিকা ও সঙ্গিনী হইবেন। ইহাতে তাঁহার শরীর মন শুদ্ধ থাকিবে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে এবং জগতের হিত হইবে। কিন্তু মনুষ্য অতি দুর্ব্বল জীব, এরূপ উচ্চ-আদর্শের ব্রহ্মচর্য্য সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে না। প্রকৃত পক্ষে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কিছুই অন্যায় বা পাপ নহে। যে সকল নারী অল্পবয়সে পতি পুত্রহীনা হইয়া পড়েন তাঁহারা যদি ব্রহ্মচর্য্যের পথ গ্রহণ করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহারা বিবাহ করিবেন। এরূপ বিবাহ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে উচ্চ-আদর্শের ব্রহ্মচর্য্য সাধন আরম্ভ না করিয়া কুমারীদিগের ন্যায় জীবন

ধারণই সঙ্গত। সুশিক্ষিতা কুমারীগণ যেমন বিবাহ করিতে প্রস্তুত অথচ সেই বিষয়ে অধিক ব্যস্ত হন না বরং আপনাকে সকল প্রকারে গার্হস্থ্য-জীবনের উপযোগী করিতে যত্ন করিতে থাকেন অল্প বয়সের বিবাহার্থিনী বিধবা নারীর পক্ষে সেইরূপ জীবন যাপন করাই প্রার্থনীয়। আমরা সাধারণভাবে নারীর পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা আলোচনা করিলাম কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কঠিন শাসনের লৌহ শৃঙ্খল অপসারিত হইলে, প্রত্যেক নারীকে স্বাধীনভাবে আপনার মঙ্গলের জন্য অগ্রসর হইতে দিলে তাঁহাদের চরিত্রের বিচিত্র দৈবশক্তি ও মহা দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রকাশিত হইবে। যাহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, পতিহীনা নারীগণ অবাধে পবিত্রতা, সুখ শান্তিতে জীবনযাপন করিয়া জনমণ্ডলীর মঙ্গল সাধন করিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা বর্ষিয়সী সধবা ও বিধবাগণ দেবালোকে স্থাপন করিবেন। নবযুগের বিধবাগণের দৈনিক জীবন কখনও প্রাচীন আদর্শে গঠিত হইতে পারে না। নবালোকে পুরুষ ও নারী যে উচ্চ অধিকার পাইয়াছেন, যে উন্নতির পথে, প্রেম পুণ্যের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন বিধবা নারী কখনও তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না। প্রাচীন সমাজের অনুকরণে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য-রীতি প্রচলিত হওয়া কখনও নূতন সমাজের পক্ষে হিতকর হইবে না। যে সকল বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিবেন না তাঁহাদিগের সকলের জন্য এক বিধি হইবে তাহা নয় কিন্তু সাধারণত কতকটা একভাবের বিধি হইবে। নূতন সমাজে শিক্ষিতা চিন্তাশীলা ধর্ম্মশীলা বিধবাগণ যেরূপ জীবনযাপন করেন তাহাই ভবিষ্যতের আদর্শ হইবে এজন্য তাঁহাদিগকে সাবধানে নবব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে হইবে।

প্রাচীন সমাজের রীতি অনুসারে যেমন বিধবাগণ প্রতিপক্ষে একদিন উপবাস করেন যদি নব-ব্রহ্মচারিণী বিধবা প্রতিপক্ষে একদিন ব্রহ্মোৎসব করেন তাহা হইলে নবধর্ম্ম সমাজের উপযুক্ত অনুষ্ঠান হয়। যে সকল ধর্ম্মশীলা ও সাধনশীলা নারী নব-ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প তাঁহারা প্রতিপক্ষে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে মিলিত হইয়া বিশেষভাবে ভগবানের পূজা বন্দনা করিলে এবং জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা করিলে বিশেষ উপকার হইবে। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য একটি অতি উচ্চ ব্যবস্থা। সমাজে বাস করিয়া দেবীর জীবন লাভ করিবার বিধি। এ ক্ষেত্রে প্রবীণাদিগেরও শিক্ষা করিবার ও অন্তরের বল লাভ করিবার প্রয়োজন আছে আর যাঁহারা সংসারে সুখভোগ করিতে করিতে হঠাৎ এরূপ অবস্থায় পতিত হন তাঁহাদিগের পক্ষে জীবনের উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়া তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিতে এই পাক্ষিক সম্মিলন একান্ত প্রয়োজন। আমরা অত্যন্ত নির্ব্বন্ধের সহিত প্রস্তাব করি প্রবীণা চিন্তাশীলা ও ধর্ম্মশীলা বিধবাগণ সময়ে সময়ে মিলিত হইয়া আপনাদিগের হিত ও জগতের হিতের জন্য জীবনযাপন

করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মচারিণীগণের পাক্ষিক ব্রহ্মোৎসব বিধির প্রবর্ত্তনা করুন।

শক্তি।

শক্তি সমস্ত বিশাল বিশ্বের প্রসূতি। শক্তি জগজ্জননী এবং শক্তি জগন্ময়ী। নারীর অপর নাম শক্তি। নারী হইতে মানবের উৎপত্তি, নারী মানবের পোষয়িত্রী এবং জননী। এ হেন নারীজাতিকে অবলা নামে কেন অভিহিত করা হইয়াছে? ইহার কারণ এই যে পুরুষ যে ভাবে বলবান্, নারী সেরূপে বলবতী নহে। দৃঢ়কায় উন্নতশির বনস্পতি যেরূপ বলশালী, বেতসলতা সেরূপ বলশালিনী নহে। কিন্তু প্রভঞ্জনের প্রবল আঘাতে বনস্পতি যেমন ভগ্নশির এবং শাখা-প্রশাখা-বিহীন হয়, প্রবল বায়ু বা বলবতী স্রোতস্বতীর অভিঘাতে বেতসলতা সেরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হয় না। বিদ্যুৎপাতে উচ্চতম বৃক্ষের যে দশা ঘটে বৃক্ষাশ্রিত লতার তাহা হয় না। বৃক্ষের দৃঢ়তা ও শক্তি এক প্রকার, লতার দৃঢ়তা ও শক্তি অন্যবিধ। বৃক্ষ এবং লতাতে যেমন ভিন্নতা, নর ও নারীতে সেইরূপ পার্থক্য। এজন্য পুরুষেরা নারীকে অবলা নাম দিয়াছে। পুরুষের পুরুষকারের শক্তি, কিন্তু নারীর শক্তি প্রেম-শক্তি। অতি শক্তিশালী পুরুষও অতি আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। নারীর শক্তি আঘাতে অনেক অবস্থাতে বৃদ্ধি পায়।

অতি শক্ত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা কোন দুই বস্তু বাঁধা যায় না। বেত্রখণ্ড দ্বারা যে কোন দুই পদার্থকে বাঁধিয়া রাখা যায়। পুরুষ সংসারের বন্ধন নহে, নারীই সংসারের বন্ধন। এজন্য সংসার রক্ষার ভার যোষিদ্‌গণের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে। এ ভার পুরুষগণ নারীর হস্তে অর্পণ করে নাই। আদ্যাশক্তি করুণাময়ী জগজ্জননীরই এ ব্যবস্থা। সংসাররূপ গৃহ রক্ষা করেন বলিয়া নারীর গৃহিণী উপাধি। বাস্তবিক সকল দেশে সকল কালে এবং সকল অবস্থাতে নারীই গৃহকর্ত্রী। যে মহাশক্তি আকাশে বিশ্বসংসার রক্ষা করে, সেই মহাশক্তি মানব পরিবারে নারীরূপে মানব-সন্তানগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। এ বিষয়ে সভ্যাসভ্যের ভেদ নাই। সমস্ত সভ্য-দেশ ভ্রমণ কর, নারীর শক্তিকে সভ্যতার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য্য, শৌর্য্য ও দৃঢ়তার মূলে বিরাজিত দেখিবে। ঘোর অরণ্যে অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার মধ্যে প্রবেশ কর, তথাও দেখিবে নারী মানবসন্তানগণকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক নিজ মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যজাতিগণ প্রাচ্যসভ্যতার জন্মভূমি ভারতভূমিকে এখন অসভ্য বলিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু ভারতের নিদারুণ পতিত অবস্থাতেও ইহা একেবারে প্রাচীন সভ্যতার মণিভূষণ বিবর্জ্জিত নহে। বিশুদ্ধ স্নেহ প্রেম এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ভক্তি নারীজীবনের মহীয়সী শক্তি। এ শক্তি ভারতের প্রাচীনতম রমণীকূলে প্রচুররূপে বর্ত্তমান ছিল; কুলক্রমাগত এ শক্তি অদ্যাবধি ভারতবর্ষের

গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে। নারীজীবনের প্রেমশক্তিতে যদি জ্ঞানশক্তির মিলন হয় তবে তাহা যেমন শক্তি তেমন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ভারতের প্রাচীন মহিলা দেবহূতি, বিশ্ববারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি; সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি এবং আধুনিক সংযুক্তা, কর্ম্মদেবী, পদ্মিনী, তারাবাই প্রভৃতি রমণী-শিরোমণিগণ ভক্তি, জ্ঞান, সতীত্ব, পতিভক্তি, এবং সন্তানবাৎসল্য ও বীরত্বাদি গুণে জগতে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

মুসলমান শাসনকালে ভারত মহিলাকুল জ্ঞানের অভাবে নানারূপ কুসংস্কারের প্রভাবে নিপতিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রীতি এবং সতীত্বের মহাশক্তি তাঁহাদিগকে সকল কালেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছিল।

ইংরেজ শাসনকালে ভারতের দুঃখ নিশার অবসান হইয়াছে; সর্ব্বপ্রকার উন্নতির অরুণোদয় হইয়াছে। ভারতের পুরুষ এবং নারীগণ যুগযুগান্তের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের কঠিন নিগড় নির্ম্মুক্ত হইতেছে। বহুদিনান্তে ভারতের অন্তঃপুরে জ্ঞানতপনের শুভ্র কিরণপাত হইতেছে। আবার ভারত-ললনাগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক পথে পাদচারণ করিতেছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে পুনরায় ভারতীয় গৃহিণীগণ জ্ঞানশক্তির সহিত প্রেম-শক্তিকে মিলিত করিয়া এক অভিনব বন্ধনে ভারতবাসীদিগকে আবদ্ধ করিবেন।

ইংলণ্ডকে স্বাধীনতার ক্রীড়া নিকেতন বলা হয়। ইংলণ্ডের ভূমিস্পর্শ মাত্র সমুদায় লোক স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই একথা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। ইংলণ্ডেও ইংরাজ রমণীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই এবং সমস্ত অধিকার বিষয়ে সাম্য নাই। রাজনৈতিক অধিকারে ইংরাজ মহিলাও পুরুষের সমকক্ষ নহেন। সমকক্ষতা-স্থাপন-যত্নে ইংলণ্ডে ইংরাজ মহিলাকেও অতি ভীষণরূপে অপদস্থ, অবমানিত এবং কারাবদ্ধ হইতে হইতেছে। নারীজাতির বুকের রক্তপান করিয়া, নারীজাতির রক্তমাংসে রক্তমাংস লাভ করিয়া বিংশশতাব্দীতেও নরগণ নারীজাতিকে সভ্যতাগর্ব্বে অতি গর্ব্বিত ব্রিটিশদ্বীপে লাঞ্ছিত করিতেছে! ইহা কি অতিশয় বিস্ময়জনক নহে? ইঁহারাই আবার ভারতীয় নারীর পুরুষের অধীনতা দর্শনে দয়ার হস্ত বিস্তার করিয়া থাকেন। যাহা হউক ইংলণ্ডের নারীগণ রাজনৈতিক অধিকারে সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকিবেন এরূপ বোধ হয় না। পরন্তু রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিলে ইংলণ্ডের অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টলাভের সম্ভাবনা অধিক।

অস্মদ্দেশীয় রমণীসমাজ বহুকাল পরে জ্ঞানচর্চ্চার সবিশেষ সুযোগ বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সময়ে রমণীগণ যাহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভে অবহিত হইতে পারেন তাহাই অত্যাবশ্যক। এ দেশের রমণীগণ বাল্যবিবাহরূপ মহাপাপে এবং অজ্ঞানতান্ধকারের নিবিড়তার

মধ্যে বাস করিয়া কি ঘোর ক্লেশানুভব করেন, শক্তি হইয়া কতদূর অশক্তি অনুভব করেন তাহা কেহ কল্পনায় মনে অঙ্কিত করিতেও সমর্থ নহে। বাল্যবৈধব্য ভারতের অন্যতম মহামারি। বহুসংখ্যক বালবিধবা জ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভাবে স্ব স্ব জীবনভারে যেন আপনারা নিষ্পেষিত হইতেছে। ইহাদিগকে জ্ঞানের আলোকের দিকে পথ দেখাইয়া আনিতে পারিলে ইহাদের দুর্গতি দূর হয়। ইহাদের জীবন-নিহিত-শক্তি জাগ্রত হইলে ইহারা সেই শক্তি স্বীয় পরিবার এবং সমাজ সেবায় ব্যবহার করিয়া সঞ্জীবিত ও কৃতকৃতার্থ হইবার উপায় প্রাপ্ত হইতে পারে। এদেশে যে সকল কুলকামিনী জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান লাভ করা ও স্বজাতীয় দুঃখিনী জ্ঞানহীনা ভগিনীদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা ও সদ্গতির পথ চিন্তা করা আবশ্যক।

নারীগণই যে দেশের প্রকৃত শক্তি ইহা কি তাঁহারা পরিগ্রহ করিবেন না! শক্তি কেন আপনাকে শক্তিহীন ভাবিবে? শক্তি কেন আত্মপয়োগে অশক্তিকে উদ্ধারে উদাসীন থাকিবে? নারীগণ ভোগ-সুখ-বিমুখ হইয়া সেবাসুখে প্রমত্ত হইলে দেশের প্রকৃত শক্তি জাগ্রত হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাকুল স্বজাতীয়দিগের সেবা ব্রতে আত্মবিসর্জ্জন না করিতেছেন সে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের প্রকৃত শক্তির পরিচয় আমরা কিম্বা ভিন্নদেশীয়েরা কিছুই অনুভব করিতে পারিব না। দেশে নারীই শক্তি। নারীর জাগরণই শক্তির জাগরণ।

দুই চারিটা মনের কথা।

Suffragist (রাজনৈতিক অধিকার প্রার্থিনী মহিলা)দের কথা পড়িলেই জানি না কেন আমার French Revolution (ফ্রান্স দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের) কথা মনে পড়ে যায়। একদিন আমার মনের ভাব বলাতে একজন বলেছিলেন "তোমরা তো মজা করে রয়েছ ফ্রান্স দেশের বিপ্লবের সঙ্গে তোমাদের কিসের তুলনা?" এই কথাটা আমাদের দুচারজনের সম্বন্ধে সত্য হতে পারে কিন্তু দুচার জনকে নিয়ে তো সমাজ নয়, আলোচনা করতে গেলে মোটামুটী ধরণে আমাদের জনসাধারণের কি অবস্থা তাই দেখ্‌তে হ'বে তো? অনেকে Suffragistদের চাল চলনের নিন্দা করেন; "মেয়েদের ভারী আস্পর্দ্ধা হয়েছে লেখা পড়া শিখে সব যেন ধিঙ্গিপদ হয়েছেন, সব লড়াই কর্ত্তে চল্লেন, অত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না বাপু!" কিন্তু কেবল ভাল লাগে না বলে যদি আমরা সব কথা এবং কাজ গুলোকে উড়িয়ে দি তাহলে আমাদের দশা কি হবে তা বুঝতে পারি না। 'French Revolution' এর কেবল 'The Reign of Terrors' পড়লে, তখন যে ভীষণ অত্যাচার হয়ে গেছে কত নির্দ্দোষীকে কি যাতনাতেই প্রাণ হারাতে হয়েছে, সেই সব বিবরণে

গায়ে কাঁটা দেয়, চোখে জল আসে, মনে হয়—ভগবান কি অত্যাচারীদের প্রাণে দয়াময়া দেন নি তাদের কি নিজেদের মা, বাপ, ছেলেপিলে ছিল না যে তারা দাঁড়িয়ে মা বাপের সামনে ছেলেকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে, আবার কোন বিচার না করে—দোষীর সঙ্গে নির্দ্দোষী শত শত লোকের প্রাণ মুহূর্ত্তের ভিতর সব শেষ করে দিয়েছে। হাঁ কে ল যদি Reign of Terrors পড়ি তাহ'লেই অত্যাচারীদের দয়ামায়া হীন উন্মাদ বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু যদি কেবল 'The Reign of Terrors' না পড়ে Feudalism ও Monarchy,(ভূম্যধিকার পদ্ধতি, স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজশাসন,) ফ্রান্স দেশের সামাজিক অবস্থা, প্রজাদের অবস্থা, কর লইবার নিয়ম ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনা করি তাহালে The Reign of Terrors এর কার্য্য প্রণালীতে অতিশয় অত্যাচার অন্যায় করা হয়েছে এই ভাবটা মনে গাঁথা থাকা স্বত্ত্বেও আমরা অত্যাচারীদের সঙ্গে সহানুভূতি না করে থাকিতে পারি না। মানুষের সহ্য করিবার একটা সীমা আছে তো? ১৮০০ শতাব্দিতে সাধারণ ফ্রান্স বাসীদের যে রকম অবস্থা ছিল মেয়েদের দুরাবস্থা ততদূর না হতেও পারে কিন্তু তাঁরা সেই পরিমাণে—বরং বেশী শান্তও আছেন। এটা অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে যে যখন একটা কাজ করিতে ইচ্ছা হয়, কিম্বা ঠিক বলে মনে হয় তখন সেই ইচ্ছা কিম্বা চেষ্টাকে যদি কেহ হাঁসিয়া উড়াইয়া দিতে চান কিম্বা বার বার বাধা দেন তাহালে বদ্ধ পাগু ব্যক্তি মরিয়া হইয়া দাঁড়ায় আমাদের মেয়েদের এই রকম ভাব আসলেও সেটাকে জয় করতে হবে, যাহা করিতে হয় তাহা শান্তভাবে করাই ভাল, আমার মনে হয় Suffragist রা সেই শান্ত ভাবটাকে অনেকটা হারিয়েছেন। কিন্তু আবার বলি সহ্য করিবার সীমা আছে। পুরুষরা যদি কেবল আমাদের ত্রুটী না ধরিতেন, সর্ব্বদা যদি তাচ্ছিল্য ভাবে না বলিতেন 'তোমরা ভগবা। 'হাঁ ওঁরা আমাদের সঙ্গে আদালতে দাঁড়াবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে লর, পরীক্ষা দিবেন, রাজনৈতিক অধিকার নেবেন, আস্পর্দ্ধা কম নয়" তাহালে হয়ত আমাদের জেদে কাজ করিবার ইচ্ছা, অচ্ছা আমরা পারি কি না পারি দেখবো, মরবো তবুও করবো" ভাবটা আসতো না। প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে তো? মনে হয় এ রকম সময় যদি তাঁরা বাধা না দিয়ে আমাদের ছেড়ে দেন তাহালে আমরা খানিকটা দূর গিয়ে, আপনারাই ঠেকে শিখে, কোনটা আমাদের কাজ কোনটা নয়, কোনটা পারবো, কোনটা পারবো না বুঝে নি। কিন্তু যদি ঔষধ গেলানোর মত কেবল তাঁরা বলেন "এটাই তোদের উপযুক্ত এটাই করা ঠিক, এতটা স্বাধীনতা যে তোদের দিয়েছি সেই কত ভাগ্য, আমরা না থাকলে কি করতে" তবে আমরা ইহাকে আমাদের উপর স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন বলিব না তো কি বলিব? মনে হয় এখন এমন সময় এসেছে যে মেয়েরা আর বেশী দিন কেবল অনুগ্রহ ব্যঞ্জক ভাব (Patronizing

spirit) সহ্য করিতে-পারবেন না। আমরা বলছি না যে নারী এবং পুরুষ সব বিষয়ে সমান কিন্তু 'আমরা যে কেহ নই' ইহা আর আমরা সহ্য করিতে পারি না, সমাজ গঠনের সমস্ত বিষয়ে নারী এবং পুরুষের উভয়েরই অভিজ্ঞতা ও মতামত সমান-ভাবে ব্যবহার করা নিশ্চয়ই দরকার নতুবা কখনও মঙ্গল হইবে না। পুরুষরা কি বলিতে পারেন 'আমরা সে অধিকার তোমাদের দিয়া[illegible]।

[illegible]জ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করি[illegible] ক্ষমতা ভগবান দিয়াছেন তাঁহাদের বাধা দিবে কে? আমাদের নিজেদের নাই বলিয়া কি পরকে বাধা দিব, নিন্দা করিব? বিলাতে বেশীর ভাগ মেয়েদের খাটিয়া খাইতে হয়, কুলী মজুরের মত সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিতেছেন তা ছাড়া আর উপায় নাই, তাঁদেরও পুরুষদের মত আয়ের উপর কর দিতে হইতেছে। যাঁদের পৃথিবীর সঙ্গে মিশিতে গিয়া অনেক রকম কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, অনেক রকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাঁদের সম্বন্ধে বিধি করিতে গিয়া তাঁদেরে মত দেওয়া হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করায় কি এই প্রবাদটি মনে পড়ে না "যার বিয়ে তার মনে নেই।" মনে হয় যদি মেয়েদেরেও অধিকার দেওয়া হতো তাহলে "পতিতা নারীদিগকে উদ্ধার, মদ্যপান নিবারিণী সভা এবং দুঃখীর দুঃখ, ব্যাধি দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা" আরও ভাল করে হতো।

যাঁহারা কথা কহিতে শিখিয়াছেন তাহাদের রোধ করিবে কে? শিশু যখন কথা বলিতে শেখে তখন কি কেহ তার বার বার প্রশ্ন করায় বাধা দিতে পারেন? সকাল বেলা বাবা মা যখন ঘুমে বিভোর শিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে সে কেবলই নানা-রকমের প্রশ্ন করিতেছে, বাবা 'হাঁ' 'না' উত্তর দিয়া তাহাকে ঘুমুতে ব'লে ফিরিয়া আবার ঘুমুতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু শিশুও ছাড়িবার পাত্র নয় সে তার প্রশ্ন থামাইল না অবশেষে বাপের ঘুম সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিল তিনি উঠিয়া বসিলেন। যাদের প্রশ্ন করিবার শক্তি হয়েছে তাদের ঘুমুতে বলিলে চলিবে না তারা জ্বালাতন করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইবে।

আমরা কথা বলিতে শিখি নাই তাই বলিয়া কি যাঁরা চাহিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের নিন্দা করিব। বিলাতের অবস্থা হতে আমাদের অবস্থা অনেক তফাৎ, আমরা সব তাতেই রাজী, এক ধার দিয়ে দেখতে গেলে আমরা ভাবি আমরা বড় বীর খুব আত্মত্যাগ করি' কিন্তু অন্য ধার দিয়া যদি দেখি তখন দেখি আমরা ভীরুতাতে ভরা। আমরা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিব না, সামনে ভক্তি করিয়া প্রণাম করিব, পেছনে তাঁকেই খুব গালাগাল দিব, ইহাকে আত্মত্যাগ বলিতে হবে? বাধ্যতা বলিতে হইবে?

সমস্ত নারীজাতির অবস্থা যখন ভাবি তখন আমাদের পিতৃ স্থানীয় স্বর্গীয় আত্মা একযায়গায় যা বলেছেন তাই তাঁর সঙ্গে মিলে সকলে মিলে বলতে ইচ্ছে করে— "যতটুকু পুরুষের প্রাপ্য ততটুকু পুরুষ

পাইবে; যতটুকু নারীর প্রাপ্য ততটুকু সে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করা কাহার সাধ্য? কাহারও সাধ্য নাই বলিয়া আকাশের পাখী বলিতেছে 'বউ কথা কও, বউ কথা কও।' মহামতি যিশু বলিতেছেন 'আমার শিষ্যেরা যদি কথা কহিতে না পায়, তাহা হইলে সম্মুখস্থ ঐ প্রস্তরখণ্ড ভেদ করিয়া কথা বাহির হইবে।' আমারও বিশ্বাস এই যে, হে স্বার্থপর পুরুষগণ! যদি তোমরা বঙ্গের বামাকুলের মুখবন্ধ কর,— যদি তোমরা স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের অধিকার হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়া দেও, তাহা হইলে বাঙ্গলার গৃহে দেয়ালে, গঙ্গার তরঙ্গে, দার্জ্জিলিং পাহাড়ের পাথরে এবং বৃক্ষের পল্লবের স্বন্ স্বন্ সমীরণে রমণীর কথা শুনিতে পাইবে। রমণীর এক বিন্দু চক্ষের জলে যে মহা তরঙ্গায়িত মহাসাগরের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সমগ্র পুরুষ সমাজ সারমেয় তাড়িত মেষ শাবকের ন্যায় দলে দলে ডুবিয়া মরিবে। আর হে রমণীবৃন্দ, তোমরা যদি কথা না কও, তাহা হইলে তোমরাও ঈশ্বরের আজ্ঞার লঙ্ঘনকারিণী হইবে। তোমরা চাও না তাই পাও না, কেহ কেহ চায়, কিন্তু তাহারা কেমন করিয়া চাহিতে হয় জানে না। তোমরা কথা কহিতে শিক্ষা কর, চাহিতে শিক্ষা কর। তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই পাখী বলিতেছে "বউ কথা কও, বউ কথা কও।"

"তাহার পরে শেষ কথা, 'বৌ কথা কও, পাখীর শেষ কথা। বিশ্বস্রষ্টা ভগবান, দয়াময় ভগবান, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় এবং সমুদয় সাধু সংকল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রাচীনা ভারতের নারী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, তাঁহারা শ্রী ভগবানের সহিত কথা কহিতে জানিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকেরা আবার তেমন প্রার্থনা পরায়ণা তেমন ব্রহ্মবাদিনী হইবেন কি? হে রমনীগণ! তোমরা ভগবানের [illegible] মনপ্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে শিখ, [illegible] চিন্তাহারী দুঃখহারী ভক্তবৎসল ভগবানের উপর ভরসা কর, তাঁহাতে তন্ময়া হও, তোমাদের দুঃখের দিন অবসান হইবে। আবার এই তামসী রজনীতে আশার আনন্দময় আলোক আসিয়া ইহজীবনকে সুখকর ও পবিত্র এবং পরজীবনকে "সত্যং শিবং সুন্দরং রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিবে"। হে ভগ্নিগণ প্রাচীনা ভারতের নারী এবং নবীনা ভগ্নি Suffragist দের ভাবকে এস আমরা মিলাইয়ে আমাদের জীবনে গ্রহণ করি। আমাদের মা তাঁর চরণে কাঁদিবার ও তাঁর আলয়ে থাকিবার, উভয় অধিকার দিয়াছেন, এস আমরা উভয় অধিকার জীবনে গ্রহণ করিয়া আমাদের জীবনকে সার্থক করি।

প্রতিচ্ছবি।

যখন শ্রীবুদ্ধদেব রাজ্য সুখ ছাড়ি
চলিলেন মহারণ্যে পথের ভিখারী,
কুসুম-কোরক- নিভ-শিশু সুকুমার,
প্রেমময়ী পতিপ্রাণা প্রেয়সী ভার্য্যার

অনায়াসে ছিন্ন করি সব মোহপাশ
ধরিতে চলিলা যবে কঠোর সন্ন্যাস,
আলিঙ্গিয়া বৈরাগ্যের কঠিন সাধন
জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-দুঃখ করিতে ছেদন
জীবের হৃদয় হ'তে। বসিলা যখন
মহাযোগ মহাধ্যানে স্তিমিত লোচন;
তখন সেমুখে দেব তব মূরতির
হেরিয়াছি প্রতিচ্ছবি প্রশান্ত গম্ভীর।

(২)

জর্দ্দান নদীর তীরে হইয়া দীক্ষিত
জীবেরে পবিত্র ধর্ম্মে করিতে শিক্ষিত
উপেক্ষিয়া সুখ শান্তি গৃহ পরিবার
হইলা বাহির যবে সুপুত্র তোমার
অকালে ইহুদি হস্তে হারাইলা প্রাণ
করিতে জীবের প্রাণে মহাধর্ম্ম দান
বেদনায় পরিপ্লুত ক্রুশে বিদ্ধ শির
বহিছে কপোল বাহি ভীষণ রুধির
তবু সে নির্ভীক চিত্ত স্থির অচঞ্চল
নাহি কাতরতা চিহ্ন নেত্রে নাহি জল,
তখন সেমুখে দেব তব মূরতির
হেরিয়াছি প্রতিচ্ছবি ক্ষমায় সুধীর।

(৩)

আবার যখন সেই নবদ্বীপ দ্বারে
হেরিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গে ব্রাহ্মণের ঘরে
ত্যজিয়া সংসার আর মায়ার বন্ধন,
তুচ্ছ করি স্নেহশীলা মাতার ক্রন্দন
লইলা বৈরাগ্য ব্রত ভগবৎ প্রেমে
হইলা প্রেমিক-যোগী; মধু হরিনামে
প্লাবিলা জাহ্নবী তীর, প্লাবি বঙ্গ দেশ,
উদ্ধারিলা কত পাপী সহি কত ক্লেশ।
লভি বিশ্বরূপ-প্রেম ভক্তি মাতোয়ারা
গাহিলেন দ্বারে দ্বারে হয়ে আত্মহারা,
তখন সে মুখে দেব তব মূরতির
হেরিয়াছি প্রতিচ্ছবি ভক্তিতে অধীর॥

মিঠাপুর
বাঁকিপুর } ইন্দুপ্রভা দেবী।

জগতের স্রষ্টা জীবের জীবন ভগবানকে চিনিয়া লও।

[শ্রীযুত যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের বাড়ী ৯ই চৈত্র ১৩১৮ সন।]

গৃহের বধূমাতারা এবং প্রতিবেশী বন্ধু কন্যারা!

তোমরা কি 'পরমেশ্বর আছেন' ইহা সত্যসত্যই অন্তরে বিশ্বাস কর,—না সকলে যেমন মুখে বলে—'ঈশ্বর আছেন' তোমরা তাঁহাকে সেইরূপই বলিয়া থাক? তাঁহাকে কখনো কি ধরা ছোঁওয়া দিয়েছ, কিম্বা তিনি যে তোমাদের ধরেন, স্পর্শ করেন, তা' টের পেয়েছ? সত্য বটে, যে দুটি চোখে এই বিশাল জগতের যাবতীয় বস্তু দেখিতেছ সে চোখে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাও না,—কিন্তু নিজে যে আছ তা'ত বিশ্বাস কর,—কেমন? এই নিজের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল? ইহার জন্মদাতা বা মূল কারণকে তো অস্বীকার করিতে পারিবে না। আচ্ছা, তা'হলে এই মূল কারণ জগৎজীবন ভগবানকে কি তোমরা একবার চিনিয়া লইবে না?—তোমরা কি কেহ আপনাকে আপনি দেখিতে পাও, বা একে অন্যকে দেখ্‌তে পাও—না, তবে নিজের ও পরের শরীর খানি দেখ, কিন্তু শরীর তো তুমি নও,

তোমরা কি কাহাকে ডাক্‌বার বেলা তাহার শরীর ধরে ডাক? না। তবে জানিও এই শরীরের ভিতরে তুমি থাক—ইহাতে কি সন্দেহ আছে? কখনো না। এই বিশাল দৃশ্যমান জগৎ ও তেমনি যেন কাহারো এক অখণ্ড শরীরের প্রকাশ, ইহার ভিতর মহাপ্রাণ এ চোখের অদৃশ্য—তবে কি না জ্ঞান ও বিশ্বাসের চক্ষে দৃশ্য পরমেশ্বর বর্ত্তমান। ঠিক যেমন তোমার জ্ঞান ও বিশ্বাস তোমার এই ক্ষুদ্র শরীরে যে তুমি আছ তাহা বলিয়া দেয়।

এখন এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহার চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু অগ্নি প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া যে এই বিশাল বিশ্বের সেবা করিতেছে—এই সমুদয় শক্তির মূলে চোখের অদৃশ্য যিনি তিনি নিরাকার আদি শক্তি পরমেশ্বর বা ভগবান্। এখন বুঝলে কিছু কি তাঁকে? তিনি কোথায় বল দেখি? তিনি সর্ব্বগত অর্থাৎ সকলের ভিতরে সর্ব্ব স্থানে এবং তিনি সর্ব্বাতীত অর্থাৎ সকলের বাহিরে ও,—আর তিনি কেমন? এইযে তোমাদের চক্ষের পলক পড়্‌লো, ইহা নিজের চেষ্টায় নয়—এই তাঁর শক্তির খেলা,—তাঁর নাড়া চাড়া,—দেখ তিনি কেমন কাছে, ভাব বারম্বার। দেখ, তোমরা সেই লোকের মুখে-বলা-ঈশ্বরকে মানিও না, সেই মৃত ঈশ্বর আমাদের নয়, ইহা মৃণ্ময়-দেব-দেবী-উপাসকগণের। তোমাদের ঈশ্বর জীবন্ত, সদা জাগ্রত, কর্ম্মশীল—প্রত্যেকের খবর রাখেন, একটা অণু পরমাণুর আকারের কীট পতঙ্গের ও খবর রাখেন—অন্যবারে তাঁর কর্ম্মশীলতার কথা, তোমাদের সঙ্গে তাঁর নীরবে কথা কওয়ার কথা বলিব—তখন আরো তাঁকে নিকটে অনুভব করিবে। এবং আনন্দিত হইবে।

একটি কথা আগে বলি, আমরা যদি শরীর না হই, তবে আমরা কি? আমরা আত্মা। তিনি কি? তিনি পরম আত্মা,—দু'ই চোখে দেখা যায় না,—জ্ঞান ও বিশ্বাসে দেখা। জ্ঞান ও বিশ্বাসে দেখা কেমন, তা আর একদিন বলিব। তোমরা তা এখনো বুঝিবে না।

আমাদের আদি গুরুর ভক্তিভাজন ঋষিরা বোলে গিয়েছেন—এই পরমাত্মা আমাদের জন্মদাতা ভগবান্ "পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়"

'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।'

—কেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হলেন? কেননা তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমাদের আর কেহ নাই। প্রিয় কে হয়? যিনি বড় ভাল বাসেন, তোমার মঙ্গল চিন্তা করেন। তোমরা সকলে পরস্পরকে ভাল বেসে প্রিয় হও, কেমন? বাবা, মা সন্তানকে ভাল বাসেন, হিত চিন্তা করেন তাঁরা প্রিয়, ভাই বোনকে ভাল বাসেন তাই প্রিয়, বন্ধু বন্ধুকে প্রেমের চোখে দেখেন তাই পরস্পর প্রিয়, পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে কেমন ভাল বাসেন—তাই পরস্পরের নিকটে প্রিয়—

কিন্তু এত যে ভালবাসার প্রকাশ—ইহা যিনি অন্তরে অঙ্কুরিত করেন, তাঁর তোমার আমার সর্ব্বজনের প্রতি কত প্রেম, কত ভালবাসা—তাহার কি তুলনা আছে? তাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তিনি। এখন বলিব আমাদের তো তিনি খুব প্রিয় বস্তু, আচ্ছা প্রিয় হয়ে থাকুন—আবার তাঁর উপাসনা করিবে কেন? কেননা তি'নি আমাদের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়, যা কিছু আমার বলি সকলি তাঁহার, তিনি জীবনের স্বামী, জীবনের মালিক। সংসারে মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া এই জীবন-স্বামীর উপাসনায় তাঁহার স্বরূপ—সত্য, প্রেম, পুণ্য ইত্যাদি দেব স্বভাব লাভ করিতে করিতে চিত্ত বিমল হয়, ইহা দ্বারা আমরা ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার আনন্দ, পুণ্য ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগের উপযোগী হই এবং তাঁহার প্রকৃত সন্তানত্ব লাভ করি।

দেখ, এই পৃথিবীর সকলি অনিত্য—তিনি এবং আমরা সকলে চির নিত্য। আমরা বলিতে আমাদের এই চোখ, মুখ নাকবিশিষ্ট সুন্দর শরীর নহে, আমাদের মনও নহে, আমাদের প্রাণও নহে,—কিন্তু আমাদের অবিনশ্বর আত্মা,—অবিনশ্বর মানে যাহার ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, মৃত্যু নাই। আত্মায় পরমাত্মায়—অন্য কথায় পিতা পুত্রে চির সম্বন্ধ। এই পরমাত্মা পিতার অনুগত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়া ভাল বাসিতে বাসিতে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইবার পথ খুলিয়া যায়। আবার বলি, তাঁহার উপাসনা কি?—না—তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসা, অনুরাগ ও প্রীতি দান করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা। তাঁহার উপাসনাতেই জানিও আমাদের ঐহিক (ইহলোক সম্বন্ধীয়) এবং পারত্রিক (পরলোক সম্বন্ধীয়) সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল উৎপন্ন হয়। তিনি যে শিবস্বরূপ—অনন্ত মঙ্গলবিধাতা,—সম্পদে, বিপদে, শোকে, আনন্দে, জীবনে, মরণে সকল ঘটনা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা হইতে আসে, আমরা তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিয়া লইতে পারি না বলিয়া বিপদ কালে, শোকঘটনায়, রোগের তীব্র যাতনায় তাঁহার বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার মনে করিয়া থাকি—কিন্তু একবার ভাব দেখি তিনি জননী মায়ের ভিতরে স্নেহ মমতা, পিতার ভিতরে সন্তান পালনের কর্ত্তব্যজ্ঞানের ব্যস্ততা, ভাই ভগ্নী আত্মীয় স্বজনের ভিতরে কল্যাণকামনা, প্রেম প্রীতি ভালবাসা দিয়া তোমাকে আমাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার উপায় করিয়াছেন, ইহা দ্বারা কি অতি পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না যে আমাদের প্রতি তাঁহার কি স্নেহপূর্ণ—আশীর্ব্বাদপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান। আমাদের শত অপরাধেও তাহা বাধা পায় না। দুঃখ শোকও সেই একই হস্তের মঙ্গল বিধান বলিয়া অবিচলিত মনে ইহা মস্তক পাতিয়া সহিয়া লইবে—কেন না ইহা সন্তানের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত দোষের ফলের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া তাহার ভাবী মঙ্গলের জন্য উপস্থিত হয়। জেনো কন্যারা! তাঁর কোনরূপ ভুল হইতে পারেনা। বিশ্বাস

[illegible]ক্ষ্র এবং অনুভব কর, তিনি আমাদের [illegible]নের মন, আত্মার আত্মারূপে অবিচ্ছিন্ন হইয়া সতত আমাদের রক্ষা করিয়া, জ্ঞান দান করিয়া আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতে চাহিতেছেন। তাঁকে একবার চিনিয়া লও। ঐ দেখ পশু পক্ষীরাও জীবন ধারণ করে, আহার করে,—নিদ্রা যায়—সন্তানাদি হয়—আমরা কি তাদের মত হবো?—কিছু তফাৎ হবে না?—আমরা যে এই জগতের যাবতীয় জীব হইতে আকাশ পাতালের মত তফাত! আমাদের যে এই জীবস্রষ্টা পরমেশ্বরের প্রতিকৃতি (ima e) বলা হয়, আমরা যে তাঁহার সত্ত স্বরূপেরকণা লাভ করিয়াছি। আমরা যে সেই মহাদেবের সন্তান এখন অপূর্ণ,—আমরাও যে দেব প্রকৃতি লাভ করিব।—একমাত্র সরল উপাসনা-যোগে সেই অনন্ত অসীমকে কিঞ্চিৎও জানিবার, চিনিবার ও বুঝিবার পথ আমাদের হবে। তা না হলে তাঁকে পিতা বোলে মাতা বোলে ডাক্‌বো কেমন করে? তাঁহাকে সরল প্রাণে স্মরণে মননে কাতর প্রার্থনায় নির্ম্মল হও। সত্যে মতি, সত্যে গতি হউক। এই আশীর্ব্বাদ আমরা চির দিন চাহিব। সকলে সমস্বরে বল—'পরমেশ্বর! কৃপা কর, সহায় হও'।

শ্রী অনঙ্গ চন্দ্র দত্ত।

—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ফরাসী দেশের বিজ্ঞান সমিতি সম্প্রতি হাঁসের ডিম কি উপায়ে বড় হইতে পারে তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে যত্ন করিতেছেন। ম্যাগনন নামক একজন কয়েকটা পাতিহাঁস পরিবারকে ৩টী পৃথক স্থানে রাখিয়া মৎস্য, মাংস, শস্য তিন প্রকারের খাদ্য খাইতে দিয়া রাখিয়াছিলেন। যে সকল হাঁস মাছ খাইয়াছে তাহারা সর্ব্বাগ্রে ডিম দিয়াছে, যেগুলি মাংস খাইয়া বড় হইয়াছে তাহারা পর পর ডিম দিয়াছে, যেগুলি কেবল শস্য খাইয়াছে তাহারা সব শেষে ডিম দিয়াছে। ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত মৎস্যাশী হাঁস ৫৪টা ডিম দিয়াছে, মাংসাশী ৪৫টা ও নিরামিষভোজী হাঁস মাত্র ১৯টা ডিম দিয়াছে। মাংসভোজী হাঁসের ডিম ওজনে সবচেয়ে ভারী, শাকশস্যভোজীর অপেক্ষাকৃত হালকা, মৎস্যভোজীর ডিম সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। আবার দেখা গিয়াছে যে মৎস্যজীবী হাঁসের ডিমের রং সবুজ, মাংসজীবীর ডিম সাদা ও নিরামিষভোজীর ডিম লাল্‌চে।

কলিকাতা এখন আর রাজধানী নয়। এতকাল যে সম্মান পাইয়া আসিয়াছে আজ কলিকাতার আর সে সম্মান নাই। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ যেমন প্রাদেশিক প্রধান নগর কলিকাতাও আজ সেই শ্রেণীর নগর। অথচ আমরা শুনিতে পাই কলিকাতা বড় হইতে চলিয়াছে। অদূরে ভবিষ্যতে কলিকাতা অতি বৃহৎ অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী, অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও পরম সুন্দর নগর হইবে। পূর্ব্বে ইহার প্রধান সম্বল ছিল রাজ প্রতিনিধির পদধূলি, এখন নাকি ইহা বাণিজ্যে, ব্যবসায়, ধনে ও জ্ঞানে

অত্যন্ত উন্নত হইবে। যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা শ্রীহীন হইবে তাঁহারা দেখিতেছেন যে সেরূপ কিছু হয় নাই, কিন্তু বড় বড় আফিস উঠিয়া যাইতেছে ইহাতে যে কলিকাতার ক্ষতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। আমাদের মনে হয় বাঙ্গালিগণ যদি কলিকাতাকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কেবল আফিসে চাকুরী করিলে চলিবেনা। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি এখন এনগরের প্রাধান্যের কারণ হইবে। বাঙ্গালিগণ যদি সে বিষয়ে উন্নত হইতে না পারেন তাহা হইলে কলিকাতা আর বাঙ্গালীর কলিকাতা থাকিবে না।

গ্রীষ্মের অবকাশের পর ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে সপ্তাহে একদিন বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে গৃহিণীগণের জন্য বক্তৃতা এবং শিল্প শিক্ষাও হইতেছে। বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের উন্নতিতে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছি, কিন্তু একটি দুঃখের কথা আমাদিগকে মন খুলিয়া বলিতে হইতেছে বালিকাগণ ও তাঁহাদের অভিভাবকগণ সকলেই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিতেছেন। যাহাতে বালিকাগণ মুক্তভাবে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থা এই বিদ্যালয়ে যথেষ্ট করা হইয়াছে; কলা-বিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন আছে, কিন্তু সে সকল বিভাগে যাইতে কেহ তত প্রস্তুত নন। এখন কি আমাদের দেশের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ বুঝিতে পারেন নাই যে নারীগণের জীবনে সুশিক্ষা প্রয়োজন? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কেবল প্রয়োজন নয়, তাহা নহে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে একান্ত যত্ন চেষ্টা করা অনিষ্টকর ও পাস হওয়াও অশান্তিকর।

আমরা আমাদের পাঠিকাগণের অবগতির জন্য ও তাঁহাদের অন্তরে এ বিষয়ে চিন্তার উদ্রেক করিবার জন্য বিলাতের Suffragist নারীগণের কার্য্য ও চিন্তার বিষয় মধ্যে মধ্যে পত্রস্থ করিতেছি, ইহাতে আমাদিগের অভিপ্রায় অল্প পরিমাণে সিদ্ধও হইতেছে। আমাদের যে সকল পাঠিকা এ বিষয়ে আপনাদিগের অভিমত প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিবেন আমরা তাহা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি! এদেশে ঐরূপ রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইবে তাহা আমরা বলি না কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মহিলাগণের আত্মোন্নতির জন্য চিন্তা ও কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে। যে সকল ইংরাজনারী বাড়াবাড়ি করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্যের অনুমোদন কেহ করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের মনের ভাব ও সংযত চেষ্টার সহিত সকলেরই সহানুভূতি হইবে। বর্ত্তমান সময় বঙ্গ মহিলা কেবল আপনার ঘর সংসার লইয়া তৃপ্ত ও সুখী হইতে পারেন না। তাঁহার জীবনে উচ্চতর অধিকার ও মহত্তর কর্ত্তব্য আছে, তাঁহাকে সে দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

এখন নারীর অশিক্ষা ও অবরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলে কেমন হয়?

শ্রীমতী সত্যবালা দেবী বাঙ্গলা দেশের জমিদারের কন্যা। সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকাতে এদেশের সঙ্গীতবিদ্যার মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত যত্ন ও চেষ্টা যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্যা লোপ না পায়। ইহার মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন, অন্য সকল প্রকার বিদ্যাতে উন্নতি লাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা ও উন্নতিকল্পে দেবী সত্যবালা বোম্বাই সহরের ক্রফোর্ড মার্কেটের নিকট একটি সঙ্গীত শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ভারতের সকল স্থানের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সম্মানিত স্থান হইবে। অন্য স্থানস্থ শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষায় সাহায্য করা হইবে। দেশীয় বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইনি নিজে বহু সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া এখানে সঞ্চিত করিয়াছেন। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য ইনি ৫০টি সঙ্গীত যন্ত্রযোগে রক্ষিত করিয়াছেন। ইহাঁর নিকট পত্র লিখিলে এই সকল ফনোগ্রাফসঙ্গীতের তালিকা পাওয়া যাইবে। তানসেন, জয়দেব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্যগণের নাম এদেশে লোপ পাইতেছে—এদেশের ধ্রুপদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাগরাগিণীর আদর কমিয়া যাইতেছে, এ সময়ে সত্যবালা দেবীর এই সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা ও সঙ্গীত-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত হিতকর হইবে।

তিব্বত দেশে দলাই লামা অশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মান্যের পাত্র। বহুদিন হইতে তিব্বত দেশ চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, কিন্তু চীনসম্রাট নামে মাত্র তিব্বতের সম্রাট। ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দলাই লামা বুদ্ধের অবতার বা স্বয়ং পরমেশ্বর বলিলেও ক্ষতি হয় না। সে দেশের লোকেরা তাঁহাকে যেমন মান্য করে, অন্য দেশের লোকেরা বোধ হয় কাহাকেও এত মান্য করিতে জানে না। কিছু দিন হইল চীন সম্রাটের লোকের সহিত দলাই লামার ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি তিব্বত দেশ ত্যাগ করিয়া কিছু দিন উত্তর এসিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। গত ২ বৎসর হইতে ইংরেজের অতিথি হইয়া দার্জ্জিলিং ও কলিকাতাতে বাস করিয়া এখন স্বদেশে ফিরিতেছেন। কিছুদিন কালিম্‌পংনামক ভোটান নগরে বাস করিয়া এখন তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছেন। এখনও চীন সৈন্যগণের সহিত তিব্বতবাসিগণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। অনেক অত্যাচারের সংবাদও পাওয়া যায়। শুনিতে পাই দলাই লামা যেমন ধার্ম্মিক তেমনই বিচক্ষণ লোক। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন একটি বিশেষ ঘটনা। চীন এখন আপনার নূতন ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিতে ব্যস্ত, হয়ত এখন দূর তিব্বতে যুদ্ধ করা সঙ্গত মনে করিবেন না। তাহা হইলে দলাই লামা এই সময়ে আপনার পূর্ব্ব গৌরবের স্থান পুনরায় লাভ করিবেন ও দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে।

মহাপুরুষের উক্তি।

(মহম্মদ)

(প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

জীবে যাহার দয়া নাই ভগবান তাহাকে দয়া করিবেন না।

জীব মাত্রেই ভগবানের পরিবারভুক্ত; যে ব্যক্তি জীব মাত্রেরই মঙ্গল বিধানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করে সেই ভগবানের প্রিয়তম সেবক; শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

যে জ্ঞানের বর্ত্তি প্রজ্বালিত করে তাহার মৃত্যু নাই।

জ্ঞানলিপ্সা মুসলমানের চক্ষে ভগবৎ-প্রেরণা; জ্ঞানশিক্ষা ভগবানের আদেশ।

যে ব্যক্তি জ্ঞানের পথ অবলম্বন করে স্বয়ং ভগবান্ তাহাকে স্বর্গের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

পূর্ণিমার চন্দ্রে ও ক্ষুদ্র নক্ষত্রে যে প্রভেদ জ্ঞানী উপাসক এবং অজ্ঞ উপাসকে প্রভেদ তদপেক্ষাও অধিক।

জ্ঞানীর লেখনী-মুখস্থিত মসীবিন্দু ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহিদের রক্ত অপেক্ষাও পবিত্র জিনিষ।

জ্ঞানশিক্ষার্থে যাহাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে হয় সে স্বর্গপথের পথিক।

কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেক মুসলমানের বিদ্যাচর্চ্চা অবশ্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত।

সর্ব্বপ্রযত্নে বিদ্যালাভ কর। বিদ্যা ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য স্ফুটতর করিয়া তোলে; স্বর্গের পথ সুগম করিয়া দেয়। বিদ্যা নির্জ্জনে সঙ্গী, মরুভূমিতে সহচর। বিদ্যা সুখের মূল, দুঃখের পরম ঔষধ। বিদ্যা বন্ধুসমাজে অলঙ্কারস্বরূপ; ব্যূহে বর্ম্ম।

যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে সৎ হওয়া সহজ, সম্মানিত হওয়াও সহজ। জ্ঞানী ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও ইহলোকে রাজার সঙ্গলাভ করিয়া থাকে এবং পরলোকে অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়।

উপাসনা বিশ্বাসীর পক্ষে সাযুজ্য-লাভ।

নির্জ্জনে ভগবানকে স্মরণ কর; অনাহারই তোমার শ্রেষ্ঠ আহার, উপাসনাই তোমার শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম।

যে নমাজে হৃদয় নম্র না হয় সে নমাজ ভগবানের গ্রাহ্য নয়।

উপাসনা যাহাকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারে সে মশাল হাতে করিয়া পথ হারায়। এরূপ উপাসনায় কাহারও পুণ্য বৃদ্ধি হয় না, প্রতিদিন কেবল পরমাত্মা ও তাহার পতিত আত্মার মধ্যে ব্যবধানই বৃদ্ধি পায়।

শ্রেষ্ঠ দানের উৎস হৃদয়ে, তাহা রসনায় উৎসারিত হয় এবং ব্যথিতের হৃদয়-ক্ষতে অমৃত বর্ষণ করে।

যে খাটিয়া খায় অথচ ভিখারীকে ফিরায় না তাহার দানই শ্রেষ্ঠ দান।

রোষ প্রকাশ করিবার সুবিধা থাকিলেও যে তাহা দমন করে ভগবান্ তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন।

মানুষকে যে অনায়াসে আছাড় দিয়া ফেলিতে পারে সে বলবান নয়, যে ক্রোধ দমন করিতে পারে সেই ক্ষমতাবান্।

ভগবানকে স্মরণ করিয়া যে রোষের

PAGE(S) MISSING